শ্রীগৌর-উপদেশামৃত।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীমধুসূদন দাস-অধিকারী-কর্ত্তৃক
সংগৃহীত ও প্রকাশিত।
এলাটী পোঃ, হুগলী।

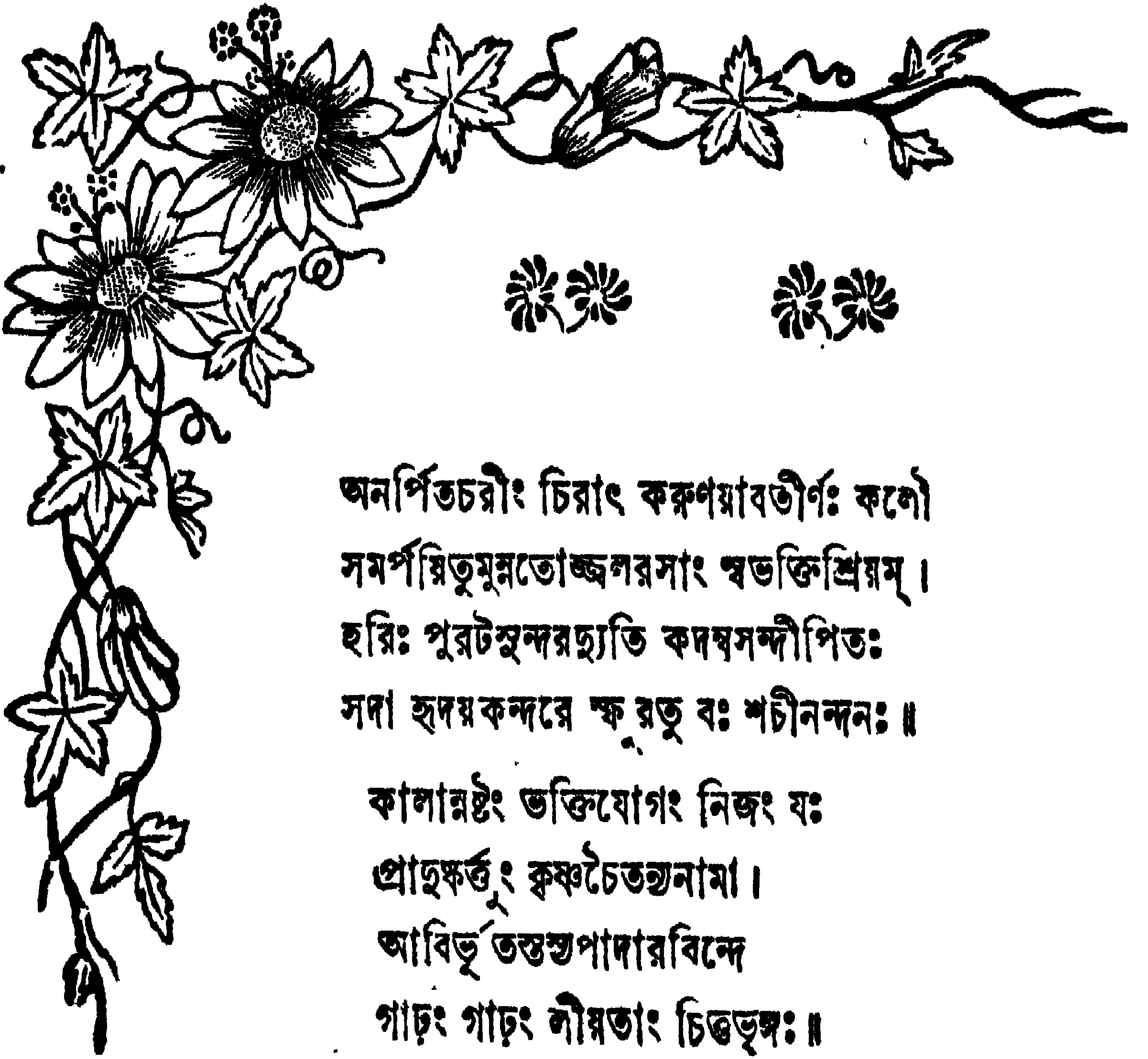
প্রথম মুদ্রাঙ্কণ।

শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী পত্রিকায় প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী কার্য্যালয়।
আনন্দাশ্রম, এলাটী পোঃ, জেলা হুগলী।

কলিকাতা;
৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, "বাণী-প্রেসে"
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।
১৩১৬ সাল।

মূল্য ॥৹ আনা, ডাঃ মাঃ ।৵৹ আনা।



অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্যপাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

ভূমিকা।

ভুবন-পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের মঙ্গল মধুর লীলারস-সম্বলিত শ্রীগ্রন্থ সমূহের মধ্যে "শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" এই দুই শ্রীগ্রন্থ শ্রীমদ্ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বেদবৎ নিত্য পূজিত ও সমাদৃত। এই দুই শ্রীগৌরলীলার মহোদধির মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত উপদেশ-রত্ন কোথায় কি ভাবে নিহিত আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে অনেক সময়ে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এজন্য উক্ত দুই শ্রীগ্রন্থ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তিগুলি যথাসাধ্য বিচার বিশ্লেষণ সহ একত্র সঙ্কলিত করিবার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া, নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও কেবল আত্মশোধন প্রয়াসে এই শ্রীগ্রন্থখানি সঙ্কলিত করিলাম। বিশেষতঃ দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ জীবশিক্ষার নিমিত্ত যে উপদেশ-প্রদান করিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে বেদবিধি অপেক্ষাও অধিক মাননীয় ও নিত্য প্রতিপাল্য। ভক্তগণ যাহাতে এই উপদেশ-রত্নগুলি একাধারে সহজে লাভ করিতে পারেন, এই গ্রন্থ প্রকাশের উহাও অন্যতম উদ্দেশ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিলীলায় যে সমস্ত উপদেশ নিহিত আছে, এই প্রথম-খণ্ডে তাহাই সঙ্কলিত হইয়াছে। কেবল তত্ত্ব-কথা পাঠ অনেক সময়ে নীরসবোধ হইয়া থাকে; তজ্জন্য তত্ত্বাংশের সহিত তৎসংশ্লিষ্ট লীলারসের সমাবেশ করিয়া তত্ত্বাংশগুলিকে অপেক্ষাকৃত সুখপাঠ্য ও মধুর করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না, সে বিচারের আবশ্যক করে না। "শ্রীভগবানের লীলারস নিষেবণ ব্যতীত দুরিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবের ভবসমুদ্র-পারের অন্য প্লব নাই।" এই ভরসায় আমি অধম এই লীলারসরসিত "শ্রীগৌর-উপদেশামৃত" সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। উপদেশ ও উক্তিগুলি সাধারণের সুবোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে বিশদভাবে বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হইয়াছে। যদিও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের বিশুদ্ধি রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বত্র মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হইয়াছে, তথাপি মাদৃশ ক্ষুদ্রমতি অল্পজ্ঞের পদে পদে ভ্রমপ্রমাদ ও ত্রুটী ঘটিবার সম্ভাবনা। আশা করি, বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তজ্জন্য অপরাধ গ্রহণ

না করিয়া গ্রন্থখানি সদয়-হৃদয়ে সংশোধন করিয়া লইয়া পাঠ করিলে আমি সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ ও সুখী হইব।

আদিলীলা অপেক্ষা মধ্যলীলাতেই শ্রীমহাপ্রভুর অনন্ত উপদেশ নিহিত আছে; দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা যথাসাধ্য সংগ্রহ ও আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। অতএব সহৃদয় ভক্তমণ্ডলীর কৃপাশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করি। ইতি।

পশ্চিম পাড়া,
এলাটী পোঃ, জেলা হুগলী;
সন ১৩১৬ সাল।

বৈষ্ণবসেবকাভাস
শ্রীমধুসূদন দাস-অধিকারী।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।



শ্রীগৌর-উপদেশামৃত।

প্রথম লহরী।

বাসন্তী পূর্ণিমার স্নিগ্ধ-সন্ধ্যায় যখন পূর্ণচন্দ্রের প্রফুল্ল কান্তি ধরণি-বক্ষে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল সেই শুভতিথিতে—সেই শুভক্ষণে প্রেমভক্তির মন্দাকিনী-প্রবাহে ধরা-বক্ষ প্লাবিত করিবার নিমিত্ত শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের প্রাঙ্গন-স্থিত নিম্বতরুতলে ক্ষুদ্র-কুটিরে শ্রীশচীমাতার পবিত্র অঙ্কে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলেন। যখন অকলঙ্ক শ্রীগৌর-চন্দ্রের উদয় হইল তখন সকলঙ্ক গগণ-চন্দ্রের আর গৌরব কি ? এই ভাবিয়াই যেন রাহু ঠিক সেই সময়ে চন্দ্রকে গ্রাস করিলেন। তখন—

"সর্ব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি শ্রীহরি কীর্ত্তন॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়॥
হরিবোল হরিবোল বলি সবে ধায়॥" চৈঃ ভাঃ।

চন্দ্রগ্রহণ দর্শনে শ্রীহরিনামের মঙ্গলময় ধ্বনি তখন কোটি কোটি কণ্ঠে নিনাদিত হইতে লাগিল। আর সেই শ্রীনাম কীর্ত্তনের মধুর তরঙ্গের কল্লোল-কোলাহলে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কি এক অলৌকিকী শক্তির প্রভাবে স্বতঃই "হরি হরি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ত্রিজগৎ যেন উল্লাস-সিন্ধুতে ডুবিয়া গেল। সে সময়ে—

"শঙ্খ দুন্দুভী বাজে পরম হরিষে।
জয়ধ্বনি সুরকুল কুসুম বরিষে॥" পঃ কঃ।

আর—

"অনন্ত ব্রহ্মাশিব, আদি করি যত দেব,

কিন্তু করুণার ঠাকুর শ্রীগৌরহরি, অবতারের সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্য ভজনরূপে উপদেশ দান করিয়া জীবের উপাসনার পথ সহজ ও সুগম করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, যুগধর্ম্ম প্রচার যুগাবতারের কার্য্য; তবে শ্রীগৌর ভগবান স্বয়ং কেন প্রচার করিলেন? ইহা বিচিত্র নহে। কেননা-

"সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনরূপে কহে যার যেন মতি॥" চৈঃ চঃ

ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ অবতারী অর্থাৎ সকল অবতারের বীজ। তিনিই যখন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ তখন তাঁহাতে সকলই সম্ভব হয়। অবতারীতে শক্তি-সকল পূর্ণরূপে প্রকাশিত এবং সকল অবতারই তাঁহাতে অবস্থিতি করেন।—

"পূর্ণ ভগবান অবতারে যেইকালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি মিলে॥" চৈঃ চঃ

অতএব অবতারী শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব কালে যুগাবতার তাঁহাতে মিলিত হইয়াই যুগধর্ম্ম শ্রীহরি নাম সঙ্কীর্ত্তন জগতে প্রচার করেন।

ভুবন তারিতে প্রভু যে একাকীই অবতীর্ণ হইলেন তাহা নহে, নিজ পরিকরগণকেও ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবতীর্ণ করিয়া স্বয়ং জাহ্নবী-মেখলা শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন। ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে—

"আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেনে জন্মায়েন দূরে॥" চৈঃ ভাঃ

কুতার্কিক পাষণ্ডের কৈতব কদাচারে, দুর্জ্জনের দাম্ভিকতায় এবং রাজপুরুষগণের প্রবল অত্যাচারে তখন নবদ্বীপ এরূপ ঘোর অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে সেস্থান স্বয়ং শ্রীভগবানের অবতার ভিন্ন কিছুতেই জীবের সুখশান্তির সম্ভাবনা ছিলনা। তাই কুসুম-কোমল-হৃদয় শ্রীগৌরহরি সেই পাষাণ-কঠোরতার মধ্যে সুপ্রকট হইলেন।

আবার ব্রজলীলায় শ্রীযমুনা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম মাধুর্য্যলাভে যেরূপ সৌভাগ্যবতী হইয়াছিলেন, শ্রীজাহ্নবী সে সৌভাগ্যে বঞ্চিতা হইয়া এতদিন বড়ই দুঃখিতা ছিলেন। প্রেমাবতংশ শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া দেবীর সেই চির-পোষিত

মনোহভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্তই যেন পবিত্র সুরধুনী তীরে অবতীর্ণ হইলেন এবং ব্রজের সেই নিগূঢ় প্রেমলীলা প্রকটন দ্বারা গঙ্গার গৌরব-গরিমা বর্দ্ধিত করিলেন। যথা—

"বহু মনোরথ পূর্ব্বে আছিল গঙ্গার।
যমুনায় দেখি কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার॥
কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য।
নিরবধি গঙ্গা এই করেন শালঘ্য॥
যদ্যপিও গঙ্গা, অজভবাদি বন্দিতা।
তথাপিও যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা॥
বাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর॥" চৈঃ ভাঃ

ব্রজ-বিপিন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের পাদ-বিধৌত করিয়া শ্রীযমুনা যে সৌভাগ্যলাভ করিয়া কৃতার্থা হইয়াছিলেন শ্রীজাহ্নবী নবদ্বীপে সেই সৌভাগ্যলাভ করিয়া তীর্থোত্তমা হইয়াছেন। গঙ্গার মহিমা সর্ব্ব যুগেই আছে কিন্তু তদপেক্ষা কলিতে যে অধিক মহিমা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে কেবল শ্রীনবদ্বীপ-বিহারী শ্রীগৌরহরির পদ-স্পর্শে, সন্দেহ নাই।

দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে শ্রীনবদ্বীপকে ভক্তি-কেন্দ্র করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র স্বীয় ভক্তগণকে প্রকট হইতে অনুজ্ঞা করিলেন। বিশেষতঃ—

"যেযে দেশে গঙ্গা হরিনাম বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেল্লা কদাচিত॥"

সেই সকল অধন্য কুৎসিত দেশে একএকজন ভুবন-তারণ-ক্ষম ভাগবতকে প্রকট করিয়া সেই সেই দেশের অধম পতিতগণের উদ্ধারের মঙ্গলময় পথ পরিষ্কৃত করিলেন। কেননা—

"যে দেশে যে কুলে ভাগবত অবতার।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তার॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়॥" চৈঃ ভাঃ

যিনি যেখানেই অবতীর্ণ হউন না কেন, সকলেই শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া

প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এইরূপে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনবদ্বীপের দার্শনিকতার শুষ্ক-মরু-বক্ষে যে প্রেমভক্তির উদ্দাম লহরী তুলিয়াছিলেন, ভুবন-পাবন ভক্তগণের হৃদয়ভরা ভক্তি-সরিৎ সম্মিলনে তাহা আরও প্রবলতর বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় লহরী।

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা প্রাকৃত জীবের চক্ষে লৌকিকী লীলার ন্যায় প্রতীত হইলেও অপ্রাকৃত ও ঈশচেষ্টা মিশ্র। প্রভু দুগ্ধ পোষ্য শিশুরূপে শ্রীশচীমাতার পবিত্র ক্রোড়ে শায়িত থাকিয়া ক্রন্দনেরছলে শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়াছেন। আহা! সেভাব কি মধুর! কি বিস্ময়কর!!

"বাল্যভাব ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
কৃষ্ণ হরিনাম শুনি রহয়ে রোদন॥
অতএব হরি হরি বলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ব-বন্ধুজন॥
গৌরহরি বলি তাঁরে হাসে সর্ব্বনারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম গৌরহরি॥" চৈঃ চঃ।

শিশু স্বভাবে প্রভু যখন রোদন করেন, তখন করতালি দিয়া "কৃষ্ণ হরি" নাম কীর্ত্তন করিলে প্রভু প্রবোধ মানিয়া থাকেন। যে অবলা কুলবধূগণ আরক্ত বিলম্বি অবগুণ্ঠনের অন্তরালে অতি প্রয়োজনীয় কথাটী কহিতেও সঙ্কুচিতা হন, তাঁহারাও দেবদুর্ল্লভ বাৎসল্যরসে আপ্লুতা হইয়া মুক্ত কণ্ঠে করতালি দিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দয়াল প্রভু সুকুমার শৈশব-স্বভাবে রোদন লীলার ছলে পুরকামিনীগণকে শ্রীহরিনামের অমৃত ধারায় অভিষিক্ত করিলেন। আহা! এমন করুণাবতার প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণ ভরিয়া না ভালবাসিয়া, তাঁহার ভবভয় খণ্ডিত শ্রীচরণ-কমলে ভক্তিভাবে দেহমন সমর্পণ না করিয়া আমরা সর্ব্বদা অলীক অভিমানে স্ফীত এবং বিলাস-সুখ বিভ্রমে বিমুগ্ধ হইয়া ক্রমশঃ দুরতিক্রম্য পথে অগ্রসর হইতেছি। আমরা কি ভ্রান্ত! আমাদের ভুল-

দেহে আত্মবোধ ও মমতা আছে বলিয়াই আমরা প্রাণের প্রাণ শ্রীভগবানকে ভুলিয়া এই অসার সংসারে মজিয়া আছি এবং নিজেকে কর্ম্মের কর্ত্তা ও ফল ভোক্তা মনে করিয়া নিত্য সুখের আশায় দুঃখের জ্বালায় অধীর হইতেছি। হায়! এই দুঃখের নিদান,—বিষাদের রঙ্গভূমি স্থূলদেহ কি? —এই যে স্নেহ পালিত, সুখ-বর্দ্ধিত সুকুমার নশ্বর দেহ,—এই যে মনিকাঞ্চনরত্নালঙ্কার বিভূষিত সুচারু-দর্শন দেহ, যাহাতে ধূলি স্পর্শ করিলে শতবার সুবাসিত জলে ধৌত করি, ইহারই নাম স্থূলদেহ। ইহা কি? দয়াল শ্রীগৌরহরি বাল্য-লীলাতে এই দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের সুমীমাংসা করিয়া জীবকে সুন্দর আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দান করিয়াছেন।

একদিন শ্রীশচীমাতা বাটা ভরিয়া খই সন্দেশ প্রভুকে খাইতে দিয়া গৃহ-কর্ম্ম সমাপন করিতে গেলেন। প্রভু তাহা না খাইয়া লুকাইয়া মাটি খাইতে লাগিলেন। শ্রীশচী মাতা তাহা দেখিয়া "হায় হায়" করিয়া ছুটিয়া আসিয়া মাটি কাড়িয়া লইলেন। বলিলেন—"নিমাই! মাটি খাও কেন?" প্রভুর প্রফুল্ল নয়ন-কমল অশ্রুভারে ছল ছল করিতে লাগিল। এ ভাব স্বভাবিক। শিশু জননীর অলক্ষ্যে কোন অন্যায় কর্ম্ম করিতেছে, জননী তাহা দেখিতে পাইয়া সহসা নিকটে আসিয়া যদি সে কর্ম্মের প্রতিবাদ করেন, অনুযোগ না করিলেও শিশু তখন কাঁদিয়া ফেলে। প্রভুও সেইভাবে সাশ্রু-নয়নে ধরা ধরা কণ্ঠে কহিলেন—

"কেনে কর রোষ
তুমি মাটি খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ॥
খৈ সন্দেশ অন্ন যত মাটির বিকার।
এহো মাটি সেহ মাটি কি ভেদ বিচার॥
এহো মাটি ভক্ষ্য মাটি দেখহ বিচারি।
অবিচারে দোষ দেহ কি বলিতে পারি॥" চৈঃ চঃ।

দেহাভিমানীরা এই রক্তমাংসাস্থি বিশিষ্ট স্থূল লিঙ্গ দেহকে "আমি" উপ-লব্ধি করিয়া ভ্রমাত্মক সংস্কারে আচ্ছন্ন; এই জন্যই তাহারা দেহের কোন সামান্য বৈলক্ষণ্য ঘটিলেই আকুল হইয়া উঠে। বাস্তবিক এ দেহ "আমি" নহে। কেননা, এই দেহই যদি "আমি" হয় তাহা হইলে

দেহ ধ্বংস হইলেই "আমির" অস্তিত্বও বিলোপ পাইত। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? মানুষ যখন প্রতিনিয়ত পুণ্যের পারিজাত-সৌরভের জন্য লালায়িত এবং পাপের প্রাণ-পীড়ন ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক রহিয়াছে; তখন জন্মান্তর যে আছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। যদি দেহ ধ্বংসের সহিত "আমিরও" ধ্বংস হইত তাহা হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম-পাপপুণ্য ও সদসৎ ইত্যাদির কিছুই বিচার থাকিত না। পরজন্মে কৃত-কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্তই তো জীবের এরূপ আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা। সুতরাং পুনর্দ্দেহ ধারণ অবশ্যম্ভাবী। আবার এই পরিদৃশ্যমান স্থূলদেহের অতীত কোন সূক্ষ্মদেহে "আমির" অস্তিত্ব না থাকিলে দেহান্তর গ্রহণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব এই দেহ যে উপাদানে নির্ম্মিত, "আমি" সে উপাদানের নহি এক্ষণে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল। এই স্থূলদেহের উপাদান কি? তাহা লিখিত হইতেছে। তদ্‌যথা—

"পঞ্চাত্মকং পঞ্চসু বর্ত্তমানং
ষড়াশ্রয়ং ষড়্‌গুণ যোগযুক্তম্‌।
তং সপ্তধাতু ত্রিমলং দ্বিযোনিং
চতুর্ব্বিধাহারময়ং শরীরম্‌॥ সাংখ্যকারিকা।

মানবের স্থূল দেহ, ভূমি-জল-অনল অনিল ও আকাশ এই পঞ্চভূতাত্মক এবং এই পঞ্চভূতেই বর্ত্তমান, ইহা কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল ও মধুর এই ষড়রসের আশ্রয় এবং ষট্‌স্বর মিলিত গানাদি কাল-যুক্ত। এই দেহে রস- রক্ত, মাংস, মেদ অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতু ও বাত-পিত্ত-কফ (অথবা নখ, রোম, কেশ) এই ত্রিবিধ মল বিদ্যমান আছে। ইহা মাতা পিতার যোনি হইতে উৎপন্ন এবং চর্ব্ব, চূষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ আহার্য্য বস্তুর বিকার বিশেষ।

প্রধানতঃ পঞ্চভূতই বদ্ধজীবের স্থূলদেহকে গঠন করে। বিচার কর, দেখিবে—এই দেহের মধ্যে আকাশ ও তজ্জাত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ভয়; বায়ু ও তজ্জাত চলন, বলন, ধারণ, প্রসারণ ও আকুঞ্চন, তেজ ও তজ্জাত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা ও কান্তি; জল ও তজ্জাত অস্থি, মাংস, ত্বক, নাড়ি ও রোম, এই সকল পদার্থ রহিয়াছে। ইহাদের সমষ্টিই স্থূলদেহ নামে অভিহিত।

আবার পঞ্চভূতের গুণ শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ কারণান্বয়হেতু কার্য্যে মিলিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আকাশাদি চারি পদার্থের বিশেষ বিশেষ গুণ ভূমিতেই দৃষ্ট হয়। আর আমাদের স্থূল লিঙ্গ দেহেও এই সকল গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই, কলি-পাবন শ্রীগৌরহরি দেহকে মাটির বিকার বলিয়াছেন। মৃদ্‌ভাণ্ড যেমন মৃত্তিকার বিকার, আমাদের এই অন্নময়-কোষ স্থূলদেহ-ভাণ্ডও সেইরূপ মাটির বিকার। ইহা—

পিতৃভুক্তান্নজাদ্বীর্য্যাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে॥

পঞ্চদশী।

অর্থাৎ ইহা পিতার ভুক্তান্ন জাত বীর্য্য হইতে উৎপন্ন এবং অন্নদ্বারাই সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব এই দেহ অন্নের বিকার অর্থাৎ রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। আবার এই অন্নও মাটির বিকার মাত্র। তাই প্রভু বলিয়াছেন—"খই সন্দেশাদি যত অন্ন সকলই যেমন মাটির বিকার, তখন আপনিই তো আমাকে মাটি খাইতে দিলেন, ইহাতে আমার দোষ কি? এবং মাটি খাইতেছি বলিয়া রাগই বা করিতেছেন কেন? বিচার করিয়া দেখুন, এ দেহও মাটি; এবং এই দেহের পোষক যে ভক্ষ্যবস্তু তাহাও মাটি!—সংসারের সকলই মাটি!! অতএব অবিচারে যদি আমাকে দোষ দেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে আর কি বলিতে পারি?"

ভগবান্ কপিল যেরূপ জননীকে জ্ঞান যোগ উপদেশ দিয়াছিলেন প্রেমাবতার শ্রীগৌর-ভগবান্‌ও সেইরূপ শ্রীশচীমাতাকে অতি বিনীত ভাবে এই জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিলেন। শ্রীশচীমা শিশুর মুখে এই অদ্ভুত জ্ঞানযোগের কথা শুনিয়া অন্তরে অতীব বিস্মিতা হইলেন—বলিলেন—"বাপ! মাটি খাইতে যোগোপায় তোমাকে কে শিখাইল?——

"মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়॥
মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি আনি।
মাটি পিণ্ড ধরি যবে শোষি যায় পানি॥"চৈঃ চঃ

দেহ মাটির বিকার, সুতরাং মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পরিপুষ্ট হইবে। নতুবা মাটি খাইলে যে পীড়া হইয়া দেহ ক্ষয় হইয়া যাইবে। এই

দেখনা—মাটির বিকার ঘট জল ভরিয়া আনিতেছি কিন্তু মাটির-পিণ্ড জলে ডুবাইলে জল শোষিয়া যায়।"

প্রভু আত্মগোপন করিয়া চাঁদ মুখে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"এবেত জানিনু মাতা আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা যবে লাগিবে তোমার স্তন দুগ্ধ পিব॥"

শ্রীশচীনন্দন এইরূপে মৃদ্ ভক্ষণছলে অজ্ঞান-কলুষিত জীবকে অতি মধুর তত্ত্বোপদেশ দান করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; এদেহ মাটির বিকার। যাহা কোন এক বস্তুর বিকার তাহা সত্যবস্তু নহে। অতএব এদেহ নশ্বর ও মিথ্যা। যথা—

পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতৈ র্যোদেহো নির্ম্মিতো ভবেৎ।
স কৃত্রিমো নশ্বরশ্চ ভস্মসাচ্চ ভবেদিহ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

ভূম্যাদি পঞ্চভূতে যে স্থূল দেহ নির্ম্মিত, তাহা কৃত্রিম ও নশ্বর এবং তাহা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

কিন্তু আমরা এমনই ভ্রান্ত, এই স্থূল দেহটাকেই আত্মা জ্ঞান করি, আত্মা যে কি বস্তু বুঝিতে পারি না। এই দেহের অতিরিক্ত যে চৈতন্যরূপী তাঁহার নামই আত্মা! আত্মা নিত্যবস্তু, ইহার ক্ষয় নাই বৃদ্ধিও নাই। জরা, মরণ রোগ, শোক ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা এই আত্মতত্ত্ব না বুঝিয়াই স্থূল দেহ বিয়োগে মৃত্যু মনে করিয়া কাতর হই এবং নূতন দেহ পরিগ্রহকেই জন্ম বলিয়া আনন্দানুভব করি। বাস্তবিক ইহা অজ্ঞানতা প্রকাশ মাত্র। কেননা—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ গীতা।

মানব যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক নূতন বস্ত্র পরিধান করে সেইরূপ জীবাত্মা এই জীর্ণ পাঞ্চভৌতিক দেহকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন কলেবর গ্রহণ করেন। অতএব দেহ যখন মিথ্যা তখন দেহ সম্বন্ধীয় সুখ-দুঃখও মিথ্যা বুঝিতে হইবে। কিন্তু জড় বদ্ধজীব এই অবাস্তব সুখে দুঃখে অভি-

ভূত হইয়াই সংসারে উদ্ভ্রান্ত ভাবে বিচরণ করিতেছে। তাই বলি, ভ্রান্ত জীব! এই ক্ষণ ভঙ্গুর নশ্বর মাটির বিকার দেহের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরাগতি লাভের চরণপন্থা অন্বেষণ কর। যে রমণীয় যৌবন-শ্রীহৃদয়-সরোবরে কত অতৃপ্ত সুখ-লালসার লহরী সৃজন করিতেছে, বলদেখি, তাহা কতিপয় দিবস-স্থায়িনী কি না? নলিনীর নয়ন-রঞ্জিনী শোভা যেমন প্রভাতে উন্মেষিত হইয়া মধ্যাহ্নে বিকসিত হয় এবং সায়াহ্নে সন্ধ্যার আবিলতা সংস্পর্শে ম্লান হইয়া যায় এই অশেষ ব্যাধি-সঙ্কুল মাটির-পুতুল দেহের অবস্থাও কি তদ্রূপ নহে? এই আছে, দেখিতে দেখিতে ধূলির শরীর ধূলিতে মিশাইয়া যাইবে। অতএব ভাই। দেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া দেহের অতিরিক্ত যে "আমি" কি বস্তু এবং সেই "আমির" বা আমার কর্ত্তব্য কি অবধারণ কর; নতুবা এই ভয়াবহ ভব-সিন্ধুপারের উপায় নাই। আত্মতত্ত্ব না জানিতে পারিলে উপাসনার কোন পথেই অগ্রসর হওয়া যায় না। সুতরাং জীবমাত্রেই প্রথমতঃ আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ অজ্ঞানান্ধ জীব স্থূল দেহটাকেই "আমি" বলিয়া মনে করে, এই ভ্রমাত্মক সংস্কার বিদূরিত করিবার নিমিত্তই যেন পরমদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বাগ্রে এই সারতত্ত্ব উপদেশ দান করিলেন। অতএব মূঢ় জীব! অকপট বিশ্বাসে ভুবন-পাবন শ্রীশচীনন্দনের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ কর, অনায়াসে পরম পুরুষার্থ নিগূঢ় প্রেমভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। পরিব্রাজক চূড়ামণি শ্রীপাদ্ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন—

"অরে মূঢ়া গূঢ়াং বিচিনুত হরের্ভক্তি পদবীং
দবীয়স্যা দৃষ্ট্যাপ্যপরিচিত পূর্ব্বাং মুনিবরৈঃ।
ন বিশ্রম্ভশ্চিত্তে যদি চ দোল্লভ্যামিব তৎ
পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজতঃ শরণং গৌরচরণং॥

মূঢ়গণ! যাহা বেদাদির গোপনীয় এবং দূরদৃষ্ট বশতঃ ব্যাসাদি মুনিজনও পূর্ব্বে যাহার পরিচয় অবগত ছিলেন না, তোমরা সেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় মনোহর ভক্তিমার্গের অনুসন্ধান কর। 'তাহা অতি দুর্লভ বস্তু, কি প্রকারে লাভ হইবে?' মনে যদি এরূপ অবিশ্বাসই জন্মিয়া থাকে, তবে তাহার উপায় বলি শুন,—সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই পতিত-প্রেমদ শ্রীগৌর হরির শ্রীচরণে শরণাগত হও।

তৃতীয় লহরী।

অম নিশার তিমির-তরঙ্গময় বিশালবক্ষ সহসা শারদ জ্যোৎস্নাফুল্ল পূর্ণ শশীর উদয়ে যেমন হয়, অকস্মাৎ করুণাবতার শ্রীগৌর-চন্দ্রের উদয়ে অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন বঙ্গভূমিও সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখ-সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যাহাদের যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, দান-ব্রত, বেদাধ্যয়ন ও সদাচারাদি কিছুমাত্র ছিলনা, সেই সাধনমাত্র-রহিত পাপাসক্তগণও পাপপুঞ্জ-ক্ষয়ে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া পুরুষার্থের শিরোভূষণ প্রেমানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইল। আহা! সহজে এমন ব্রহ্মাদি দেব-দুর্লভ প্রেমলাভ আর কোন অবতারেই হয় নাই। সুতরাং এমন সর্ব্বাবতার-সার শ্রীচৈতন্য-চরণারবিন্দের কৃপা-মকরন্দ-লালসায় যাহার মন মধুপ মুহূর্ত্তের জন্যও উন্মত্ত না হইল তাঁহার সুধা-সার-বিনিন্দন শ্রীনামরসাস্বাদনে যাহার পরকুৎসা-পরিরত পাপরসনা ভুলেও কখন আগ্রহ প্রকাশ না করিল,—তাঁহার অতুল গুণ-গরিমা গান শ্রবণে যাঁহার অঙ্গ উদ্দাম পুলকভরে কণ্টকিত না হইল তাহাকে ধিক্। তাদৃশ ব্যক্তি অগণ্য মহৎ পুণ্যাচরণ করিলেও এবং অনন্য-হরিভজন-পরায়ণ হইলেও তিনি যখন কলির উপাস্য দেবতা শ্রীগৌরভগবানের উপাসনা বিহীন তখন তিনি যে অধন্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই মায়াবাদী সন্ন্যাসী কুলগুরু শ্রীপাদপ্রবোধানন্দ প্রভুর চরণ-সরোজের কৃপা-মকরন্দ পানে কৃতার্থ হইয়া বলিয়াছেন।—

ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদন পরিফুল্লান্ জড়মতীন্
ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ধিগ্বিকট তপসো ধিক্চ যমিনঃ।
কিমেতান্ শোচামো বিষয় রসমত্তান্নরপশূন্
ন কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ॥

"তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের যথার্থতত্ত্ব-তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া যাঁহারা "আমিব্রহ্ম" এই মাত্র তত্ত্বজ্ঞানে প্রফুল্লমুখ সেই নির্ব্বেদ ব্রহ্মজ্ঞানীগণকে ধিক্, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মাসক্ত জড়মতি যাঁহাদের চিত্ত যথার্থ পরমার্থানুসন্ধানে বিবেক শূন্য, অথচ প্রাকৃত মায়িক নশ্বর সুখলেশ অনুসন্ধানে

সদা নিরত, সেই কর্ম্মীগণকেও ধিক্, যাঁহারা দুঃসহ নিদাঘ সময়ে তীব্র তপন-তাপ ও বর্ষায় অবিরাম বৃষ্টিধারা অকুণ্ঠিত চিত্তে সহ্য করেন এবং অবিসহ্য শীতে জলে নিমগ্ন হইয়া অবস্থিতি করেন, এরূপ ঘোর তপঃ-ক্লেশ-সহিষ্ণু জপধ্যানাদি পরায়ণ উৎকট তপস্বীগণকেও ধিক্ এবং যাহারা সমুদায় ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে বশীভূত করিয়াছেন সেই সকল সংযমিগণকেও ধিক্; যেহেতু ইহাঁদের মধ্যে কেহই শ্রীগৌর-পদকমল-মকরন্দের বিন্দু লেশও প্রাপ্ত হন নাই, হায়! এই সকল বিষয় রসপ্রমত্ত পশুবৎ অজ্ঞান মানবগণের অবস্থা দর্শনে বাস্তবিকই বড় দুঃখ হয়।

পূর্ব্বজন্মের পুণ্যপুঞ্জ প্রভাবেই এ হেন শ্রীগৌর-ভগবানের ভুবনবন্দ্য পদারবিন্দ ভজনে জীবের অনুরাগ জন্মে। শ্রীভগবানের কৃপা-লেশ প্রাপ্ত না হইলে কি জীব শ্রীগৌর লীলার মধুরিমার মহীয়সীশক্তি কখন অনুভব করিতে পারে? না তাঁহার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিতে পারে? যাঁহারা জন্মে জন্মে শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া তদীয় দাসত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন; ভক্ত বৎসল সেই স্বভক্তগণের নিকট কখনই আত্ম গোপন করিতে পারেন না। ভক্তের নিকট ভগবানের স্বাধীনতা কোথায়? শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইবদ্বিজ। শ্রীভা।

আমি ভক্ত পরাধীন; সুতরাং অস্বতন্ত্রের তুল্য অর্থাৎ আমি স্বতন্ত্র হইয়াও স্বেচ্ছায় ভক্ত-পরতন্ত্রী।

একদা এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিশ্র মহাশয় অতিথি ব্যবহারে তাঁহার যথোচিত সমাদর করিলেন। ব্রাহ্মণ ষড়াক্ষর গোপাল মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তিনি যথা সময়ে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিতে বসিলেন দয়াল প্রভুর ইচ্ছা তাঁহাকে কৃপাদর্শন দিবেন, তাই, ধ্যানমাত্র প্রভু তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সেই নিবেদিত অন্ন একগ্রাস গ্রহণ করিলেন। মিশ্র মহাশয় প্রভুর এই আচরণাবলি সুলভ-চপলতা মনে করিয়া প্রভুকে মারিতে উদ্যত হইলেন। বিপ্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিলেন। বলিলেন—"মিশ্র!

"কোন জ্ঞান বালকে মারিয়া কিবা কার্য্য ॥
ভাল মন্দ জ্ঞান যার থাকে, মারি-তারে।
আমার শপথ যদি মারহ উহারে ॥ চৈঃ ভাঃ

মিশ্র পরম দুঃখিত হইয়া ব্রাহ্মণকে পুনরায় রন্ধন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন এবং পাকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিতে পুনশ্চ ধ্যানে বসিলেন। ধ্যান মাত্র শ্রীশচীনন্দন প্রভু ব্রাহ্মণের সেই নিবেদিত অন্ন আবার গ্রহণ করিলেন! এইরূপে তৃতীয় বার প্রভুকে অন্ন গ্রহণ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। তখন দয়াল প্রভু চাঁদ মুখে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"—ওহে বিপ্র তুমিত উদার।
তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার॥
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি, আসি তোমা স্থান॥"

ভাগ্যবান বিপ্র বিস্ময়-বিহ্বল নয়নে প্রভুর দিকে চাহিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার নয়ন মন বিভোর হইয়া গেল। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ধ্যান মার্গে যাঁহার অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছেন সেই হৃদয়ের আরাধ্য দেবের শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

"অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন॥"

অনন্তর করুণাসাগর শ্রীগৌর সুন্দর তাঁহার অঙ্গের উপর শ্রীকর-কমল অর্পণ করিলেন। প্রভুর সেই শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র চেতনা লাভ করিয়া বিপুল আনন্দাবেশে স্তম্ভিত হইলেন। অঙ্গে সাত্ত্বিক ভাবাবলী পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তখন প্রভু সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন—

"এ কে তো আমার তুমি জন্মেজন্মে দাস।
দাস বিনা অন্য মোর না দেখে প্রকাশ॥"

শ্রীভগবান যখন ধরা-ধামে অবতার রূপে প্রকট হন, তখন তিনি স্বয়ং "আমিই অবতার" এরূপ প্রকাশ করেন না। শ্রীভগবদ্ভক্ত মহানুভব মুনিগণ তাঁহার জীব-অগোচর অপ্রাকৃত আকৃতি প্রকৃতি ও রূপ মাধুর্য্য এবং অলো-

কিক কার্যাবলী দর্শনে তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া নিরূপণ করেন। ভক্তাধীন শ্রীভগবান ভক্তের নিকট স্বরূপ প্রকাশ না করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিতে পারেন না। এই অপার করুণাগুণেই শ্রীভগবান ভক্তবৎসল নামে অভিহিত। এই জন্যই যাঁহারা শ্রীভগবানের দাস তাঁহারাই শ্রীভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে বা তাঁহার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু অন্য বহির্মুখজনের ভাগ্যে এরূপ সৌভাগ্য লাভ কখনই সম্ভবপর নহে! যথা—

"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যৈছে সূর্যের কিরণ॥" চৈঃ চঃ।

শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কর্ম ও প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াও অভক্তেরগণ ঐ সমস্ত দেখিতে পায় না এবং শত চেষ্টা দ্বারাও শ্রীভগবত্তত্ত্ব অনুভব করিতে পারে না। দিবান্ধ পেচক যেমন বৃক্ষ কোটরে থাকিয়া কেবল অন্ধকার দুঃখ অনুভব করে সেইরূপ অভক্তগণও গৃহকারাগারে থাকিয়া কেবল সংসার দুঃখে মুহ্যমান হয়। অসুর-স্বভাব বশতঃই অভক্তগণ শ্রীভগবানের প্রকট প্রভাব ও মহিমা অনুভব করিতে অসমর্থ। যথা—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরম প্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত দৈব পরমার্থ বিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুর প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥

হে ভগবন্! তোমার পরমোৎকৃষ্ট স্বভাব রূপ ও আচরণ দ্বারা, অলৌকিক প্রভাব দ্বারা, সত্ত্বগুণ-প্রবল শাস্ত্র দ্বারা এবং প্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞ ও পরমার্থবিদ্ পণ্ডিতগণের মতালোচনা দ্বারাও আসুর-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ তোমাকে অবগত হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া প্রভাবে আত্মগোপনের নানা যত্ন করিলেও "লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে।" অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীভগবৎ সেবা পরায়ণ ভক্ত তাঁহারা নিজ স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জানিতে পারেন এবং কেহ কেহ তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষও করিয়া থাকেন। যথা—

মায়া বলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥

হে ভগবন্! তোমার প্রভুত্বের স্বভাবকে নিজ যোগমায়া প্রভাবে গোপন করিলেও কোন কোন অনন্যচিত্ত ভক্ত তোমার ঐ স্বরূপকে নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন।

অতএব যাঁহারা শ্রীভগবানের দাস তাঁহারাই যে শ্রীভগবত্তত্ত্ব বুঝিবার বা তদীয় স্বরূপ দেখিবার অধিকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। ভক্তগণ অহেতুকী ভক্তির আনুকূল্যেই এই সৌভাগ্যলাভ করিয়া থাকেন, নতুবা কেবল—লৌকিক প্রমাণে কিম্বা পাণ্ডিত্য প্রতিভায় শ্রীভগবত্তত্ত্ব কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাই ব্রহ্মা স্বয়ং পরিব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ শ্রীপঃ।

হে দেব! আপনি সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ দুই। আপনার সে অদ্ভূততত্ত্ব বুঝিবার অন্য কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি ভবদীয় পদাম্বুজদ্বয়ের কৃপালেশ লাভে অণুগৃহীত হইয়াছেন তিনি অপণ্ডিত হইলেও আপনার মহিমা-তত্ত্ব, যেরূপ অবগত হয়েন, মহাপণ্ডিতজন আপনার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে চিরকাল বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াও ভবদীয় অনন্ততত্ত্বের কণামাত্র জানিতে সক্ষম হয় না। অতএব—

'ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে।
সেইত ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥ চৈঃ চঃ

ভাই আস্তিক। ঈশ্বরের অস্তিত্বে যদি তোমার পূর্ণ বিশ্বাস থাকে এবং সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তদীয় বিশেষতত্ত্ব অবগত হইতে বাসনা থাকে তবে আর অণুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীগৌরহরির শরণাপন্ন হও। পতিতোদ্ধারী শ্রীগৌরহরি বড় করুণার ঠাকুর! তিনি জগতের ছোট বড় সকলকে সমভাবে কৃপামৃত বিতরণে কৃতার্থ করেন। একবার তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিতে পারিলে,—প্রাণের আরাধ্যদেবতা বলিয়া হৃদয়ের সমস্ত ভক্তিটুকু শ্রীচরণতলে ঢালিয়া অর্চ্চনা করিতে শিখিলে—বা ততদূর করিতে না পার, প্রাণ ভরিয়া একবার "হা প্রাণগৌরাঙ্গ" বলিয়া ডাকিলেই তিনি আর

স্থির থাকিতে পারেন না। তাই ভজন-রসিক সিদ্ধভক্ত শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমার মহা মধুরতায় বিমোহিত হইয়া গাহিয়াছেন—

"যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তাঁর হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারী।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সেজন ভকতি অধিকারী॥"

তবে জগতের লোকে যে তাঁহার সম্বন্ধে এত তর্ক বিতর্ক করে, তাঁহাকে ভজনা করিতে সঙ্কুচিত হয়; ইহাতে তাহাদের তত দোষ নাই। প্রভুর মায়াশক্তিই সকলকে এরূপ মোহাচ্ছন্ন করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছে। যথা—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদ সংবাদ ভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মূহুরাত্ম মোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভুম্নে॥ শ্রীভাঃ।

বিবাদী কি সম্বাদী অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী কি দ্বৈতবাদী ইত্যাদি সকল তত্ত্ববাদীগণের নিকট যাঁহার অবিদ্যাদি শক্তি সকল কথন বিবাদের বা কথন সম্বাদের কারণ হয় এবং সেই সকল বাদীদিগের আত্মাতে মুহুর্মুহু মোহ উপস্থিত করিয়া থাকে, আমি সেই অনন্ত গুণালঙ্কৃত পরমপুরুষ শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার করি।

জীব এই অবিদ্যা-সম্ভূত মোহাচ্ছন্ন হইয়াই অনিত্যকে নিত্য বোধ করিয়া সংসারে নিত্য অশান্তি ও অভাবে অধীর হইয়া রহিয়াছে। প্রাণ চায় আনন্দ, ভ্রমান্ধ জীব সেই প্রাণের কথা—প্রাণের ভাষা বুঝিতে না পারিয়া সেই সর্ব্বানন্দ-কন্দ শ্রীগৌর-গোবিন্দকে ভজিতে চায়না।—পাপে তাপে জর্জ্জরিত হইয়াও কল্পতরুর শীতল ছায়ায় জুড়াইবার অভিলাষ করেনা। অহো! কি পরিতাপের বিষয়! পুঞ্জীভূত অপরাধের ফলেই জীবের এ সুখ সৌভাগ্য লাভ ঘটিয়া উঠেনা—প্রাণ খুলিয়া শ্রীগৌর ভগবানকে ভালবাসিতে পারেনা। ইহাতে দয়াল প্রভুর মহিমার 'আসে যায়' কি?—পিত্ত-দুষ্ট ব্যক্তির রসনায় শর্করা তিক্তবোধ হয় বলিয়া কি বলিতে হইবে শর্করা মিষ্ট নয়?—

"সহজে শর্করা মিষ্ট সর্ব্বজনে জানে।
কেহ তিক্তবাসে জিহ্বা দোষের কারণে॥

জিহ্বারসে দোষ শর্করায় দোষ নাই।
এই মত সর্ব্বমিষ্ট চৈতন্য গোঁসাই॥" চৈঃ ভাঃ।

ভাই হিন্দু! তুমি যে কোন দেবতার উপাসক হও, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হও; শ্রীগৌরাঙ্গ যখন এই কলিযুগের যুগাবতার এবং সর্ব্ব সাম্প্রদায়িক যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন-প্রচারক পরমগুরু, তখন তাঁহাকে আরাধ্যতম বলিয়া পূজা করিতে কাহার আপত্তি হইতে পারে? যিনি জীবের কাতর রোদনে অবতার গ্রহণ করিয়া উদ্ধারের মঙ্গলময় পথ প্রকাশ করিয়াছেন, এহেন নিকটবন্ধু করুণাসিন্ধুর নাম লইতে বা তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে কাহাকেও শিখাইতে হইবে কি? ইহা মানবমাত্রেরই স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি হওয়া আবশ্যক। অপর সাধ্য-সাধনা ত দূরের কথা, শ্রীগৌর কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত ব্রজের মধুর ভজনানন্দও সুদূরপরাহত। যথা—

ভ্রাতঃকীর্ত্তয় নাম গোকুলপতেরুদ্দামনামাবলীং
যদ্বা ভাবয় তস্য দিব্য মধুরং রূপং জগন্মঙ্গলং।
হন্ত প্রেম মহারসোজ্জ্বলপদে নাশাপিতে সম্ভবেৎ
॥চৈতন্য মহাপ্রভোর্যদি কৃপাদৃষ্টিঃ পতেন্নত্বয়ি॥

হে ভ্রাতঃ! তুমি ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রভাবান্বিত শ্রীনামাবলী উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনই কর অথবা তাঁহার জগন্মঙ্গল দিব্য মধুর রূপ-মাধুরী চিন্তাই কর কিন্তু যদি তোমাতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপাদৃষ্টি পতিত না হয়; হায়! তাহা হইলে সেই মহাপ্রেমরসোজ্জ্বল বিষয়ে তোমার আশা কখনই সম্ভব হইতে পারেনা।

তাই বলি পাঠক! আপনি যে ভাবেরই সাধক হউন না কেন, নিরর্থক তর্কবাদ উত্থাপন বা বাক্য বীরত্ব প্রকাশ না করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপদে ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন করুন, সাধনার সকল অন্তরায় অন্তর্হিত ও সিদ্ধির শান্তি-সুখানুভব সহজলভ্য হইবে। উদ্‌ভ্রান্ত কলির জীব! বল দেখি, ইহা অপেক্ষা প্রভুর দয়ার আর অধিক কি পরিচয় আছে?

স্বকীয় লীলারসাস্বাদনছলে জীবকে সুরাসুর দুর্লভ প্রেমভক্তি প্রদান করিবার নিমিত্তই ভুবনমোহন শ্রীশচীনন্দের আবির্ভাব। তাই প্রভু মধুর বাল্যলীলারছলে মাঝে মাঝে কপট বাল্য চপলতা প্রকাশ করিয়া এরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন যে, তাহা শুনিয়া পরম বিজ্ঞজনও বিস্মিত হইয়া

যাইতেন। একদিন প্রভু উচ্ছিষ্ট ও ত্যজ্য হাঁড়ীর উপর উপবেশনপূর্ব্বক শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়া—যেন উত্তপ্ত মরুভূমির মাঝে মন্দাকিনীর স্নিগ্ধধারা বহাইয়া ছিলেন। আহা! সে অতি নিগূঢ় কথা !!—

প্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপাদ্ বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিয়া যাইলে মিশ্র মহাশয় কিছুদিন প্রভুর লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দেন। এই সময় প্রভু বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠেন। একদিন বিষ্ণু নৈবেদ্যের পরিত্যক্ত হাঁড়ীগুলি উপরি উপরি সাজাইয়া তাহার উপর উঠিয়া বসিলেন। প্রভুর কনককান্তি-সুন্দর শ্রীঅঙ্গে সেই ত্যাজ্য হাঁড়ীর কালী সংলিপ্ত হওয়ায় কোটি-কন্দর্প-নিন্দিত লাবণ্য যেন স্বচ্ছ মেঘাবৃত শারদ পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায় ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। প্রভুর এই কাণ্ড দেখিয়া সঙ্গের শিশুগণ শ্রীশচী দেবীকে সংবাদ দিল। শ্রীশচী দেবী শশব্যস্তে তথায় আসিয়া পুত্রকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন—"নিমাই! তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ও স্থানে কি তোমার বসা উচিত? ত্যাজ্য হাঁড়ী স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, এতদিনেও কি তোমার আচার জ্ঞান হ'ল না?" তখন শ্রীগৌরহরি চাঁদমুখে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"——তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিবে কি মতে॥
মূর্খ আমি না জানিয়ে ভালমন্দ স্থান।
সর্ব্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় জ্ঞান॥ ৩॥

অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে সাধকের সমস্ত ভেদভাব তিরোহিত হয় এবং তাঁহার সর্ব্বত্র সমজ্ঞানের উদয় হয়। শুচি, অশুচি, সুস্থান, কুস্থান, ভালমন্দ এমন কি বিষ্ঠা চন্দনেও ভেদবুদ্ধি থাকেনা। তাঁহার আচরণ স্পষ্টতঃ অজ্ঞান বালকের ন্যায় প্রতীতি হয়। তাই, প্রভু বলিয়াছেন আমি মূর্খ, ভালমন্দ কিরূপে জানিব? এরূপ অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট সাধকই ব্রহ্মজ্ঞানী নামে অভিহিত। যথা—

কুশলা কুশলা বৃত্তি রহিতঃ সমদর্শকঃ।
লিঙ্গাশ্রম পরিত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞানী নিগদ্যতে॥

শঙ্করানন্দদীপিকা।

এই ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে একটী সুন্দর উপাখ্যান আছে। তাহা এ স্থলে সন্নিবেশিত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। বাস্তবিক লোকে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে কিরূপ ভ্রমে পতিত হয় তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

একদা গুরু, শিষ্যের নিকট "শিবোহহং" বলিয়া নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যাখ্যা করেন। শিষ্য তাহা শ্রবণ করিয়া বাটীতে গিয়া স্বীয় পত্নীকে বলিলেন "দেখ, আমি অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়াছি আমার আর ভেদবুদ্ধি নাই। সুতরাং আজ কন্যাকে আমার শয্যায় শয়ন করিতে বলিও।" এই কথা শুনিয়া স্ত্রী ঘৃণায় লজ্জায় সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। এবং গুরুদেবকে ডাকাইয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন। গুরুদেব শিষ্যের চমৎকার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অবাক্ হইলেন। বলিলেন—"বাছা! সেজন্য চিন্তা নাই। ভোজনের সময় আমি উপস্থিত হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিব। শিষ্য ভোজনে বসিয়াছেন। স্ত্রী গুরুর পূর্ব্ব উপদেশমত বিষ্ঠা ও মূত্রপূর্ণ পাত্র লইয়া স্বামীর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তদ্দর্শনে শিষ্য একবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। এমন সময় গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন—"বাপু হে! রাগ কর কেন? তোমার না অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে? যদি স্ত্রী ও কন্যাতে ভেদ না থাকে তবে অন্ন-ব্যঞ্জন ও মল-মূত্রে প্রভেদ কি?" শিষ্য তথাপি বুঝেনা। তখন গুরুদেব শূকরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই মল-মূত্র ভক্ষণ করিলেন। পরে স্বরূপ ধারণ করিয়া বলিলেন—"বাপু! তুমি যদি তোমার জামাতার রূপধারণ করিতে পারিতে তাহা হইলে নিজ কন্যা সম্ভোগেও বাধা ছিলনা। কিন্তু তুমি যখন তাহা পারনা তখন ব্যবহারিক কার্য্যে ভেদবুদ্ধি দ্বারা চালিত হওয়াই কর্ত্তব্য।"

যে ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞানের চরম বিকাশ তাহা মুখের কথায় লাভ হয় না।—জন্ম জন্ম বহুতর সাধনা সাপেক্ষ। যাহা হউক এই শুষ্ক ব্রহ্মানন্দেও প্রাণের চরম সুখানুভূতি হয় না। যথা—

ব্রহ্মানন্দেন পূর্ণাহং তেনানন্দেন পূর্ণধীঃ।
তথাপি শূন্যমাত্মানং মন্যে কৃষ্ণরতিং বিনা॥

পাদ্মে, পাতালখণ্ডে।

যদিও আমি ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ এবং সেই আনন্দ দ্বারা পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন তথাপি কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আমি আত্মাকে শূন্য বোধ করিতেছি।

তাই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

সুতরাং ব্রহ্মানন্দাদি সর্ব্বানন্দ হইতে শ্রীকৃষ্ণদাস্যভাবে যে অধিক আনন্দ তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার—

"কৃষ্ণ নামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার কাছে খাদোদক সম॥"

যথা শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ে—

ত্বৎসাক্ষাৎ করণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্যমে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো॥

হে জগদ্‌গুরো! হে প্রভু নরসিংহ! তোমার সাক্ষাৎ-কৃপা-দর্শনানন্দ নির্ম্মল সমুদ্রের ন্যায়, তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া আমি যে সুখানুভব করিতেছি তাহার তুলনায় ব্রহ্মধামের ব্রহ্মানন্দাদি আমার নিকট গোষ্পদের ন্যায় অতি তুচ্ছ বোধ হইতেছে। এই জন্য ব্রহ্মানন্দ সুখাদি কৃষ্ণভক্তের আদৌ স্পৃহনীয় নহে। কেননা ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষা শ্রীভগবত্তত্ত্ব অধিক উচ্চে অবস্থিত। জ্ঞানের চরম অবস্থাতেই এই ভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি এবং অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব এই ভগবত্তত্ত্বেরই অন্তর্গত। যথা—

ব্যঞ্জিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্মচ ব্যজ্যতে স্বয়ং॥

অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব স্বয়ংই ব্যঞ্জিত হইয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তি-ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ শ্রীমহাপ্রভু, ভক্তিলেশ শূন্য নির্ব্বেদ ব্রহ্মজ্ঞানকে নির্দ্দেশ করিয়া যে শ্রীশচীমাতাকে ঐ কথা বলিয়াছেন তাহা কথনই সম্ভাবিত নহে। তিনি ভক্তি-প্রতিপাদ্য যে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানকে নির্দ্দেশ করে সেই বিশুদ্ধ পরমার্থ জ্ঞানের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। যথা মুরারী গুপ্তের কড়চায়—

শৃণু শুচিরশুচির্বা কল্পনা মাত্র মেতৎ
ক্ষিতি জল পবনাগ্নি ব্যোম চিত্তং জগদ্ধি।
বিতত বিভব পূর্ণাদ্বৈত পাদাব্জ একো
হরিরিহ করুণাব্ধির্ভাতি নান্যৎ প্রতীহি॥

মাতঃ! শ্রবণ করুন। ক্ষিতি, জল, পবন, অগ্নি, আকাশ, চিত্ত, জগৎ,

শুচি বা অশুচি এই সমুদায় কল্পনামাত্র। একমাত্র সেই পরিপূর্ণতম অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীহরির পাদপদ্মের অনন্ত ঐশ্বর্য্যেই এই ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া জানিবে। তিনি ভিন্ন আর অন্য কিছু নাই।

এই অদ্ভুত জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া শ্রীশচী মা বিস্মিতা হইলেও প্রভুর বাল্য চাপল্য দেখিয়া তখন সে ভাব ভুলিয়া গেলেন। অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন—"নিমাই! তুমি ওরূপ মন্দ স্থানে বসিয়া থাকিলে কেমন করিয়া পবিত্র হইবে? তখন প্রভু অতি গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন—

"—মাতা তুমি বড় শিশুমতি।
অপবিত্র স্থানে মোর কভু নহে স্থিতি॥
যথা মোর স্থিতি সেই সর্ব্ব তীর্থ স্থান।
গঙ্গা আদি সর্ব্ব তীর্থ তথি অধিষ্ঠান॥
আমার সে কাল্পনিক শুচি বা অশুচি।
স্রষ্টারে কি দোষ আছে মনে ভাব বুঝি॥
লোক বেদরীতে যদি অশুদ্ধ বা হয়।
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয়?॥ ৪॥ চৈঃ ভাঃ।

সর্ব্বতীর্থময়ী জাহ্নবী যাঁহার পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা হইয়া এই বিশ্বসংসার পবিত্র করিতেছেন, যাঁহার শ্রীনাম-সমুহ অশেষ পাপতাপের জ্বালা জুড়াইয়া ভুবনে মহামঙ্গলের জয় ঘোষণা করিতেছেন। যাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্পাপ ভক্তগণ পরমতীর্থ স্বরূপ পদরেণুতে অখিল লোক পবিত্র করিতেছেন সেই সর্ব্ব পবিত্রতার আধার শ্রীভগবান স্বয়ং যথায় অবস্থিতি করেন তথায় কোন অশুদ্ধতা থাকিতে পারে কি? যিনি বিশ্বস্রষ্টা,—সকল ভালমন্দ, শুচি বা অশুচি যাঁহার কল্পনামাত্র, তাঁহাতে কোন দোষ স্পর্শ দূরে থাক্, বরং লোকধর্ম্ম কি বেদধর্ম্মরীতে কোন অশুদ্ধতা জন্মিলে শ্রীভগবানের কৃপাস্পর্শ মাত্র তাহা বিশুদ্ধ হইয়া যায়। তবে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ কৃপা সংস্পর্শে পবিত্রতা লাভ সকল সময়ে সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা, কিন্তু তিনি শ্রীভক্ত-স্বরূপে নিত্য কৃপা-কণা বিতরণে জীবের হৃদয়ভরা কলুষ-কালিমা অপসারিত করিয়া অবিষহ্য নরক-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যথা—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্য প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্ত রূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥ বৃহন্নারদীয়ে

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি নিত্য প্রচ্ছন্ন দেহে মদ্ভক্ত স্বরূপে সর্ব্বদা অখিল লোক রক্ষা করি।

এ হেন ভুবনপাবন ভক্তগণের দর্শন স্পর্শন দূরে থাক্, সামান্য স্মরণমাত্রেই জীব যে পরম পবিত্রতা লাভ করে তাহাতে সন্দেহ নাই। যথা—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসঃ সদ্যঃশুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শন স্পর্শ পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥ শ্রীভাঃ।

পরীক্ষিৎ কহিলেন—হে ভগবান্! আপনাদিগকে স্মরণ করিলে সদ্য মানবের গৃহ পবিত্র হয়; তখন দর্শন, স্পর্শন, পাদশৌচ উপবেশন ও সম্ভাষণাদি দ্বারা যে পবিত্র হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি?

বিশেষতঃ যেখানে ভগবদ্ভক্তগণ অবস্থিতি করেন তথায় সকল দেবতা, সকল পবিত্রতা বিরাজ করে। যথা—

হরিভক্তিপরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ।
তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাশ্চা নিতং তিষ্ঠন্তি সত্তমা॥
নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি সত্তমা।
তত্রৈব সর্ব্ব শ্রেয়াংসি তত্তীর্থং তত্তপোবনং॥

যথায় শ্রীহরিভক্তিপরায়ণ ভক্তগণ অবস্থান করেন, সেই স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবতা, শ্রীনারদাদি পরম সাধুগণ ও সিদ্ধবর্গ সর্ব্বদা নিবসতি করিয়া থাকেন। ভক্ত নিমিষকাল বা নিমিষার্দ্ধকালমাত্র যে স্থানে অবস্থিতি করেন তথায় নিখিল মঙ্গল সংস্থিত এবং সেইস্থান তীর্থ ও তপোবন স্বরূপ বলিয়া গণনীয়।

আহা! যাঁহার ভক্তগণের এতাদৃশ মহিমা, সেই শ্রীভগবান স্বয়ং যথায় অবস্থিতি করেন সে স্থান যে কিরূপ তীর্থোত্তম হয় তাহা কে বলিতে পারে? প্রভু সর্ব্বত্র আপনাকে প্রচ্ছন্ন বিগ্রহরূপে প্রকাশ করিলেও এ স্থলে "স্রষ্টারে" বলিয়া তিনিই যে "অনাদেরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণঃ" তাহা স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

অনন্তর প্রভু শ্রীমহাপ্রসাদের মহিমা ঘোষণা করিয়া বলিলেন—

"এ সব হাঁড়ীর মুলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলে রন্ধন॥

বিষ্ণুর রন্ধন হাঁড়ী কভু দুষ্ট নয়
এ হাঁড়ী পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয়॥ ৫ ॥ চৈঃ ভাঃ।

শ্রীভগবৎ সেবাকার্য্যে নিম্নলিখিত পাত্র বিশেষ প্রশস্ত। যথা—

নৈবেদ্যপাত্রং বক্ষ্যামি কেশবস্য মহাত্মনঃ।
হৈরণ্যং রাজতং তাম্রং কাংস্যং মৃণ্ময় মেবচ॥
পালাশং পদ্মপত্রঞ্চ পাত্রঞ্চ পাত্রং বিষ্ণোরতি প্রিয়ং॥

হঃ ভঃ বি, ধৃত স্কান্দ-বচনম্।

শ্রীহরির নৈবেদ্য পাত্রের বিষয় বলিতেছি। সুবর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র, তাম্র-পাত্র, কাংস্যপাত্র, মৃণ্ময়পাত্র এবং পলাশপত্র ও পদ্মপত্র-রচিত পাত্র শ্রীহরির অতীব প্রীতিকর।

এই সকল পাত্রের মধ্যে কোন্ পাত্রের কিরূপ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। তদ্‌যথা—

হৈম পাত্রেণ সর্ব্বাণি যেপ্সিতানি লভেন্মুনে।
অর্ঘং দত্বা তথা রৌপ্যেণায়ুরাজ্যং শুভং ভবেৎ॥
তাম্র পাত্রেণ সৌভাগ্যং ধর্ম্মং মৃণ্ময় সম্ভবং॥

সুবর্ণপাত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিলে সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ হয়, রৌপ্যপাত্রে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি রাজ্য লাভ ও শুভোদয় হইয়া থাকে, তাম্রপাত্রে সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও মৃত্তিকা পাত্রে ধর্ম্ম সঞ্চয় হইয়া থাকে।

যিনি এই সকল পাত্র শ্রীহরির উদ্দেশে অর্পণ করেন তাঁহাকে আর নিরয়ে গমন করিতে হয় না।

যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"পাত্রাণান্ত প্রদানেন নরকঞ্চ ন গচ্ছতি।"

এই জন্যই প্রভু বলিয়াছেন, বিষ্ণুর এই সকল নৈবেদ্যপাত্রের মূলে দূষণীয়তা নাই। বিশেষতঃ ঐ মৃণ্ময় পাত্র সকল যখন শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশে অর্পিত হইয়াছে এবং উহাতে বিষ্ণু নৈবেদ্য রন্ধন করা হইয়াছে তখন উহা যে পরম পবিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু—

পাবনং বিষ্ণু নৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং॥ স্কান্দ

সুরগণ, সিদ্ধবর্গ ও ঋষি সমুহ শ্রীহরির নৈবেদ্যকে পরম পাবন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আবার বৃহদ্ বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—

ব্রহ্মনির্ব্বিকারং হিঁ যথা বিষ্ণু স্তথৈব তৎ।

অর্থাৎ শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রহ্মবৎ নির্ব্বিকার, উহা বিষ্ণুর অনুরূপ। সুতরাং এ হেন বিষ্ণু নৈবেদ্যের রন্ধন-পাত্র যে পরম পবিত্র তাহাতে সন্দেহ কি? তাই প্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন "এ হাঁড়ি পরশে আরস্থান শুদ্ধ হয়॥" প্রভু এস্থলে বিষ্ণু নৈবেদের ত্যাজ্য হাঁড়ি স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইবার যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহা নহে। জীব যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে বিশ্বাসী হইয়া পবিত্রতা লাভে ধন্য হইতে পারে, সেইজন্যই দয়াল প্রভু যেন এই অদ্ভুত লীলার প্রকটন করিয়া শ্রীপ্রসাদের মহিমা বর্ণনা করিলেন। যে হাঁড়িতে শ্রীমহাপ্রসাদ রন্ধন হয় তাহ ত্যাজ্যাবস্থায় কুস্থানে পতিত থাকিলেও যখন তাহার পবিত্রতা নষ্ট হয় না তখন শ্রীমহাপ্রসাদের যে কিরূপ অদ্ভুত মহিমা তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে কি?

ইতঃপূর্ব্বে প্রভু স্থূলদেহতত্ত্ব কহিয়া জীবের দেহাভিমান বিনাশ করিয়াছেন। পরে স্বীয় দাস্য মহিমা পরিব্যক্ত করিয়া জীবকে কৃষ্ণদাস হইতে উপদেশ করিয়াছেন। তাহার পর ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে শ্রীভগবত্তত্ত্বের সূচনা করিয়া জীবের উপাস্য-নির্ণয় করিয়াছেন এবং ভক্তের চির আস্বাদ্য শ্রীমহাপ্রসাদের মহিমা ঘোষণা করিয়া কৃষ্ণভক্তিলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্তির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ শ্রীমহাপ্রসাদে বিশ্বাস স্থাপন কৃষ্ণভক্তিলাভের পক্ষে পরম সহায়। তাই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—

হৃদি রূপং মুখেনাম নৈবেদ্য মুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ॥

হ, ভ, বি, ধৃত স্কান্দ-বচনং।

যাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, বদনে শ্রীকৃষ্ণের নাম, উদরে শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য এবং মস্তকে পাদোদক ও নির্ম্মাল্য বিরাজিত তাঁহাকে শ্রীহরির সদৃশ জানিবে।

অতএব যাঁহার জন্মে জন্মে পুণ্য পুঞ্জের প্রভাব আছে, এ হেন শ্রীমহাপ্রসাদে কেবল তাঁহারই বিশ্বাস জন্মে। নতুবা অপুণ্য অভাগ্যের পক্ষে এ সৌভাগ্য লাভ কখনই সম্ভব হয় না। যথা—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥ আদিপুরাণ।

হে রাজন্! মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মে না।

হায়! বিষয়ান্ধ ভ্রান্ত জীব! এই সকল পরিস্ফুট সার তত্ত্ব না মানিয়া, সর্ব্বোপরি 'কলির উপাস্য-ঠাকুর শ্রীগৌর ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়া, তুমি ত্রিতাপের তপ্ত-খোলায় দিবানিশি দগ্ধ হইতেছ—জ্বলন্ত দেহভার বহনে না জানি কতই কাতর হইয়া শান্তির আশায় সংসারময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? সত্য করিয়া বল দেখি, মধুর বাল্যকাল—তোমার জীবন লীলার সেই প্রথম আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ তৃপ্তিলাভ করিয়াছ কি? সংসারের উপকরণ অর্থ-বিদ্যা-বন্ধু-পত্নী-পুত্র প্রভৃতির সুখসম্মিলনে তুমি কতটুকু শান্তি পাইয়াছ? আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়াছে কি? তুমি যাহাই বলনা কেন, যে দুরপনেয় সুখ-তৃষ্ণায় তোমার অন্তঃস্থল উৎকণ্ঠিত সে তীব্র তৃষার কখনই বিরাম হয় নাই। জীবনাভিনয়ের যবনিকা পতন পর্য্যন্ত এরূপ অশান্তির অবিসহ্য তুষানলে তোমার দেহ মন দিবানিশি জ্বলিবে; তথাপি তোমার সুখময়ী কল্পনার বিশ্রান্তি হইবে না। তাই বলি ভাই! যদি এ জ্বলন্ত জীবন জুড়াইতে চাও,—ক্ষণিক অসার সুখের পরিবর্ত্তে অগাধ প্রেমামৃত সিন্ধুতে ডুবিয়া নিত্যানন্দ ভোগ করিতে চাও.—আইস, বুকভরা আশা, প্রাণভরা ভালবাসা লইয়া, যদি তাহা না পার, কেবল অকপট বিশ্বাস লইয়া আসিয়া আমাদের দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে দীনভাবে শরণ লও। আর তোমার দেহ, গেহ, প্রাণ মন যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার শ্রীচরণতলে অর্পণ করিয়া শেষে আপনাকেও ডালি দিয়া তাঁহার হইয়া তাঁহার কৃপাময় ভক্তগণের সহিত মিলিত হও। এবং তাঁহাদের সহিত শ্রীরাধামাধবের নিগূঢ় উজ্জ্বল লীলারসাস্বাদন করিয়া প্রেমানন্দে ধন্য হও। আহা! ঐ দেখ ভাই! শ্রীগৌর ভক্তগণের সৌভাগ্য কেমন :—

ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমা মণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদনো বাশুকঃ।
যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বল ভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত।

যে ভক্তি-পথে ব্যাসাদি মুনীশ্বরগণও ভ্রান্ত হইয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারের পূর্ব্বে যে ভক্তি পথে এই ধরাধামে কাহারও বুদ্ধি পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই, শ্রীশুকদেবও যাহা অবগত ছিলেন না কিম্বা অবগত থাকিলেও প্রকটীকৃত করেন নাই এবং এমন কি কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ যাহা এতদিন নিজভক্তের প্রতিও প্রকাশ করেন নাই, সেই উজ্জ্বল প্রেমভক্তি পথে এক্ষণে—শ্রীগৌর-ভক্তগণ পরমসুখে ক্রীড়া করিতেছেন।

——oo——

চতুর্থ লহরী।

——oo——

কর্ম্ম ও জ্ঞান শ্রীভগবানের আজ্ঞা হইলেও ভক্তিই যখন শেষাজ্ঞা তখন ন্যায়ানুসারে পর বিধি বলবান বলিয়া ভক্তিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। সত্যবটে ভক্তি-পথেও জ্ঞান কর্ম্মের অনুশীলন আছে; কিন্তু সে জ্ঞান নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান কিংবা সে কর্ম্ম স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উহা শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষ। আপাতঃ দৃষ্টিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি, অঙ্গ সকলকে কর্ম্ম এবং স্মরণাদি অঙ্গ সকলকে জ্ঞান বলিয়াই বোধ হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি, জ্ঞান কর্ম্মাদির অতীত চিন্ময় বস্তু। যেহেতু, স্বরূপ শক্তির বৃত্তি-সকলই অসিদ্ধ-সাধকগণকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত তাহাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপে প্রকাশ পান। এই জন্যই নারদ ভক্তিসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে—

"সা তু কর্ম্ম জ্ঞান যোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির বৃত্তিবিশেষরূপা ভক্তি, কর্ম্ম-জ্ঞান ও যোগ হইতে শ্রেষ্ঠতরা।

কর্ম্মের ফল ভুক্তি, জ্ঞানের ফল মুক্তি এবং যোগের ফল সিদ্ধি; কিন্তু ভক্তির ফল শ্রীভগবৎপ্রেম। ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধি-কামী অশান্ত, ভক্ত শান্ত। কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধি সকল আয়ত্ত হইয়া সাধকের উন্নতির পক্ষে বহুবিঘ্ন উৎপাদন করে; কিন্তু জ্ঞান যোগে ও ভক্তিযোগে সে সম্ভাবনা নাই। চিত্তশুদ্ধি হইতে জ্ঞান

যোগের আরম্ভ এবং আশয়শুদ্ধি হইতে ভক্তিযোগের আরম্ভ। এই আরম্ভের মূলে কোন সিদ্ধি না থাকায় বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। এতদুভয়ের মধ্যে সমত থাকিলেও সাধনাংশে ভক্তিই সরস। কেননা জ্ঞানের যম নিয়মাদি বড়ই বিরস ও কঠিন ব্যাপার কিন্তু ভক্তির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনাঙ্গ অতীব সহজ ও মধুর। শ্রীভগবানের কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিলেই ভক্তি যোগে অধিকারী হওয়া যায়, কিন্তু নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য উপস্থিত না হইলে জ্ঞানযোগে আদৌ অধিকার জন্মে না। বিশেষতঃ অন্য সকল সাধনের সিদ্ধাবস্থাতে সুখ শান্তি লাভ ঘটে কিন্তু ভক্তির আরম্ভ হইতেই সুখ শান্তির উদ্দাম উৎস উৎসারিত হয়। অতএব ভক্তির পথই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও সুগম। ভক্তি সাধনের ফলেই প্রেমলাভ। এই সর্ব্ব পুরুষার্থসার প্রেমে যে বিশ্ববিস্মারক উদ্দাম সুখ অন্য কোন সাধনাতেই তাহা নাই। প্রেম অতি দুর্লভ বস্তু। এজন্য শ্রীভগবান্ জীবকে মুক্তি পর্য্যন্ত দেন। পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম কাহাকেও সহজে প্রদান করেন না। কিন্তু পরমদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে সেই সুরাসুর দুর্লভ প্রেমসম্পত্তি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া—আত্মপর না দেখিয়া জীবকে অকাতরে বিতরণ দ্বারা পরমৌদার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। আহা! এমন পাপীর সহায় প্রেমের ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় না করিয়া—কাঙ্গাল ভাবে তাঁহারই পদে জীবন উৎসর্গ না করিয়া আমরা সংসারে কেবল ধূলি খেলায় ব্যাপৃত রহিয়াছি। শান্তি ফলের সুখাস্বাদ পাইতে হইলে শান্তিবৃক্ষতলে উপবেশন করা কর্ত্তব্য। পতিত-পাবন শ্রীগৌরকল্পতরুর পদাশ্রয় ব্যতীত সে দুর্ল্লভ ফললাভের সম্ভাবনা কোথায়? তাই বলি, ভাই:—

সংসার সিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদিস্যাৎ
সংকীর্ত্তনামৃত রসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্ত-বৃত্তি
শ্চৈতন্যচন্দ্র চরণে শরণং প্রযাতু॥

শ্রীচন্দ্রামৃত।

যদি এই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে চাও, সঙ্কীর্ত্তনরূপ সুধারসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে অভিলাষ কর এবং প্রেমাম্বুধি-বিহারে যদি তোমাদের মন হয় তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরণে শরণাপন্ন হও।

অতএব ভজন হীনের ভরসা শ্রীশচীনন্দনের অভয় পদাম্বুজে বিশ্বাস-স্থাপন রিলে সুদুর্লভা কৃষ্ণভক্তিলাভ যে সহজেই হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। গৌরাগ্রজ শ্রীপাদ বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে শোকাতুরা শ্রীশচীকে প্রবোধিত রবার নিমিত্ত প্রভু আশ্বাস বাক্যে বলিয়াছেন—

"শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি।
সকল তোমার আছে, যদি আছি আমি॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরের যে দুর্লভ লোকে বলে।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিব হেলে॥ ৬॥

চৈঃ ভাঃ

যাঁহার স্মৃতিমাত্রে জীবের দুঃখ দাবানল নির্ব্বাপিত হয়, স্ফূর্তিমাত্র সর্ব্বাভীষ্ট হইয়া থাকে, সেই শ্রীভগবান্ স্বয়ং যাঁহার পুত্র রূপে বিদ্যমান তাঁহার দেহে শোক কিরূপে থাকিতে পারে? শ্রীশচী প্রভুর সেই ঢলঢল অমল লাবণ্যমাখা বদন-কমল দর্শন মাত্র সকল ভুলিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। সমস্ত াধার শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ যাঁহার পুত্র তাঁহার আর কিসের অভাব—কিসের ? তাই প্রভু শ্রীশচীদেবীকে বলিয়াছেন—"মা! তুমি কিছু চিন্তা করিও তোমার কিসের অভাব? আমি যখন তোমার রহিয়াছি তখন তোমার লই আছে।"

এই উক্তি বাৎসল্য-মূর্ত্তি শ্রীশচীর প্রতি কেবল প্রবোধ বাক্য নহে। বের প্রতি এক মধুর উপদেশ। অনন্যা ভক্তি-সাধনায় ভক্তের যখন ভগবান ভিন্ন আর কিছুই থাকেনা তখন তাঁহার সকলই থাকে, ইহাই ৎপর্য্য।

বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ অপেক্ষা পরমাত্মীয় আর কেহ নাই। তিনি—

"প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং॥"

অর্থাৎ তিনি পুত্র হইতে প্রিয়তর, সম্পদ হইতে অধিকতর প্রীতিকর, গতের অপর সকল পদার্থ হইতে আরও অধিক আনন্দ দায়ক এবং আমাদের াণের প্রাণ আপনার হইতেও আপনার অন্তরের বস্তু। কিন্তু তাহাতে কি ? আমরা এমনই মোহান্ধ, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা দূরে থাকু; লও তাঁহার নামটী পর্য্যন্ত করিনা। যাঁহার করুণা শক্তিতে আমরা এই

সংসারে মনুষ্য নামের যোগ্য হইয়াছি; স্বার্থের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে এক-দিনের জন্যও স্মরণ করি না। হায়! ইহা অপেক্ষা কৃতঘ্নতার আর কি পরিচয় আছে ভাই! যিনি ব্রহ্মার দুর্লভ ধন অবহেলে আনিয়া দেন তাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে কাহার আপত্তি হইতে পারে? "আমাকে ভজনা কর," "আমার শরণ লও" এরূপ কথা প্রকাশ্যভাবে না বলিলেও প্রভু প্রকারান্তরে ভক্তি-লিপ্সু ব্যক্তি মাত্রকেই তাঁহার শরণাপন্ন হইতে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কৃষ্ণভক্তি সুদুর্ল্লভা, কেননা শ্রীভগবানের কৃপা বা তদীয় ভক্তের কৃপা ভিন্ন ভক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই, এবং শ্রীভগবানও উহা আশু প্রদান করেন না। কেবল ভক্তিসাধনেই ভক্তিলাভ হয় অর্থাৎ প্রেমরূপ সাধ্যভক্তি লাভের জন্য শ্রবণাদি সাধন ভক্তি ভিন্ন অন্য সাধনান্তরের প্রয়োজন হয় না এবং অন্যসাধন-সহস্র দ্বারাও কখন কৃষ্ণভক্তি লাভ ঘটেনা। যথা—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুন্যতঃ।
সেয়ং সাধন সহস্রৈর্হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা॥

যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্ম হইতে ভুক্তি এবং জ্ঞান হইতে মুক্তি সহজে লাভ হয় বটে কিন্তু এইরূপ সহস্র সাধনের দ্বারাও শ্রীহরিভক্তি সুদুর্ল্লভা।

সুতরাং এ হেন সুদুর্ল্লভা ভক্তির ফল প্রেম যে আবার কিরূপ দুর্ল্লভ বস্তু তাহা সহজেই অনুমেয়। ব্রহ্মাদি সুরমণ্ডলগণও এই প্রেমামৃতকণা প্রাপ্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন॥ শ্রীগৌরহরি শ্রীশচী দেবীকে যে ব্রহ্মা মহেশ্বরের দুর্ল্লভ বস্তু অবহেলে আনিয়া দিবার কথা বলিয়াছেন তাহা এই অতি দুর্ল্লভ "কৃষ্ণ প্রেম" ভিন্ন কি হইতে পারে? করুণাময় কেবল জননীকেই যে সেই ভুবন দুর্ল্লভ প্রেমধন প্রদান করিয়াছিলেন তাহা নহে তিনি সেই স্বপ্রেমামৃত-সমুদ্রে সমগ্র বিশ্বকে নিমজ্জিত করিয়াছেন। আহা! এমন পরমোদার প্রেমের ঠাকুর—এমন দানবীর দীনদয়াল অবতার অন্য কোনযুগে হয় নাই। প্রভু কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা না করিয়া—কাঙ্গালে ভূপালে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে সকলকে সমান দয়া করিয়া যাচিয়া যাচিয়া প্রেমভক্তির অধিকারী করিয়াছেন। অতএব রে মূঢ়মন! সেই সর্ব্ব-দুঃখ-নিবর্ত্তক পরমানন্দ প্রেমধন লাভে যদি

ধন্য হইতে চাও তবে শ্রীগৌর চরণাম্বুজে চিত্তনিবেশ কর। তুমি তাঁহার উপাসনা করিবে, তাহাতে তাঁহার কিছু হইবে না, তোমারই হিতসাধন হইবে—তোমারই আপদুদ্ধারের উপায় হইবে॥ শ্রীগৌরহরি অন্যান্য যুগের ন্যায় দুঃসাধ্য সাধন ভজনের ঠাকুর নহেন। ভালবাসাই তাহার ভজন। একবার যে কোন রূপে তাঁহার প্রতি ভালবাসা জন্মিলেই তোমার রসনা তদীয় নামগুণগানে, নয়ন তদীয় শ্রীরূপদর্শনে মন তদীয় শ্রীমূর্ত্তির অনুধ্যানে স্বতঃই আবিষ্ট হইয়া পড়িবে। ভালবাসার স্বভাবই এইরূপ। ভালবাসা যতই গাঢ়তর হইতে থাকিবে উদ্দীপ্ত কৃষ্ণ প্রেমানন্দে তোমার হৃদয়-মন ততই বিভোর হইয়া যাইবে। শ্রীগৌরপদাশ্রয়ের মহিমাই এইরূপ বিচিত্র!।

শ্রীশচীদেবী একদিন প্রভুকে "ঘরেতে কিছু সম্বল নাই" বলিলে দয়াল প্রভু বলিয়াছিলেন—

"—কৃষ্ণ পোষ্য করিবে পালন॥" ৭॥

চৈঃ ভঃ

শ্রীকৃষ্ণ হর্ত্তা, কর্ত্তা, পিতা ও জগতের নাথ, সুতরাং সকলের রক্ষাকর্ত্তা ও পোষণকারী। বিশেষতঃ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, প্রভুর অবশ্য পোষ্য। দাসগণ যখন নিজের সকল দায় প্রভুর উপর নির্ভর করিয়া প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তখন প্রভু তাঁহাদের সকল অভাব পূর্ণ করিয়া প্রতিপালন করেন। কিন্তু প্রভুর দাসত্ব ভুলিয়া স্বার্থানুরক্ত হইলেই তাঁহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। এজন্যই আমরা শ্রীকৃষ্ণের দাস্য ভুলিয়া অঘটন পটীয়সী মায়ার দাস হইয়া জন্মে জন্মে এত দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি।

শ্রীভগবানের নিজের প্রয়োজন কিছুই নাই। তাঁহার যাহা কিছু সকলই ভক্তের জন্য। ভক্তের নিকট তাঁহার স্বাতন্ত্র্য কদাপি রক্ষিত হয় না। সুতরাং ভক্ত যখন শ্রীভগবানকে ভক্তি-ডোরে আবদ্ধ করিয়া নিতান্ত "আমার" করিয়া ফেলেন তখন শ্রীভগবানের অদেয় কিছুই থাকে না। এমন কি ভক্তের যাহা কিছু আবশ্যক স্বয়ংই তাহা বহিয়া লইয়া উপস্থিত করেন। যথাঃ—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥

গীতা।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

আমা বিনা অন্য নাহি জানে যে যে জনা।
আমার ভাবনারূপ করে উপাসনা ॥
সেই নিত্য যোগী তার যে যত্ন না থাকে।
আমি চেষ্টা করি আনি যোগাই তাহাকে ॥
উপস্থিত দ্রব্য তার করিয়া রক্ষণ।
দুঃখনাশ করি আরো দিই প্রেমধন ॥"

পূর্ব্বোক্ত "পোষ্যা" শব্দ শ্রীশচীদেবীর উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া স্ত্রী-বাচক হইয়াছে। অথবা শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ, জীবমাত্রেই তাঁহার তটস্থা শক্তি,—আশ্রিত তত্ত্ব নিত্য প্রকৃতি। সুতরাং জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পোষ্যা। ইহাও তাৎপর্য্য হইতে পারে।

হায়! আমরা ভজন সাধন বিহীন কর্ম্মজড় জীবাধম প্রভুর সমুদ্র-গভীর বেদ-বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য প্রকাশ করিবার আমাদের শক্তিই? ব্রহ্মা, শিব অনন্তাদি যাঁহার ভাব বিচারে অসমর্থ, মায়াবদ্ধ মূঢ় জীবের দ্বারা তাহার কতটুকু আশা করিতে পার।

"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা নচ টীকয়া।" এই প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, কেবল ভক্তিতেই ভক্তি শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম উদ্ঘাটিত হয়। বুদ্ধি-প্রতিভা বা টীকার সাহায্যে তাহার কিঞ্চিৎও অধিগম্য হয় না। সুতরাং ভক্তি-প্রাণ ভক্তগণই প্রভুর ভবোক্তির মর্ম্ম-রসাস্বাদনে প্রকৃত অধিকারী। আমরা উহার কণামাত্র বুঝিতে বা বুঝাইতেও অক্ষম। শ্রীগৌর ভক্তগণ এ অনুগত অধমকে কৃপাশীর্ব্বাদ দানে কৃতার্থ করুন।

——oo——

পঞ্চম লহরী।

·oo·

একদিন দয়াল শ্রীগৌরহরি জননীকে প্রণাম করিয়া অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"মা! আমাকে একটী দান দিতে হইবে।" প্রভু যখন কোন বিষয়ে কাহাকেও উপদেশ দান করেন তখন তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি অলৌকিক রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। শ্রীশচীদেবী পুত্রের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন

নিমাই তখন তাঁহার চঞ্চল বালক নহেন —পরম জ্ঞানী পুরুষ। তাঁহার অঙ্গ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় তেজ বাহির হইতেছে। শ্রীশচী পুত্রের সেইভাব দর্শনে ভয় বিহ্বল হইয়া বলিলেন—

"———তাহি দিব যা তুমি চাহিবা।

প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবা। ৭ ॥

শ্রীচৈঃ চঃ।

শ্রীশচীদেবীর তখন পুত্র জ্ঞান ছিলনা। কাজেই প্রভুর বাক্য আজ্ঞা বলিয়া মানিয়া লইলেন। এবং অতিশয় অপরাধিনীর ন্যায় বলিলেন—

"———না খাইব ভালই কহিলা।

সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা॥"

একাদশীর ব্রতোপবাস বৈষ্ণবমাত্রেরই যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। "একাদশীতে অন্ন না খাইবা" এই একটী মাত্র একাদশীর সমস্ত-সার তত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। একাদশীর বিচার বড়ই গুরুতর। সংক্ষেপে বিবৃত্ত হইতেছে।

প্রভু জননীকে একাদশীতে অন্ন খাইতে নিষেধ করিলেন। সাধারণতঃ অন্ন শব্দের অর্থ খিন্ন তণ্ডুল অর্থাৎ 'ভাত'। আজকাল অনেকে এই প্রমাণের বলে অন্ন (ভাত) মাত্র গ্রহণ না করিয়া রুটি, লুচি, মোহনভোগ প্রভৃতি গোধূম জাত দ্রব্য খাইয়া ব্রতরক্ষা করেন। ইহা অতিশয় শাস্ত্র বিগর্হিত। রুটি ও লুচি অন্ন মধ্যেই গণ্য। বিশেষতঃ গোধূম ক্ষার দ্রব্য। যথা—

তিলমুদ্গাদৃতে শস্যং শম্য গোধুমকোদ্রবাঃ।

চনকং দেবধান্যঞ্চ এষঃ ক্ষারঃ গণঃ স্মৃতঃ॥

হ, ভ, বি,।

তিল ও মুগ ব্যতীত শস্য (যাহা শুটির মধ্যে হয় তাহাকে শম্য বলে) শমীধান, গম, কোদো, ছোলা, দেধান্য (দেধান) ইহারা ক্ষার শ্রেনিভুক্ত।

যখন দ্বাদশীতেই এই সকল ক্ষার দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ তখন একাদশীতে উহা ভোজন করিলে যে ব্রতভঙ্গ পাপে পতিত হইতে হয়, তাহাতে আর বিচার কি? যদি বলেন, গোধূমজাত দ্রব্য নাই খাইলাম যবের রুটি খাইতে দোষ কি?

রুটি যাহারই হউক, উহা ভোজনে ব্রত রক্ষা হয় না। যথা—

পুরোডাশোঽপি বামোরু সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
অভক্ষ্যঃ সর্ব্বদা প্রোক্ত কিং পুনশ্চান্ন সংস্কৃয়া॥
হ, ভ, বি, ধৃত পদ্মপুরাণ বচনং।

হে বামোরু! হরিবাসর দিনে পুরোডাস্ অর্থাৎ যবচূর্ণ-প্রস্তুত যজ্ঞীয় রোটিকাও সর্ব্বদা অভক্ষ্য; অন্ন পাকের কথা কি?

একাদশীতে অন্নভোজন এত নিষিদ্ধ কেন, এক্ষণে তাহা বিবৃত হইতেছে। যথা।—

যানি কানিচ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
অন্ন মাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরি বাসরে॥
তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে॥
হ, ভ, বি, ধৃত নারদীয় বচনং।

হরিবাসর সমাগত হইলে ব্রহ্মহত্যাদি যে কোন পাপ রাশি অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। সুতরাং হরিবাসর দিনে, যে ব্যক্তি অন্ন গ্রহণ করে সে তৎসমুদয় পাতকই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আবার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে—

ব্রহ্মঘ্নস্য সুরাপস্য স্তেয়িনো গুরুতল্পিনঃ।
নিস্কৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তা নৈকাদশ্যন্নভোজিনঃ॥
এক এব নরঃপাপী নরকে নৃপগচ্ছতি।
একাদশ্যন্ন ভোজী যঃ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি॥

ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, তস্কর ও গুরুদারগামীদেরও নিষ্কৃতির উপায় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে কথিত আছে, কিন্তু একাদশীতে যে ব্যক্তি অন্নভোজন করে তাহার পরিত্রাণের কোনই প্রায়শ্চিত্ত বিধি নাই। হে রাজন্! পাপীব্যক্তি একাকীই নরকে গমন করে, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজী সে পিতৃগণ সহ নরকগামী হয়।

এইজন্যই শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশচীমাতাকে একাদশী দিনে অন্ন খাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু শাস্ত্রে একাদশীতে ভোজন নিষিদ্ধ থাকায় এস্থলে "অন্ন" শব্দের অর্থ কেবল স্বিন্ন তণ্ডুল (ভাত) নহে। অন্নং অদনীয়দ্রব্যং অর্থাৎ ভক্ষ্য

দ্রব্য। অতএব "একাদশীতে অন্ন না খাইবে" ইহার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, কোন ভক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণ করিবে না; সুতরাং উপবাস করিবে। উপবাস শব্দের ব্যুৎপত্তি। যথা—

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যো বাসস্তদ্ গুণৈঃসহ।
উপবাস স বিজ্ঞেয়ো নোপবাসস্ত লঙ্ঘনম্ ॥

হ, ভ, বি,

অর্থাৎ সমস্ত পাপ হইতে উপরত থাকিয়া শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন সহকারে যে অবস্থান তাহাকে উপবাস কহে। উপবাস শব্দে কেবল লঙ্ঘন অর্থাৎ অনাহার বুঝায় না।

অতএব একাদশী ব্রতপালনের উদ্দেশ্য কেবল অনাহার নহে। একাদশীতে উপবাস করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির গুণানুবাদে তন্ময় থাকাই শাস্ত্রের বিধান। একাদশী ব্রতোপবাস নিত্য অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য।

একাদশীর নিত্যত্ব।

বিধি প্রাপ্তি, ভোজনের নিষিদ্ধতা, অকরণে প্রত্যবায় এবং করণে শ্রীভগবত্তোষ এই চারি প্রকারে একাদশীর নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে। ১ম, বিধিবাক্যদ্বারা প্রাপ্তি। যথা—

একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ।

ইতি কন্ব।

অর্থাৎ একাদশীতে উপবাস করিবে কদাচ তাহা অতিক্রম করিবে না।

আরও অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—

উপোষ্যৈকাদশী রাজন্ যাবদায়ু প্রবৃত্তিভিঃ॥

হে রাজন্! যে পর্য্যন্ত আয়ুশেষ না হয় অর্থাৎ যাবজ্জীবন একাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য।

২য়, ভোজনের নিষিদ্ধতা।—

ন ভোক্তব্যং, ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। ইতি পাদ্মে

নিখিল পুরাণ, শতশত আগম, ইতিহাস, ঋষিবর্গ এবং শ্রীনারদাদি মহর্ষিগণও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে হরিবাসর সমাগত হইলে ভোজন করিবে না।

আবার বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

উপবাসফলং প্রেপ্সু র্জহ্যাস্তুক্তচতুষ্টয়ম্।
পূর্ব্বাপর দিনে রাত্রৌ নাহর্নক্তঞ্চ মধ্যমে॥

উপবাসফলকামী অর্থাৎ শ্রীভগবত্তোষলাভেচ্ছু ব্যক্তি পূর্ব্বদিনে অর্থাৎ সংযমদিনে (দশমীতে) রাত্রি ভোজন, অপর দিনে অর্থাৎ পারণদিনে (দ্বাদশীতে) রাত্রি ভোজন এবং মধ্যম দিনে অর্থাৎ উপবাস দিনে (একাদশীতে(দিবা ও রাত্রি ভোজন, এই ভোজন চতুষ্টয় পরিত্যাগ করিবেন।

৩য়, অকরণে প্রত্যবায়। অর্থাৎ একাদশীতে উপবাস না করিয়া ভোজন করিলে যে প্রত্যবায় উপস্থিত হয় তাহাই বিবৃত হইতেছে। যথা—

মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা।
একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্যুতো ভবেৎ॥

হ, ভ, বি ধৃত স্কান্দ বচনং।

যে ব্যক্তি একাদশী দিনে আহার করে, সে মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুহন্তা মহাপাপী পরিগণিত হয় এবং শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে বিচ্যুত হইয়া নরকে পতিত হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত আছে যে—

স কেবল মঘং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে।
দিনেঽত্র সর্ব্বপাপানি ভবন্ত্যন্নস্থিতানি চ॥

যে ব্যক্তি হরিবাসরে আহার করে সে কেবল পাপ ভোজনই করিয়া থাকে। কেননা, উক্ত দিনে নিখিল পাপ অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে।

৪র্থ, শ্রীভগবত্তোষ অর্থাৎ একাদশী ব্রতপালনে শ্রীভগবানের প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। যথা—

একাদশ্যাং নিরাহারো যোভুঙ্‌ক্তে দ্বাদশীদিনে।
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে তব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ॥

হ, ভ, বি, ধৃত মৎস্যভবিষ্যপুরাণয়োঃ।

যে ব্যক্তি শুক্লপক্ষীয় বা কৃষ্ণপক্ষীয় বা একাদশী দিনে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশী দিনে আহার করেন, তাঁহার ঐ ব্রত শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিকর হয়।

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

একাদশী ব্রতং নাম সর্ব্বকামফল প্রদং
কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বিপ্রে বিষ্ণু প্রীণন কারণম্ ॥

একাদশী ব্রত সর্ব্বকামফলপ্রদ ; সুতরাং এই শ্রীহরির প্রীতি কর ব্রত আচরণ কলেরই কর্ত্তব্য।

অকরণে প্রত্যবায় হইতেই একাদশী ব্রতের মুখ্য নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে। স্তু ইহাতে শ্রীভগবৎ—প্রীণনত্ব লাভ হয় বলিয়া বিষ্ণু পরায়ণগণের পক্ষে হা মুখ্যতম নিত্য জানিতে হইবে। শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয়া একাদশীই ত্য—যথা।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ দেবলঃ।
যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তি কশ্চন ॥ বিষ্ণু রহস্যে।

উভয় পক্ষীয়া একাদশীতেই ভোজন করিবে না। শুক্লা একাদশীও যেরূপ ষ্ণা একাদশীও তদ্রূপ জানিবেন। উভয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সুতরাং ক্তি সংযুক্ত হইয়া পুত্র, কলত্র ও স্বজনগণ সহ উভয় পক্ষীয়া একাদশীতেই পবাসী থাকিবে। শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীতে ভেদ জ্ঞান করিলে নিরয়গামী ইতে হয়। যে হেতু—

সর্ব্বেষামিহ পাপানামাশ্রয়ঃ সতু কীর্ত্তিতঃ।
বিবেচয়তি যো মোহাদেকাদশ্যৌ সিতাসিতে ॥

হ, ভ, বি, ধৃত কালিকা পুরাণ বচনম্।

যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ শুক্লা ও কৃষ্ণা উভয় পক্ষীয়া একাদশীর ভেদ বিচার রে সে ইহ ধামে পাতকপুঞ্জের আধার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এই নিত্য স্বরূপিণী একাদশী সূতকাদি অশৌচেও পরিত্যজ্য নহে। যথা—

সূতকেঽপি নরঃ স্নাত্বা প্রণম্য মনসা হরিম্।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত ব্রত মেতন্নলুপ্যতে। বারাহে।
মৃতেক তু ন ভুঞ্জীত একাদশ্যাং সদানরঃ ॥

জননাশৌচে স্নানান্তে মনে মনে শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া একাদশীতে ভোজন পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে ব্রত লোপের সম্ভাবনা থাকিবে না। এবং মরণাশৌচেও একাদশীতে আহার করা অনুচিত। এ স্থলে "প্রণম্য মনসা হরিম্" এই উক্তিতে বুঝাইতেছে যে, সূতকাদি অশৌচে শ্রীভগবানের

"পূজা কার্য্য কর্ত্তব্য নহে ; কিন্তু যে ভক্ত নিত্য পূজার নিয়ম করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে এই অশৌচেও পূজা কর্ত্তব্য। ফলতঃ

যথা সঙ্কল্পিতং সম্যগ ব্রতং বিষ্ণু পরায়ণৈঃ।
কর্ত্তব্যঞ্চ তথৈবেহ স্নাত্বা সংশয় বর্জ্জিতম ॥

ক, ভ, বি, ধৃত পাদ্ম বচনম্।

কৃষ্ণভক্তগণ ইহ লোকে যে ব্রতে যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, স্নানান্তে নিঃসন্দেহে তাহা সেইরূপই করা কর্ত্তব্য।

একাদশী ব্রত পালন এইরূপ মুখ্যতম নিত্য বিধি বলিয়াই শ্রীমহাপ্রভু জননীকে একাদশী করিতে উপদেশ দান করিলেন। কিন্তু যদি বল—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্। মনু ॥ অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস নাই। কেন না,—

পত্যৌ জীবতি যা নারী উপবাস ব্রতঞ্চরেৎ ॥ আয়ু সা হরতে ভর্ত্তু নরকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥ স্মৃতি। পতি জীবমানে যে নারী উপবাস ব্রত আচরণ করে সে স্ত্রী পতির আয়ু হরণ করিয়া নরকে গমন করিয়া থাকে।

তবে শ্রীগৌর ভগবান্ জননীকে এরূপ কার্য্যে ব্রতী করিলেন কেন ? তদুত্তর এই যে, স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া স্ত্রীলোক ব্রতোপবাস করিতে পারে, শাস্ত্রে এরূপ বিধান আছে। অথবা এ বিধি একাদশী ভিন্ন অন্য ব্রত বিষয়ক কিম্বা বৈষ্ণবেতর স্ত্রী-বিষয়ক। যে হেতু একাদশী সার্ব্বজনীন ব্রত। এ ব্রত পালনে কাহারও নিষেধ নাই।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত নারী দৃষ্টে রজস্যপি ॥ বিষ্ণু স্মৃতৌ॥ অর্থাৎ নারী রজস্বল হইলেও একাদশীতে উপবাস করিবে। এস্থলে কেবল "নারী" শব্দ উল্লেখ থাকায় সধবা, বিধবা নারী মাত্রকেই বুঝাইতেছে। আবার বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্।
মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজা ॥

হে দ্বিজগণ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কি নারী যে কেহ ভক্তি পূর্ব্বক এই বিষ্ণু প্রীতিকর একাদশী ব্রত সাধন করেন তিনিই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।

তথাহি বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে—

স পুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈ র্ভক্তি সংযুতঃ।

একাদশ্যা মুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

পুত্র, ভার্য্যা ও স্বজনগণ সহ ভক্তি সহকারে উভয় পক্ষীয়া একাদশীতেই পবাস করিবে। এস্থলে "সভার্য্যশ্চ" পদের উল্লেখে সধবা নারীরও একাদশীতে যে অধিকার আছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। বিধবা নারীরও একাদশী ব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা—

বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে।

তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ ভ্রূণ হত্যা দিনে দিনে॥

কাত্যায়ণ স্মৃতৌ।

বিধবা হইয়া যে নারী একাদশী দিনে ভোজন করে তাহার সমস্ত সুকৃতি বনাশ পায় এবং তাহাকে দিন দিন ভ্রূণ হত্যা পাপে সংলিপ্ত হইতে হয় ফলতঃ চারিবর্ণের নারী, এমন কি অন্ত্যজ নারী গণেরও একাদশী ব্রতে য অধিকার আছে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল।

আবার সকল আশ্রমীরই একাদশী ব্রতে অধিকার আছে। যথা—

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নি র্যতিস্তথা।

একাদশ্যাং নভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ আগ্নেয়ে।

উভয় পক্ষীয়া একাদশীতেই কি গৃহী, কি ব্রহ্মচারী কি সাগ্নিক, কি যতি, সকলেরই উপবাস থাকা কর্ত্তব্য।

তথাহি পাদ্মোত্তর খণ্ডে।—

বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ বর বর্ণিনি।

একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্য নাত্র সংশয়ঃ॥

হে বর বর্ণিনি! সকল বর্ণ, সকল আশ্রম ও স্ত্রী জাতির পক্ষে একাদশীতে অবশ্য উপবাস কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

ভক্তি তত্ত্বে বৈধি ভক্তির ৬৪ অঙ্গের মধ্যে সাধনার প্রারম্ভ অবস্থায় (প্রবর্ত্তদশায়) যে দশাঙ্গের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে ৯ম, অঙ্গ "হরিবাসর সম্মান।" হরিবাসর শব্দের মুখ্যার্থ এই—যাহা হরির দিন উহাই হরিবাসর। অর্থাৎ শ্রীহরি সম্পর্কীয় ব্রত, উপবাস ও উৎসব উপলক্ষীয় যে তিথি ও বাসর, তাহাকে

হরিবাসর বলা যায়। শাস্ত্রে হরিবাসর শব্দের এইরূপ অর্থনির্দ্দেশ আছে—

দ্বাদশ্যেকাদশী যোগে বিখ্যাতো হরি বাসরঃ।
একাদশ্যন্ত্যপাদায় দ্বাদশ্যাঃ পূর্ব্ব এব হি॥
হরি বাসরঃ ইত্যাহু ভোজনং ন সমাচরেৎ॥

হ, ভ, বি, ধৃত বচনং।

একাদশী যোগে দ্বাদশী হরিবাসর নামে অভিহিত। একাদশীর শেষ ভাগ ও দ্বাদশীর আদ্যভাগ হরিবাসর বলিয়া কথিত। উহাতে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।

"হরিবাসর" শব্দে প্রধানতঃ একাদশী ও দ্বাদশী উভয় তিথিকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। হরি যে তিথির দেবতা উহাই হরিবাসর*। অথবা যাহা হরির দিন এই অর্থে শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী ইত্যাদি শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্রতোপবাসের দিনও হরিবাসর নামে অভিহিত হইয়া থাকে।† এস্থলে একাদশীর ব্রতোপবাসই আলোচ্য বিষয়। বৈষ্ণবগণ একাদশীতে শ্রীমহা-প্রসাদান্নও ভোজন করিতে পারেন না। যথা ভক্তি সন্দর্ভে—

অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগ এব তেষা মন্য ভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ॥ অর্থাৎ

একাদশীতে বৈষ্ণবগণের নিরাহার বলিতে মহাপ্রসাদান্নও ভোজন পরিত্যাগ বুঝিতে হইবে। তাঁহাদের অন্য আহার তো নিত্য নিষিদ্ধ। অতএব বৈষ্ণবগ্ণ

*একাদশী মুপোষ্যেব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
ন চাত্র বিধি লোপঃ স্যাদুভয়ো দেবতা হরিঃ॥

শ্রীভবিষ্যোত্তর পুরাণীয় বচনং।

অর্থাৎ একাদশীতে উপবাস করিয়াও দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। তাহাতে বিধিলোপ হয় না। যেহেতু শ্রীহরিই উভয়তিথির দেবতা।

†শ্রীবিষ্ণুরহস্যে জন্মাষ্টমী মাহাত্ম্যে।—

মাসি ভাদ্র পদে কৃষ্ণা রোহিনীসংযুতাষ্টমী।
জাতো হরি জগন্নাথ পূজাং তত্র প্রবর্ত্তয়েৎ॥
তস্মিন্নোপবাসেন কৃতেন হরিবাসরে।"
সপ্ত জন্ম কৃতাৎ পাপান্ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ

মাত্রেরই একাদশীতে উপবাসী থাকা যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য।

ব্রতধিকারীর বয়স নির্ণয়।

৮ বৎসর বয়ক্রমের পর ও যাহার ৮০ বৎসর বয়স পূর্ণ হয় নাই, এমন কি নর কি নারী সকলেরই একাদশীর ব্রতোপবাস কর্ত্তব্য। এইজন্যই পরম ভাগবত শ্রীরুক্মাঙ্গদ রাজা স্বরাজ্যে ঢক্কা বাদন পূর্ব্বক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে—

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো হ্যশীতি নৈ'ব পূর্য্যতে।
যো ভুঙ্‌ক্তে মামকে রাষ্ট্রে বিষ্ণোরহণি পাপকৃৎ॥
স মে বধ্যশ্চ নির্ব্বাস্যো দেশতঃ কালতশ্চ মে।
এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্র একাদশ্যামুপোষণং।
কুর্য্যান্নরো বা নারী বা পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

নারদীয়ে।

"আমার রাজ্যমধ্যে যাহার বয়স অষ্ট বর্ষাধিক এবং যাহার বয়স ৮০ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই এরূপ যে কেহ ব্যক্তি যদি হরিবাসরে আহার করে তাহা হইলে সে পাতকী আমার বধ্য হইবে। আমি তাহাকে যথাকালে দেশহইতে নির্ব্বাসিত করিব।" এই কারণে হে বিপ্র! উভয় পক্ষীয়া একাদশীতেই উপবাসী থাকা নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

উপবাস অশক্তে প্রতিনিধি।

কোনকারণে একাদশী ব্রত পালনে অক্ষম হইলে প্রতিনিধি দ্বারা ব্রতরক্ষা করার বিধান শাস্ত্রে কথিত আছে। যথা—

অসামর্থ্যে শরীরস্য ব্রতে বা সমুপস্থিতে।
কারয়েদ্ধর্ম্ম পত্নীঞ্চ পুত্রং বা বিনয়ান্বিতং॥
ভগিনীং ভ্রাতরং বাপি ব্রতমস্য ন লুপ্যতে॥ বারাহে।

ব্রত সমুপস্থিত কালে যদি দেহের অক্ষমতা হয়, তাহাহইলে সহধর্ম্মিণী বিনয়ান্বিত পুত্র, ভগিনী, কি ভ্রাতার দ্বারা ব্রত সম্পাদন করাইবে, তাহাতে ব্রতলোপ হইবে না। এই সকলের অভাবে—

—অন্যান্ ব্রাহ্মণান্ বাপি কারয়েৎ।
অথবা বিপ্র মুখ্যেভ্যো দানং দদ্যাৎ স্বশক্তিতঃ॥

বায়ু পুরাণ।

অন্য ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি স্বরূপে উপবাস করাইবেন অথবা তদভাবে কোন হরিভক্ত ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দান করিলেও ব্রতরক্ষা হইবে।

পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের উদ্দেশে পুত্রাদি উপবাস করিতে উপবাসার্থ পুত্রাদিকে দক্ষিণা দিতে হইবে না। কারণ, গুরুজনের শুশ্রূষা করা পুত্রাদির অবশ্য কর্ত্তব্য। নিজের জন্য উপবাসে যে ফল হয়, উক্ত গুরুজনের উদ্দেশে উপবাস করিলে তদপেক্ষা শতগুণ ফললাভ হয়। এবং যাঁহার উদ্দেশ্যে ব্রত অনুষ্ঠিত হয় তিনিও সম্পূর্ণ ফলভাগী হন।

যমুদ্দিশ্য কৃতং সোহপি-সম্পূর্ণ ফল মাপ্নুয়াৎ॥
কাত্যায়ন স্মৃতৌ।

এই হেতু স্বীয় পতির উদ্দেশ্যে পত্নী উপোষিতা থাকিলে শতগুণ পুণ্য-ভাগিনী হন এবং পতিও সম্পূর্ণ ফলভাগী হন।

অনুকল্প বিধি।

পত্ন্যাদি প্রতিনিধির অভাবে কিম্বা অন্য কোন কারণে উপবাসে অশক্ত হইলে কি করা কর্ত্তব্য এক্ষণে তাহাই লিখিত হইতেছে। শাস্ত্রে অশক্তের প্রতি অনুকল্পবিধি আছে। সমর্থের প্রতি অনুকল্পবিধি নাই। তাঁহাদের মুখ্যকল্প উপবাস। যে সকল ব্যক্তির অনুকল্প গ্রহণে দোষ নাই, শাস্ত্রে তাহা-দের এইরূপ বিবরণ আছে। যথা—

উপবাসে ত্বশক্তানামশীতে রূর্দ্ধ জীবিনাম্।
একভক্তাদিকং কার্য্যমাহ বৌধায়নো মুনি॥

বৌধায়ন স্মৃতৌ।

৮০ বৎসরের উর্দ্ধকাল জীবী ব্যক্তিউপবাসে অশক্ত হইলে একভক্তাদি বিধানে অনুকল্প করাই তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য। আরও লিখিত আছে যে,—

ব্যাধিভিঃপরিভূতানাং পিত্তাধিক শরীরিণাম্।
ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানাঞ্চ নক্তাদি পরিকল্পনম্॥

যাহারা রোগাভিভূত, পিত্তাধিক্য শরীর বিশিষ্ট এবং যাঁহাদের বয়স ত্রিংশৎ বর্ষাধিক হইয়াছে তাঁহারা নক্তদিবিধানে অনুকল্প করিবেন। এস্থলে ত্রিংশদ্

বর্ষাধিক বলিতে, মানবের উত্তম বয়স ৬০ বৎসরের অতীত ৩০ বৎসর সুতরাং ৯০ বৎসর এবং "বনং পঞ্চাশতঃ ব্রজেৎ" এই প্রমাণ অনুসারে গৃহাশ্রমে বাসের বিহিত বয়স ৫০ বৎসর অধিক ৩০ বৎসর সুতরাং ৮০ বৎসর বুঝিতে হইবে। অতএব যাঁহারা ৮০।৯০ বৎসরের বৃদ্ধ তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ করিতেছে।

ফলতঃ অনুকল্পবিধান কেবল বালক বৃদ্ধ, ও আতুরের জন্য। যথা,—

এক ভক্তেন নক্তেন বাল বৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ।
পয়ো মূল ফলৈর্ব্বাপি ন নির্দ্বাদশীকো ভবেৎ॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণে।

অসমর্থ অষ্টবর্ষাধিক বালক, অশীতিপর বৃদ্ধ ও রোগী একভক্ত অর্থাৎ একবার মাত্র ভোজন, নক্ত বিধান অর্থাৎ রাত্রিতে একবার ভোজন, অথবা দুগ্ধ, ফল, মূল দ্বারা অনুকল্প করিয়া শ্রীএকাদশী ব্রত দিবস যাপন করিবেন। বিনাব্রতে দ্বাদশী অতিবাহন করিবেন না অর্থাৎ কদাচ একাদশী ব্রতভঙ্গ করিবেন না।

এক ভক্ত লক্ষণ।

দিনার্দ্ধ সময়েঽতীতে ভুজ্যতে নিয়মেন যৎ।
একভক্ত মিতি প্রোক্তং কর্ত্তব্যং তৎপ্রযত্নতঃ॥

দিবসের অর্দ্ধ সময় অর্থাৎ ২ প্রহর অতীত হইলে রাক্ষসী বেলার * পূর্ব্বে নিয়ম পূর্ব্বক অর্থাৎ দশমীদিনে দশমীবিহিত হবিষ্যান্ন ও একাদশীদিনে তদ্দিন বিহিত ভক্ষ্যদ্রব্য একবার মাত্র ভোজন করাকে একভক্ত ব্রত কহে। ইহা যত্ন পূর্ব্বক পালন করিবে। কিন্তু এই একভক্ত ব্রতাপেক্ষা নক্ত-বিধান শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সুতরাং নক্ত বিধানেই অনুকল্প করা কর্ত্তব্য।

নক্ত বিধান।

নক্তং হবিষ্যান্ন মনোদনম্বা ফলন্তিলাঃ ক্ষীর মথাম্বুচাজ্যম্।
যৎপঞ্চগব্যং যদিবাপি বায়ু প্রশস্ত মত্রোত্তর মুত্তমঞ্চ॥

নক্ত অর্থাৎ রাত্রিকালে হবিষ্যান্ন, অন্ন ভিন্ন অন্য দ্রব্য, ফল, তিল, দুগ্ধ জল, ঘৃত, পঞ্চগব্য (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র, ও গোময় সমভাগ) বা বায়ু এই সকল দ্রব্য উত্তরোত্তর প্রশস্ত। ইহার মধ্যে যাহা কিছু একটী নিয়ম পূর্ব্বক ভোজন করার নাম নক্তব্রত। এই নক্ত বিধানে হবিষ্যান্ন একাদশীর অনুকল্প হইতে

* দিনমানকে ৫ পাঁচভাগ করিয়া শেষভাগকে রাক্ষসী বেলা কহে।

পারে না। একাদশীতে অন্ন গ্রহণের নিষিদ্ধতা থাকায় হবিষ্যান্নও নিষিদ্ধ হইল। যাঁহারা নিত্যনক্তব্রতী কেবল তাঁহাদের জন্যই হবিষ্যান্ন বিহিত। পূর্ব্বোক্ত একভক্ত ও এই নক্ত বিধানের যে লক্ষণ লিখিত হইল উহা সাধারণ বিধি জানিবেন। একাদশীব্রতে উহার বিশেষ আছে। একাদশী ব্রতে একভক্ত ও নক্ত বিধানে প্রয়ো মূল-ফলাশনই একান্ত বিহিত। নক্তকাল রাত্রি ১২ দণ্ড হইতে ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত। কিন্তু নক্ত ব্রতে ইহারও বিশেষ আছে। শ্রীহরিভক্তি বিলাসে নক্তব্রতের কাল নির্দ্দেশ না থাকায় বৈষ্ণবগণ নক্তবিধানে রাত্রির যে কোন সময়ে অনুকল্প করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রে নক্ত কালস্পষ্টই লিখিত হইয়াছে। যথা—

দিবাকরস্তু তৎ প্রোক্তমন্তিমে ঘটিকাদ্বয়ে।
নিশানক্তস্তু বিজ্ঞেয়ং যামার্দ্ধে প্রথমে সদা।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

দিনমানের শেষ ২ দণ্ড বেলাকে দিবা নক্ত, এবং রাত্রি মানের প্রথম যামার্দ্ধ অর্থাৎ অর্দ্ধপ্রহর কালকে নিশানক্ত বলে। রাত্রিভোজন নিষেধ হেতু যতি ও বিধবা গণ দিবানক্তে অনুকল্প করিবেন এবং গৃহস্থ ব্যক্তি নক্ষত্র দর্শনের পর নিশার প্রথম যামার্দ্ধের মধ্যে ফল মুলাহার দ্বারা অনুকল্প করিবেন। যথা—

নক্তং নিশায়াং কুর্ব্বীত গৃহস্থো বিধি সংযুতঃ।
যতিশ্চ বিধবা চৈব কুর্য্যাত্তৎ স দিবাকরং॥
নক্তে চাপি বিধি প্রোক্ত ফলাহারে তথৈবচ॥

মাৎস্যে, একদশীমাহাত্ম্যে।

নক্তবিধানেও ফলাহার বিধি। অতএব একাদশীর অনুকল্প বিধানে এক ভক্ত, নক্তব্রত ও পয়োমূল ফলাশন এই ত্রিবিধ ব্যবস্থার মধ্যে শেষোক্ত ব্যবস্থা যে সর্ব্বৈব মুখ্য তাহা নারদীয় পুরাণে স্পষ্ট বিঘোষিত হইয়াছে।

মূলং ফলং পয় স্তোয় মুপভোগ্যং ভবেচ্ছুভং।
নত্বেব ভোজনং কিঞ্চিদেকাদশ্যাং প্রকীর্ত্তিতঃ॥

মূল, ফল, দুগ্ধ ও জল ইহাই মুখ্যাঙ্গ। এই সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ ভোজন একাদশীতে অনুকল্প বলিয়া কথিত।

নারিকেল ফলঞ্চৈব কদলীং লবলীস্তথা।
আম্রমামলকঞ্চৈব পনসঞ্চ হরিতকীং॥
ব্রতান্তরং প্রশস্তঞ্চ হবিষ্যং মন্যতে বুধাঃ॥ অনন্তসংহিতা।

নারিকেল, কদলী, লোড়, আম্র, আমলকী, কাঁটাল ও হরিতকী পণ্ডিতগণ হাদিগকে একাদশীব্রতে হবিষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

আবার শ্রীহরিভক্তিবিলাসে মহাভারতীয় বচন। যথা—

অষ্টৈতানি ব্রতাঘ্নানি আপোমূল ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণ-কাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্॥

জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণে কামনা, গুরু আজ্ঞা ও ঔষধ এই ৮টী দ্বারা, ব্রতভঙ্গ হয় না। তবে যদি—

সর্ব্বভূত ভয়ং ব্যাধি প্রমাদো গুরুশাসনম্।
অব্রতঘ্নানি পর্য্যন্তে সকৃদেতানি শাস্ত্রতঃ॥

ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ জন্তু হইতে ভয়, ব্যাধি, ভ্রান্তি ও গুরু আদেশ, এই সকল কারণে একবার মাত্র সংঘটিত হইলে শাস্ত্রানুসারে ব্রতভঙ্গ হয় না। তবে অসাবধানতা বশতঃ পুনঃ পুনঃ হইলে ব্রতভঙ্গ হয়।

অসমর্থের পক্ষে অনুকল্প বিধি থাকিলেও তিনটী বিশেষ ব্রতে অনুকল্প বিধি নাই। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষেও উপবাস একান্ত কর্ত্তব্য। যথা শ্রীভগবদ্বাক্য—

মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্ব পরিবর্ত্তনে।
ফলমূল জলাহারী হৃদিশল্যং মমার্পয়েৎ॥

কাশ্যপ পঞ্চরাত্রে।

শয়ন, উত্থান, ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন এই তিন একাদশীতে ফলমূল জলাহার করিলে আমার হৃদয়ে শেল প্রোথিত করা হয়। অর্থাৎ সে ব্যক্তি মহাপরাধী হয়।

আবার কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী ও ত্রিস্পৃশা একাদশীতে পুত্রবান্ গৃহীব্যক্তির উপবাস-নিষেধাত্মক যে বচন আছে তাহা বৈষ্ণবের পক্ষে বিধেয় নহে। বৈষ্ণবের একাদশীব্রত নিত্য জানিবেন। তথাপি মনে সন্দেহ হইলে যথোক্ত অনুকল্প গ্রহণ করিতে পারেন।

একাদশীতে শ্রাদ্ধ নিষেধ।

একাদশী ব্রতদিনে পিতামাতার শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে তদ্দিনে পিণ্ডদান না করিয়া পারণ দিনে তাহা সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। কেননা, শ্রীহরিবাসরে পাপ সকল অন্নকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া পিতৃ ও দেবগণ সেই গর্হিতান্ন গ্রহণ করেন না। এই জন্য পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

একাদশ্যাং যদারাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তকং ভবেৎ।
তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥

অর্থাৎ হে রাম! একাদশীতে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে ঐ দিন পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে।

এস্থলে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ শব্দ দ্বারা কেহ কেহ শ্রাদ্ধমাত্রই নিষিদ্ধ বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ আদ্য শ্রাদ্ধের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া আদ্যশ্রাদ্ধ ব্যতীত একোদ্দিষ্টাদি শ্রাদ্ধ সমূহ একাদশীর উপবাস দিনে নিষিদ্ধ বলিয়া অনুমোদন করেন। কিন্তু যখন একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিলে—"ত্রয়স্তে নরকে যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ।" (ব্রঃ বৈঃ পুঃ) অর্থাৎ যে পিণ্ডদান করে, যে শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করে, ও যে প্রেতলোকস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ হয়, এই তিনজনই নরকে গমন করে। তখন আদ্যশ্রাদ্ধ প্রভৃতি প্রেত শ্রাদ্ধের নিষেধ পক্ষে সদাচার দৃষ্ট না হইলেও বৈষ্ণবদিগের পক্ষে একাদশীব্রত দিনে আদ্য শ্রাদ্ধাদি কোন শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে তদ্দিনে শ্রাদ্ধ না করিয়া তাহার পরদিন অর্থাৎ পারণ দিনে শ্রাদ্ধ করা বিহিত বলিয়াই বিবেচিত হয়।

উপবাস দিনে নিষেধ।

অসত্যভাষণং দ্যূতং দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনম্।
একাদশ্যাং ন কুর্ব্বীত উপবাস পরোনরঃ॥ শাতাতপে।

উপবাস-পর ব্যক্তির একাদশীতে অসত্য ভাষণ, পাশাক্রীড়া, দিবানিদ্রা, ও মৈথুন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এবং পাষণ্ডীসহ আলাপ, হিংসা, আমিষ্য স্পর্শ, পুনঃ পুনঃ জলপান, তাম্বুলভক্ষণ, একান্ত বিগর্হিত। পাষণ্ডীসংস্পর্শে বা আলাপে যে পাপ উপস্থিত হয়। স্নানান্তে সূর্য্যদর্শন ও শ্রীহরি স্মরণই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। তদ্ভিন্ন ব্রতদিবসে ভোগবিলাসও অবশ্য বর্জ্জনীয়া। যথা—

গন্ধালঙ্কার বাসাংসি পুষ্পমাল্যানুলেপনম্।
উপবাসেন দুষ্যন্তি দন্তধাবন মঞ্জনম্॥ শাতাতপে।

অর্থাৎ গন্ধ, অলঙ্কার, পরিচ্ছদ, পুষ্পমাল্য, অনুলেপন, দন্তধাবন, ও অঞ্জন এই সমস্ত উপবাসে দোষাবহ। তবে শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্য ধারণে নিষেধ নাই। অতএব ব্রতদিনে অহোরাত্র ক্ষমা, দয়া, সত্য, শৌচ, জিতেন্দ্রিয়, অচৌর্য্য প্রভৃতি গুণযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের নাম বা মন্ত্র জপ, ধ্যান বা তদীয় নাম, গুণ, কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা কালাতিপাত করিবেন। ব্রতদিনে শ্রীভগবৎ

সবার্চ্চনা বিশেষভাবে করা কর্ত্তব্য। এবং শ্রীহরিবাসরে শক্তি অনুসারে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিয়া নিশা জাগরণ অতীব শুভজনক। শাস্ত্রে জাগরণ মাহাত্ম্য বিস্তারিত বর্ণিত আছে। বাহুল্যবোধে এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

উপবাসের পূর্ব্বদিন, উপবাস দিন এবং পারাণ দিন অর্থাৎ দশমী, একাদশী, ও দ্বাদশী এই দিবসত্রয় ব্রতদিন নামে অভিহিত। সুতরাং এস্থলে উপবাসের পূর্ব্বদিনের ও পারাণদিনের পালনীয় বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না। উপবাসের পূর্ব্বদিনে (দশমীতে) প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকার্য্য সকল সমাপন করিবেন। দশমীতে বৈষ্ণবের ক্ষৌরকর্ম্ম অবিহিত নহে বলিয়া ঐ দিনে ক্ষৌরকর্ম্ম সাধনান্তে ধৌত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শ্রীহরিমন্দির মার্জ্জনাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া পতাকাদিতে সুশোভিত করিবেন। পরে উত্তম সিংহাসনে শ্রীভগবানকে উপবেশন করাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক মহা পূজা সম্পন্ন করিবেন এবং বৈষ্ণবগণকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সম্মাননা ও নৃত্যগীতাদি মহোৎসব করিবেন। শ্রীভগবানের উৎসব সাধনকালে অস্পৃশ্য স্পৃষ্ট হইলেও স্নানের আবশ্যক নাই। দশমীতে ক্ষার ও লবণবর্জ্জিত হবিষ্যান্ন * এক-ভক্তবিধি অনুসারে একবারমাত্র ভোজন করিবেন। খট্টাদি ত্যাগ করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন, স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জন, কাংসপাত্রে ভোজন, মাংস, মসূর, মধু, মিথ্যা কথন, পুনর্ভোজন, পরিশ্রম, চণক, কোদোশাক, পরপাক অন্ন, ব্যায়াম, প্রবাল, দিবানিদ্রা, শিলাপিষ্টদ্রব্য, দন্তধাবন, (অনুদয়ে দন্তধাবনে দোষ নাই, অভাবে ১০ দশটী কুলকুচি দ্বারা মুখশোধন কর্ত্তব্য) ও অঞ্জন এইগুলি দশমীতে পরিত্যজ্য। পারণ দিনে অর্থাৎ দ্বাদশীতেও এই সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে। বিশেষ ঔষধ সেবন ও শ্রীহরি নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করিবে না। উপবাস পূর্ব্বক দ্বাদশীতে প্রাতঃকালে মঙ্গলারত্রিক সম্পাদন পূর্ব্বক মহাপ্রসাদ সমর্পণ দ্বারা বৈষ্ণববর্গকে সম্মাননা করিয়া বিদায় করিবেন। অনন্তর প্রাতঃকালীন পূজা সমাধা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উপবাস্ সমর্পণ করিয়া তুলসী

* হবিষ্য দ্রব্য। যথা—শুভ্রবর্ণ অসিদ্ধ হৈমন্তিক ধান্য, মুগ, যব, তিল, মটর, কঙ্গু, উড়িধান, বেতোশাক, হিঞ্চা, ষষ্ঠিকা (একপ্রকার শাক বা ধান বিশেষ), কালকাসন্দা, মূলা, কেউ ব্যতীত অন্যান্য মূল দ্রব্য, সৈন্ধব ও করকচলবণ, গব্য, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, কাঁটাল, আম্র, হরিতকী, পিপুল, জীরা, নারাঙ্গাফল, তেঁতুল, কদলী, লোড়, আমলকী, চিনি বাতাসা ইত্যাদি (গুড় নহে) অতৈলপক্ক দ্রব্য।

সমন্বিত নৈবেদ্য ভোজন করিবেন। দ্বাদশী প্রভাতে শ্রীভগবানকে স্নান উপচার প্রদান নিষিদ্ধ বলিয়া রজনীযোগে স্নান করাইতে হয়। কিন্তু পবিত্রা ও দমন দ্বাদশীর উৎসবে রাত্রিতেও প্রভুকে স্নান করান নিষিদ্ধ। সে যাহা হউক, দ্বাদশী লঙ্ঘন করিয়া পারণ কর্ত্তব্য নহে। দ্বাদশীর প্রথম-পদকে শ্রীহরিবাসর কহে, উহা লঙ্ঘনপূর্ব্বক পারণ কর্ত্তব্য। অর্থাৎ দ্বাদশী দিনে ৪৫ দণ্ডের উর্দ্ধ যত দণ্ডপল দ্বাদশী থাকে আদিতে তত দণ্ডপল ত্যাগ করিয়া পারণ করিতে হইবে। তবে হ্রাসবৃদ্ধিকালে দ্বাদশীকে ৪ চারি ভাগ করিয়া প্রথম ভাগ বর্জ্জন করিবে। যদি পারণ দিনে অত্যল্পকাল দ্বাদশী থাকে, তবে মন্ত্র জপ পূর্ব্বক শ্রীহরির উদ্দেশে উপবাস নিবেদন করিয়া জলপান দ্বারা দ্বাদশীর মধ্যে ব্রত রক্ষা করিবে। পরে প্রাতঃকালে পুনশ্চ নিয়মমত নিত্যকৃত্য পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কার্য্য করিবেন। তাহাতে দোষ হইবে না। বিদ্ধা হেতু যদি দ্বাদশীতে ব্রত হয়, এবং দ্বাদশী যদি তৎপরদিন কালামাত্রও না থাকে তবে ত্রয়োদশীতেই যথাবিধি পারণ করিতে হইবে। কিন্তু পরদিন কলার্দ্ধমাত্রও দ্বাদশী থাকিলে দ্বাদশীতেই পারণ করিতে হইবে। এমন কি দ্বাদশীর ন্যূনতা দৃষ্ট হইলে উষাকালেই স্নানদান হোমাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। কেননা, দ্বাদশীর মধ্যে পারণ না করিলে পুণ্যক্ষয় ও শত জন্ম নরক ভোগ ঘটে। অতএব পারণ দিনে কলার্দ্ধমাত্রও দ্বাদশী থাকিলে এবং নিত্যকৃত্য সমাধা করিতে দ্বাদশী অতিক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে সংক্ষেপে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জলপান দ্বারা পারণ কর্ত্তব্য। পরে নিত্যকৃত্য করিলে দোষাবহ হইবে না।

আবার 'সম্পূর্ণা' ও 'বিদ্ধা' ভেদে দ্বিবিধা একাদশী এবং অষ্ট মহাদ্বাদশীর যে বিচার আছে। তাহা বাহুল্যবোধে এস্থলে আর আলোচিত হইল না। পরে যথাস্থানে সবিস্তার বিবৃত করিবার বাসনা রহিল।

কলিকাতা, ৮৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন; "কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

ষষ্ঠ লহরী।

—ঃ০ঃ—

"গভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিতে পারে।"

নদীয়া-কেশরী শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর প্রেমের লীলা সমুদ্রাধিক গভীর। প্রভুর মায়াশক্তিতে মোহিত হইয়া তদীয় সেবকগণই যখন সেই বিশ্ব-বিস্ময়-জনক লীলা মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন না, তখন আমরা—কর্ম্মজড় মায়াসক্ত জীব উহার কণিকামাত্রও বুঝিবার আমাদের শক্তি আছে কি?—আমাদের পাষাণ-কঠিন হৃদয়ে সে নূতন প্রেমের নূতন ছবি সহজে অনুবিম্বিত হয় কি? বরং যখন শিশু ছিলাম, সংসারের দুঃখ শোক মর্ম্মবেদনা ভাল জানিতাম না—বুঝিতাম না—সরল প্রফুল্লচিত্তে বিচরণ করিতাম; তখন অন্যের দুঃখ দেখিলে নয়নে অশ্রুপ্রবাহ উথলিয়া উঠিত—অসৎ কার্য্যে হৃদয় আতঙ্কে কাঁপিত। কিন্তু হায়! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একি ঘোর পরিবর্ত্তন!—বাল্যের সে কুসুম-কোমল হৃদয় যে বজ্রাদপি কঠিন হইয়া উঠিল—সরলতার শুভ্রাসনে কুটিলতা বিরাজ করিল। দুঃখ-শোক-নৈরাশ্যে হৃদয় ভরিয়া গেল। শত শত পাপ-প্রবৃত্তির প্রবল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় কোন্ নরকার্ণবের দিকে উধাও ছুটিতেছি। অহো! মোহান্ধ আমরা, প্রেমের কাঙ্গাল প্রেমাবতার শ্রীমহাপ্রভুর মহিমা বুঝিতে পারি কি?—দিশেহারা অন্ধজীব তাঁহাকে কেমন করিয়া চিনিবে?—ক্ষুদ্রাধম কীটাণুকীট জীব কিরূপে সে অনন্ত স্বরূপকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া স্ব স্ব দুর্গতির অবসান করিবে! তাই, দয়াল প্রভু জীবের এই দারুণ দুঃখে আত্মহারা হইয়া আচণ্ডাল সমুদায়ের ঘরে ঘরে ভুবনমঙ্গল শ্রীহরি নামের শুভবার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। কর্ম্মালস জীব প্রেমভক্তির সেই মধুর হিল্লোলে নবজীবন লাভ করিয়া অপূর্ব্ব পুলকানন্দে নাচিয়া উঠিল। অমনি লক্ষ লক্ষ জীব আপন আপন হৃদয়ে তাঁহাকে—সেই প্রেমের ঠাকুরকে প্রেমের পূর্ণাবতাররূপে অধিষ্ঠিত করিয়া প্রেমভক্তির পুষ্প-চন্দনোপহারে পূজা করিতে শিখিল! কিন্তু হায়! আজকাল তাঁহার সম্বন্ধে এত তর্ক, এত সন্দেহ কেন?—জীবের এ অধঃপাতের মূল কোথায়? কাল-মাহাত্ম্যে জীবের ধর্ম্মভাব শূন্যতাই ইহার

প্রবলতম কারণ বলিতে হইবে। কি বিড়ম্বনা!! যিনি দ্যুলোক-দুর্ল্লভ প্রেম-পীযূষ দানে কত অশেষ পাপীর উদ্ধার সাধন করিলেন—অপরিমেয় সুখ-শান্তির উৎস বহাইয়া চরাচর ভাসাইলেন,—সেই জগবাসী-জীব-তাপহারী প্রাণের দেবতাকে প্রাণভরা ভালবাসায় আরাধনা করিতে কখন আপত্তি হইতে পারে কি? এমন প্রাণ-জুড়ান সুশীতল কল্প-কুঞ্জ থাকিতে কোন্ নির্ব্বোধ আতপতাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছুটিয়া বেড়ায়?—কোন্ পিপাসাতুর পুণ্যতোয়া ভাগিরথীতীরে বসিয়া পঙ্কিল কূপ-সলিলের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে? ভ্রান্ত যারা—মোহমায়ার কুহেলিকায় পথহারা—তুচ্ছ বিষয়-লোলুপ পাষণ্ড যারা, কেবল তাহারাই এরূপ মহাভ্রমে পতিত হইয়া থাকে। তাই বলি, আইস ভাই! আইস, তোমার পুঞ্জীভূত পাপের বোঝা লইয়া—আইস তোমার শোকেতাপে দগ্ধ-হৃদয় লইয়া, আইস, ভক্তবৎসল শ্রীগৌর-হরির শ্রীচরণান্তিকে শরণ লও। তাহাতে ক্লেশের লেশমাত্র নাই। প্রভু বড় দয়াল। তোমার আমার মত মহাপাপীর দুঃখহরণ করাই তাঁহার ব্রত। তিনি পরিচর্য্যার অপেক্ষা করেন না। কেবল অভিমান ত্যাগ করিয়া একবার তাঁহাকে ভালবাস, তাঁহার মধুর "শ্রীগৌর" নামটী উচ্চারণ কর, পলকে তোমার পর্ব্বত প্রমাণ অপরাধ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। উদ্দাম প্রেমপুলক ভরে অশ্রুর স্নিগ্ধ-প্রবাহ উথলিয়া উঠিবে—আত্মা অনির্ব্বচনীয় ভূমানন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। ভাগ্যবান শ্রীপ্রভুর এই মহামহিমা উপলব্ধি করিয়া চিরকৃতার্থ, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যাহার তাহাতে প্রত্যয় না হয়, তিনি কৃপাপাত্র —অতিদীন।

প্রভুর বিদ্যাবিলাস বড়ই মধুর। তাঁহার বৃহস্পতি-বিজয়ি-পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দর্শনে মহাপণ্ডিতগণও বিস্মিত—স্তব্ধ হইয়া যাইতেন। হইবারই তো কথা! যিনি স্বয়ং সরস্বতি-পতি তাঁহার বিদ্যা চর্চ্চা কি চমৎকার? সহাধ্যায়ী ছাত্রগণ প্রভুকে বিশেষ মান্য করিতেন। কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে তাদৃশ লক্ষ্য করিতেন না। প্রভু শ্রীগঙ্গাদাসের টোলে অধ্যয়ন করেন। সেই টোলে মুরারি গুপ্তও পড়েন। মুরারি রুদ্রের অংশ—প্রভুর অন্তরঙ্গ। প্রভু তাঁহার সহিত প্রায়ই কৌতুক তর্ক করিতেন; কিন্তু মুরারি শিশুজ্ঞানে প্রভুর কথা উপেক্ষা করিতেন। একদিন মুরারি গম্ভীর ভাবে আপন মনে ব্যাকরণ পড়িতেছেন, মনে একটু পাণ্ডিত্যাভিমানও আছে। দয়াল প্রভু তাঁহার সেই স্বাতন্ত্র্যভাব দর্শনে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

—"ওহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়।
লতাপাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দঢ় ॥
ব্যাকরণ শাস্ত্রে এই বিষম অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥
মনে মনে চিন্ত তুমি, কি বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি, রোগী দঢ় কর গিয়া ॥" ৮ ॥

চৈঃ ভা।

মুরারিকে পরিহাস করিবার এক প্রধান তাৎপর্য্য আছে। মুরারি চিকিৎসা ব্যবসায়ে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে নবদ্বীপে খ্যাতাপন্ন। আবার 'যোগবাশিষ্ঠ' পড়েন—জীবে ভগবানে অভেদ জ্ঞান করেন—ভগবদ্ভক্তি মানেন না। আপনাকে 'জ্ঞানী' মনে করিয়া হৃদয়ে একটু অভিমানও জন্মিয়াছে। সেবককে এরূপ বিপথগামী দেখিয়া দয়াল প্রভু তাঁহাকে সুপথে আনিবার জন্যই যেন এই উপহাসোক্তি করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে শৈশবলীলায় একদিন মুরারিকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। সে অতি অপূর্ব্ব কথা!

একদিবস মুরারি "সোঽহং" জ্ঞানের আলোচনা করিতে করিতে বন্ধুগণের সহিত রাজপথে চলিয়াছেন। মনোভাব পরিব্যক্ত করিবার জন্য বিবিধ অঙ্গভঙ্গীও করিতেছেন। প্রভুও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে তদনুরূপ অনুকরণ করিয়া হাত মুখ নাড়িতেছেন। তদ্দর্শনে মুরারি, অতি গম্ভীর-স্বভাব হইলেও, সহ্য করিতে না পারিয়া রোষভরে প্রভুকে অনেক তীরস্কার করিলেন। প্রভুও তাঁহাকে "ভোজনের কালে ভাল শিক্ষা দিব" বলিয়া ভ্রুকুটী করিলেন।

মধ্যাহ্ন সময়, মুরারি ভোজনে বসিয়াছেন। এমন সময় বালক শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ভোজন পাত্রে প্রস্রাব ত্যাগ করিলেন। মুরারি ছি ছি করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, তখন প্রভু রোষ-কষায়িত লোচনে মুরারির দিকে চাহিয়া এক অদ্ভুত তেজোব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"হাত নাড়া মাথা নাড়া ছাড়হে মুরারি।
জ্ঞান ও বক্তৃতা ছাড় ভজহে শ্রীহরি ॥
জীব আর ভগবানে ভিন্ন যেনা করে।
প্রস্রাব করি আমি তার থালের উপরে ॥"

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত।

এই বলিয়া প্রভু চকিতের মত কোথায় চলিয়া গেলেন। প্রভুর এই প্রস্রাব ত্যাগ ব্যাপার অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের একরূপ পরীক্ষা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বাস্তবিক অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে মুরারির ভ্রম-নিরসনের জন্যই প্রভুর এই শিক্ষা। এই গ্রন্থের তৃতীয় লহরীতে এতৎ সম্বন্ধে বিচার দ্রষ্টব্য। এইরূপ সাবধান করা সত্ত্বেও মুরারির মোহ-বিকার বিদূরিত হয় নাই। তাই, আজ প্রভু মুরারির সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রভু কহে—"ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা।"
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত, প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা॥
গুপ্ত বলে এক অর্থ, প্রভু বলে আর।
প্রভু ভৃত্যে কেহ কারে নারে জিনিবার॥

প্রভুর কৃপায় মুরারি পরম পণ্ডিত হইলেও শেষে পরাস্ত হইলেন। প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অঙ্গে পদ্ম হস্ত দিলেন। আর অমনি মুরারির সর্ব্বাঙ্গ হর্ষ পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মুরারি বিস্ময় বিহ্বল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"প্রাকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নয়।" সেই হইতে মুরারির মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইল। মুরারি প্রভুর কৃপাশক্তি লাভে ধন্য হইলেন।

এইরূপ বিদ্যাবিলাস-রঙ্গে কিছুদিন অতীত হইলে প্রভু নিজেই মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে একটী টোল স্থাপন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই প্রভুর অলৌকিক পাণ্ডিত্যপ্রসূণ-সৌরভে চারিদিক প্রমোদিত হইয়া উঠিল। প্রভু শিষ্যমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া অধ্যাপনার কালে প্রায়ই অন্যান্য অধ্যাপকগণের প্রতি আক্ষেপ করিতেন। একদিন প্রভু কহিলেন—

—"সন্ধিকার্য্য-জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥৭॥

শ্রীচৈঃ ভাঃ।

যাঁহারা সন্ধিকার্য্য অর্থাৎ ব্যাকরণোক্ত বর্ণদ্বয়ের মিলনরূপ সন্ধিবৃত্তি জানেন না, হায়! কলিযুগে তাহারাই ভট্টাচার্য্য নামে অভিহিত। ইহা প্রভুর শ্লেষোক্তি হইলেও ইহার আর একটী তাৎপর্য্য আছে। তখন শ্রীনবদ্বীপ জ্ঞানের রাজধানী ছিল বটে; কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনা আদৌ ছিলনা, বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। শুষ্ক-জ্ঞানের উত্তপ্ত কটাহে শ্রীভগবত্তত্ত্ব বা ভক্তিবাদ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। সেই ধর্ম্মভাবশূন্য ঈশ্বরবাদ-বিরহিত জ্ঞানচর্চ্চাই অধ্যাপকগণের জীবনের ব্রত এবং পাণ্ডিত্য দাম্ভিকতাই তাঁহাদের

ন্ঠ অলঙ্কার ছিল। তাই প্রভু বলিলেন যে, শ্রীভগবানের সহিত জীবের লনরূপ সন্ধিকার্য্যে বা সন্ধ্যা বন্দনাদি শুভদ শ্রীভগবৎ উপাসনা কার্য্যে াহাদের আদৌ জ্ঞান নাই, কি পরিতাপের বিষয়! তাঁহারাই কলির ট্টাচার্য্য—তাঁহারাই ধর্ম্ম ও সমাজের কর্ত্তা! ফলতঃ যিনি যত বড় পণ্ডিতই উন না কেন, কৃষ্ণভক্তি বিনা তাঁহার সে জ্ঞান গৌরব অতি তুচ্ছ! কেননা—

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থ বেত্ত্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্ত স্তং বিদ্যাৎপুরুষাধমঃ॥

শ্রীগরুড় পুরাণ।

সর্ব্ববেদ পারদর্শী সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ পণ্ডিত ব্যক্তিও সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমান্ না হইলে পুরুষাধম বলিয়া গণ্য।

তাই শ্রীনারদ কহিয়াছেন—

তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।

শ্রীভাঃ।

অর্থাৎ যে কার্য্যে শ্রীহরির সন্তোষ উৎপন্ন হয় তাহাই প্রকৃত কার্য্য এবং যে বিদ্যা দ্বারা শ্রীহরি-চরণে মতি হয় সেই বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা। যথা—

অত্যদ্ভুতমিদং জ্ঞানং হরে নামানুকীর্ত্তনং।
অজামিলোঽপি সঙ্কেতং যৎকৃত্বা হরিতাংগতঃ॥

শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তন অতি অদ্ভূত জ্ঞান। ইহার অভাসে মহাপাপী অজামিলও শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ করিল।

দীন দয়াল প্রভু মোহান্ধ জীবের শিক্ষার জন্য শ্রীল রামরায়ের শ্রীমুখে এই ভাব স্পষ্ট পরিব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

প্রভু কহে "কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার ?"
রায় কহে "কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"
"কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি!
কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি বলি যার হয় খ্যাতি॥"

অতএব যিনি কৃষ্ণ ভক্তি-রস-বেত্তা তিনিই প্রকৃত ভট্টাচার্য্য পদবাচ্য। নতুবা দ্বাদশ গুণযুক্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও কৃষ্ণপদারবিন্দ বিমুখ হইলে চণ্ডালাধম।

যাঁহার প্রেরণায়, ইঙ্গিতে, উপদেশে নিখিল শাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করেন সেই

শ্রীভগবান্ কি কখন ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারেন? প্রভু গৃহাশ্রমে আছেন, সুতরাং গৃহ-ধর্ম্ম পালন তাঁহার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু—

"গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥ শ্রীচৈঃ চঃ।

অমনি প্রভুর ইচ্ছায় বনমালী ঘটক শ্রীবল্লভাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী-দেবীর সহিত প্রভুর বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া শ্রীশচীদেবীর নিকট আসিলেন। শ্রীশচীদেবী সে প্রস্তাবে আগ্রহ প্রকাশ না করায় বনমালী কিছু দুঃখিত হন। তাহাতে প্রভু জননীকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন

"আচার্য্যের সন্তোষ না করিলে কেনে।" ১০॥
শ্রীচৈঃ ভাঃ॥

প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া শ্রীশচী পরমানন্দে বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। শুভক্ষণে শুভবিবাহ সমারোহে সমাধা হইল। শ্রীগোলোকের সার সর্ব্বস্ব মূর্ত্তিমতী মহালক্ষ্মী শ্রীশচীদেবীর ক্ষুদ্র পর্ণকুটিরে বিরাজ করিলেন। প্রভু প্রকৃত গৃহী হইলেন। কারণ, শাস্ত্রে আছে -

ন গৃহং গৃহ মিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥ উদ্বাহতত্ত্ব।

পণ্ডিতগণ গৃহকে গৃহ বলেন না, গৃহিণীকেই প্রকৃত গৃহ বলিয়া থাকেন। যেহেতু, গৃহস্থব্যক্তি পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্ব পুরুষার্থ লাভ করেন।

আরও কথিত আছে—

"গৃহবাস সুখার্থায় পত্নীমূলং গৃহে সুখম্॥" দক্ষোক্তি।

অর্থাৎ গৃহবাস সুখের জন্য, সেই সুখের মূলই পত্নী।

এই মধুর বিবাহ-বিলাসের পূর্ব্বেই শ্রীবল্লভ-নন্দিনী শ্রীলক্ষ্মীর সহিত প্রভুর আন্তরিক মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। সে অতি মধুর কথা। একদিন গঙ্গাস্নান কালে শ্রীলক্ষ্মীর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। লীলাশক্তি প্রভাবে কেহ কাহাকে চিনিতে না পারিলেও দর্শনমাত্র উভয়ের স্বাভাবিক প্রীতি-ভাব উদিত হইল। শ্রীলক্ষ্মী—রুক্মিণী, শ্রীনিমাই—শ্রীকৃষ্ণ, উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বপ্রেমের নিশ্চয় হইল—রুদ্ধ প্রেমের উৎস হৃদয় প্লাবিয়া উথলিয়া উঠিল। উভয়েই প্রাণে প্রাণে উল্লাসিত হইলেন। তখন—

"প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥" ১১ ॥

শ্রীচৈঃ চঃ ॥

শ্রীলক্ষ্মী প্রীতি-পুলকিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গে পুষ্পচন্দন ও গলে মল্লিকা মালা দিয়া বন্দনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজগোপাঙ্গনাগণের কাত্যায়নী ব্রত সফল করিয়াছিলেন সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গও হাস্যপ্রফুল্ল-মুখে এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া শ্রীলক্ষ্মীর পূজা অঙ্গীকার করিলেন। যথা—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥

শ্রীভাঃ ১০।১২।

হে সাধ্বীগণ! আমাকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত তোমাদের প্রেমাত্মক সঙ্কল্প ও কাত্যায়নী অর্চ্চন, তোমরা লজ্জাবশতঃ না প্রকাশ করিলেও আমি বিদিত হইয়াছি। তোমাদের কামনান্তর নাই বলিয়া আমি উহা অনুমোদন করিলাম। তোমাদের ঐ সঙ্কল্প সফল হইবার যোগ্য।

এইমত লীলা করি দোঁহে গেলা ঘরে।
গম্ভীর চৈতন্য লীলা কে বুঝিতে পারে ॥"

সপ্তম লহরী।

"যারে তান্ কৃপা হয় সেই জানে তানে।"

প্রেমোন্মাদিনী তটিনী যেমন সাগর-সঙ্গম-আকাঙ্ক্ষায় মৃদুতরঙ্গ-রঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া বহিয়া যায়, আর তাহার সুরস-সংস্পর্শে উভয় তট-শোভিত তৃণ গুল্মাদি নবজীবন লাভে সুদৃপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গও স্বপ্রেম-প্রবাহে ভুবন ভাসাইয়া আপন মনে নাচিয়া গাহিয়া খেলিয়া গেলেন; আর তাঁহার পবিত্র স্পর্শে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার পাইল। যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে আলোকও আপনা আপনি উদ্ভাসিত হইয়া থাকে সেইরূপ শ্রীভগবান স্বয়ং স্বমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিবার জন্য ধরাধামে সুপ্রকট হইলেন আর জীবোদ্ধার, প্রেমদান প্রভৃতি ভুবন মঙ্গল কার্য্যগুলি আপনা হইতেই সম্পন্ন হইয়া গেল। প্রকটাবতারে প্রভু না চাহিলেও পাপীতাপীকে যাচিয়া এই সুদুর্ল্লভ প্রেমধন

দান করিয়াছেন। কিন্তু এখন আমরা সে সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত। এখন আমাদিগকে ডাকিয়া চাহিয়া লইতে হইবে। যদি বলেন, চাহিয়া লইব তবে তিনি কিসের দাতা শিরোমণি? ভাই! আকাশে পূর্ণশশীর উদয় হইলে চন্দ্রকিরণ প্রাসাদ-পর্ণশালা সর্ব্বত্রই সমভাবে আলোকিত করে; কিন্তু যে ব্যক্তি জ্যোৎস্নাকে দু'চক্ষের বিষ বলিয়া ঘরের ভিতর দ্বাররুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকে—জ্যোৎস্নাকে নিন্দা করাই যাহার মজ্জাগত অভ্যাস, বল দেখি, সে হতভাগ্য কি কখন সুধাংশুর স্নিগ্ধ-মাধুরী উপলব্ধি করিতে পারে? তাই বলি, ভাই, হৃদয়গত কুসংস্কার অপসারিত কর। ভুবন পাবন শ্রীগৌর ভগবানের কৃপা কণা লাভের জন্য কাতর প্রাণে প্রার্থনা কর—প্রাণ খুলিয়া ভালবাসার হৃদয় লইয়া "হা প্রাণ গৌরাঙ্গ" বলিয়া ডাক। ভাই, যে যত বড় মহাপাপী সে তত অধিক প্রভুর করুণাপাত্র। আহা! এমন পাপীর সহায় দয়ার ঠাকুর আর ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া পাইবে না?—

"হেন অবতার ভাই, নাই কোন যুগে।
কোন অবতারে সে পাপীর পাপ মাগে॥"

দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা যেমন অসীম, তাহার লীলাও সেইরূপ অমানুষী ও অচিন্ত্য। তিনি বৈষ্ণব দেখিলেই তাঁহার সহিত শাস্ত্র যুদ্ধ করিতেন। বৈষ্ণবের উপরেই যেন তাঁহার অধিক আক্রোশ। প্রভুর লীলায় ইহা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! লীলার সূচনাতেই পাছে প্রভু সেবকগণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়েন বোধ হয়, সেইজন্য সেবকগণের সহিত অধিক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন। যদিও "লুকাইতে নারে প্রভু ভক্তগণ স্থানে"। তথাপি শ্রীভগবানের ইচ্ছা বুঝিবার কাহারও শক্তি নাই।

"ঈশ্বরে সে আপনারে না জানায়ে যবে।
লক্ষ্মীও জানিতে শক্তি না ধরেন তবে॥
শ্রীচৈঃ ভাঃ॥

ভাই, ভগবদ্ভক্ত মহাত্মগণও প্রভুর মায়ায় বিমোহিত হইয়া সর্ব্বদা ভাবিতেন—"আহা! এমন লোকললাম দিব্য শরীর—এমন কোটি কন্দর্প নিন্দি রূপমাধুরী—এমন বৃহস্পতি-বিজয়ী পাণ্ডিত্য প্রতিভা, ইহাঁতে কৃষ্ণ প্রেমরস নাই; কি ক্ষোভের বিষয়! ইহাঁতে যদি কৃষ্ণভক্তিরসামৃত সঞ্চারিত হয় তাহা হইলে এ বস্তুটী না জানি কি মধুরই না হয়!"—এই ভাবিয়া প্রভুর কৃষ্ণ ভক্তির জন্য কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

এবং সাক্ষাতেও কেহ কেহ প্রভুকে দুষিয়া বলিতেন—"কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা ভোলে।"

দয়ালপ্রভু সেবকগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সহাস্যমুখে বিনয়পূর্ণবাক্যে উত্তর করিতেন—

"——তোমরা শিখাও মোর ভাগ্য॥" ১২॥

অর্থাৎ তোমরা আমাকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করাও, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।" শ্রীভগবান্ ভক্তাধীন তাহাতে ভক্তাবতার রূপে ভুবনে ভক্তভাবের জ্বলন্ত আদর্শ দেখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং ভক্তের নিকট এরূপ দৈন্য প্রকাশ তাঁহার স্বাভাবিক। এমন কি তিনি সেব্য হইয়া স্বীয় সেবকগণের নিকটও দৈন্যপ্রকাশে সঙ্কুচিত হইলেন না। তাই শ্রীগৌরহরি শ্রীমুখে "তৃণাদপি সুনীচেন, "অমানিনা মানদেন" ইত্যাদি দৈন্যের মহামন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন এবং এইরূপে স্বীয় লীলা জীবনে কেমন করিয়া দৈন্য আচরণ করিতে হয় তাহা উদ্ভ্রান্ত জগজ্জীবকে ভূরি ভূরি দেখাইয়া গিয়াছেন। আহা! এমন দীন-দয়াময়ের শ্রীনাম গানের মধ্যে আত্মহারা হইয়া থাকাতে কি আনন্দ – মরি! মরি! কি আনন্দ নিরভিমানী হইয়া প্রেমধামের পথিক হইতে—প্রেমময়ের চরণছায়ায় জুড়াইবার জন্য অগ্রসর হইতে!!

লীলাময় শ্রীগৌরহরি সকল ভক্তের সহিতই যে এরূপ বিনয়ভাবে আলাপ করিতেন, তাহা নহে। শ্রীমুকুন্দ দত্ত নামক একজন বৈষ্ণব শ্রীনবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন এবং শ্রীঅদ্বৈত সভায় কীর্ত্তন গান করিতেন। প্রভু তাঁহাকে দেখিলে সহজে ছাড়িতেন না, ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন অর্থাৎ সঙ্গতি বিষয়ের অসঙ্গতি দেখাইয়া তাহার সমাধানের জন্য প্রশ্ন করিতেন। প্রভুর কৃপা-শক্তিতে মুকুন্দও পরম পণ্ডিত। তিনি তাহার ব্যাখ্যা করিতেন এবং ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রভু-ভৃত্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব বাধিত। কিন্তু মুকুন্দের প্রতি প্রভু বড় সন্তুষ্ট। এক দিবস প্রভু ছাত্রগণ সঙ্গে চাঞ্চল্য করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। পথে মুকুন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রভুকে দেখিয়া মুকুন্দ ভয়ে ভয়ে এক পাশে সরিয়া পড়িলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা দেখিয়া গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলিতে পার, ও বেটা আমারে দেখি পলাইল কেন?" গোবিন্দ বলিলেন, আমি জানিনা, বোধ হয় কোথায় উহার আর কোন প্রয়োজন আছে।" ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের অভিপ্রায় অবগত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"—জানিলাঙ যে লাগি পলায়।
বহির্ম্মুখ সম্ভাষা করিতে না জুয়ায়॥
এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজি বৃত্তি টীকা আমি বাখানিয়ে মাত্র॥
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন॥১৩॥

শ্রীচৈঃ ভাঃ।

কৃষ্ণ ভক্তিরসে যাঁহাদের প্রাণমন সদাবিভাবিত, কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ ব্যতীত তাঁহাদের অন্য মিথ্যা বাক্যব্যয় ভাল লাগে কি? তাই,শ্রীবাস মুকুন্দাদি ভক্তগণ প্রভুর ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে প্রভুকে বহির্ম্মুখ ভাবিয়া দূরে দূরে থাকেন। এ লীলা বিচিত্র বটে। যিনি কৃষ্ণ-প্রেমরসে ভুবন ভাসাইবার জন্য অবতীর্ণ, তিনি কিনা আপনাকে বহির্ম্মুখ পরিচয় দিতেছেন? বোধ হয় ভক্তের নিকট আত্মসংগোপনের নিমিত্তই এরূপ বহির্ম্মুখতার পরিচয়।

বহির্ম্মুখ সংলাপ যে বৈষ্ণবগণের একান্ত অকর্ত্তব্য তাহা—"বহির্ম্মুখ সম্ভাষ করিতে না জুয়ায়।" বাক্যে স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমরা অবতার-বাদী, প্রভুর শ্রীমুখের কৃপাজ্ঞাই আমাদের নিকট বেদবিধি অপেক্ষা অধিক বলবতী ও প্রাণতুল্য রক্ষণীয়া। আবার শাস্ত্রেও বহির্ম্মুখ সম্ভাষের বহুল দোষ কীর্ত্তিত আছে। অতএব কৃষ্ণভক্তিবিমুখগণের সঙ্গ-সম্ভাষণ অবশ্য পরিত্যজ্য। যেহেতু—

অসদ্ভি সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্য কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থ হানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চজায়তে॥

ভক্তশূর প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্তি-বিহীন অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ কদাচ করিবেনা। তাহাতে ঐহিক পারলৌকিক সর্ব্বার্থ সাধনের যে কেবল হানি হয়, তাহা নহে, নরকাদি ভোগও ঘটিয়া থাকে। অধিকন্তু—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমোদমোভগশ্চেতি যৎসঙ্গাৎ যাতি সংক্ষয়ম্॥ শ্রীভাঃ।

উহা দ্বারা সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশঃ ক্ষমা, শম, (অন্তঃকরণ উপরতি), দম, (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম) ও ভাগ্য ইত্যাদি সমস্তই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব—

বরং হুতবহ জ্বালা পিঞ্জরান্তর্ব্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরি চিন্তা বিমুখজন সম্ভাষ বৈশসম্॥

কাত্যায়ন সংহিতা।

জ্বলন্ত অগ্নিশিখার পিঞ্জর মধ্যে বাস করা বরং ভাল তথাপি শ্রীকৃষ্ণচিন্তা-বিমুখ জনের সঙ্গ রূপ ক্লেশ ভোগ করিতে যেন না হয়।

এমন কি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে তাহারও সঙ্গ পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। যথা—

অবৈষ্ণবাস্তু যে বিপ্রাশ্চাণ্ডালাদধমাঃস্মৃতাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং সোমপানাদি বর্জ্জয়েৎ॥"

হঃ ভ, ধৃত পদ্মপুরাণম্।

অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ চণ্ডালেরও অধম। তাহাদের সহিত সম্ভাষণ তাহাদিগকে স্পর্শ এবং তাহাদের সহিত সোমপান, সহবাস অন্নভক্ষণাদি অবশ্য বর্জ্জন করিবে।

রমণীগণের ক্রীড়া-মৃগ, শিশ্নোদর-তর্পণ-পর ব্যক্তিগণকে অসাধু বলা যায় বটে, কিন্তু যাহারা অভক্ত তাহারাই অসাধুর শ্রেষ্ঠ। ভগবদ্ভক্তির অভাবে তাহাদিগকে সর্ব্ব দোষই আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা কোথাও শ্রেয়োলাভ করিতে পারেনা। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে লিখিত আছে—

ভগবদ্ভক্তি হীনা যে মুখ্যাঃসন্তস্ত এব হি।
তেষাং নিষ্ঠাশুভা ক্বাপি ন স্যাৎ সচ্চরিতৈরপি॥

যাঁহারা শ্রীভগবদ্ভক্তি-বিহীন তাহারাই মুখ্য অসাধু। সচ্চরিত্র হইলেও কুত্রাপি তাহাদের শুভগতি হয় না।

অসাধুর সঙ্গ-সম্ভাষণ কৃষ্ণভক্তগণের পক্ষে যে অতীব দোষাবহ তাহা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্যই যেন দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং এইরূপ বহির্ম্মুখ ভাব অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় ভক্তগণের আচরণ দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। এবং গৌণভাবে বুঝাইলেন—যখন অসৎসঙ্গ জীবের নরকনিদান, তখন সাধু সঙ্গই জীবের পরম শুভপ্রদ, সুতরাং অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুসঙ্গের অচিন্ত্য মহিমার কিঞ্চিদ্ভাগ যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

সর্ব্বাবতার-সুন্দর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এইরূপে বহির্ম্মুখের দোষ কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া মুকুন্দকে উপহাসচ্ছলে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"—আরে বেটা কথোদিন থাক।
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক।"

তারপর শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"—আগে পঢ়ো কথোদিন।
তবে সে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের চিণ॥
এমত বৈষ্ণব মুঞি হইব সংসারে।
অজভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥
শুন ভাই সব, এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুঞি সর্ব্ব বিলক্ষণ॥
আমারে দেখিয়া এবে যে সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তিগায়॥ ১৪॥

শ্রীচৈঃ, ভাঃ

এই শ্রীমুখোক্তি শ্লেষব্যঞ্জক হইলেও প্রভু এস্থলে সত্যবাদিতার স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বাস্তবিকই শ্রীগৌরহরি এমন বৈষ্ণব হইলেন যে তাহা কেবল ভূলোকে নহে দ্যুলোকেও অতি দুর্ল্লভ। আহা! এমন পতিত-পাবন বৈষ্ণবের আদর্শ আর কি কোথাও আছে? অজভব এই বৈষ্ণব-নিধির পদ-রজ-স্পর্শে পবিত্র হইবার জন্য ভূলোকে অবতীর্ণ হইলেন—দীনহীন কাঙ্গাল বেশে প্রভুর শ্রীচরণান্তিকে লুটাইলেন। "আমি এমন বৈষ্ণব হইব, অজভবও আমার দ্বারস্থ হইবেন,—প্রভুর এই বাক্য পরিহাস সূচক মনে করিয়া শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ হাসিলেন, কেহ বা শ্রীনিমাইপণ্ডিতকে নাস্তিক মনে করিলেন—"নিমাই ব্রহ্মা শিবকেও মানেন না।"

"এই মত রঙ্গকরে বিশ্বম্ভর রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥"

অষ্টম লহরী

*

"সর্ব্বকাল প্রভু বাঢ়ায়েন ভৃত্যজয়।"

জগৎপাবন শ্রীগৌরাঙ্গবতার বিনা ভক্তি ও ভক্তের গৌরবের এমন দিন

আর হয় নাই। দয়াল প্রভুর স্নেহময় মধুর আকর্ষণে সমাজের উচ্চাধিকারী হইতে সমাজের অতি ঘৃণ্য অস্পৃশ্য শ্বপচাধমও সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমের সমান অধিকারী হইয়া সুরপদকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন—তাঁহারাও ভুবন-বরেণ্য হইয়া অশেষ পাপীর উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। আহা! এমন কি—

"সর্ব্বলোকে ছাড়ে যারে অপরশ বলি।
দেবগণ মাগে এবে তার পদধূলি॥"

যে অবতারে এরূপ অভূতপূর্ব্ব ঘটনা—দয়ার, প্রেম-পবিত্রতার পুণ্যপ্রবাহ ঘটিয়াছিল, তাহা যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার না হয়, তবে আর কাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার বলিব? আবার যিনি—

"সৌন্দর্য্যে কামকোটি সকল জন সমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি বাৎসল্যে মাতৃকোটি ত্রিদশ বিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে। গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধি কোটি মধুরিমণি সুধাক্ষীর মাধ্বীক কোটি—গৌরদেব স জীয়াৎ রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্য কোটিঃ॥ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত।

অর্থাৎ যিনি সৌন্দর্য্যে কোটি কন্দর্প, জগজনের প্রীতি বিধানে কোটিচন্দ্র, বাৎসল্যে কোটি জননী, ঔদার্য্যে কোটি কল্পতরু, গাম্ভীর্য্যে কোটি সমুদ্র এবং মাধুর্য্যে কোটি সুধাক্ষীর-খণ্ড, সেই প্রণয়-রস-বিষয়ে কোটি কোটি বৈচিত্র্য প্রদর্শক শ্রীগৌরাঙ্গদেব জয়যুক্ত হউন।

মরি! মরি এ বস্তু—এই গোলকের গৌরবনিধি কিরূপ অপূর্ব্ব অনুপম মধুর বস্তু—তাহা কি আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে? কিন্তু আমরা এমনই কর্ম্মক্লান্ত অলস—কলুষকালিমায় আমাদের আত্মা এমনই অতিমাত্র মলিন যে, আমরা সেই প্রাণের প্রিয়তম দেবতা—হৃদয়ের সারধন শ্রীগৌরশশীকে আজও ভাল চিনিতে পারিলাম না—আজও তাঁহার প্রেমে, তাঁহার নামে প্রাণ মজাইয়া পরমানন্দ উপভোগের প্রয়াস পাইলাম না। কি দুর্ভাগ্য? অনিত্য সংসার-সম্পদের মধুর স্বপন আজিও যে হৃদয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে—অতৃপ্ত সুখাসক্তির মোহন গীতি আজও যে প্রাণের মাঝে ঝঙ্কার দিতেছে। দুঃখ-শোক-তাপ যে জীবন যজ্ঞের আহুতি, সে উৎকণ্ঠাময় জীবনে সুখ কোথায়? আমরা ত ব্যাকুলভাবে প্রবৃত্তির স্রোতে পড়িয়া ক্রমশঃই অশান্তির রাজ্যে নীত হইতেছি। তথাপি যে পরমধনকে পাইলে আর কিছুরও জন্য ব্যাকুল হইতে হয় না—কি পরিতাপের বিষয়! আমরা ভুলেও সে দয়ানিধির করুণা

লাভের চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতেছি না। কিন্তু পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন দয়াল—তেমনই দাতাশিরোমণি। যে দুর্ল্লভ রসের কণামাত্র পাইলেও শিব বিরিঞ্চি মহাসৌভাগ্য জ্ঞান করেন, দয়াল প্রভু, সেই কৃষ্ণপ্রেম-রসের সদাব্রত-দানভাণ্ডার জগজ্জনের জন্য সদা উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। অতএব আইস, যে যেখানে আছ, অসঙ্কোচে আইস, বাধা নাই—বিচার নাই, যত পার এ অমৃত-রস আস্বাদন কর,—ভবব্যাধি দূরতো হইবেই—পিপাসারও শান্তি হইবে—হৃদয় অনির্ব্বচনীয় ভূমানন্দে ভরিয়া যাইবে।

শ্রীভগবান ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই ভক্তের হৃদয়হারী আকুল আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া অবতার গ্রহণ করেন। অবশ্য এ অবতার ব্যাপারে শ্রীভগবানের অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকিতে পারে কিন্তু মুখ্যতঃ ভক্তের প্রতি অজস্র করুণাধারা বর্ষণের জন্যই যেন তাঁহার প্রকট আবির্ভাব। ভক্ত, ভগবানের প্রাণস্বরূপ। এমন কি তিনি প্রেয়সী অপেক্ষাও ভক্তকে অধিক প্রিয়তম জ্ঞান করেন। "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান্ উহা স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। এ জন্য শ্রীভগবান্ ভক্তের জয় সর্ব্বকালই বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের সকল অবতারেই এরূপ ভক্ত-পক্ষপাতিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গবতারে স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ভক্তের মহিমা গৌরব আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

অখণ্ড মূর্ত্তানন্দ শ্রীশচীনন্দন শিষ্যগণ সঙ্গে বিদ্যাবিলাস রঙ্গে নিমগ্ন। এই সময়ে একদিন শ্রীপাদমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সমুদ্র-গভীর প্রেমের হৃদয় লইয়া সন্ন্যাসীবেশে শ্রীনবদ্বীপধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুদিন পর একটী প্রেমে-ঢলঢল বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে পাইয়া শ্রীনবদ্বীপের শ্রীঅদ্বৈত প্রমুখ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আনন্দের উদ্দাম উৎস উৎসারিত হইল। শ্রীপাদ্ পুরী গোপীনাথ আচার্য্যের বাড়ীতে কয়েকমাস রহিলেন। তাঁহার সহিত প্রভুর পরিচয় হইয়াছে, প্রভু তাঁহাকে নিত্য দেখিতে যান। শ্রীপাদ-পুরী কৃষ্ণপ্রেমানন্দে সর্ব্বদা বিহ্বল। তিনি স্বরচিত "শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" নামক একখানি শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাব্যগ্রন্থ প্রত্যহ পাঠ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও গদাধরকে শ্রবণ করান। শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভুকে প্রাণের ঠাকুর বলিয়া জানেন না, "নিমাই পণ্ডিত" বলিয়া জানেন, অথচ প্রভুকে দেখিলে তাঁহার প্রাণমন উল্লাসে পুলকিত হয়। শ্রীপাদপুরী একদিন গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে হাসিয়া বলিলেন "নিমাই! তুমি পরম পণ্ডিত, আমি এই শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক

গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি,ইহার কোন স্থানে কোন দোষ থাকিলে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবে, আমি তাহাতে সন্তোষলাভ করিব।”

এই কথা শুনিয়া বিনয়ের খনি শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—

“—ভক্ত বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দেখে দোষ সেই পাপীজন ॥
ভক্তের কবিত্ব যে তে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয় ॥
মূর্খে বলে “বিষ্ণায়” “বিষ্ণবে” বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর ॥ ১৫ ॥

শ্রীচৈঃ ভাঃ।

মধুর কৃষ্ণ কথামৃত জাহ্নবীর পুতধারা অপেক্ষাও অতি পবিত্র এবং তাহার মহিমাও অপরিসীম। যে কোন রূপেই হউক এই সুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ কথা, আলোচনা দূরে থাক্ একবার রসনায় উচ্চারিত হইলেই এক অচিন্ত্য ফল-প্রদান করেন। এমন কি—

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যম্বা স্তোভং হেলন মেববা।
বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণ মশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ শ্রীভাঃ ॥

সঙ্কেত অর্থাৎ পুত্রাদির নামগ্রহণ ছলে, পরিহাস প্রসঙ্গে,সঙ্গীতালাপে কিম্বা অবজ্ঞা করিয়া শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিলেও অশেষ পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ যাহাতে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদি লীলাগুণের প্রসঙ্গ আছে তাহা স্বকল্পিত অসত্য হইলেও সত্য ও মঙ্গলপ্রদ। এবং—

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং।
তদেব শোকার্ণব শোষণং নৃনাং
যদুত্তমঃ শ্লোক যশোঽনুগীয়তে ॥ শ্রীভাঃ।

অর্থাৎ যাহাতে উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথা বর্ণিত আছে তাহাই রমণীয়, তাহাই রুচিপ্রদ অতি পুরাতন হইলেও তাহাই মনের নিত্য মহোৎ-সবকর এবং জীবের শোকার্ণব শোষক।

এ হেন সর্ব্বতাপ-নিবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ-কথামৃত আবার ভগবদ্ভক্তের শ্রীমুখ

নির্গলিত হইলে যে কি অপূর্ব্ব মহামধুর—কি অনন্ত গুণসম্পন্ন হয়, তাহা কে বলিতে পারে?—কে বলিতে পারে, তাহার মহিমামাধুরী কিরূপ অদ্ভুত!

আবার যিনি ভক্তিলক্ষণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বা তদ্ধর্ম্মের কিঞ্চিৎমাত্রও প্রকাশ করেন তিনিই গুরুস্বরূপে নিরন্তর পূজনীয়। যথা—

শ্লোক পাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্য স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ॥

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র।

যিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও তদ্ধর্ম্মাদিমাহাত্ম্য বিস্তার করেন তাঁহার কথা দূরে থাক, পাদমাত্র শ্লোকবক্তাও গুরু বলিয়া নিরন্তর পূজার যোগ্য।

তাই ভক্তপ্রাণ শ্রীগৌর ভগবান বিনয় সহকারে বলিলেন—"শ্রীপাদ! একেই তো কৃষ্ণ কথা নিত্যশুদ্ধ সুনির্ম্মল; তাহাতে আবার ভক্তের বর্ণনা। (যেমন তেমন ভক্ত নহেন—সর্ব্বজন পূজ্য বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী—প্রেমের খনি—প্রেমময় শ্রীভগবানের অতি প্রিয় ভক্ত)। ভক্তের কবিত্ব যেমনই হউক, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। যে হেতু—

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥

শ্রীবিষ্ণুর প্রণাম কালে মূর্খব্যক্তি "বিষ্ণায় নমঃ" বলে এবং পণ্ডিত ব্যক্তি "বিষ্ণবে নম" বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে উভয়েরই সমান পুণ্য, কেননা ভগবান্ ভাবগ্রাহী। তিনি ভক্তের শ্রীমুখোক্তির বর্ণগত বা শব্দগত দোষ লক্ষ্য না করিয়া কেবল ভক্ত হৃদয়ের ভক্তি বিভাবিত প্রীতিভাবই গ্রহণ করেন। অতএব—

"ইহাতে যে দোষ দেখে তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণনা মাত্রে কৃষ্ণের সন্তোষ॥
অতএব তোমার যে প্রেমের বর্ণন।
ইহা দূষিবেক কোন সাহসিক জন॥

ঠাকুরের এই বিনয় মধুর বাক্যে শ্রীঈশ্বর পুরীর সর্ব্বশরীর যেন অমৃতসিক্ত হইল। সাত্ত্বিক ভাবাবেশে হৃদয় প্লাবিয়া প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাস বহিল। পুরী প্রেম গদ্গদকণ্ঠে পুনরায় বলিলেন—যেখানে দোষ থাকে তুমি অবশ্য তাহা বলিবে।"

ইহার পর একদিন গ্রন্থপাঠের সময় প্রভু একটী শ্লোকের ধাতু লাগে না

সর্ব্বশরীর যেন অমৃতসিক্ত হইল। সাত্ত্বিক ভাবাবেশে হৃদয় প্লাবিয়া প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাস বহিল। পুরী প্রেমগদ্‌গদ কণ্ঠে পুনরায় বলিলেন—"তোমার তাহাতে দোষ নাই। যেখানে দোষ থাকে তুমি অবশ্য বলিবে।"

ইহার পর একদিন গ্রন্থপাঠের সময় প্রভু একটী শ্লোকের ধাতু লাগেনা বলিয়া ভুল ধরিলেন। বলিলেন—"এ ধাতু আত্মনেপদী নয়"—পরস্মৈপদী হইবে। শ্রীঈশ্বরপুরী সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও তিনি তখনই ইহার উত্তর করিতে পারিলেন না। পরদিন প্রভু আসিলে, বলিলেন-"তুমি যাহা পরস্মৈপদী বলিলে আমি তাহা আত্মনেপদী করিয়াছি।" ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু বড় সন্তুষ্ট হইলেন। ভক্তের গৌরব বৃদ্ধি—ভক্তের জয় ঘোষণা করিবার নিমিত্ত ভক্ত-প্রিয় শ্রীগৌরহরি আর তাহাতে কোন দোষ ধরিলেন না। সকল কালেই শ্রীভগবান এইরূপ ভক্তের জয় ঘোষণা করিয়া থাকেন।

কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধার্থ অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিন্তু ভক্ত-শূর ভীষ্ম তাঁহাকে নিশ্চয়ই অস্ত্রধারণ করাইবেন বলিলেন। ভক্তের নিকট শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইলনা। ভীষ্মের অব্যর্থ শরে অর্জ্জুনকে কাতর দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের সংহার জন্য চক্রধারণ করিয়া রথ হইতে ভূতলে অবতরণ করিলেন। এই ব্যাপারে শ্রীভগবান্ একদিকে যেমন ভক্তাধীনতা ও ভক্তবাৎসল্যের চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, অন্যদিকে ভক্তবাক্য সার্থক করিয়া ভক্তের বিজয়-গৌরব বর্দ্ধিত করিলেন।

আবার ভক্ত-মহারাজ অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসার উপাখ্যানে শ্রীভগবান্, ভক্তের মহিমা কিরূপ বাড়াইয়াছেন তাহা ভক্ত-পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বিবৃত হইল। একদা মহারাজ অম্বরীশ দ্বাদশীকৃত্য সমাপন করিয়া পারণের উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। মহারাজ ঋষির যথোচিত সৎকার করিয়া ভোজনার্থ অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু ঋষির তখনও মধ্যাহ্নিক ক্রিয়া-কলাপ সমাপন হয় নাই। তিনি কালিন্দীতটে গমন করিলেন। অনেকক্ষণ অতীত হইল, ঋষি প্রত্যাগমন করিলেন না। এদিকে দ্বাদশী অর্দ্ধ মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট; ইহার মধ্যে পারণ না করিলে ব্রতবৈগুণ্য হয়, অথচ অতিথিও অভুক্ত। ধর্ম্মজ্ঞ অম্বরীষ ধর্ম্ম সঙ্কটে পড়িয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচার পূর্ব্বক তিনি জলমাত্র পান করিয়া ব্রতরক্ষা করিলেন। শ্রুতি বলেন—"আপোঽশ্নাতি যত্তন্নৈবাশিতং ভবতি নৈবানশিতামিতি।" অর্থাৎ জলমাত্র পানকে ভোজন ও অভোজন দুই

বলা যায়। অতএব দ্বাদশীর অনতিক্রমে ভোজন এবং ব্রাহ্মণের অনতিক্রমে অভোজন এই উভয়দিক রক্ষিত হইল। অনন্তর দুর্ব্বাসা প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সমাধা করিয়া আসিয়া প্রজ্ঞাবলে সকলই জানিলেন। ব্রাহ্মণের ভোজন না হইতেই রাজা স্বেচ্ছাক্রমে স্বয়ং ভোজন করিয়াছেন, এই বলিয়া ঋষি ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া একটী জটা উৎপাটন করিয়া জলন্ত কালানল সদৃশ এক কৃত্যা নির্ম্মাণ করিলেন। কৃত্যা অসিহস্তে রাজার বধসাধনে উদ্যত হইল। ভক্তের এই শঙ্কট অবস্থা দেখিয়া শ্রীভগবান্ ভক্তের রক্ষার জন্য স্বীয় চক্র প্রেরণ করিলেন। চক্র নিমেষে সেই কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়া দুর্ব্বাসার দিকে ধাবমান হইলেন। ঋষি এই আকস্মিক বিপত্তিতে অতিমাত্র ভীত হইয়া নানাদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চক্রও স্বীয় দিগ্দাহী তেজপ্রভাব বিস্তার করিয়া পলায়নপর ঋষির পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। শেষে ব্রহ্মা ও শঙ্করের নিকটও অভয়াশ্রয় লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে ভক্তদ্রোহী ঋষি অত্যন্ত কাতরভাবে সেই ভক্তপ্রিয় শ্রীভগবানের পাদমূলে গিয়া পতিত হইলেন। শ্রীভগবান্ সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন—

অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভি গ্র্স্ত হৃদয়ো র্ভক্তৈর্ভক্তজন প্রিয়ঃ॥

ওহে দ্বিজ! আমি ভক্ত পরাধীন অস্বতন্ত্রের ন্যায়; ভক্তজন আমার প্রিয়, একারণ সাধু ভক্তেরা আমার হৃদয় গ্রাস করিয়াছে। অতএব তুমি, সেই মহাত্মা অম্বরীষের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করাইতে যত্নপর হও—তবে তোমার এ উৎপাতের শান্তি হইবে।"

শ্রীভগবানের আদেশে চক্রতাপিত ঋষি তৎক্ষণাৎ অম্বরীষের সন্নিধানে আসিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন—কাতরপ্রাণে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। অম্বরীষ ভগবচ্চক্রের স্তুতি করিয়া শান্ত করিলেন। ঋষি পরিত্রাণ লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্তের মহামাহাত্ম্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিলেন।

এস্থলে শ্রীভগবান্ অনায়াসেই চক্রকে নিবারণ করিয়া ঋষিকে রক্ষা করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা করিলেন না,—কেবল ভুবনমাঝে ভক্তের বিজয় মহিমা জ্বলন্ত অক্ষরে প্রতিফলিত করিবার জন্য!—দেখাইলেন—ভক্তের সান্ত্বনা ভিন্ন ভক্তদ্রোহীর ত্রিভুবনেও পরিত্রাণের উপায় নাই। এইরূপে—

"সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্যজয়।
এই তান্ স্বভাব সকল বেদে কয়॥

নবম প্রবাহ।

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ সংসার-দাবানল-দগ্ধ জগজ্জীবের শান্তিবিধানের নিমিত্ত করুণাধারাববর্ষী জলদ স্বরূপ। শুষ্কধর্ম্মের উত্তপ্ত সৈকতপ্রান্তরে দয়াল প্রভু, ভক্তির স্নিগ্ধ-ধারা বর্ষণ করিলেন, আর অমনি তাহা শত শত ভক্তের প্রাণকে রসাইয়া গলাইয়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় শক্তিলাভে আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া তরতর বেগে প্রবাহিত হইল। সেই অমিয়-শীতল ভক্তি-প্রবাহে জীবজগতের দুঃখ দুর্ভোগ ক্রমশঃ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু যে নিবিড় জলদের অপার করুণা-ধারা-সম্পাতে এরূপ অভাবনীয় সুখ-শান্তির তরঙ্গ উঠিল—সেই ব্রজের জলদ-শ্যামই যে শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশচীনন্দন নিমাই পণ্ডিত-রূপে বিদ্যাবিলাস-রঙ্গে বিভোর, তাহা কেহই তখন জানিতে বা বুঝিতে পারিল না। প্রভুর মায়ানাটে বিমোহিত হইয়া তখন ভক্ত ও অভক্ত সকলেই প্রভুকে একজন প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত মনে করিতে লাগিলেন। প্রভু শিশু-কালে ব্যাকরণ মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন কিন্তু তাহাতেই তিনি বড় বড় পণ্ডিতকে বিদ্যাবিচারে পরাস্ত করেন।

একদিন প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে নগর ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময় মুকুন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মুকুন্দের হাতে ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"আমারে দেখিয়া তুমি কি কার্য্যে পলাও।
আজি আমা প্রবোধিয়া বিনা দেখি যাও॥" চৈঃ ভাঃ। ১৭॥

মুকুন্দ বড়ই বিব্রত হইলেন। ভাবিলেন—"তাইতো, আজ কেমন করিয়া ইহার হাত এড়াইব। তবে নিমাই ব্যাকরণ মাত্র পড়িয়াছেন, উঁহাকে অলঙ্কার জিজ্ঞাসা করিয়া পরাভব করিব।" এই ভাবিয়া মুকুন্দ বলিলেন—"পণ্ডিত! ব্যাকরণ শিশুশাস্ত্র, ইহা বালকদেরই বিচার্য্য। অতএব তোমার সঙ্গে অলঙ্কারের বিচার করিব।" প্রভু বলিলেন—

"—বুঝ তোর যেবা লয় মনে।" চৈঃ ভাঃ। ১৮॥

অর্থাৎ তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই জিজ্ঞাসা কর।"

এই কথা শুনিয়া মুকুন্দ বাছিয়া বাছিয়া কবিতালঙ্কার জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বশক্তিময় শ্রীগৌরচন্দ্র তাহার বিচার পূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া তাহাতে ভূরিভূরি দোষ দেখাইলেন। মুকুন্দ সে খণ্ডন আর স্থাপন করিতে পারিলেন না, হারি মানিলেন। তখন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—

"আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ।
কালি বুঝাবাও ঝাট্ আসিবারে চাহ॥ চৈঃ ভাঃ। ১৯॥

আজি ঘরে গিয়া ভাল করিয়া পুথি দেখগে, তারপর কাল ত্বরা করিয়া আসিবে, আমি বুঝাইব।"

প্রভুর এই শ্লেষব্যঞ্জক কথায় মুকুন্দ কিছু অপ্রতিভ হইলেন বটে, কিন্তু প্রভুর চরণের ধূলি লইয়া প্রফুল্লমনে ভাবিতে লাগিলেন—

"মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নহিব, অভ্যাস নাহি যথা॥
এমন সুবুদ্ধি, কৃষ্ণভক্ত হয়ে যবে।
তিলেক ইঁহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে॥"

মুকুন্দ প্রভুকে বহির্ম্মুখ ভাবিয়া তদীয় কৃপাসঙ্গ হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। কিন্তু প্রভু ভক্তবৎসল। তিনি আর কতদিন ভক্তকে শ্রীপাদ-পদ্মের শীতল ছায়া হইতে দূরে রাখিবেন? তাই তিনি এরূপ বিচার প্রসঙ্গে মুকুন্দকে আপনার কৃপা-সান্নিধ্যে আকর্ষণ করিলেন। মুকুন্দ ধন্য হইলেন।

তারপর আর একদিন গদাধরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রভু তাঁহাকে দুইহাতে ধরিয়া রাখিয়া বলিলেন—

"ন্যায় পড় তুমি, আমা যাও প্রবোধিয়া। চৈঃ ভা। ২০॥

গদাধর বলিলেন—"জিজ্ঞাসা কর।" তখন প্রভু বলিলেন—

"——কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ॥ চৈঃ ভাঃ। ২১॥

গদাধর বলিলেন—"আত্যন্তিক দুঃখনাশ। ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ।" গদাধরের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু "ব্যাখ্যা করিতে না জানিলে"— বলিয়া তাহা নানারূপে দূষিতে লাগিলেন। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নামই মুক্তি, ইহাই নৈয়ায়িকদিগের মত। গদাধর ন্যায় পড়েন, তাই তিনি মুক্তির এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। বন্ধনের বিপরীত যাহা, তাহার নামই মুক্তি। জীবের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত দেহাদিতে যে "আমি আমার" সম্বন্ধাভিনিবেশ জন্মে তাহাই ঐহিক সুখ দুঃখের কারণ এবং ইহার নামই বন্ধন। জ্ঞানপ্রভাবে জীবের এই বন্ধন মোচন হইলে জীবকে আর সুখদুঃখের চক্রপাকে জন্মে জন্মে ঘুরিতে হয় না। জীব বাসনা-জালে আবদ্ধ হইয়া আমরণ কেবল দুঃখের প্রতিকার করিয়া বেড়াইতেছে এবং ভাবী জীবনেও তাহাই করিবে। যদি

কোন উপায়ে জীবের এই দুঃখভোগের অবসান ঘটে—অনন্তকালের মধ্যেও যদি দুঃখের মুখাবলোকন করিতে না হয় তাহা হইলে সেই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থাকেই মুক্তি বলা যায়। আবার বেদান্ত বলেন—দুঃখ ব্যতিরেকে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভের নামই মুক্তি। মুক্তিবাদ সম্বন্ধে নানাজনে নানা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন বাহুল্যবোধে এস্থলে অধিক আলোচিত হইল না। পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

দেহাত্মাভিমান ও তদভিনিবেশ অপগত হইলেই চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধিতেই জ্ঞানের প্রসারতা এবং জ্ঞানের প্রসারতাতেই মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। জীব সচ্চিদানন্দের অংশ কণা। সুতরাং জীবের স্বরূপ নিত্য আনন্দময়। অবিদ্যার অজ্ঞানাবরণ জীবের স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে বলিয়া জীব সংসারে বন্ধনজনিত দুঃখভোগ করে। কোন উপায়ে এই বন্ধন দুঃখের বিনিবৃত্তি ঘটিলে জীবের যে স্বরূপাদি সাক্ষাৎকার জন্য পরমানন্দ উপস্থিত হয়, তাহার নামই মোক্ষ বা মুক্তি। ফলতঃ জীব স্বস্বরূপে অর্থাৎ কৃষ্ণদাসরূপে অবস্থিত থাকিয়া নিত্য প্রেমানন্দ উপভোগের নামকেই বিশুদ্ধমুক্তি বলা যাইতে পারে। ইহারই অপর নাম নির্গুণা ভক্তি। নির্ম্মল ভক্তিসুখের নিকট মুক্তি অতি তুচ্ছ বোধ হয়। প্রেম-সাধিকা ভক্তি মুক্তির অনেক উচ্চে অবস্থিত। যথা—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি কর্ম্মতঃ।
সেয়ং সাধন সহস্রৈ র্হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা॥

অর্থাৎ জ্ঞানের অনুশীলনে মুক্তি সহজে লাভ হইতে পারে, যজ্ঞাদি কর্ম্মে ভোগসুখও সহজে পাওয়া যায় কিন্তু এরূপ সাধন সহস্র দ্বারাও হরিভক্তি সুদুর্ল্লভ।

ভক্তিসুখ নিষ্কাম; সুতরাং উপাধিশূন্য। কিন্তু মুক্তি স্বতন্ত্র কামনা বিশেষ, সুতরাং উপাধি বিশিষ্ট। অতএব মুক্তিসুখ ঔপাধিক সুখ। মুক্তি ভক্তিসুখকে আবৃত করে বলিয়া ভক্তগণ ইহাকে তৃণতুল্য পরিত্যাগ করেন। যথা—

সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥ শ্রীঃ ভাঃ।

ভক্তগণ আমার সেবা (শ্রীভগবৎসেবা) ব্যতিরেকে সালোক্য, (ভগবানের সহিত একলোকে বাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (চতুর্ভুজাদি সমান-রূপ), সামীপ্য (পারিষদত্বাদি লাভ) এবং একত্ব (ব্রহ্মসাযুজ্য) এই পঞ্চবিধ

মুক্তি প্রদান করিতে চাহিলেও তাহা গ্রহণ করেন না, কেবল কৃষ্ণ সেবার বাধক বলিয়া। স্বর্গাদি মায়িক ভোগ ও সাযুজ্য মুক্তি, কালের দ্বারা আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ সাযুজ্যমুক্তি দ্বারা জীবের সত্তাকাল অপরাধ করলে পতিত হয়। এজন্য ভক্তগণ সাযুজ্যকে নরক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যথা শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতে—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে।

অর্থাৎ কর্ম্মীর স্বর্গভোগ আকাশ-কুসুম সদৃশ এবং জ্ঞানীর সাযুজ্য মুক্তি নরকের তুল্য। তাই কোন সাধক বলিয়াছেন—"চিনি হওয়ার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল।"ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মুক্তি দ্বিবিধা কথিত আছে। যথা—

হরিভক্তি স্বরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ।
অন্যে নির্ব্বাণরূপাঞ্চ মুক্তি মিচ্ছন্তি সাধবাঃ॥

অর্থাৎ হরিভক্তি ও নির্ব্বাণ ভেদে মুক্তি দ্বিবিধা। নির্ব্বাণ অপেক্ষা হরিভক্তিই যে শ্রেষ্ঠতমা মুক্তি তাহা ইতঃপূর্ব্বে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। অতএব আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই মুক্তির প্রকৃত লক্ষণ নহে। শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনরূপ ভক্তির একাঙ্গভজনই জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয়, পরন্তু পরম পুরুষার্থ প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। ভক্ত যখন শ্রীভগবানের ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন তখন পাপ দুঃখাদি আপনা হইতেই ক্ষয় পায় এবং মুক্তিও আপনা হইতে সংসিদ্ধ হয়। পাপাদি ক্ষয় ও মুক্তি নামের আনুষঙ্গিক ফল।—

"আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তিপাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সুর্য্যের প্রকাশ॥" চৈঃ চঃ।

অতএব ভক্ত এই আনুষঙ্গিক ফলের জন্য আকুল হইবেন কেন? আনুষঙ্গিক ফল তো জীবের চরম লক্ষ্য হইতে পারেনা। সুতরাং আত্যন্তিক দুঃখ নাশ মুক্তির শ্রেষ্ঠ লক্ষণ নহে—শ্রীহরিভক্তিলাভই জীবের শ্রেষ্ঠমুক্তি। বোধ হয়, এইজন্যই প্রেমভক্তির মহোদধি শ্রীগৌরাঙ্গ, গদাধরকে ব্যাখ্যা করিতে জানিলে না বলিয়া দুষিলেন। এত বড় তার্কিক কে যিনি স্বয়ং সরস্বতি-পতিকে বিচারে পরাস্ত করিবেন? প্রভু পূর্ব্বোক্ত মুক্তিলক্ষণ সম্বন্ধে নৈয়ায়িক মতকে নানারূপে দুষিলেন! কিন্তু কিরূপ প্রমাণাদি প্রয়োগে দুষিলেন তাহার মীমাংসা করা এ শাস্ত্রজ্ঞান হীন অজ্ঞ জীবাধমের সাধ্যাতীত। সুপণ্ডিত ভাবুক ভক্তগণই উহার বিচার মীমাংসার প্রকৃত অধিকারী।

গদাধর প্রভুর সহিত তর্কযুদ্ধে হারিলেন। হারিয়া মনে মনে ভাবিলেন "আজি বর্ত্তি পলাইলে" অর্থাৎ আজ একবার পলাইতে পারিলে বাঁচি। তখন ভক্তের মনোভাব অবগত হইয়া প্রভু বলিলেন -

"——গদাধর আজি যাহ ঘর।
কালি বুঝিয়াও তুমি আসিহ সত্বর॥" চৈঃ ভাঃ। ২২॥

গদাধর নমস্কার করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীনিমাই শিষ্যগণ সঙ্গে জাহ্নবীর পবিত্র পুলিনে বসিয়া ব্যাখ্যা করেন। শ্রীনবদ্বীপের ভাগবতগণও সন্ধ্যা হইলে গঙ্গাতীরে আসিয়া পরস্পর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে আনন্দোপভোগ করেন। তাঁহারা দূর হইতে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শুনিয়া হর্ষ-বিষাদ ভাবিতে লাগিলেন। হর্ষ— শ্রীনিমাই এত অল্পবয়সে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। বিষাদ—তিনি কৃষ্ণভজন করেন না। তাঁহারা স্নেহ-পরবশ হইয়া প্রতিদিনই কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন—

"হেন কর কৃষ্ণ! জগন্নাথের নন্দন।
তোর রসে মত্ত হউ ছাড়ি অন্যমন॥
নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে।
হেন সঙ্গ কৃষ্ণ! দেহ আমা সভাকারে॥" চৈঃ ভাঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তর্য্যামী, ভক্তের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তিনি সেই হইতে শ্রীবাসাদি কৃষ্ণভক্তগণকে দেখিলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। এবং ভক্তের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিতেন। কেননা, "ভক্ত আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়।" কোন কোন ভক্ত সাক্ষাতেই প্রভুকে কহিতেন—"পণ্ডিত! কেবল বিদ্যাচর্য্যা করিয়া বৃথা কালযাপন করিতেছ কেন? কৃষ্ণভক্তি জানিবার জন্যই লোকে লেখা পড়া শিখে। সে যদি না হইল তবে বিদ্যায় কায কি?"

ভক্ত ভগবানের মধ্যে এ লীলা অদ্ভুত বটে। ভক্তগণ যাঁহাকে কৃষ্ণ ভজিতে উপদেশ দিতেছেন, তিনিই যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—তিনিই যে জগতে কৃষ্ণ-ভক্তির উদ্দাম-প্রবাহ প্রবাহিত করিবার জন্য ধরামাঝে অবতীর্ণ তাঁহারা প্রভুর মায়ায় তাহা জানিতে পারিতেন না। প্রভু বিনয়পূর্ণবাক্যে সহাস্যে উত্তর করিতেন—

——"বড়ভাগ্য সে আমার।
তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণভক্তি সার॥

তুমি সব কর যার শুভানুসন্ধান।
মোর চিত্তে হেন লয় সেই ভাগ্যবান্॥
কথোদিন পঢ়াইয়া মোর চিত্তে আছে।
চলিমু বুঝিয়া ভাল বৈষ্ণবে কাছে॥" চৈঃ ভাঃ। ২৩॥

তোমরা আমাকে কৃষ্ণভক্তিসার শিক্ষা করাও সে আমার পরম সৌভাগ্য। বিশেষতঃ তোমরা কৃষ্ণভক্ত, তোমরা যাহার শুভানুসন্ধান কর আমার মনে হয় সেই ভাগ্যবান্। আমার ইচ্ছা আছে—কিছুকাল পড়াইয়া কোন ভাল বৈষ্ণবের সঙ্গ লইব।"

প্রভু এস্থলে সত্যবাদিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিলেন কিন্তু প্রভুর মায়াশক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া সেবকগণ ঐ শ্রীমুখোক্তিকে উপহাস ব্যঞ্জক মনে করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু যিনি প্রভুকে একবার দেখিলেন—একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন—বা তাঁহার বিষয় একবার মনে মনে ভাবিলেন, তিনিই প্রভুর প্রতি এমন আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন যে, ক্ষণেকের জন্যও তদীয় সঙ্গ বা আলোচনা ব্যতিরেকে থাকিতে পারেন না।

"দিবসেকো যারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
বন্দীপ্রায় হয় যেন পরে প্রেমফাঁস॥" চৈঃভাঃ॥

এইরূপ লীলা করিতে করিতে প্রভু একদিন অপ্রকৃতস্থ হইয়া প্রেমভক্তি বিকার সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আত্মীয় বন্ধুগণ প্রভুর বায়ুবিকার উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া বিষ্ণু তৈলাদির ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু—

আপন ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম্ম করে।
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে॥ চৈঃ ভাঃ।

কিছুতেই কিছু হইল না। প্রভু এই অবস্থায় 'আপনা প্রকাশ' করিয়া অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিলেন—

"—মুঞি সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর।
মুঞি বিশ্বধরেঁ। মোর নাম বিশ্বম্ভর॥
মুঞি সেই, মোর তো না চিনে কোন জন॥" চৈঃ ভাঃ। ২৪॥

আমিই সর্ব্বলোকেশ্বর। আমিই বিশ্বকে ধারণ পোষণ করিতেছি; তাই আমার নাম বিশ্বম্ভর। আমিই সেই—গোলোকের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ। এস্থলে 'মুঞি' শব্দ তিনবার উল্লেখ করিয়া প্রভু এক অত্যুজ্জ্বল মহান সত্য অভিব্যক্ত করিয়াছেন। প্রভু যে সর্ব্ব লোকেশ্বর এই বাক্যের দৃঢ়তার জন্যই

প্রভু দুইবার "মুঞি" শব্দের উল্লেখ করিলেন। পরন্তু অজ্ঞলোকদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তই তৃতীয়বার "মুঞি সেই" বলিয়া ত্রিসত্য করিলেন।

আবার তিনিই যে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই তিন তত্ত্ব, তাহাও এতদ্দ্বারা বুঝাইলেন। ভগবদ্ভক্তগণ যাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান্ বলেন, "মুঞি সর্ব্বলোকেশ্বর" বাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গই যে সেই পূর্ণতত্ত্ব শ্রীভগবান্ তাহা স্পষ্ট বিঘোষিত হইয়াছে। তাই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণানন্দ পূর্ণজ্ঞান পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি॥
প্রকাশ বিশেষে তিঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণভগবান॥"—চৈঃ চঃ।

অতএব যোগীগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই পরমাত্মাও যে শ্রীগৌরাঙ্গের অংশ তাহা "মুঞি বিশ্বধরেঁা মোর নাম বিশ্বম্ভর" বাক্যে পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রভু যে স্বীয় অংশ বিভূতি দ্বারা অর্থাৎ পরমাত্মারূপে জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, তাহা এই শ্রীগীতাপ্রমাণে সমর্থিত হইয়াছে। যথা—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতোজগৎ॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তোমার এ সকল বহুবিষয় জানিবার প্রয়োজন কি? আমিই একাংশ দ্বারা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী পুরুষরূপে সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছি।

আবার ব্রহ্মবাদীরা "সোঽহং" বলিয়া যে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করেন, সেই ব্রহ্মও যে শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গকান্তি তাহা "মুঞি সেই" বাক্যে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ফলতঃ যে অদ্বয়তত্ত্ব প্রকাশভেদে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই ত্রিবিধ নামে অভিহিত, সেই সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তিই যে তিনি স্বয়ং সুপ্রকট, তাহা প্রভু আপন শ্রীমুখে জগতের কর্ণে ঘোষণা করিলেন; কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব তাহা বুঝিতে পারিল না;—ভাবিল, প্রভু ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন। তার পর প্রভু স্ব-ইচ্ছায় সে ভাব সম্বরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন।

প্রভু একদিন দ্রব্য কিনিবার ছলে নাগরিকগণকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত

শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া বাজারে উপস্থিত হইলেন। প্রভু সর্ব্বভূতহৃদয়, তাঁহার দর্শনমাত্র জীবের প্রাণমন তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহার নামে পাষাণ গলে—প্রেমে ভুবন উন্মাদিত হয়, তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনে জীবের চিত্ত দ্রবীভূত হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি! প্রভু নগরের নানা পসারে গমন করিয়া নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। তন্তুবায়, তেলী, মালী, গোপ, তাম্বুলী, বণিক প্রভৃতি যিনিই সেই দেবদুর্ল্লভ বস্তুকে দর্শন করিলেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া সম্ভ্রমের সহিত উত্তম উত্তম দ্রব্য অর্পণ করিলেন। প্রভু আহ্লাদের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন। দ্রব্যের মূল্যস্বরূপ কাহাকেও কপর্দ্দক মাত্রও প্রদান করিলেন না, কিন্তু তাহার বিনিময়ে এমন মহারত্ন প্রদান করিলেন, যাহা সুরলোকেও সুদুর্ল্লভ।

"এইমত নবদ্বীপে যত নগরিয়া।
সভার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ নাগরিকগণ।
পায় শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের চরণ॥"

এইরূপ লীলারঙ্গে দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ নাগরিকগণকে ধন্য করিয়া এক সর্ব্বজ্ঞের গৃহে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর অমানুষী তেজঃ প্রভাব দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ বিনয়সম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। তখন প্রভু হাস্য প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—

"—তুমি সর্ব্ব জান ভাল শুনি।
বল দেখি অন্য জন্মে কি আছিলাঙ আমি॥" চৈঃ ভাঃ॥ ২৫॥

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবালগোপাল মন্ত্রের উপাসক। তিনি শ্রীগোপালের ধ্যান করিয়া প্রভুর দিকে চাহিবামাত্র দেখিলেন,—

"—মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে।
কটিতে কিঙ্কিণী, নবনীত দুই করে॥
নিজ ইষ্টমূর্ত্তি যাহা চিন্তে অনুক্ষণ।
সর্ব্বজ্ঞ দেখয়ে সেই সকল লক্ষণ॥"

সর্ব্বজ্ঞ পরম ভগবদ্ভক্ত, তাই প্রভু প্রথমতঃ তাঁহার ধ্যানের ধন অভী মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া ধন্য করিলেন। কিন্তু ইচ্ছাময় শ্রীগৌর-ভগবানের মায়া বিমোহিত হইয়া আপনার সাধনার ধনকে নিকটে পাইয়াও চিনিতে পারিলে না। সর্ব্বজ্ঞ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে লাগিলেন

প্রভুও ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"হয় কোন দেবতা বিপ্ররূপে আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন, নয় এ ব্রাহ্মণ মহা-মন্ত্রবিদ্।" সর্ব্বজ্ঞ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই গোলযোগে পড়ি-লেন। তখন প্রভু হাসিয়া বলিলেন,—

"কে আমি, কি দেখ কেনে না কহ ভাঙ্গিয়া।" চৈঃ ভাঃ ॥ ২৬ ॥

জীবের দুঃখ দুর্দ্দশা দুরীকরণের নিমিত্তই যে শ্রীভগবান্ স্বয়ং উপস্থিত, সর্ব্বজ্ঞ তাহা জানিয়াও মায়াশক্তিপ্রভাবে প্রকাশ করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ সর্ব্বজ্ঞের দ্বারা স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে প্রভু সহজেই সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকট হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা নহে। তাই সর্ব্বজ্ঞ বিস্ময়বিহ্বলভাবে উত্তর করিলেন,—"পণ্ডিত! তুমি এখন যাও, ভাল করিয়া মন্ত্র জপিয়া বিকালে এ কথা প্রকাশ করিব।"

প্রভু "ভাল ভাল" বলিয়া সেখান হইতে শ্রীধরের গৃহে গিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীধর দরিদ্র-পসারি,—থোড়, কলা, মুলা বিক্রয় করেন। কিন্তু স্বভাব অতি মধুর, পরম বৈষ্ণব। সুতরাং প্রভুর অতি প্রিয়পাত্র। প্রভু যখনই বাজারে আসিতেন, অগ্রেই শ্রীধরের সঙ্গে হাস্যপরিহাস বাক্যালাপ না করিয়া অন্যত্র যাইতেন না। প্রভু শ্রীধরের সহিত প্রায়ই উদ্ধত ব্যবহার করিতেন। বৈষ্ণব দেখিলেই প্রভু কেন যে এরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন, তাহার আভাস ইতিপূর্ব্বে পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রভু শ্রীধরকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"—শ্রীধর! তুমি যে অনুক্ষণ।
হরি হরি বোল তবে দুঃখ কি কারণ॥
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন বস্ত্র দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥" চৈঃ ভাঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর ভক্তজন-সুলভ বিনয়মধুরবাক্যে উত্তর করিলেন,—"পণ্ডিত! আমি তো উপবাস করি না, আর ছোটই হউক বড়ই হউক, বস্ত্রও পরিধান করিয়া থাকি। ইহাতে আমার দুঃখ কি?"

ইহাই প্রকৃত ভক্তের উক্তি। যিনি সম্ভোগ্য-বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা রাখেন

না অথচ তাহার জন্য শোচনাও করেন না—শ্রীভগবানের পদারবিন্দে মন-মধুপকে গাঢ় সন্নিবিষ্ট রাখিয়া নিত্য প্রসন্ন, তিনিই প্রকৃত ভক্তপদবাচ্য। যথা—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মাঃ ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥

কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই জীবের প্রকৃত দরিদ্রতা। অন্ন বস্ত্রের অভাবকে প্রকৃত দরিদ্রতা বলা যায় না। কারণ, চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ আহার্য্য দ্বারাও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে এবং শাকান্ন দ্বারাও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে। বহুমূল্য ক্ষৌমবস্ত্র পরিধানেও লজ্জা নিবারণ হয়, আবার বৃক্ষবল্কলেও সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। সুতরাং দুর্ল্লভ ভক্তিধনে মহাধনী ভক্ত তুচ্ছ বিষয়-সুখের আকাঙ্ক্ষা করিবেন কেন? তাঁহারা সুখ-দুঃখকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন। জীব অজ্ঞানতা বশতঃ আত্মার কর্ম্ম স্থূলদেহে আরোপিত করিয়াই তো আপনাকে সুখী দুঃখী অনুভব করে। পঞ্চভূতাত্মক দেহ-পিণ্ডটা যখন নশ্বর মিথ্যা, তখন এই দেহসম্বন্ধীয় সুখ দুঃখও মিথ্যা বুঝিতে হইবে। যাহাতে একের দুঃখ, তাহাতে অপরের সুখ হয়। ফলতঃ যাহার যাহাতে প্রবৃত্তি, তাহার তাহাতেই সুখ। আবার এই সুখ দুঃখও অভ্যাস হেতু মূলক। অতএব সুখ দুঃখানুভব কেবল অজ্ঞানতা প্রকাশ মাত্র। এইজন্যই কৃষ্ণভক্ত সাধুগণ তুচ্ছ অন্ন-বস্ত্রের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন না। কর্ম্মময় সংসারে জীব কর্ম্ম করিতে একান্ত বাধ্য বলিয়া কোন একটী সামান্য কর্ম্মসূত্র ধরিয়া নিষ্কামভাবে কালাতিপাত করেন, অথচ ধনবানের উপাসনা করেন না। তাঁহারা কেনই বা করিবেন?—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥

শ্রীভাগবত।

শীতত্রাণের জন্য বস্ত্রখণ্ড, দুর্ব্বার জঠরানল নিবারণের জন্য অন্ন, পিপাসার্থ জল ও শিলাবর্ষণাদি হইতে পরিত্রাণের জন্য বাসস্থান, এ সমস্ত বিনা প্রার্থনায় পাওয়া যায় না সত্য, তথাপি ইহার নিমিত্ত ধনমদান্ধ ব্যক্তিদিগের সেবার প্রয়োজন কি? পথে কি জীর্ণবস্ত্রখণ্ড পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষসকল বি

ফলাদি ভিক্ষাদানে পরকে পোষণ করে না? নদনদী সব কি শুকাইয়া গিয়াছে? না, পর্ব্বত গুহা সকল রুদ্ধ হইয়াছে? যদি তাহাই হয়, তবে ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ কি শরণাগত জনগণকে রক্ষা করেন না?

অতএব ভক্তজনের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চিন্তা করা বৃথা। ইহা নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তজনের আচরণীয়। এরূপ নিষ্কাম নির্ভরতায় দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। যে পরিমাণ ভোগ্য বিষয় দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার জন্য যত্ন অবশ্যই করিবেন; কিন্তু নিজ সাধন সিদ্ধিতে সাবধান থাকিয়া তাহাতে আসক্ত হইবেন না, এবং তাহা যে সুখপ্রদ নহে, ইহা নিশ্চয়বোধ করিবেন। আর অন্য কোন প্রকারে যদি দেহযাত্রা নির্ব্বাহ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ধনিকজনোপাসনাদি বৃথা পরিশ্রমের আবশ্যক করে না। এই জন্যই ভক্ত-শ্রেষ্ঠ শ্রীধর অকিঞ্চিৎ-কর থোড় মোচা খোলা ইত্যাদি বিক্রয় দ্বারা অনাড়ম্বরে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। যিনি ব্রজলীলায় হাস্যকরী কুসুমাসব ছিলেন, তিনিই এই শ্রীগৌর-লীলায় ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত পণ্ডিত শ্রীধর। সাধারণতঃ ইনি "খোলা বেচা শ্রীধর" নামে বিখ্যাত। যথা, শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়—

খোলা বেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ।
আসীদ্ব্রজে হাস্যকারী যো নাম্না কুসুমাসবঃ॥

এই কারণেই প্রভু শ্রীধরের সঙ্গ পাইলে তাঁহার সহিত নানা প্রকার মধুর কৌতুকালাপ না করিয়া সহজে ছাড়েন না। প্রভু শ্রীধরের কথা শুনিয়া পুনরায় রহস্যপূর্ণ বাক্যে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"—দেখি বস্ত্র, গাঁঠি দশ ঠাঁঞি।
ঘরে বোল, এই দেখিতেছি খড় নাঞি॥
দেখ এই চণ্ডী বিষহরি রে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে সব নগরিয়া॥ চৈঃ ভাঃ॥ ২৮॥

পরম ভাগবত শ্রীধর বিনয় মধুর বাক্যে উত্তর করিলেন,—"পণ্ডিত! উত্তম কহিলেন বটে, কিন্তু তাহাদেরও যেমন কাল কাটিতেছে, আমারও সেইভাবে কাল কাটিতেছে। রাজা রত্নময় প্রাসাদে থাকেন, দিব্য আহার করেন, দিব্য বেশভূষা পরিধান করেন; পক্ষিগণ দেখ, বৃক্ষের উপরে বসিয়া— বনের ফল খাইয়া জীবন যাপন করে। কিন্তু কাল উভয়ের পক্ষেই সমান

ভাবে গত হইয়া যায়। ঈশ্বর ইচ্ছায় সকলেই স্বস্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে!"

শ্রীধরের তত্ত্বোপদেশ প্রভু বুঝিয়াও বুঝিলেন না। পূর্ব্ববৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন,—

"—তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন॥
তাহা মুঞি বিদিত করিব কথোদিনে।
তবে দেখি তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে॥ চৈঃ ভাঃ॥ ২৯॥

প্রভু শ্রীধরকে কৃপণ-স্বভাব উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"তুমি বাহিরে দারিদ্র্যের ভাণ কর, কিন্তু তোমার বিস্তর ধন আছে। আমি কিছুদিন পরে তোমার ভণ্ডামী প্রকাশ করিয়া দিব।"

এস্থলে দয়াময় শ্রীগৌরহরি একটী নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিলেন। শ্রীধর ভক্তিধনে মহাধনী। এই ভক্তি ধন ভাঙ্গাইয়া তিনি সুরসাল প্রেমফল লুকাইয়া আস্বাদন করেন। কিছুদিন পরে যখন ভক্তবৎসল প্রভু এই ভক্তি-তত্ত্ব—এই মহামৃত ধারা জগতে অকাতরে বিতরণ করিবেন, তখন শ্রীধর সে প্রেমামৃত লুকাইয়া একাকী ভোজন করিতে পারিবেন না—তখন ভক্তিধন শ্রীধরের একলার সম্পত্তি হইবে না; জগবাসী সকলেই ঐ ভক্তিধনের অধিকারী হইয়া প্রেমসুধাপানে কৃতার্থ হইবেন।

শ্রীধর মিনতি করিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত! বাড়ী যাও, আমার সহিত কোন্দল করিও না।" প্রভু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। বলিলেন,—

"—আমি তোমা না ছাড়ি এমনে।
কি আমারে দিবা তাহা বল এইক্ষণে॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৩০॥

শ্রীধরের মুখখানি শুকাইয়া গেল। ভয়ে ভয়ে বলিলেন,—"গোসাঞি, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, খোলা বেচিয়া খাই, আমি তোমায় কি দিতে পারি?"

তখন প্রভু ঈষৎ গম্ভীরভাবে কহিলেন,—

" যে তোমার পোঁতা ধন আছে।
সে থাকুক এখনে, পাইব তাহা পাছে॥

এনে কলা, মূলা থোড় দেহো কড়ি বিনে।
দিলে, আমি কোন্দল না করি তোমা সনে॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৩১॥

প্রভু এস্থলে যে "পোঁতা ধনের" কথা উল্লেখ করিলেন, ইঁহা শ্রীধরের হৃদয় নিহিত ভক্তিধন ভিন্ন কি হইতে পারে? "সে থাকুক এখনে, পাইব তাহা পাছে,"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীধরের হৃদয়নিহিত ভক্তিধন লাভের জন্য এখন আত্ম প্রকাশের প্রয়োজন নাই, কারণ—তাহা পরেই তো লাভ হইবে। দয়াল প্রভু যখন প্রেমভক্তির মহোদধিরূপে প্রকাশ পাইবেন, তখন শুধু শ্রীধর কেন,—শ্রীধরের মত কোটি কোটি ভক্তের হৃদয় প্রেমে গলিয়া—তরঙ্গ তুলিয়া বহু জন্মযত্নার্জ্জিত ভক্তিরত্ন সেই প্রেম-রত্নাকরের পাদমূলে উপহার দিয়া মিলিত হইবে। এই জন্যই প্রভু বলিলেন,—"তোমার পোঁতা ধন এখন থাক্। তুমি যদি বিনামূল্যে আমাকে থোড়, কলা, মূলা দাও, তাহা হইলে আর তোমার সহিত বিবাদ নাই।"

শ্রীধর মনে ভাবিতে লাগিলেন—"এ বিপ্র বড়ই উদ্ধত। আমাকে মারিলেই বা ইহার কি করিতে পারি। অথচ বিনামূল্যে প্রত্যহ জিনিস পত্র দিবারও সাধ্য নাই। তথাপি বলে ছলে যদি ব্রাহ্মণ গ্রহণ করেন সে তো আমার পরম সৌভাগ্য!"—এই ভাবিয়া শ্রীধর বলিলেন,—"গোসাঞি! আমি তোমাকে থোড়, মূলা, কলা প্রত্যহ বিনামূল্যে দিব। কিন্তু আমার সহিত আর কোন্দল করিতে পারিবে না।"

প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"—ভাল ভাল আর দ্বন্দ্ব নাই।
সবে থোড়, কলা, মূলা ভাল যেন পাই॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৩২॥

ভক্তের হৃদয়-বিহারী শ্রীভগবান্ প্রাণ-প্রিয় ভক্তজনকে যেন সহসা ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না। বিশেষতঃ শ্রীধর যে-সে ভক্ত নহেন,—ব্রজের হাস্যরসরঙ্গী প্রিয়সখা! প্রভু পরিহাস প্রসঙ্গে স্বীয় স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু এমনই মায়াশক্তির প্রভাব, শ্রীধর তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না—চির-পরিচিত বাঞ্ছিতকে নয়ন ভরিয়া দর্শন করিয়াও চিনিতে পারিতেছেন না। প্রভু থোড়, পাতা, খোলা লইয়াও যাইলেন না দেখিয়া, শ্রীধর বিমর্ষ হইলেন। না জানি, ব্রাহ্মণ আবার কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন তাহা বুঝিতে পারিয়া রহস্যব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন,—

"—আমারে কি বাসই শ্রীধর।
তাহা কহিলেই আমি চলি যাই ঘর॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৩৩॥

অর্থাৎ শ্রীধর! তুমি আমাকে কি মনে কর, ইহা কহিলেই আমি বাড়ী চলিয়া যাই।

শ্রীধর বলিলেন,—"তুমি বিপ্র—বিষ্ণু অংশ।"

ষড়ঙ্গ বেদাধ্যায়ী ধর্ম্মবিদ্ ব্রাহ্মণের নামই বিপ্র।* বিপ্র বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ। তাই ব্রাহ্মণ ভূদেব নামে অভিহিত। কেন না,—

ব্রাহ্মণানাং করে স্বর্গা বাচো বেদাঃ করে হরিঃ।
গাত্রে তীর্থানি যাগাশ্চ নাড়ীষু প্রকৃতিস্ত্রিবৃৎ॥
সাবিত্রী কণ্ঠকুহরা হৃদয়ং ব্রহ্মসঙ্গতম্।
তেষাং স্তনান্তরে ধর্ম্মঃ পৃষ্ঠেঽধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ভূদেবা ব্রাহ্মণা রাজন্ পূজ্যাঃ বন্দ্যাঃ সদুক্তিভিঃ॥ কল্কীপুরাণ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের এক করে স্বর্গ অন্য করে হরি, বাক্যই বেদ, গাত্রে তীর্থ ও যজ্ঞ সমূহ, কণ্ঠে সাবিত্রী, হৃদয়ে ব্রহ্ম, স্তনান্তরে ধর্ম্ম ও পৃষ্ঠে অধর্ম্ম কথিত আছে। অতএব হে রাজন্! এই ব্রাহ্মণগণ নিত্য পূজনীয় ও বন্দনীয়।

ব্রাহ্মণং প্রণমেদ্‌যস্তু বিষ্ণুবুদ্ধ্যা নরোত্তম।
আয়ুঃ পুত্রাশ্চ কীর্ত্তিশ্চ সম্পত্তি স্তস্য বর্দ্ধতে॥ পাদ্মে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বিষ্ণুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া প্রণাম করেন, তাহার আয়ু, পুত্র, কীর্ত্তি ও সম্পত্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

প্রক্ষাল্য বিপ্রচরণৌ দুর্ব্বাভির্যোঽর্চ্চয়েদ্বুধঃ।
তেনার্চ্চিতো জগৎস্বামী বিষ্ণুঃ সর্ব্বসুরোত্তমঃ॥ ক্রিয়াযোগসারে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিপ্রচরণদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া দুর্ব্বাদল দিয়া অর্চ্চনা করেন, তাঁহার সর্ব্বসুরোত্তম জগৎস্বামী শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা সিদ্ধ হয়।

এই জন্যই ভক্তপ্রবর শ্রীধর বলিলেন,—বিপ্র, বিষ্ণু অংশ। আবার প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীভগবানের গুণাবতার। সেই ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের

* জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয় স্ত্রিভিরেবচ॥ পাদ্মে।
একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়ভিরঙ্গৈরধীত্য চ।
ষটকর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয় নাম ধর্ম্মবিৎ॥ দানকমলাকর

ৎপত্তি বলিয়া অর্থাৎ "প্রজাপতে র্বাপত্যম্" বলিয়া ব্রাহ্মণ বিষ্ণু অংশ। জন্য শ্রীধর, শ্রীপ্রভুকে স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব না জানিয়া বিষ্ণু-অংশ ব্রাহ্মণ বলিলেন; কিন্তু সর্ব্বাবতারবীজ শ্রীগৌর গোপালের ইহা যথার্থ পরিচয় হইল না। তাই প্রভু বলিলেন,—

"—না জানিলা আমি গোপবংশ।
তুমি আমা দেখ যেন ব্রাহ্মণ ছাওয়াল
আমি আপনারে বাসি যে হেন গোয়াল॥" চৈঃ ভাঃ॥ ৩৪॥

শ্রীগোপরাজ-নন্দনই যে শ্রীরাধার ভাবকান্তি-সুবলিত যুগলময় হইয়া গৌরাঙ্গ নামে ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন,—শ্রীব্রজরসরাজই যে শ্রীগৌর ক্তরাজরূপে যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম প্রচার দ্বারা আচণ্ডাল জীবকুলের উদ্ধার ধন করিতে আসিয়াছেন, তাহা স্বয়ং শ্রীমুখে প্রকাশ করিলেন। শ্রীপ্রভু ণ করিতে করিতে যখন গোপপল্লীতে প্রবেশ করেন, তখন প্রভুকে দেখিয়া পগণের হৃদয়েও পূর্ব্বলীলার সংস্কার স্ফুরিত হইয়া উঠে। তাঁহাদের ধ্য—

"কেহ বলে, চল মামা ভাত খাই গিয়া।
কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়া॥
কেহ বলে, আমার ঘরের যত ভাত।
পূর্ব্বে যে খাইলা মনে নাহিক তোমাত॥"

প্রেমে সাম্যভাব স্বাভাবিক। প্রভু সর্ব্বজনমান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গোপ-ণর সে মর্য্যাদাজ্ঞান নাই। তাঁহারা স্বাভাবিক প্রীতিভরে প্রভুকে অতি জন মনে করিতেছেন! শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে তাঁহাদের এই যে অন্তরঙ্গভাব পিত হইল, ইহাতে শ্রীগৌর ও শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনের অভেদত্ব সূচিত ল।

শ্রীধর প্রভুর পরিচয়, পরিহাসব্যঞ্জক মনে করিয়া হসিলেন। প্রভুর মায়ার ণ নিজ আরাধ্য ধনকে চিনিতে পারিলেন না। ভক্ত-চিত্ত-চোর শ্রীগৌর-শার হাসিয়া আবার বলিলেন,—

"—শ্রীধর তোমারে কহি তত্ত্ব।
আমা হৈতে তোর সব গঙ্গার মাহাত্ম্য॥" চৈঃ ভাঃ॥ ৩৫॥

"শ্রীধর! তুমি যে গঙ্গাকে প্রত্যহ পূজা কর, আমা হইতেই তোমার সে গঙ্গার মাহাত্ম্য, আমার চরণ হইতেই গঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে।"

শ্রীধর "শ্রীবিষ্ণু" স্মরণ করিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলেন। বলিলেন, "পণ্ডিত! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে লোকে শান্ত হয়, কিন্তু তোমার চাপল্য ক্রমে দ্বিগুণই বাড়িতেছে। তোমার কি গঙ্গাকেও ভয় নাই?"

শ্রীশচীনন্দন শ্রীধরের সহিত এইরূপ লীলারঙ্গ করিয়া সেদিনকার মত বিদায় হইলেন।

যদ্যপি এতেক প্রভু আপনা প্রকাশে।
তথাপিহ চিনিতে না পারে কোন দাসে॥

প্রভু একদিন রাজপথে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়াছেন। অসংখ্য ছা তাঁহাকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছেন। আহা! সে দৃশ্য কি মনোহর!! যেন কোটি অকলঙ্ক পূর্ণশশী অগণিত নক্ষত্রমালা হইয়া ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন। মরি! মরি!!—

চলিছে পথে গো গোরা সুন্দর নটরায়।
হেরি সে মুরতি মদন মুরছি কোটী চরণে লুটায়॥
চাঁদের লাবণি অমিয়া সঙ্গ,
গঠিত ললিত কনক অঙ্গ,
ভাবে ঢল ঢল সে রূপতরঙ্গ, অপাঙ্গে ভুবন ভুলায়।
ললাটে তীলক, অধরে তাম্বূল,
শ্রীকরে পুস্তক পরণে দুকূল,
গলে ফুলমালা শোভায় অতুল, দরশে ত্রিতাপ জুড়ায়॥
স্বভাবে চঞ্চল পড়ুয়া সঙ্গে,
বাহু দোলায়ে যান প্রভু রঙ্গে,
তৃষিত নয়নে যত নগরিয়া পলক হারায়ে চায়॥

শ্রীশচীনন্দন এইরূপ ভুবনসুন্দরবেশে নদীয়ার রাজপথে গমন করিতে সহসা শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। প্রভুর সেই চঞ্চ দেখিয়া শ্রীবাস হাস্যপ্রফুল্লমুখে কহিলেন,—"ওহে উদ্ধতের চূড় কোথায় যাইতেছ? শুন, কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্যই লোকে বিদ্যাশিক্ষা তুমি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইয়া কৃষ্ণ না ভজিয়া বৃথা কালযাপন ক কেন?"

শ্রীবাসের কথা শুনিয়া প্রভু মৃদু হাসিয়া অথচ কপট গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া কহিলেন,—

"—শুনহ পণ্ডিত !
তোমার কৃপায় সেহ হইব নিশ্চিত ॥" চৈঃ ভাঃ ॥ ৩৬ ॥

এই বলিয়া প্রভু শিষ্যগণের সহিত সুরধুনীতীরে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং শাস্ত্রালাপে নিমগ্ন হইলেন।

প্রভুর অসাধারণ ব্যাখ্যাশক্তি দর্শনে নবদ্বীপের বৃহস্পতি-কল্প পণ্ডিতগণ ভাবিতেন,—"নিমাই পণ্ডিত কখনই মনুষ্য নয়, এত তেজ মানুষে সম্ভবে না।" কিন্তু প্রভু সেই সকল অধ্যাপকগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতেন,—

"—তারে আমি বলিয়ে পণ্ডিত।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত ॥
সেই বাক্য বাখানিয়ে যদি আরবার।
আমা প্রবোধিব হেন দেখি শক্তি কার ॥" চৈঃ ভাঃ ॥ ৩৭ ॥

"যে ব্যক্তি আমার সহিত একবার মাত্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে সাহসী হইবেন, আমি যাহা ব্যাখ্যা করিব তাহা খণ্ডন করিয়া আমাকে বুঝাইতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই পণ্ডিত বলি। কই, এরূপ শক্তি কাহার আছে দেখি ?"

তখন শ্রীনবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ বিদ্যামদে এরূপ প্রমত্ত যে, তাঁহারা কেবল বিদ্যার্জ্জন ও বিদ্যানুশীলনকেই জীবনের সারধর্ম্ম মনে করিতেন। এই পণ্ডিতম্মন্য অধ্যাপকগণের সর্ব্ব-গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্যই শ্রীপ্রভুর এই তেজো-ব্যঞ্জক অহঙ্কার প্রকাশ। একেই তো শ্রীভগবান্‌কে দেখিলে স্বভাবতঃই সকলের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহাতে এইরূপ সগর্ব্ব বাক্যে জ্ঞানবৃদ্ধ সুপণ্ডিতগণও শ্রীপ্রভুর সহিত বিদ্যা-বিচারে সাহসী হয়েন না।

হেন সে সাধ্বসজন্মে প্রভুরে দেখিয়া।
সভেই যায়েন একদিকে নম্র হৈয়া ॥

দয়াল প্রভু স্বীয় কৃপাশক্তি প্রেরণায় এইরূপে গর্ব্বিত পণ্ডিতগণের হৃদয় অভিমানশূন্য করিয়া চিত্তে দৈন্য-বিনয়ের ভাব-কুসুম ফুটাইলেন, কেবল ভক্তির মধু-ধারায় তাঁহাদের সেই নীরস প্রাণকে সরস-মধুর করিবার নিমিত্ত

বলিয়া বোধ হয়। যে হেতু, হৃদয়ে অভিমানের লেশমাত্র থাকিতে জীবের চিত্ত ভক্তির দিকে উন্মুখ হইতে পারে না।

আমরা বিষয়-প্রমত্ত জীব, অভিমানের ঘোর ঘন-ঘটায় আমাদের অন্তরাকাশ নিরন্তরই আচ্ছন্ন। সুতরাং ভক্তি-কৌমুদীর স্নিগ্ধ-আভা তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে কি? আমরা ভক্তিশূন্য প্রাণে সাংসারিক-ভোগবিলাসে অঙ্গ ঢালিয়া অশান্তির দাবানলে দিবানিশি দগ্ধ হইতেছি। মধ্যে মধ্যে বিষাদ-বিভীষিকাময় মেঘমন্দ্রে হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে। হায়! আমরা এমনই ভ্রান্ত, সম্মুখে শান্তির কল্পকুটীর পরিত্যাগ করিয়া সুখের আশায় সারা সংসার ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। অতএব এস ভাই, অভিমানশূন্য হৃদয়ে, প্রাণের প্রাণ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণমূলে আসিয়া শরণ লও—তাঁহার পাদপদ্মে প্রাণ-মন সমর্পিয়া চিরতরে বিকাইয়া যাও। এমন সরস প্রেমের ঠাকুর—ভালবাসার ঠাকুর – এমন প্রাণের ঠাকুর বলিয়া গৌরব করিবার ঠাকুর আর কেহ নাই ভাই! সংসারের শোকে তাপে পরিতপ্ত হৃদয় জুড়াইবার একমাত্র সুখ-শীতল কুঞ্জ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণকমল। অতএব ভাই!—

ভজন্তু চৈতন্য পদারবিন্দং
ভবন্তু সদ্ভক্তিরসেন পূর্ণাঃ।
আনন্দয়ন্তু ত্রিজগদ্বিচিত্রং
মাধুর্য্য সৌভাগ্য দয়া ক্ষমাদ্যৈঃ॥ শ্রীচন্দ্রামৃত॥

পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণারবিন্দ আশ্রয় কর। তাহা হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্তিরসে তোমাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং তোমরা মধুর স্বভাব, সৌভাগ্য, দয়া ও ক্ষমাদিগুণে ত্রিভুবনকে বিচিত্রভাবে আনন্দিত করিবে।

দশম লহরী।

আনন্দময় শ্রীভগবানের সকল লীলাই আনন্দময়। লবণ-সমুদ্রে শত শত তরঙ্গ উঠে, সে তরঙ্গের লীলারঙ্গে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, তাহার লবণ আস্বাদ সর্ব্বত্রই সমান। লীলাময়ের লীলা-তরঙ্গ যতই বিচিত্র হউক না কেন,

তাহা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেই পূর্ণ ও নিত্য মধুর। লীলার দ্বারাই শ্রীভগবানের আনন্দ চিন্ময়মূর্ত্তি পরিস্ফূরিত হন। সমুদ্রে ও সমুদ্রের তরঙ্গে যেমন কোন বিভেদ নাই, সেইরূপ লীলাময় শ্রীভগবান্ ও তাঁহার লীলাও অভেদ! সুতরাং লীলার সাহায্যে সে অখিলরসামৃত চারুমূর্ত্তি যেমন সহজে লাভ করা যায়, লীলা পরিহার করিলে কখনই তেমন অনায়াসলভ্য হন না। তখন তিনি অজ, অরূপ, অস্পর্শ—কি এক ধারণাতীত সামগ্রী হইয়া পড়েন। তাই, ভক্ত শ্রীভগবানের লীলারসাস্বাদন করিতে এত ভালবাসেন। আবার বিবিধ দুঃখ দবার্দ্দিত জীবের পক্ষেও শ্রীভগবানের লীলারস নিষেবণ ব্যতীত অতি দুস্তর সংসার-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য প্লব নাই। অতএব তাঁহার লীলানুশীলনই যে, আমাদের একমাত্র ভরসা তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে সময়ে দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় ভুবনবিজয়ী পাণ্ডিত্য প্রভাবে শ্রীনবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের গর্ব্বপাত করিয়া অসংখ্য শিষ্যমণ্ডলী সঙ্গে অধ্যাপন লীলায় গাঢ় নিমগ্ন, সেই সময়ে সরস্বতীর বরপুত্র দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরী ভারতের সকল পণ্ডিতের স্থান জয় করিয়া শেষে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন নদীয়া ব্যাপিয়া প্রতি পণ্ডিত সভায়, এমন কি, প্রতি ঘরে ঘরে এই এক মহাধ্বনি উত্থিত হইল যে—

"সর্ব্বরাজ্য দেশ জিনি জয়পত্র লই।
নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী॥"

যদিও তখন শ্রীনবদ্বীপে নানা শাস্ত্ররাজ মহা মহা অধ্যাপক ছিলেন, অধিক কি, যাঁহারা নারায়ণের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত, ব্রহ্মার সহিত বিচার করিতেও সমুদ্যত, সেই অধ্যাপক শিরোমণিগণও দিগ্বিজয়ীর আগমনে মহাচিন্তিত হইলেন। হইবারই তো কথা—

"সরস্বতী বক্তা যাঁর জিহ্বায় আপনে।
মনুষ্যে কি বাদে কভো পারে তার সনে॥"

সুতরাং পণ্ডিতমণ্ডলী তখন সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে শ্রীনবদ্বীপের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহার বিহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভু শিষ্যগণের সহিত শাস্ত্র-প্রসঙ্গে যেরূপ সদা প্রফুল্ল, আজও সেইরূপ। তাঁহার আনন্দমাখা পবিত্র বদনচ্ছবি যিনি দর্শন করিলেন, তিনিই ভাবিলেন, দিগ্বিজয়ীর আগমনে চতুর্দ্দিকে যে কল্লোল-কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, যেন তিনি তাহার কিছুই অবগত নহেন। প্রভুর এই অপূর্ব্ব ভাব দর্শনে শিষ্যগণ

বিনীতভাবে দিগ্বিজয়ীর আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। তাহা শুনিয়া সর্ব্ব গর্ব্বহারী শ্রীগৌরাঙ্গ একটু হাস্য করিয়া কহিলেন,—

"শুন ভাই সব! এই কহি তত্ত্ব কথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥
হৈহয়, নহুষ, বেণ, নরক, রাবণ।
মহা দিগ্বিজয়ী শুনিয়াছ যে যে জন॥
বুঝ দেখি কার গর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়ে।
সর্ব্বদা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সহে॥
এতেকে তাহার যত বিদ্যা অহঙ্কার।
দেখিবা হেথাই সব হইবে সংহার॥" চৈঃ ভাঃ।৩৮॥

"নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ"—অহঙ্কারের ন্যায় প্রবল রিপু আর নাই। অহঙ্কারই জীবের অধঃপাতের মূল। জলদ যেমন রবি-শশীর কিরণ-পটলকে আবৃত করে, কীট যেমন ফল-ফুলশোভিত বৃক্ষ-বল্লরীর শ্যাম শোভাকে নষ্ট করিয়া ফেলে, অহঙ্কারও তেমনি প্রতিভাশালী পবিত্র-চরিত্রজনগণের প্রতিভা ও পবিত্রতা বিনষ্ট করিয়া থাকে। বিদ্যুৎ যেমন বজ্রপাতের পূর্ব্ব-সূচনা, অহঙ্কারও তেমনি পতনের পূর্ব্ব রূপ। সূর্য্যের প্রখর তাপে ধরণী-বক্ষ উত্তপ্ত হইলে জীবকুল যখন অধীর হইয়া পড়ে, তখন কোথা হইতে শীতল মেঘমালা আসিয়া সূর্য্যের সে দুর্ব্বিষহ জ্যোতিঃকে আবৃত করিয়া ফেলে। ভগবানের রাজ্যের নিয়মই এই। তিনি কোন বিষয়ে কাহারও অহঙ্কার সহ্য করেন না। যে ব্যক্তি যে গুণে যখনই প্রমত্ত হইয়া দর্পিত হইয়াছেন, সর্ব্ব দর্পহারী শ্রীভগবান কোন না কোন প্রকারে তাহার সে দর্প বিনাশ করিয়াছেন।

শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র হস্ত ছিল। তিনি বাহুবলে, ইন্দ্র-চন্দ্র-শমন-বরুণাদি সুরগণ-সেবিত রক্ষরাজ রাবণকেও পরাজিত করিয়াছিলেন কিন্তু জমদগ্নি মুনিপুত্র পরশুরামের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। যযাতি রাজার পিতা নহুষ ইন্দ্রত্ব-লাভের অহঙ্কারে

স্ফীত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করেন। কিন্তু শেষে অগস্ত্য মুনির শাপে সর্পযোনি লাভ করিলেন। পৃথুরাজের পিতা বেণও ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। নরকরাজা,—যাহার উপদ্রবে জগদ্বাসী ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইলেন। অতএব এরূপ মহা দিগ্বিজয়ী যে যে ব্যক্তির কথা শুনিয়াছ, বুঝিয়া দেখ, কাহার গর্ব্ব না চূর্ণ হইয়াছে? আবার বড় বড় সাধুদের মধ্যেও যখনই কোন বিষয়ের অহঙ্কার প্রবেশ করিয়াছে, শ্রীভগবান্ তখনই তাঁহাদের প্রাণে কাঁটা ফুটাইয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সামান্য অহঙ্কারের জন্য স্বর্গে যাইতে পারিলেন না। ফলতঃ শ্রীভগবানের রাজ্যে অহঙ্কারে উর্দ্ধশির হইয়া কেহ অধিক দিন বিচরণ করিতে পারেন না। ভগবানের তাহা অসহ্য। দেখিবে, সে দিগ্বিজয়ীর যত বিদ্যার 'বড়াই' এইখানেই বিনষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি প্রকৃত গুণী, সে তাহার স্বভাব সুলভগুণে সর্ব্বক্ষণই ফলবান্ বৃক্ষের ন্যায় বিনম্রভাবে অবস্থান করেন, কখন আটোপ-টঙ্কারে অহঙ্কার প্রকাশ করেন না।

এই বলিয়া প্রভু সহাস্য-বদনে শিষ্যবর্গ সঙ্গে সুরধুনী-তীরে গিয়া উপবেশন করিলেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। নির্ম্মল সুধাকরের ঢল ঢল রজত-কিরণে ধরণীবক্ষ উদ্ভাসিত হইয়াছে। পবিত্র-তোয়া জাহ্নবীর মৃদু তরঙ্গগুলি সেই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না মাখিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতেছে। মৃদুমধুর সান্ধ্য-সমীর সেই আনন্দ লহরোত্থিত শীকরবিন্দু বহন করিয়া ধীরে ধীরে বহিতেছে, তাহার স্নিগ্ধ-পরশে তটচারী জীবকুলের প্রাণ মন পবিত্রতার-ভাবে পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। সেই পূর্ণচন্দ্রবতী রজনীতে—সেই পবিত্র জাহ্নবী পুলিনে বসিয়া শ্রীশচীনন্দন ভাবিতে লাগিলেন—

"দিগ্বিজয়ী জিনিমু কেমন প্রকারে।
এ বিপ্রের হইয়াছে মহা অহঙ্কার।
জগতে মোহর প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি আর॥
সভা মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে।
মৃততুল্য হইবেক সংসার ভিতরে।
লাঘবো বিপ্রেরে করিবেক সর্ব্বলোকে।
লুঠিবেক সর্ব্বস্ব মরিবে বিপ্র শোকে॥

মহত্বং গঙ্গায়াঃ সতত মিদমাভাতি নিতরাং,
যদেষাঃ শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ-কমলোৎপত্তি সুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুর নরৈরর্চ্চ্য চরণা
ভবানী ভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

তখন দিগ্বিজয়ী অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"আমি ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় শ্লোক পাঠ করিলাম, তাহার মধ্যে কিরূপে তোমার শ্লোক কণ্ঠস্থ হইল?".

প্রভু হাসিয়া বলিলেন,—

"দেববরে তুমি যৈছে কবিবর।
তৈছে দেববরে কেহ হয় শ্রুতিধর॥ চৈঃ চঃ॥ ৪৫॥

অর্থাৎ সরস্বতীর বরে কেহ কবিবর হয়, আবার তাঁহারই বরে কেহ শ্রুতিধরও হইয়া থাকে।

প্রভুর এই বাক্যে দিগ্বিজয়ী প্রভুকে শ্রুতিধর জ্ঞান করিয়া আনন্দের সহিত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।—

"এই গঙ্গাদেবীর মহিমা নিরন্তর দীপ্তি পাইতেছে। ইনি শ্রীবিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে উদ্ভূত হইয়া অতিশয় সৌভাগ্যবতী হইয়াছেন এবং সুর-নরগণ দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীস্বরূপ মনে করিয়া ইহাঁর চরণদ্বয় অর্চ্চনা করিতেছেন। ইনি ভবানী-ভর্ত্তা মহাদেবের মস্তকের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়া অদ্ভুত গুণবতী হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা শ্রবণে প্রীত হইয়া দয়াল প্রভু কহিলেন,—"পণ্ডিত!

—কহ শ্লোকের গুণ দোষ॥" চৈঃ চঃ॥ ৪৬॥

দিগ্বিজয়ী আপনাকে মহাপণ্ডিত মনে করেন, সুতরাং তাঁহার কখনই শ্লোকে দোষ থাকিতে পারে না। এই বিশ্বাসে কহিলেন,—"এই শ্লোকে আদৌ কোন দোষের প্রকাশ নাই। ইহাতে উপমালঙ্কার গুণ ও কিছু অনু-প্রাস আছে।"

প্রভু হাসিয়া বলিলেন,—

"—কহি যদি না করিহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকের কিবা আছে দোষ॥
প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা সন্তোষে।

ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ দোষে ॥
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার ॥ চৈঃ চঃ ॥ ৪৭ ॥

"পণ্ডিত! রাগ করিবেন না। আপনার নূতন নূতন বাক্যবিন্যাস করি-র অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি আছে এবং সেই বুদ্ধিশক্তির পরিচয় দিয়া যে বিতা রচনা করিলেন, ইহাতে দেবতাগণও সন্তোষ লাভ করেন। কিন্তু ভাল রিয়া বিচার করিলে ইহাতেও দোষগুণ দেখা যায়।"

"শ্লোকে দোষ আছে" এই কথা শুনিয়া গর্ব্বিত দিগ্বিজয়ী ক্রুদ্ধ হইয়া হিলেন, "তুমি কেবল ব্যাকরণ শিশু-শাস্ত্র পড়িয়াছ, অলঙ্কার কিছু পড় নাই। মি এ কবিত্বের বিচার কি জানিবে?"

শ্রীগৌরাঙ্গ বিনীতভাবে কহিলেন,—

"—অতএব পুছি যে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝহ আমারে ॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোক দেখি বহু দোষ গুণ ॥ চৈঃ চঃ ॥ ৪৮ ॥

দিগ্বিজয়ী সবিস্ময়ে বলিলেন,—"তবে তোমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে পার।" তখন শ্রীগৌরাঙ্গ কহিলেন,—"পণ্ডিত! ক্ষুব্ধ হইবেন না, শ্রবণ করুন।—

পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন করিহ বিচার ॥
অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দুই ঠাঞি চিন।
বিরুদ্ধমতি, ভগ্নক্রম পুনরাত্ত দোষ তিন ॥ চৈঃ চঃ ॥৪৯॥

এই শ্লোকে ৫টী দোষ এবং ৫টী অলঙ্কাররূপ পাঁচটী গুণ আছে। প্রথমতঃ, পাঁচটী দোষের বিষয় দেখাইতেছি। সে পাঁচটী দোষ এই, যথা—

(ক) অবমৃষ্ট বিধেয়াংশ	—	২টী।
(খ) বিরুদ্ধ মতিকৃৎ	—	১টী।
(গ) ভগ্নক্রম	—	১টী।
(ঘ) পুনরাত্ত	—	১টী।
		৫টী

অবমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষটী শ্লোকের দুইস্থলে আছে।

প্রথম 'গঙ্গার মহত্ত্ব'শ্লোকে মূলবিধেয়।
ইদং শব্দ অনুবাদ আছে অবিধেয় ॥
বিধেয় আগে কহি পাছে কহিলে অনুবাদ।
এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ ॥ চৈঃ চঃ ॥৫০॥

অগ্রে অনুবাদ অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য (জ্ঞাত বিষয়) না বলিয়া অগ্রেই বিধেয় অর্থাৎ অবিজ্ঞাত বিষয়ের উল্লেখ করিলে তাহাকে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ কহে। যেমন, "এই বিপ্র পণ্ডিত" এই উক্তিতে এই ব্যক্তি বিপ্র ইহা জ্ঞাত বিষয় সুতরাং ইহা অনুবাদ। বিপ্র যে পণ্ডিত ইহা সকলের অপরিজ্ঞাত সুতরাং ইহা বিধেয়। অগ্রে অনুবাদ বলিয়া পরে বিধেয় বলাই সুসঙ্গত। যথা, কাব্যপ্রকাশে—

অনুবাদ মনুক্তৈব ন বিধেয় মুদীরয়েৎ।
নহ্যলব্ধাস্বাদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎপ্রতিতিষ্ঠতি ॥

অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলা উচিত নয়। যে বাক্যে আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তাহার কোথাও প্রতিষ্ঠা হয় না। এস্থলে "গঙ্গার মহত্ত্ব" মূল বিধেয় এবং "এই" (ইদং) শব্দ অনুবাদ। "গঙ্গার মহত্ত্ব" এই বিধেয়াংশ অগ্রে বলিয়া পরে "এই" অনুবাদ উল্লেখ করা অবৈধ হইয়াছে। এইজন্য ইহাতে শ্লোকের অর্থ হানি ঘটিয়াছে। আর একস্থলেও এরূপ একটী দোষ আছে, যথা—

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী ইহা দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়।
সমাসে গৌণ হইল শব্দার্থ গেল ক্ষয় ॥
দ্বিতীয় শব্দ বিধেয় তাহা পড়িল সমাসে।
লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে ॥ চৈঃ চঃ ॥ ৫১ ॥

"দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী" বাক্যে দ্বিতীয়ত্ব—বিধেয় অর্থাৎ অপরিজ্ঞাত বিষয়। ইহা অগ্রে উল্লেখ করায় পূর্ব্বোক্ত দোষ দুষ্ট হইয়াছে। গঙ্গা যে দ্বিতীয় লক্ষ্মী,—লক্ষ্মীর সহিত গঙ্গার এই সমতা প্রকাশই অর্থের তাৎপর্য্য। কিন্তু দ্বিতীয় শব্দ সমাসে লক্ষ্মীর বিশেষণরূপে উল্লেখ করায় লক্ষ্মীর সমতা না বুঝাইয়া অপর কোন দ্বিতীয় লক্ষ্মীর তুল্য এই বোধ করাইল—লক্ষ্মীর সমতা অর্থ, সমাস দোষে বিনষ্ট হইয়া গেল। অতএব—

অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ এই দোষের নাম।
আর এক দোষ কহি শুন সাবধান॥
"ভবানী ভর্ত্তুঃ" শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
বিরুদ্ধ মতিকৃৎ নাম এই মহাদোষ॥
ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তার ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি॥
শিবপত্নীর ভর্ত্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
বিরুদ্ধ মতি কৃৎ শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ॥
ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান।
শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান॥ চৈঃ চঃ॥ ৫২॥

তৃতীয় দোষটী বিরুদ্ধ মতি কৃৎ। যাহা বিরুদ্ধ মর্ম্মে বুদ্ধির উৎপাদন করে, তাহাকে বিরুদ্ধমতিকৃৎ দোষ কহে। এস্থলে "ভবানীভর্ত্তা" শব্দেও সেই দোষ দৃষ্ট হইতেছে। ভবানী শব্দেই মহাদেবের পত্নীকে বুঝায়। তাহার ভর্ত্তা বাক্যে ভবানীর দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান হইতেছে। সুতরাং শিবপত্নীর ভর্ত্তা ইহা শুনিতে বড়ই বিরুদ্ধ। যেমন "ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দান দাও" বলিলেও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য এক ভর্ত্তাকে নির্দ্দেশ করে, এই ভবানীভর্ত্তা শব্দেও সেইরূপ বিরুদ্ধ-মতির উদয় হইতেছে। বিরুদ্ধ মতি কৃৎ শব্দ কখনই শাস্ত্রশুদ্ধ নহে।

৪র্থ ভগ্নক্রম। যে ক্রমে বর্ণন আরম্ভ হয়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহাকে ভগ্নক্রম দোষ কহে। এস্থলে—

তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক পাদে নাহি এই দোষ ভগ্নক্রম॥

আলোচ্য শ্লোকের প্রথম পাদে পাঁচবার তকার, তৃতীয় পাদে পাঁচবার রকারের এবং ৪র্থ পাদে চারিবার ভকারের অনুপ্রাস আছে; কিন্তু দ্বিতীয় পাদে কোন অনুপ্রাস না থাকায় ভগ্নক্রম দোষ হইল।

পঞ্চম দোষ—পুনরাত্ত। বাক্য শেষ হইলেও বাক্য সহিতান্বয়ী পদের পুনঃ কথনের নাম পুনরাত্ত দোষ। এস্থলে—

'বিভবতি' ক্রিয়া বাক্যসাঙ্গ পুনর্বিশেষণ।
'অদ্ভুতগুণা' এই পুনরাত্ত দূষণ॥ চৈঃ চঃ॥ ৫৩॥

বিভবতি ক্রিয়া পদ দ্বারা বাক্য শেষ হইল, অথচ 'অদ্ভুতগুণা' এই বিশেষণ শব্দের প্রয়োগে পুনরাত্ত দোষ হইল।

যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক হৈল ছারখার॥
দশালঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়॥
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যেন করয়ে নিন্দিত॥ চৈঃ চঃ॥ ৫৪॥

পঞ্চালঙ্কারে বিভূষিত হইলেও শ্লোকটী এই পঞ্চ দোষে বড়ই নিন্দিত হইয়াছে। নানা ভূষণে ভূষিত সুন্দর শরীর যেমন এক শ্বেতকুষ্ঠযুক্ত হইলেই অশোভনীয় ও হেয় হয়, সেইরূপ এই শ্লোকটীও দুষ্ট হইয়াছে। ভরত মুনি বলিয়াছেন,—

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্ বিভূষিতম্।
স্যাদ্ বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্॥

ভূষণ-বিভূষিত সুন্দর-দেহ যেমন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলে ঘৃণিত হয়, তদ্রূপ রস ও অলঙ্কারযুক্ত সুন্দর কাব্যও দোষযুক্ত হইলে নিন্দনীয় হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, এই শ্লোকে যে পাঁচটী গুণ আছে, এক্ষণে তাহাই বিবৃত করিতেছি। পাঁচটী গুণ,—পাঁচটী অলঙ্কার, দুইটী শব্দালঙ্কার, তিনটী অর্থালঙ্কার।

১।	অনুপ্রাস	শব্দালঙ্কার।
২।	পুনরুক্ত বদাভাস	
৩।	উপমা	অর্থালঙ্কার
৪।	বিরোধাভাস	
৫।	অনুমান	

১ম, অনুপ্রাস। একই ব্যঞ্জন বর্ণের পুনঃপুন বিন্যাসের নামই অনুপ্রাস আলোচ্য শ্লোকেরও—

"প্রথম চরণে পঞ্চ তকারের পাঁতি।
তৃতীয় চরণে শ্লোক পঞ্চ রেফ স্থিতি॥

চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ।
অতএব শব্দ অলঙ্কার অনুপ্রাস॥" চৈঃ চঃ॥ ৫৫॥

দ্বিতীয় অলঙ্কার,—পুনরুক্ত বদাভাস। অর্থাৎ আপাততঃ যাহার অর্থ পুনরুক্তির ন্যায় প্রকাশ পায়, অথচ শব্দগত ভিন্নাকার, তাহাকে পুনরুক্ত বদাভাস কহে। এস্থলে—

শ্রীশব্দে লক্ষ্মী শব্দে এক বস্তু উক্ত।
পুনরুক্তি প্রায় ভাসে নহে পুনরুক্ত॥
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী অর্থে অর্থের বিভেদ।
পুনরুক্তি বদাভাস শব্দালঙ্কার ভেদ॥ চৈঃ চঃ॥ ৫৬॥

শ্রীশব্দে লক্ষ্মী বুঝায়, সুতরাং শ্রীশব্দে ও লক্ষ্মী শব্দে একই বস্তু উক্ত হওয়ায় আভাসে আপাততঃ পুনরুক্তিয় ন্যায় বোধ হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক পুনরুক্তি দোষ হয় নাই। শ্রীযুক্তা অর্থাৎ শোভাযুক্তা লক্ষ্মী এই অর্থ বিভেদ ঘটায় পুনরুক্ত বদাভাস নামক শব্দালঙ্কার হইয়াছে।

অনন্তর ৩টী অর্থালঙ্কার দেখান যাইতেছে। প্রথম উপমা। আংশিক এক-ধর্ম্মবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য কথনকে উপমালঙ্কার কহে। এই শ্লোকে

"লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ॥" চৈঃ চঃ॥ ৫৭॥

সুরনরগণ যেমন লক্ষ্মীকে অর্চ্চনা করেন, তদ্রূপ গঙ্গাকেও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সুতরাং উভয়েই আংশিক একধর্ম্মবিশিষ্টা অথচ ভিন্ন জাতীয়া। "ইব" (তুল্য) শব্দ প্রয়োগে উভয়ের সাদৃশ্য কথিত হইয়াছে। এস্থলে লক্ষ্মী উপমা, গঙ্গা উপমেয়। অতএব ইহা পূর্ণোপমা অলঙ্কার।

দ্বিতীয় বিরোধাভাস। আপাতত বিরুদ্ধ বোধ হইলেও যাহাতে বাস্তবিক বিরোধ দৃষ্ট হয় না, তাহাকে বিরোধাভাস অলঙ্কার কহে। যেমন—

গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার সুবোধ।
কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ॥
ইহাঁ বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
বিরোধ অলঙ্কার ইহা মহাচমৎকৃতি॥
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি বিরোধ আভাস॥ চৈঃ চঃ॥ ৫৮॥

জল হইতে পদ্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পদ্ম হইতে জলের উৎপত্তি অত্যন্ত বিরুদ্ধ। শ্রীবিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে প্রবাহময়ী গঙ্গার উৎপত্তি, এইরূপ কথন দ্বারা বিরোধালঙ্কার হইয়াছে।

অম্বুজ মম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন জাত মম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা॥

জলেই পদ্ম জন্মে, পদ্ম হইতে জলের কখন উৎপত্তি হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। তাঁহার পাদপদ্ম হইতে মহানদী গঙ্গা উদ্ভূত হইয়াছেন। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিতে গঙ্গার প্রকাশ হওয়ায় ইহাতে বাস্তবিক বিরোধ নাই, বিরোধ আভাস আছে। এজন্য ইহা বিরোধাভাস অলঙ্কার।

তৃতীয় অনুমান। অলঙ্কারাদ্দি বৈচিত্র্য দ্বারা সাধন হইতে সাধ্য বস্তুর নির্ণয়ের নাম অনুমান অলঙ্কার। এস্থলে—

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য সাধন তাহার।
বিষ্ণু পাদোৎপত্তি এই অনুমানালঙ্কার॥" চৈঃ চঃ॥ ৫৯॥

বিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপত্তি এই সাধন হইতে গঙ্গার মহত্ত্ব রূপ সাধ্য বস্তুর সাধনে অনুমানালঙ্কার হইয়াছে।

অতএব আলোচ্য শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত স্থূল পাঁচটী দোষ এবং এই পাঁচটী অলঙ্কার আছে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে আরও বহুতর দোষ গুণ আছে। সে যাহা হউক—

প্রতিভা কবিত্ব তোমার দেবতা প্রসাদে।
অবিচার কবিত্বে অবশ্য পড়ে দোষ বাদে॥
বিচারি কবিতা কৈলে হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল॥ চৈঃ চঃ॥ ৬০॥

দেবতার অনুগ্রহে আপনার প্রতিভার কবিত্ব। অবিচারে কবিত্ব অবশ্য দোষ দুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বিচার করিয়া কবিতা রচনা করিলেই সুনির্ম্মল হয় এবং তাহা সালঙ্কার হইলে অর্থও অতীব শোভনীয় হইয়া থাকে।

বিনয়ের খনি শ্রীগৌরাঙ্গ শ্লোকের দোষ গুণ বিচার করিয়া যদিও দিগ্বিজয়ীর দর্প চূর্ণ করিলেন, তথাপি তাঁহার গৌরব করিয়া কহিলেন,—

"—এ সকল শব্দ অলঙ্কার।
শাস্ত্রমতে শুদ্ধ হইতে বিষম অপার ॥"
তুমি বা দিয়াছ কোন অভিপ্রায় করি।
বোল দেখি ?— চৈঃ ভাঃ ॥ ৬১ ॥

পণ্ডিত! এ সকল শব্দ অলঙ্কার-শাস্ত্রমত শুদ্ধ নহে। তবে আপনি কি অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন ?"

দিগ্বিজয়ী প্রভুর বিচার-নৈপুণ্যে এরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন যে, আর তাঁহার মুখে বাক্য নিঃসৃত হইতেছে না। ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহার সে অসামান্য প্রতিভা স্তম্ভিত হইয়া গেল। তিনি অপ্রকৃতিস্থের ন্যায় অসংলগ্ন বাক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু বলিলেন,—

"—এ থাকুক পড় কিছু আর ॥ চৈঃ ভাঃ ॥ ৬২ ॥

হায়! হায়! দিগ্বিজয়ীর পূর্ব্ববৎ কবিত্বশক্তি আর স্ফূর্ত্তি পাইল না। জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের নিকট জ্যোতিরিঙ্গের ক্ষীণ-জ্যোতি যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। দিগ্বিজয়ী বিস্ময়বিহ্বল বাক্যে কহিলেন,—"নিমাই পণ্ডিত! তুমি অলঙ্কার পড় নাই এবং তাদৃশ শাস্ত্রাভ্যাসও নাই, কেমন করিয়া এরূপ অর্থ প্রকাশ করিলে ?"

শ্রীগৌরাঙ্গ দিগ্বিজয়ীর মনের ভাব অবগত হইয়া কহিলেন,—

"শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যে বলায় কহি সেই বাণী ॥ চৈঃ চঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের এই ভঙ্গীময় বাক্যে দিগ্বিজয়ী নিশ্চয় করিলেন, সরস্বতী দেবীই কোন অপরাধ বশতঃ আমাকে এই বালকের দ্বারা অপদস্থ করিলেন। দিগ্বিজয়ীর অবস্থা দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাসিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া সাতিশয় সাদর সম্ভাষণ সহকারে বিবিধ প্রশংসা বাক্য দ্বারা দিগ্বিজয়ীকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন—

"তুমি মহাপণ্ডিত হও কবি শিরোমণি।
যাঁর মুখে বাহিরায় এ হেন কাব্যবাণী ॥
তোমার কবিত্ব তৈছে গঙ্গাজল ধার।
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর ॥

ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ ॥
দোষ গুণ বিচার এই অল্প করি মানি।
কবিত্বকরণে শক্তি তাহা সে বাখানি ॥
শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান আমি না হই তোমার ॥ চৈঃ চঃ ॥ ৬৪ ॥

আপনি যেমনই মহাপণ্ডিত, তেমনই কবি শিরোমণি। আপনার কবিত্ব গঙ্গাজলের ন্যায় অতি পবিত্র। তবে যে দোষের কথা বলিলাম, উহা তত নিন্দার বিষয় নহে। ভবভূতি, জয়দেব, কালিদাস প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণের কবিত্বেও দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং কবিত্ব-শক্তি থাকাই প্রশংসার কথা, তাহা আপনার যথেষ্ট আছে। আপনি আমার শৈশবচাপল্য মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনার শিষ্যের যোগ্যও হইতে পারি না। সে যাহা হউক—

"আজি বাসা যাহ কালি মিলিব আরবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥
*　*　*　*　*
তুমিও হইলে শ্রান্ত অনেক পড়িয়া।
নিশাও অনেক যায় শুই থাক গিয়া ॥ চৈঃ ভাঃ ॥ ৬৫ ॥

অতঃপর উভয়েই সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাত্রিতে স্বপ্নযোগে সরস্বতী দিগ্বিজয়ীকে শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব অবগত করাইলেন। অতি প্রত্যুষেই দিগ্বিজয়ী অতি বিনীতভাবে শ্রীপ্রভুর চরণান্তিকে আত্ম সমর্পণ করিলেন। দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ দিগ্বিজয়ীকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন,—

—"কেনে ভাই একি ব্যবহার ?"
—দিগ্বিজয়ী হইয়া আপনে ॥
তবে তুমি আমারে এমত কর কেনে। চৈঃ ভাঃ ॥ ৬৬ ॥

দিগ্বিজয়ী চরণে লুটাইয়া কাতর বাক্যে কৃপা ভিক্ষা চাহিলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—

"শুন বিপ্রবর! তুমি মহাভাগ্যবান।
সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান॥
দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে সে বিদ্যায় সভে কহে॥
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কেহ নাহি চলে॥
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বরসেবা দৃঢ় চিন্তা করি॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবত সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি হয়॥
মহা উপদেশ এই কহিল তোমারে।
সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৬৭॥

ওহে বিপ্র! তোমার জিহ্বায় যখন সরস্বতী অধিষ্ঠিত আছেন, তখন তুমি মহা ভাগ্যবান। দিগ্বিজয় করা এ বিদ্যার কার্য্য নহে। "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" শ্রীভগবানের ভজনই শ্রেষ্ঠতমা বিদ্যা, লোকে এই বিদ্যারই প্রশংসা করিয়া থাকে। মনে বুঝিয়া দেখ, যখন প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া যায়, তখন ধন বা পৌরুষ কিছুই তাহার সঙ্গে যায় না; কেবল শ্রীভগবৎ ভজনই সঙ্গে যায়। এই জন্যই সাধুগণ এই সকল তুচ্ছ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একান্তচিত্তে শ্রীভগবানের ভজনা করেন। অতএব হে বিপ্র! এখন হইতে এই সকল জঞ্জাল ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-পদ্ম আশ্রয় কর এবং যে পর্য্যন্ত মৃত্যু উপসন্ন না হয়, সেই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অবিচলিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা কর। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চিত্তবৃত্তির গাঢ় সন্নিবিষ্টতাই সে বিদ্যার ফল বলিয়া জানিবে। এই অনন্ত সংসারে একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই সত্য, আমি তোমাকে এই মহাউপদেশ কহিলাম।

যে হেতু, একমাত্র ভক্তিই সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভজন। শ্রুতি বলেন,—

"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যে
নৈবামুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্ ॥"

ভক্তি শব্দ ভগবৎ-সেবা বাচ্য, অতএব ভক্তিই শ্রীভগবানের ভজন। এই ভজন কিরূপ? ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় কামনা নিবারণ পূর্ব্বক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণের নামই ভজন। এস্থলে বৃক্ষমূলস্থানীয় মনের অর্পণে শাখাস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণেরও ভজনত্ব কথিত হইল। এই ভজনের নামই নৈষ্কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মাতিরিক্ত জ্ঞান।

পুরুষার্থ লাভ করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ। এই পরম পুরুষার্থের একমাত্র সাধন ভক্তি। ভক্তি, মুক্তি অপেক্ষাও উচ্চ আসনে অবস্থিত। আনন্দরূপিণী ভক্তির চরণে মুক্তি-রাজলক্ষ্মী চিরকালই লুণ্ঠিত। যথা—

"যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষ সাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ ॥"

ভক্তি কাহাকে কহে? ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ কি? শাস্ত্রে কথিত আছে—

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

ভোগবাসনা ও মোক্ষবাসনা-বিরহিত, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, সাঙ্খ্য ও অষ্টাঙ্গ-যোগাদির সম্বন্ধশূন্য এবং রুচিকর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময় যে কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ শারীর মানস ও বাচিক চেষ্টা, তাহাকে উত্তমাভক্তি বলা যায়।

শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ অতি সংক্ষেপে সুন্দর পরিব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

"অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥" প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

এই সমুদ্র-গভীর ভক্তিতত্ত্ব আলোচনার এখনও যথেষ্ট স্থান আছে। এজন্য এস্থলে এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচিত হইল না।

দীনৈক-দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে কৃষ্ণভক্তির মধুর উপদেশ দান করিয়া প্রেমাবেশে দিগ্বিজয়ীকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীভগবানের কৃপালিঙ্গনে তাঁহার সকল বন্ধন বিমুক্ত হইল। তখন প্রভু এই সকল বেদগূহ্য কথা কাহারও নিকট কহিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন,—

"—বিপ্র! সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব্বভূতে দয়া করি।
যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
তাহা পাছে বিপ্র! আর কহ কাহা প্রতি॥
বেদগুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু ক্ষয়।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয়॥" চৈঃ ভাঃ॥ ৬৮॥

দিগ্বিজয়ী কৃত-কৃতার্থ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে বিস্তর নতিস্তুতি করিয়া বিদায় লইলেন এবং সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া দীনের দীন নিষ্কিঞ্চন ভক্তবেশে প্রস্থান করিলেন। দয়াল প্রভু তাঁহাকে সঙ্গোপনে কৃপা করিয়া বিদায় করিলেও শিষ্য পরম্পরায় লোকসমাজে সে সংবাদ প্রচারিত হইল এবং সেই সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের অমানুষী পাণ্ডিত্যপ্রভা পূর্ণ-শারদশশীর প্রফুল্ল-কিরণের ন্যায় সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল।

একাদশ লহরী।

শ্যামল জলধরের স্নিগ্ধ-বারিধারা-বর্ষণে যেমন ধরণী শীতল ও বৃক্ষবল্লী ঔষধি প্রভৃতি প্রফুল্লতার সহিত সম্বর্দ্ধিত ও জীবিত হইয়া থাকে, আমাদের নদীয়ানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের অপার করুণাধারা-বর্ষণেও সেইরূপ সংসার-সন্তপ্ত যাবতীয় জীব নবজীবনলাভে পুলকিত, পরিপুষ্ট ও প্রমোদিত হইতেছে। এই দীনদয়াল অবতারে করুণা-বর্ষণের কলা-কৌশল বাস্তবিকই জগতে এক অশ্রুত অপূর্ব্ব ব্যাপার! শ্রীশচীনন্দনের প্রতিভা-গৌরবের সৌরভ-প্রবাহ শ্রীনদীয়ার চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে তিনি ধনে মানে শ্রীনদীয়ার বড় বড় অধ্যাপকগণ অপেক্ষাও প্রতিপত্তিশালী। আবার যেমন তিনি দুঃখিতের প্রতি দয়ালু, তেমনই বিনয়ের সাগর।

দুঃখিতে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন বস্ত্র কপর্দ্দক দেন গৌরহরি॥

এতদ্ব্যতীত প্রভুর আলয়ে প্রতিদিনই বহুতর অতিথি-সেবা হয়। দয়াল প্রভু সকলকেই যথাযোগ্য ভিক্ষাদানে পরিতুষ্ট করেন। এইরূপ অতিথি-সৎকার দ্বারা—

"গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশুপক্ষী হইতেও অধম বলি তারে॥
যার যা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্টদোষে।
সেই তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে॥
সত্য বাক্য কহিবেক করি পরিহার।
তথাপি অতিথি-শূন্য না হয় তাহার॥
অকৈতবে চিত্ত সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথির ভক্তি॥" চৈঃ ভাঃ॥ ৬৯॥

আর্য্য-ঋষিগণ গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। অধ্যয়ন অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি উদক দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ এবং অতিথি-সেবার নাম মনুষ্য-যজ্ঞ। "নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্॥" গৃহস্থ মাত্রেই সক্ষম হইলে উক্ত পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান নিত্য কর্ত্তব্য। নতুবা তাহার জীবন বৃথা। যথা—

দেবতাতিথি ভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানা মুচ্ছ্বসন্ ন স জীবতি॥

দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ, পিতৃগণ ও আত্মাকে যে ব্যক্তি উক্ত পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা অন্নাদি না দেয়, সে নিশ্বাস-প্রশ্বাসবিশিষ্ট জীব হইলেও জীবিত নহে অর্থাৎ জীবন্মৃত।

মহাভারত অশ্বমেধিক পর্ব্বে গৃহস্থ ধর্ম্মলক্ষণে উক্ত আছে যে,—

দেবতাতিথি শিষ্টাশী নিরতো বেদকর্ম্মসু।
ইজ্যাপ্রদানযুক্তশ্চ যথাশক্তি যথাবিধি॥

গৃহস্থ ব্যক্তি যথাশক্তি ও যথাবিধানে দেবতা ও অতিথি-সেবাভিলাষী, বেদকর্ম্মনিরত, যজ্ঞকর্ত্তা ও দানশীল হইবে।

অতএব অতিথি-সেবা গৃহস্থের একটী মূল কর্ম্ম। অজ্ঞাতপূর্ব্ব গৃহাগত ব্যক্তির নাম অতিথি। অর্থাৎ—

যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ।
অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সোঽতিথি প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

যাহার নাম জানা নাই, গোত্র জানা নাই এবং নিবাসও জানা নাই, এমন কোন ব্যক্তি হঠাৎ গৃহে উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিথি কহে।

গৃহস্থ হইয়া যে ব্যক্তি অতিথি-সৎকার না করে, সে ব্যক্তি পশু পক্ষ্যাদি নিকৃষ্ট জীবেরও অধম। কেন না, অতিথি যে গৃহস্থের বাটী হইতে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যান, তাহার পুণ্যপুঞ্জ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যথা—

অতিথি র্যস্যভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

অর্থাৎ যাহার গৃহ হইতে অতিথি ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রতিনিবর্ত্ত হয়, অতিথি তাহার সমস্ত দুষ্কৃত সেই গৃহস্থকে অর্পণ পূর্ব্বক গৃহস্থের পুণ্য হরণ করিয়া গমন করেন।

অভ্যাগত জনের জাতি-বিদ্যা-গোত্রাদির বিচার না করিয়া হিরণ্যগর্ভ স্বরূপে তাহার সম্মাননা করিবে। যথা—

স্বাধ্যায় গোত্রচরণ মপৃষ্ট্বাপি তথা কুলম্।
হিরণ্যগর্ভ বুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহীঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ।

আবার স্মৃতিতেও উল্লিখিত আছে যে,—

দেশং নাম কুলং বিদ্যাং পৃষ্ট্বা যোঽন্নং প্রযচ্ছতি।
ন স তৎফলমাপ্নোতি দত্ত্বা স্বর্গং ন গচ্ছতি॥

যে ব্যক্তি অতিথির দেশ, নাম, কুল ও বিদ্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া অন্ন দান করে, সে তাহার কোন ফলই প্রাপ্ত হয় না এবং স্বর্গেও গমন করিতে পারে না।

অতএব যথাশক্তি অতিথি-সৎকার গৃহস্থ মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। যথা-কালেই আসুন আর অকালেই আসুন, অতিথিকি গৃহে কখনও উপবাসী রাখিবে না। পূর্ব্বজন্মের অদৃষ্টদোষে যাহার কিছু না থাকে, সে ব্যক্তি তৃণাসন, স্থান, জল ও প্রিয়বাক্য দ্বারা অতিথির সন্তোষ বিধান করিবেন।

কারণ, গৃহীব্যক্তি যতই দরিদ্র হউক না কেন, এগুলির কখনই অভাব হইতে পারে না। যথা মনুসংহিতায়—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থীচ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

দরিদ্রতা-নিবন্ধন অন্নদানে অসমর্থ হইলে শয়নের জন্য তৃণ, বিশ্রামভূমি, পাদপ্রক্ষালনাদির জন্য জল আর চতুর্থতঃ প্রিয়বাক্য—ধার্ম্মিকের গৃহে এ-গুলির কদাচ অভাব হয় না। বিশেষতঃ সকল দ্রব্যের অভাব হইতে পারে কিন্তু প্রিয়বাক্যের অভাব অসম্ভব। একান্ত অশক্ত ব্যক্তি মিষ্ট বাক্যদ্বারা অতিথির সন্তুষ্ট করিবেন। কদাচ অতিথি-সৎকারে বিমুখ হইবে না। অত-এব যাহার যেরূপ শক্তি, তাহার সেইরূপ অতিথি-ভক্তি করা একান্ত কর্ত্তব্য। অতিথির পূজা-ফলে গৃহস্থ ধন যশ আয়ু ও স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। যথা—

ধনং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চাতিথি পূজনম্॥ মনু।

ভুবন-মঙ্গল-গুণধাম শ্রীগৌরসুন্দর করুণাবতার-বিগ্রহরূপে পাপী তাপী পাষণ্ডী প্রভৃতির পাপমতি বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে ভুবনে সর্ব্বোত্তম করি-বার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অপূর্ব্ব অশ্রুত অবতারে তাঁহার এক প্রতিজ্ঞা আছে—

"ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ দিব সকল জীবেরে॥"
অতএব দুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে।
নিজ গৃহে অন্ন দেন উদ্ধার কারণে॥

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পরে ইচ্ছাময় শ্রীগৌর ভগবান পূর্ব্বদেশে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া জননীকে কহিলেন,—

"কথোদিন প্রবাস করিব মাতা আমি॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৭০॥

জননীর নিকট বিদায় লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শিষ্যসঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের উদ্ধার বাসনায় পদ্মাপারে উপস্থিত হইলেন, তথায় মহামঙ্গলময় শ্রীহরিনামের যে উদ্দাম প্রবাহ প্রবাহিত করিলেন, তাহাতে কলি-পীড়িত, উন্মুখ-বিমুখ সকল নর-নারীই অলৌকিক প্রেমোল্লাসে কৃতার্থ হইলেন। এই সময়েই শ্রীতপন মিশ্র নামক একজন সাধু ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণান্তিকে আসিয়া শরণ গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ সাধ্য সাধন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কেবল নিজ ইষ্টমন্ত্র রাত্রিদিন জপ করেন কিন্তু সাধনাঙ্গ ব্যতিরেকে তাহার চিত্তের শান্তি হয় না। একদিন স্বপ্নযোগে জানিলেন, শ্রীনিমাই পণ্ডিতের নিকট যাইলেই সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব

অবগত হইতে পারিবেন। শ্রীভগবানই জীবোদ্ধারের জন্য শ্রীনিমাই পণ্ডিত-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তপন মিশ্র এই স্বপ্নাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দীনভাবে শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণে আসিয়া শরণাপন্ন হইলেন। কহিলেন, "প্রভু! আমি সাধ্য সাধন কিছুই জানি না, আমি কি উপায়ে উদ্ধার হইব, কৃপা পূর্ব্বক তাহার উপদেশ প্রদান করুন।"

কৃপা-কিরণামৃতবর্ষী শ্রীগৌরশশী তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন,—

"—বিপ্র! তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে যাহ সেই সে সর্ব্বথা॥
ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার॥
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম রাখি ক্ষিতিতলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ স্থানে চলে॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৭১॥

"বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জের ফলেই জীব কৃষ্ণভজন করিতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব হে বিপ্র! তোমার ভাগ্যের কথা আর কি কহিব? কারণ, তুমি একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে অভিলাষ করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন অতি কঠিন। পরম কারুণিক শ্রীভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া এক একটী যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবোদ্ধারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। অধর্ম্মের প্রাবল্যে ও অভক্তের অত্যাচারে যখন ভক্তগণ অতিমাত্র কাতর হইয়া উঠেন, তখন ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কৃতের বিনাশ, ভক্তের রক্ষা এবং দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী এক মনোমদ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন। যথা—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশয়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ শ্রীগীতা।

এইরূপে শ্রীভগবান্ চারি যুগে চারিটী ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া দুঃখদুরিতগ্রস্থ জীবের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। যথা—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে মানসিক শক্তির প্রাবল্য-হেতু শ্রীভগবানের ধ্যানই উপাসনা ছিল, ত্রেতাযুগে কায়িক শক্তির বিশেষ প্রাবল্যে যজ্ঞই পরিত্রাণের উপায়

ছিল, দ্বাপরে কায়িক শক্তির কিঞ্চিৎ প্রাবল্যে পরিচর্য্যার ব্যবস্থা এবং এই কলিযুগে দুর্ব্বল চঞ্চলচিত্ত জীবের পক্ষে তৎসমস্তই অসাধ্য বলিয়া কেবল শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই ব্যবস্থিত হইয়াছেন। এই শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই জীব সকল পুরুষার্থ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

কলিযুগ ধর্ম্ম হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥ ৯॥ ৭২॥

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম। ইহাই জীবের মঙ্গলের কারণ। অতএব কলিযুগে জীব এই যুগবিহিত নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া অন্য কোন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কখনই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না। কেন না, যে যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত, তাহার সাধনই মঙ্গলপ্রদ। যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের বল, বীর্য্য, ধর্ম্মভাব ও সৎপ্রবৃত্তিরও পরিবর্ত্তন ও হ্রাস হইয়া থাকে। এইজন্য পৃথক্ পৃথক্ যুগে যুগানুরূপ পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই যুগধর্ম্ম ভিন্ন জীবের পরিত্রাণের আর অন্য কোন উপায় নাই।

প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্ম্ম যুগে যুগে।
বেদ দৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্যচেহ চ শর্ম্মকৃৎ॥

শ্রীভাঃ ৭।১১।৩১

শ্রীনারদ কহিলেন,—হে রাজন! মনুষ্যদিগের সত্ত্বাদি স্বভাবানুসারে যুগে যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই ধর্ম্মকে ইহকালে ও পরকালে তাহাদের সুখের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যুগানুরূপ ধর্ম্মই জীবের স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম অপেক্ষা অন্য ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইলেও তাহা আশ্রয় করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥" নিজের ধর্ম্ম ভাল হউক মন্দ হউক, তাহা একান্তভাবে অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা ভবসিন্ধুপারের আর উপায় নাই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্ম বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ ॥ শ্রীগীতা

স্বধর্ম্ম নীচ হইলেও শ্রেষ্ঠ, পরধর্ম্ম অপেক্ষা মঙ্গলপ্রদ। কলিযুগে দুর্ব্বল পতিত জীবের স্বধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন। এই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জীব কোনক্রমেই এই অনন্ত দুঃখ-সঙ্কুল ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না। শ্রীহরিনামই জীবের সংসার-পারের একমাত্র উপায়।

নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রযাতি,
সংসারপারং দুরিতৌঘ মুক্তঃ।
নর স সত্যং কলিদোষ জন্ম,
পাপং নিহত্যাশু কিমত্র চিত্রং ॥ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ॥

শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে যে মনুষ্য নিখিল পাপের বন্ধন বিমুক্ত হইয়া নিশ্চয় সংসার-পারে গমন করে, সেই মনুষ্য কলি-কুলষ-জনিত পাপকে বিনষ্ট করিবে বিচিত্র কি ?

অতএব যে ব্যক্তি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম-মকরন্দ-পানে প্রমত্ত থাকেন, তাঁহার কথা দূরে থাক, যে ব্যক্তি অন্ততঃ রাত্রি ও দিবার মধ্যে কেবল শয়ন ও ভোজনের সময় শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার মহিমার সীমা অপৌরুষেয় বেদও দিতে সমর্থ হন না।

সকল কার্য্যের প্রারম্ভেই শ্রীভগবানের নাম স্মরণ, কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। যথা—

সর্ব্বাণি নামানি হি তস্য রাজন্
সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যৈ তু ভবন্তি পুংসঃ।
তস্মাদ্ যথেষ্টং খলু কৃষ্ণনাম
সর্ব্বেষু কার্য্যেষু জপেত ভক্ত্যা ॥ শ্রী হ, ভ, বি,।

হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণের সকল নামই লোকের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন। অতএব সকল কার্য্যেই শ্রীকৃষ্ণের নাম ভক্তিপূর্ব্বক যথেষ্ট কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবানের সকল নাম সকল সময়ে সকল কার্য্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হইলেও বিবিধ কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীভগবানের নাম-বিশেষের কীর্ত্তন শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। যথা—

মাঙ্গল্যং মঙ্গলং বিষ্ণুং মঙ্গল্যেষু কীর্ত্তয়েৎ।
উত্তিষ্ঠন্ কীর্ত্তয়েদ্বিষ্ণুং প্রস্বপন্ মাধবং নরঃ ॥

ভোজনে চৈব গোবিন্দং সর্ব্বত্র মধুসূদনং ॥"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

সকল মঙ্গলকার্য্যে মঙ্গলময় বিষ্ণু, উত্থানকালে বিষ্ণু, শয়নকালে মাধব, ভোজনকালে গোবিন্দ এবং সর্ব্বত্র মধুসূদন নাম কীর্ত্তন করিবে।

আবার নাম-বিশেষের স্মরণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে—

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্॥
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে॥
জলমধ্যে বরাহন্ত পাবকে জলশায়িনম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্॥
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "ভোজনে গোবিন্দ" এবং এই শ্লোকে "ভোজনে জনার্দ্দন" উক্ত হইয়াছে। কীর্ত্তন ও স্মরণের বিভেদের জন্যই নামেরও এইরূপ বিভেদ বুঝিতে হইবে। ভোজনকালে কীর্ত্তনের নিমিত্ত শ্রীভগবানের "গোবিন্দ নাম" এবং স্মরণের নিমিত্ত "জনার্দ্দন" নাম প্রশস্ত জানিবেন।

আবার শয়নকালেও শ্রীভগবানের নাম স্মরণ কীর্ত্তন করিয়া শয়ন করিতে হয়। যথা—

সায়ংভুক্ত্বা যথা-ন্যায়ং সুখং স্বপ্যাৎ প্রভুং স্মরণ্॥ শ্রীভাগবত।১১।

শ্রীভগবানের নিকট অনুমতি-প্রার্থী হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া সায়ংকালে যথাযোগ্য ভোজন সম্প্রদানপূর্ব্বক প্রভুকে স্মরণ করিতে করিতে সুখে শয্যায় শয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রার্থনা করিবে—

নির্গুণো নিষ্কলশ্চৈব বিশ্বমূর্ত্তিধরোঽব্যয়ঃ।
অনাদ্যন্তে সদানন্তে ফণামণি বিভূষিতে॥
ক্ষীরাব্ধি মধ্যে যঃ শেতে স মাং রক্ষতু মাধবঃ।
স বাহ্যাভ্যন্তরং দেহ মাপাদতলমস্তকম্।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বশক্তিশ্চ পাতু মাং গরুড়ধ্বজঃ॥

অর্থাৎ যিনি নির্গুণ, নিষ্কল, বিশ্বমূর্ত্তিধারী, অব্যয়, আদ্যন্ত-বিহীন এবং

ক্ষীরোদসাগর মধ্যে ফণি-মণি-বিভূষিত অনন্ত শয্যায় নিদ্রাশায়ী, সে মাধব আমাকে রক্ষা করুন। তিনি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বশক্তিমান গরুড়ধ্বজ, তিনি আমার আপাদ-তলমস্তক বাহ্য ও অভ্যন্তর প্রদেশ রক্ষা করুন।

শয়নকালে শ্রীনাম কীর্ত্তন-স্মরণের বিভেদ অনুসারে নামেরও বিভেদ লক্ষিত হয়। শয়নে "মাধব" নাম কীর্ত্তনীয় এবং "পদ্মনাভ" নাম স্মরণীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই যথা-নির্দ্দিষ্ট শ্রীনাম স্মরণ কীর্ত্তন না করিয়া শ্রীভগবানের অন্য নাম স্মরণ কীর্ত্তন করিলেও দোষাবহ হইবে না। কেন না,—

সর্ব্বার্থশক্তি যুক্তস্য দেবদেবস্যচক্রিণঃ।
যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ॥

শ্রীহ, ভ, বি, ১১। ১৩৪।

দেব দেব ভগবান্ চক্রধারী সর্ব্বার্থশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্ব্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁহার যে নাম ইচ্ছা হয় কীর্ত্তন করিবে।

অতএব যিনি অন্তত কেবল শয়ন ও ভোজন সময়েই শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি পরাভক্তি লাভ করিয়া জগদ্বন্দ্য হইয়া থাকেন। যথা—

স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজং স্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা।
যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ॥

শ্রীবৃহন্নারদীয়।

অর্থাৎ শয়নে, ভোজনে, গমনে, উপবেশনে ও অন্য কথা-প্রসঙ্গে যাঁহারা শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার। এস্থলে নমঃ শব্দে বন্দ্যতা সিদ্ধ হইয়াছে।

কলিমলনাশন শ্রীহরিনাম শয়ন ভোজনাদিকালে অবহেলাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেও পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে। যথা—

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে।
নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণো র্হেলয়া কলিমর্দ্দনম্॥
কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরংব্রজেৎ॥ লিঙ্গপুরাণ।

অর্থাৎ যখন লোকে গমন, অবস্থান, শয়ন, ভোজন, নিশ্বাসক্ষেপণ ও বাক্য-পূরণকালে অবহেলাপূর্ব্বক কলিমর্দ্দন শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিয়া মুক্ত হইয়া থাকে, তখন ভক্তিযুক্ত হইয়া নাম সংকীর্ত্তন করিলে যে শ্রীবৈকুণ্ঠ নগরে পরম-পদ লাভ করিবে তাহাতে আর কথা কি?

হেলায় দূরে থাক্, শয়ন ভোজনাদিকালে বৈরিভাবে শ্রীভগবানের নাম লইলেও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যথা—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল শাল্ব
পৌণ্ড্রাদয়োঃ গতিবিলাস-বিলোকনাদৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎ সাম্যমাপুরনুরক্ত ধিয়াং পুনঃ কিম্॥ শ্রীভা, ১১।

শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—হে বাসুদেব! শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রক প্রভৃতি নৃপতিগণ শয়ন উপবেশনাদিকালে যাঁহার গতি বিলাস ও বিলোকনাদি সহকারে আকার চিন্তন করিয়া সারূপ্য-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার অনুরক্ত চিত্ত ভক্তগণের কথা আর কি কহিব?

একেই তো জীব দুর্ব্বলচিত্ত-মোহমুগ্ধ; তাহাতে শয়ন ভোজনকালে নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দ্বারা চিত্তের এরূপ বৈকল্য উপস্থিত হয় যে, দেহাত্মবাদী সংসারাসক্ত মূঢ় জীব শ্রীভগবানের নাম স্মরণ-কীর্ত্তন ভুলিয়া কেবল দেহের শান্তি বিধানে ও কামতর্পণে তৎপর হয়। কিন্তু যিনি এই বিবশ অবস্থাতেও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার আন্তরিক প্রবল নিষ্ঠা ও অত্যন্ত অভ্যাসের বল বুঝিতে হইবে। তাঁহার এই আনুরক্তির জন্যই শ্রীহরি তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। যথা—

নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্ প্রস্খলিতাদিষু।
যঃ করোতি মহাভাগ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥

হে মহাভাগ! ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পতনাদির সময়ে যে ব্যক্তি শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করে, শ্রীহরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

কলিযুগ-ধর্ম্ম একমাত্র শ্রীহরিনাম ব্যতীত আর অন্য কোন তপস্যা কি যজ্ঞ নাই। করুণাসিন্ধু শ্রীহরি কলির দুর্ব্বল জীবের জন্য সকল তপস্যা তীর্থ ও যজ্ঞাদির যাবতীয় শক্তি ও ফল হরণ করিয়া নিজনামে রক্ষা করিয়াছেন। যথা স্কন্দপুরাণে—

দানব্রততপস্তীর্থ ক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতা।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতা স্বেষুনামসু॥

অর্থাৎ দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, দেবতা, সাধু, রাজসূয় অশ্বমেধাদি যজ্ঞ,

জ্ঞান ও আধ্যাত্ম বস্তুর যে সকল সর্ব্বপাপহরা ও মঙ্গলপ্রদা শক্তি আছে শ্রীহরি তৎসমুদয় আকর্ষণপূর্ব্বক নিজনাম সমূহে স্থাপিত করিয়াছেন।

অতএব শ্রীহরিনাম যখন সর্ব্বতীর্থ ও সর্ব্বযজ্ঞ হইতে অধিক শক্তিসম্পন্ন, তখন কলিযুগে অন্য তপস্যা কি যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন হইতেই সেই ফললাভ হইবে। যথা, বিষ্ণুপুরাণে—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥

অর্থাৎ সত্যকালে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চনা করিয়া যে ফল লাভ হয়, কলিতে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনে তাহাই লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহার ভাগ্যের কথা কি কহিব। তাঁহার ন্যায় মহাভাগ্যবান্ ভুবনে প্রকৃতই দুর্ল্লভ।

"অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণভজ গিয়া।
কুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৭৩॥

অতএব হে বিপ্র! তুমি গৃহে গিয়া অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া কপটতা-শূন্য হইয়া একান্তচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা কর। যে কিছু সাধ্যসাধনতত্ত্ব সকলই শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে লাভ হইবে। সাধন ভক্তির ফলই সাধ্যবস্তু, তাহার নামই প্রেম। সেই পুরুষার্থ-প্রধান প্রেমই প্রয়োজন। এই সকল তত্ত্ব শ্রীহরিনামশ্রবণাদি—শুদ্ধচিত্তে উদিত হইয়া থাকে। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদয় প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥

এই জন্যই শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরাণে বজ্রগম্ভীরস্বরে ঘোষিত হইয়াছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥*

---

* হরের্নাম শ্লোকের বিশদব্যাখ্যা এবং হরেকৃষ্ণাদি তারকব্রহ্ম নামের তাৎপর্য্য বিচার "শ্রীগোবিন্দ নামামৃত" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

অনন্তর কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌর-পূর্ণেন্দু ভাগ্যবান তপন মিশ্রকে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র দান করিলেন। সে মহামন্ত্র এই—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥

দয়াল প্রভু এই তারকব্রহ্মনাম মন্ত্র দান করিয়া কহিলেন,—

"এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৭৪॥

এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক নামমন্ত্র জপমালা সহযোগে সংখ্যা করিয়া জপ করিতে হয়। জপমালার নিত্যতা সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

যস্তু ভাগবতো ভূত্বা ন গৃহ্ণাতি গণিত্রিকাম্।
আসুরী তস্য দীক্ষা তু ন সা ধর্ম্মায় বিদ্যতে॥
গণিত্রিকাং গৃহীত্বা-যো মন্ত্রং চিন্তয়তে বুধঃ।
জন্মান্তর সহস্রাণি চিন্তিতোঽহঞ্চ তেন বৈ॥
মাঙ্গল্যা কুশলা সিদ্ধা সর্ব্বসংসার মোক্ষণী॥

যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তিযুক্ত হইয়া মালা গ্রহণ না করে, তাহার দীক্ষা আসুরী বলিয়া অভিহিত হয়; এবং সে দীক্ষা ধর্ম্মার্থে কল্পিত হয় না। জপমালা গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি মন্ত্র চিন্তা করে, আমি তাহা কর্ত্তৃক সহস্র জন্ম চিন্তিত হইয়া থাকি। ঐ মালা মঙ্গলকরী কুশলা, সিদ্ধিপ্রদা ও সর্ব্বসংসার-পাশমুক্ত-কারিণী বলিয়া জানিবে।

আবার সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলেও তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। যথা—

অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ব্যাসস্মৃতি।

অঙ্গুলীর অগ্রভাগে জপ করিলে, মেরুলঙ্ঘন পূর্ব্বক জপ করিলে অথবা বিনা সংখ্যায় জপ করিলে তাহা বিফল হইয়া থাকে।

জপে কোন্ মালা প্রশস্ত, এক্ষণে তাহাই বিবৃত হইতেছে। যথা—

তুলসীকাষ্ঠঘটিতৈর্ম্মণিভির্জপমালিকা।
সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বেষামীপ্সিতার্থ ফলপ্রদা॥

নারদপঞ্চরাত্র।

অর্থাৎ তুলসীকাষ্ঠ মণি-নির্ম্মিত জপমালা সকল কর্ম্মে সকল অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন। আবার—

পুণ্ডরীকভবামালা গোপাল মন্ত্রসিদ্ধিদা।
আমলক্যাভবা মালা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা ॥
তুলসী সম্ভবা যা তু সা মোক্ষং তনুতেঽচিরাৎ ॥
গৌতমীয় তন্ত্র।

শ্বেতপদ্মবীজ-নির্ম্মিত মালা শ্রীগোপাল মন্ত্রের সিদ্ধিদায়িনী, আমলকী-রচিত মালা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা এবং তুলসী-নির্ম্মিত মালা শীঘ্র মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব বিষ্ণুমন্ত্রাশ্রিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই সর্ব্বদা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা জপমালা ব্যবহার করিবেন।

অথ মালা-নির্ম্মাণবিধি।

মুখেমুখং প্রকর্ত্তব্যং মুখং মুলে বিবর্জ্জয়েৎ।
ধাত্রীফলপ্রমাণেন শ্রেষ্ঠ মেতদুদাহৃতম্ ॥
বদরাণ্ড প্রমাণেন গচ্ছতে মধ্যমাধমে।
নব ত্রিতন্তনা চৈতদ্ গ্রন্থনীয় মসংস্পৃশৎ ॥
ঊর্দ্ধ বক্ত্রঞ্চ মের্ব্বাখ্যং কর্ত্তব্যং তন্নলঙ্ঘয়েৎ ॥ শিবাগম।

অর্থাৎ মালার মুখের দিকে মুখ যোজনা করিবে, মুলের দিকে করিবে না। মূলে মূলে ও মুখে মুখে যোজনা করিবে। ধাত্রীফলপ্রমাণ মালা শ্রেষ্ঠ, কুল-প্রমাণ মালা মধ্যম এবং কুলবীজের প্রমাণ মালা কনিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত। মালা গ্রন্থন করিতে হইলে অগ্রে সূত্রকে তিনগুণ করিয়া পরে পুনরায় তিনগুণ করিয়া নবগুণিত সূত্রে গ্রন্থন করিতে হইবে। মালা পরস্পর সংস্পৃষ্ট না হয়, এরূপভাবে মালাদ্বয়ের মধ্যে একটী করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থি দিতে হইবে। মেরু ঊর্দ্ধমুখ করিয়া স্থাপন কর্ত্তব্য এবং জপকালে তাহা লঙ্ঘন করিবে না।

সূত্র সম্বন্ধে কার্পাস সূত্রেই উৎকৃষ্ট। যথা—

কার্পাসসম্ভবং সূত্রং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদং।
তচ্চ বিপ্রেন্দ্র কন্যাভি র্নির্ম্মিতঞ্চ সুশোভনং ॥
ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য গ্রথয়েৎ শিল্পশাস্ত্রতঃ ॥

কার্পাসতুলাজাত সূত্র ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণকুমারী দ্বারা সূত্র নির্ম্মাণ করাইয়া নবগুণিত সূত্রে মালা গাঁথিতে হইবে।

এইরূপে মালা গ্রন্থন করা হইলে তাহাকে যথাবিধি সংস্কার করিয়া লইতে হইবে।

অথ মালা-সংস্কার-বিধি।

ক্ষালয়েৎ সদ্যো জাতেন বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ।
ধূপয়েদপ্যঘোরেণ লেপয়েৎ পুরুষেণ তু॥
মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকন্তু শতং শতং।
মেরুঞ্চ পঞ্চমেনৈব তথা ঘোরেণ মন্ত্রয়েৎ॥ শিবাগম।

অর্থাৎ সদ্যোজাত মন্ত্র দ্বারা পঞ্চগব্যে (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র) ও উত্তমজলে মালাকে প্রক্ষালন করিবে। সদ্যোজাত মন্ত্র,—"ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমোনমঃ। ভবে ভবে নাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ।" অনন্তর বামদেব মন্ত্রে অগুরুচন্দনাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। বামদেব মন্ত্র—"ওঁ বামদেবায় নমঃ জ্যেষ্ঠায় নমঃ রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমঃ বলপ্রমথায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমঃ মনোন্মথনায় নমঃ।" পরে অঘোর মন্ত্রে মালাকে ধূপন করিবে। অঘোর মন্ত্র,—"অঘোরেভ্যোঽথঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্ব সর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ শিবেভ্যঃ।" অনন্তর তৎপুরুষ মন্ত্রদ্বারা মালাতে চন্দনাদি লেপন করিবে। তৎপুরুষ মন্ত্র—"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।" পরে ঈশানাদি পঞ্চম মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেক মালাকে একশতবার অভিমন্ত্রিত করিবে। ঈশানাদিমন্ত্র—"ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতি ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদা শিবোমিতি।" মেরুকে উক্ত ঈশানাদি মন্ত্রে ও অঘোরমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। পরিশেষে প্রত্যেক মালা ও মেরুকে পূজা করিবে। এইরূপে শ্রীগুরুদেবের দ্বারা মালা সংস্কার করাইয়া গ্রহণ করিলে মালা সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিদায়িনী হইয়া থাকেন।

মালাকে প্রণাম করিয়া একাগ্রচিত্তে পূর্ব্বোক্ত শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র জপ করিতে হইবে। জপকালে উত্তরীয় ধারণ করিবেন, মস্তকাদি অঙ্গ সঞ্চালন করিবেন না, তৎকালে অন্য বাক্যালাপ বা অন্য বিষয় চিন্তা নিষিদ্ধ। জপে

তর্জ্জনী অঙ্গুলী বর্জ্জন করিবে। মধ্যমার মধ্যভাগে মালা রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এক একটী মালা আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। একবার মালা শেষ হইলে, পুনরায় জপের সময় মেরু উল্লঙ্ঘন না করিয়া মালা ঘুরাইয়া লইতে হইবে। মালা নির্জ্জন স্থানে জপ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

জপ ত্রিবিধ।—বাচিক, উপাংশু ও মানস। এই ত্রিবিধ জপযজ্ঞ পরস্পর উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বরযোগে স্পষ্ট করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জপ করার নাম বাচিক জপ। জিহ্বা ও ওষ্ঠ ঈষৎ চালিত করিয়া ধীরে ধীরে কেবল নিজের শ্রবণযোগ্যরূপে মন্ত্রোচ্চারণের নাম উপাংশু জপ। মন্ত্রার্থ চিন্তনাভ্যাসের নাম মানস জপ। মানস জপই সর্ব্বোত্তম। মালা ও জপ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় শ্রীগুরুস্থানে এবং শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ১৭শ বিলাসে দ্রষ্টব্য। বাহুল্য বোধে অধিক উদ্ধৃত করা হইল না।

অনন্তর মালার অপর নিয়ম সকল কথিত হইতেছে। যথা—

তর্জ্জন্যা ন স্পৃশেৎ সূত্রং কম্পয়েন্ন বিধুনয়েৎ।
অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব মধ্যস্থং পরিবর্ত্তং সমাচরেৎ॥
ন স্পৃশেৎ বামহস্তেন করভ্রষ্টাং ন কারয়েৎ॥

অর্থাৎ তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা মালা স্পর্শ করিবে না, এবং মালা কম্পিত বা নিক্ষিপ্ত করাও অনুচিত। অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বের মধ্যে রাখিয়া ঘূর্ণন করিবে। মালা বামকর দ্বারা স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ এবং যাহাতে মালা হস্তভ্রষ্ট না হয় তাহা করিবে। যেহেতু,—

কম্পনাৎ সিদ্ধিহানিস্যাৎ ধূননং বহুদুঃখদং।
শব্দে জাতে ভবেদ্রোগঃ করভ্রষ্টা বিনাশকৃৎ॥
ছিন্নে সূত্রে ভবেন্মৃত্যু তস্মাদদ্ধ পরো ভবেৎ॥

অর্থাৎ কম্পনে সিদ্ধিহানি, ক্ষেপণে বহুদুঃখ, শব্দোৎপন্নে ব্যাধি, হস্তভ্রষ্ট হইলে বিনাশ এবং সূত্র ছিন্ন হইলে মৃত্যু হয়। অতএব এক বৎসর পরে মালা পুনরায় নূতন সূত্রে গ্রন্থন করিবে। অনবধানবশতঃ দৈবাৎ উক্ত বিঘ্ন উপস্থিত হইলে ১০৮বার মন্ত্র জপ করিবে এবং করভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত বা পদে পতিত হইলে পঞ্চগব্যদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া ২১৬বার মন্ত্র জপ করিবে। করমালায় অক্ষমালার ন্যায় ছিন্ন-ভিন্নাদি দোষ থাকিবার সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু উহা নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য-কর্ম্মেই অধিক প্রশস্ত। যথা—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং করে কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
করমালা মহাদেবি! সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা।
ছিন্নভিন্নাদি দোষোঽপি করে নাস্তি কদাচন।
অক্ষয়স্ত করো দেবি! মালা ভবতী তাদৃশী॥

সনৎকুমার সংহিতা।

যাহা হউক, শ্রীতুলসী কাষ্ঠসম্ভবা জপমালাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসদাচারসম্মত, সুতরাং নিত্য ব্যবহার্য্য। মালাগ্রহণের মন্ত্র। যথা—

অবিঘ্নং কুরু মালে ত্বং হরিনামজপেষু চ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো র্দাস্যং দেহি মালে তু প্রার্থয়ে॥

মালা রাখিবার মন্ত্র। যথা—

পতিতপাবনং নাম নিস্তারয় নরাধমং।
রাধাকৃষ্ণস্বরূপায় চৈতন্যায় নমোনমঃ॥
ত্বং মালে সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা।
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তু তে॥

জপ সমর্পণের মন্ত্র। যথা—

গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব যৎ প্রসাদাৎ ত্বয়িস্থিতে॥

এইরূপে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র অপরাধশূন্য হইয়া সাধন করিতে করিতে যখন প্রেমাঙ্কুরের উদয় হইবে, তখন সাধ্য সাধন তত্ত্ব আপন হইতেই স্ফূর্ত্তি পাইবে। অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমই সাধ্য বস্তু। সাধন ভক্তিই তাহার সাধন। গুরুপদাশ্রয় মন্ত্র দীক্ষাদি এবং নাম শ্রবণ কীর্ত্তন সমস্তই সাধন ভক্তির অন্তর্গত। তন্মধ্যে কেবল শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারাই সাধ্যবস্তু প্রেম লাভ হইয়া থাকে। যথা—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ॥

শ্রীনাম কীর্ত্তনই যাঁহার ব্রত, সেই ভগবদ্ভজনশীল ব্যক্তি নিজপ্রিয় শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে যখন প্রেমের উদয়ে বিবশ-হৃদয় হইয়া পড়েন, তখন তিনি উন্মাদের ন্যায় লোকাপেক্ষা না করিয়া কখন

উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখন বা নৃত্য করিতে থাকেন।

এই প্রেমরূপ সাধ্য ভক্তিই শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ সাধন ভক্তির ফল। সুতরাং শ্রীভগবৎপ্রেম সাধ্য নহে। যথা—

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥" শ্রীচৈঃ চ।

অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলেই তাহাতে প্রেম-সূর্য্যের স্নিগ্ধ প্রভা স্বয়ংই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, অন্য কোন সাধনাদির অপেক্ষা করেন না।

অতএব হে বিপ্র! তোমার যখন শ্রীকৃষ্ণভজনে দৃঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে, তখন উহা অব্যর্থ শ্রীভগবৎ-প্রেম প্রদান করিবে। অনুরাগ হওয়া বিশেষ ভাগ্যের কথা। অতএব তুমি গৃহে গিয়া সকল কুটিনাটী অর্থাৎ কপট বৈরাগ্য ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া একান্তচিত্তে কেবল শ্রীহরিনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও জপ করিতে থাক।

দীনৈকশরণ শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই শিক্ষা শ্রবণ করিয়া ভাগ্যবান্ তপনমিশ্র আপনাকে অতিশয় কৃতার্থ মনে করিলেন এবং শ্রীপ্রভুর চরণমূলে পতিত হইয়া সঙ্গে যাইয়া শ্রীনবদ্বীপে বাস করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। তখন শ্রীশচীনন্দন তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন,—

"—তুমি শীঘ্র যাহ বারাণসী।
তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্য সাধন॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৭৪॥

শ্রীপ্রভুর এই আজ্ঞা-প্রসাদ শিরোধার্য্য করিয়া তপন মিশ্র সস্ত্রীক কাশীতে গিয়া বাস করিলেন। প্রভু মিশ্রকে নিজ সঙ্গ ছাড়াইয়া কেন যে বারাণসী পাঠাইলেন, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারই লিখিয়াছেন,—

"প্রভুর অতর্ক্য লীলা বুঝিতে না পারি।
সম্বন্ধ ছাড়ায়ে কেন পাঠান কাশীপুরী॥ চৈঃ চঃ।

তপন মিশ্র বারাণসীধামে দশ বৎসর কাল শ্রীপ্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিলেন এবং কেনই বা এই সুদীর্ঘ কাল হৃদয়ে শ্রীগৌর-বিরহের

দাবদাহ দিবানিশি সহিলেন? তাহার কারণ এই, তপনমিশ্র শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণ ভগবান্ বলিয়া প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। তিনি বিদায়কালে বিরলে যখন—

"মনুষ্য নহেন তিহোঁ নর-নারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁর জগত কারণ॥"

এই স্বপ্নের কথা শ্রীগৌরাঙ্গকে নিবেদন করেন, তখন শ্রীপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

"—সত্য যে হয় উচিত।
আর কারে না কহিবা এ সব চরিত॥" চৈঃ ভাঃ ॥৭৫॥

এজন্য শ্রীগৌরাঙ্গে ভগবদ্বিশ্বাস মিশ্রের হৃদয়ে দৃঢ়মূল হইয়াছিল এবং ভগবানের শ্রীমুখের উক্তি যখন অবিতথ সত্য, তখন শ্রীগৌর-বিভু অবশ্যই একদিন দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন, এই আকাঙ্ক্ষাতেই যেন তিনি উক্ত সুদীর্ঘ সময়কেও তুচ্ছবোধ করিলেন।

অবাধ করুণামৃতবর্ষী শ্রীগৌরশশী কেবল তপন মিশ্রকেই যে কৃপা করিলেন, তাহা নহে, ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনামের মধুর সৌরভে ও প্রেমভক্তির মন্দাকিনী-ধারায় তিনি সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চল এক অচিন্ত্য অপূর্ব্ব ভাবে উন্মাদিত করিলেন। এইরূপে পূর্ব্ব দেশকে ধন্য করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী হইয়াও প্রভু জননীর বিষণ্ণভাব দর্শন করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। বিনয়মধুরবাক্যে কহিলেন,—

"দুঃখিতা তোমারে মাতা দেখি কি কারণ॥
কুশলে আইলুঁ আমি দূরদেশ হৈতে।
কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভালমতে॥
আরো তোমা দেখি বড় দুঃখিত বদন।
সত্য কহ দেখি মাতা ইহার কারণ॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৭৬॥

প্রভু তখন লোকমুখে পত্নীর বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া লোক-চরিত্রের অনুকরণে কিঞ্চিৎ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"কস্য কে পতি পুত্রাদ্যাঃ মোহ এব হি কারণম॥ শ্রীভাঃ

পতি পুত্রাদি কে কাহার? অর্থাৎ কেহ কাহারও নহে। কেবল মোহই এই সকল প্রতীতির কারণ। অতএব—

"—মাতা দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে সে ঘুচিবে কেমনে॥
এইমত কালগতি কেহ কারো নয়।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কয়॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়।
হইল সে কার্য্য কোন্ কার্য্য দুঃখ তায়॥
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তারে বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৭৭॥

এ সংসারে যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তৎসমস্তই নিদ্রার স্বপ্নবৎ অলীক। স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনা সকল বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও যেমন তৎকালে সত্য বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সংসারও মায়াকল্পিত জানিবে।

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়াকল্পিতং জগৎ॥

অথবা রজ্জুতে যেমন সর্প বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ বিশ্বও সত্য বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে। সুতরাং সংসারের সকল ব্যাপারই মিথ্যা ও অনিত্য। মায়াময় সংসারে মায়াধীন জীব মোহ-নিদ্রার ঘোরে অভিভূত হইয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন দেখিতেছে—সংসারে "আমি আমার" সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সংসারের তাবৎ বস্তু সত্যবোধ করিতেছে। এই যে অনিত্য সংসারে অনিত্য বস্তুর সহিত জীবের সম্বন্ধাভিনিবেশ, ইহার কারণ—মোহ। ধর্ম্ম-বিমূঢ়তা অথবা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির নামই মোহ। মোহের অপর নাম অজ্ঞানতা। মোহের স্বরূপ যথা—

মম মাতা মম পিতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহম্।
এতদন্যং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥ পাদ্মে।

আমার মাতা, আমার পিতা, আমার স্ত্রী, আমার গৃহ ইত্যাদি আরও অন্যবিধ বস্তুতে যে মমত্ব তাহাকে মোহ বলে।

সংসারী জীব এই মোহ-পাদপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। এই মোহ-বৃক্ষের স্বরূপ অতীব বিচিত্র। যথা—

লোভঃ পাপস্য বীজোঽয়ং মোহমূলস্তু তস্য হি।
অসত্যং তস্য চ স্কন্ধো মায়া শাখা সুবিস্তারঃ॥
দম্ভ কৌটিল্য পত্রাণি কুকৃত্যা পুষ্পিতঃ সদা।
পৈশুন্যং তস্য সৌগন্ধ মজ্ঞানং ফল মেবহি॥
ছদ্ম পাষণ্ড চৌরাশ্চ কূটাঃ ক্রূরাশ্চ পাপিনঃ।
পক্ষিণো মোহবৃক্ষস্য মায়াশাখাসমাশ্রিতাঃ॥
অজ্ঞানন্তু ফলং তস্য রসোঽধর্ম্ম ফলস্য হি।
ভাবোদকেন সংবৃদ্ধ স্তস্য সত্বাৎ স তু প্রিয়ঃ॥
অধর্ম্মস্তস্য সুরভিঃ ক্লেদশ্চ মধুরায়তে।
তাদৃশৈশ্চ ফলৈশ্চৈব সুফলো লোভপাদপঃ॥
তস্য চ্ছায়াং সমাশ্রিত্য যো নরঃ পরিবর্ত্ততে।
ফলানি তস্য যোঽশ্নাতি সুপক্কানি দিনে দিনে॥
ফলানাস্তু রসেনৈব অধর্ম্মেণ তু পোষিতঃ।
সুসংপুষ্টো ভবেন্মর্ত্ত্যঃ পতনায় প্রযচ্ছতি॥ পাদ্মে॥

পাপের বীজস্বরূপ লোভই মোহবৃক্ষের মূল। অসত্য তাহার স্কন্ধ, মায়া তাহার বহু-বিস্তার শাখা। দম্ভ-কুটিলাদি তাহার পত্র-পল্লব। তাহাতে কুকর্ম্মরূপ পুষ্পসমূহ সর্ব্বদা প্রস্ফুটিত। পিশুনতা (খলতা) তাহার সুগন্ধ এবং অজ্ঞানতাই তাহার ফল। কপট, পাষণ্ড, চোর, কুটিল, ক্রূর ও পাপীগণই পক্ষীরূপে সেই মোহবৃক্ষের মায়াশাখায় অবস্থান করে। উক্ত অজ্ঞানফলের রস অধর্ম্ম। এই অধর্ম্মের ক্লেদই আপাত-মধুর ও সুরভি অনুভূত হয়। যে ব্যক্তি এই লোভ-পাদপের ছায়াকে আশ্রয় করে এবং প্রতিদিন উহার সুপক্ক ফল ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি উক্ত অজ্ঞানফলের রসস্বরূপ অধর্ম্মে পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ নরকের দিকেই অগ্রসর হইয়া থাকে।

অতএব মোহের বশীভূত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহা ঘটিবে, মনুষ্যের সাধ্য কি তাহার অন্যথা করে। বিশেষতঃ মমতাস্পদীভূত স্ত্রীপুত্রাদির বিয়োগ বা সংযোগ নিদ্রানুবর্ত্তী স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর।

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥ শ্রীভাঃ ১১।১৭॥

বিশেষতঃ সকলই কালের অধীন।—

যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যাপেয়াতাং তদ্বদ্ভূত সমাগমঃ॥

এই সংসাররূপ মহাসাগরে জীবকুল কাষ্ঠের ন্যায় ভাসিতেছে। সাগরে যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে সম্মিলন হয়, সেইরূপ সংসারে জীবে জীবে সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। দৈববশতঃই এইরূপ ক্ষণস্থায়ী মিলন ঘটিয়া থাকে—আবার কাল-স্রোতে ভাসিয়া কে কোথায় যায় কে বলিতে পারে?

শ্রীভগবানের মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়াই অজ্ঞানান্ধ জীবসকল অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি করিয়া সুখদুঃখের অধীন হয়। নতুবা, ভাবিয়া দেখিলে, এ সংসারে আমি কার? কে আমার? তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।—

কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরা।
কায়ে প্রাণে ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা॥

অর্থাৎ মাতা, পিতা ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতি যাহাদিগকে আপনার বিবেচনা করা যায়, এ সমস্ত কাহার? অর্থাৎ কাহারও নহে। কায়ার সহিত যখন প্রাণেরই সম্বন্ধ নাই, তখন কাহার প্রতি কি ব্যথা আছে?

তাই, ভক্তপ্রবর শ্রীঅক্রূর মহাশয় স্তব করিয়াছেন,—

অহঞ্চাত্মাত্মজাগার দারার্থ স্বজনাদিষু।
ভ্রমামি স্বপ্নকল্পেষু মূঢ়ঃ সত্যধিয়া প্রভো॥ শ্রীভাঃ।

হে প্রভো! আপনার মায়া-শক্তিতে অভিভূত হইয়া আমি স্বপ্নকল্প অনিত্য দেহ, পুত্র, গৃহ, কলত্র, অর্থ ও স্বজনগণের প্রতি নিত্যবুদ্ধি করিয়া অতিশয় মূঢ়ের ন্যায় কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছি।

আবার শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥"

অর্থাৎ হে ভ্রাতঃ! কে তোমার স্ত্রী? তোমার পুত্রই বা কে? এই সংসার-ব্যাপার বড়ই বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা এ সংসারে আসিলে, এই নিগূঢ়তত্ত্ব চিন্তা কর।

সংসার যখন অনিত্য, তখন সংসারের সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু সকলই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার—সকলই মরীচিকায় জলভ্রম। এমন কি, আমাদের এই স্থূল পাঞ্চ-ভৌতিক দেহও স্বপ্ন-কল্প—অনাত্ম। কেবল জীবের স্বরূপ ও ধর্ম্মই নিত্য।

যথা, "ধর্ম্মো নিত্য সুখদুঃখেঽপ্যনিত্যে জীবো নিত্যো হেতুরস্যাপ্যনিত্যঃ ॥"

নিত্যবস্তু অবিনাশী। সুতরাং জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতনবস্ত্র পরিধানের ন্যায় জীব এই স্থূল নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় কর্ম্মফলে পুনর্দ্দেহ ধারণ করিলে অথবা স্ব-স্বরূপে নিত্য (কৃষ্ণদাসরূপে) অবস্থান করিলে দুঃখ কি? বিশেষতঃ জন্মের পর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্মগ্রহণ করিলে জীবকে শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক মরিতেই হইবে। এইজন্য দয়ালপ্রভু জননীকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিতেছেন, "মা! এই নিখিল সংসার জগদীশ্বরের অধীন। সুতরাং তিনি ব্যতীত সংযোগবিয়োগ করিতে আর কেহই সমর্থ নহেন। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রভাবেই জগতের সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। অতএব মা! ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই যে তোমার বধূর বিয়োগ হইয়াছে, ইহার জন্য বৃথা শোক প্রকাশ করিয়া ফল নাই। বিশেষতঃ যে সাধ্বী সুকৃতিফলে স্বামীর অগ্রে জীবন ত্যাগ করে, লোকে তাহাকে পরম সৌভাগ্যবতী বলিয়া থাকে। অতএব তাহার জন্য শোক সন্তাপ পরিত্যাগ করুন।"

ভাবনিধি শ্রীগৌর-ভগবান্ এইরূপ সত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জননীকে শান্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ বিদ্যারসে নিমগ্ন হইলেন। ভাগ্যবান মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিদিন পড়াইতে যান। কোনদিন কোন শিষ্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিয়া পড়িতে আসিলে ধর্ম্মসনাতন প্রভু ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সেই শিষ্যকে লজ্জা দিয়া বলেন,—

"—কেনে ভাই! কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার ॥
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপালে শ্মশান সদৃশ লোকে বলে ॥
বুঝিলাম আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা ॥
চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পড়িবার ॥" চৈঃ ভাঃ ॥৭৮॥

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি শৌচাদি ও নদী বা পুষ্করিণীতে স্নানকার্য্য সমাধা করিয়া (অসক্তপক্ষে মান্ত্র স্নান বিধেয়) বসন পরিধান করিবেন এবং আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন করিয়া অগ্রে বিধিমত তিলক-

ধারণ কর্ত্তব্য। অনন্তর পুনরাচমন পূর্ব্বক বৈদিকী সন্ধ্যা পরে তান্ত্রিকী সন্ধ্যা বিধেয়। যথা—

আচম্যাঙ্গানি সংমার্জ্জ্য স্নানবস্ত্রান্যবাসসা।
পরিধায়াংশুকে শুক্লে নিবিশ্যাচমনং চরেৎ॥
বিধিবৎ তিলকং কৃত্বা পুনশ্চাচম্য বৈষ্ণবঃ।
বিধিনা বৈদিকীং সন্ধ্যা যথোপাসীততান্ত্রিকীং॥ শ্রীহ, ভ, বিঃ।

অর্থাৎ পরিহিত স্নানবস্ত্র ভিন্ন অন্যবস্ত্র দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া শুভ্র পরিধেয় ও উত্তরীয় গ্রহণ করিবেন। পরে উপবেশনান্তে আচমন করিয়া বৈষ্ণব, যথাবিধানে তিলকধারণ করিবেন। অনন্তর পুনরাচমন করিয়া বৈদিকীসন্ধ্যা, তৎপরে তান্ত্রিকী সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবেন।

তিলকধারণ-বিধি।

শ্রীগোপী-চন্দনাদি দ্বারা যথাবিধানে অঙ্গের দ্বাদশ স্থানে তিলক রচনা করিতে হয়। যথা—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণ মথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে॥
শ্রীধরং বাম-বাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥
তৎপ্রক্ষালন তোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি॥

অর্থাৎ—১। ললাটে—শ্রীকেশবায় নমঃ, ২। উদরে শ্রীনারায়ণায় নমঃ, ৩। বক্ষঃস্থলে—শ্রীমাধবায় নমঃ, ৪। কণ্ঠকূপে—শ্রীগোবিন্দায় নমঃ, ৫। দক্ষিণ কুক্ষৌ—শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, ৬। দক্ষিণ বাহৌ—শ্রীমধুসূদনায় নমঃ, ৭। দক্ষিণ-কন্ধরে—শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ, ৮। বামপার্শ্বে—শ্রীবামনায় নমঃ, ৯। বাম-বাহৌ—শ্রীশ্রীধরায় নমঃ, ১০। বামকন্ধরে—শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ, ১১। পৃষ্ঠে—শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ, ১২। কটিদেশে—শ্রীদামোদরায় নমঃ।”—এই বলিয়া যথা-নিয়মে স্বস্ব পরিবার ভেদে শ্রীগুরূপদেশমত তিলক ধারণ করিবেন। অনন্তর

তিলকের প্রক্ষালন জল "শ্রীবাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া অকারাদি দ্বাদশ স্বরের* সহিত স্বীয় মস্তকে ন্যাস করিবেন। আরও লিখিত আছে যে—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতং।
ললাটাদি ক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে॥

প্রথমতঃ ললাট-দেশেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকরচনার বিধান সকলের পক্ষেই নির্দ্দিষ্ট। ললাটাদিক্রমেই ধারণের বিধি নিরূপিত হইয়াছে।

অনন্তর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণের বিধি কথিত হইতেছে—

আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদং।
নাসিকায়া স্ত্রয়োভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে॥
সমারভ্য ভ্রুবোমূল মন্তরালং প্রকল্পয়েৎ॥ শ্রীহ, ভ, বিঃ॥

নাসিকার তৃতীয়ভাগকে নাসামূল কহে। এই নাসামূল হইতে ললাটের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবেন এবং ভ্রূ-যুগলের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ছিদ্র রচনা করিবেন।

আবার, যাহা নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশাবধি বিস্তৃত, সুশোভন ও মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট সেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে হরিমন্দির বলিয়া জানিবে। যথা—

নাসাদি কেশপর্য্যন্ত মূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং।
মধ্যে ছিদ্র সমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং॥ শ্রীহ, ভ, বিঃ।

মধ্যে ছিদ্র না রাখিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা অতীব দোষাবহ। সুতরাং মধ্যে ছিদ্র রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না,—

বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণু বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণে শুদ্ধ সত্ত্বময় শ্রীমৎ গোপীশ্বর নামক শিব এবং মধ্যস্থলে স্বয়ং শ্রীহরি অবস্থান করেন। অতএব মধ্যস্থান লেপন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; করিলে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণকে দূরীভূত করা হয়।

অনন্তর তিলকরচনায় কোন্ অঙ্গুলী ব্যবহার করিলে কিরূপ শ্রেয়োলাভ হয়, তাহাই কথিত হইতেছে। যথা,—

অনামিকা কামোদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্ত স্তর্জ্জনী মোক্ষসাধনী॥ স্মৃতি।

* দ্বাদশস্বর যথা,—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৯ং এঃ ঐং ওং ঔং।

অনামিকা অঙ্গুলী অভিষ্টদায়িনী, মধ্যমা আয়ুর্বৃদ্ধিকরী অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিসাধক এবং তর্জ্জনী মোক্ষসাধিকা।

অনন্তর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-রচনায় কোন্ কোন্ স্থলের মৃত্তিকা প্রশস্ত, তাহা কথিত হইতেছে। যথা,—

পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে বিল্বমূলে জলাশয়ে।
সিন্ধুতীরে চ বল্মীকে হরিক্ষেত্রে বিশেষতঃ॥
বিষ্ণোঃ স্নানোদকং যত্র প্রবাহয়তি নিত্যশঃ।
পুণ্ড্রাণাং ধারণার্থায় গৃহ্ণীয়াত্তত্র মৃত্তিকাং॥
শ্রীরঙ্গে বেঙ্কটাদ্রৌ চ শ্রীকূর্ম্মে দ্বারকে শুভে।
প্রয়াগে নারসিংহাদৌ বারাহে তুলসীবনে॥
গৃহীত্বা মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষ্ণুপাদ জলৈঃ সহ।
ধৃত্বা পুণ্ড্রাণি চাঙ্গেষু বিষ্ণু সাযুজ্য মাপ্নুয়াৎ॥ শ্রীহ,ভ,বিঃ৪ বি।

অর্থাৎ পর্ব্বতের শিখরদেশ, নদীতীর, বিল্বমূল, জলাশয়, সিন্ধুতীর, বল্মীক (উই মৃত্তিকা) বিশেষতঃ হরিক্ষেত্র এবং যে স্থানে প্রত্যহ শ্রীবিষ্ণুর স্নানোদক নিক্ষিপ্ত হয়, সেই স্থানের মধ্যে যে কোন স্থান হইতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনার নিমিত্ত মৃত্তিকা গ্রহণ করিবেন। শ্রীরঙ্গ, বেঙ্কটপর্ব্বতে, শ্রীকূর্ম্ম, শুভা দ্বারকা, প্রয়াগ, শ্রীনারসিংহতীর্থাদি, বরাহক্ষেত্র ও তুলসীকানন, ইহার মধ্যে যে কোন স্থান হইতে ভক্তি সহকারে মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর চরণোদকের সহিত ললাটাদি অঙ্গে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে শ্রীবিষ্ণুসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে।

ফলতঃ যাহা সর্ব্বোত্তম হরিক্ষেত্র সেই মথুরামণ্ডল হইতেই মৃত্তিকা গ্রহণ কর্ত্তব্য। অভাবে উল্লিখিত স্থান সমূহের মধ্যে যে কোন স্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ প্রশস্ত জানিবেন। যথা,—

যত্তু দিব্যং হরিক্ষেত্রং তস্যৈব মৃদমাহরেৎ।"

তন্মধ্যে শ্রীগোপীচন্দনের মাহাত্ম্য কিরূপ অদ্ভুত এক্ষণে তাহাই কথিত হইতেছে। এই শ্রীগোপীচন্দন স্পর্শে অতিমাত্র মহাপাপীও পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকেন। যথা,—

ব্রহ্মঘ্নো বাথ গোঘ্নো বা হেতুকঃ সর্ব্বপাপকৃৎ।
গোপীচন্দন সম্পর্কাৎ পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥ শ্রীহ,ভ,বিঃ।

অর্থাৎ ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, কুতর্কী অথবা সর্ব্ববিধপাপকারী যে কেহ হউক না কেন, শ্রীগোপীচন্দন স্পর্শমাত্র তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া থাকে।

এমন কি, যাঁহার গৃহে শ্রীগোপীচন্দন বিরাজিত থাকেন, তাঁহার পাতক ভয় পর্য্যন্ত বিদূরিত হয় এবং শ্রীহরি স্বয়ং তথায় অবস্থান করেন। যথা,—

গোপী মৃত্তুলসী শঙ্খঃ শালগ্রামঃ সচক্রকঃ।
গৃহেঽপি যস্য পঞ্চৈতে তস্য পাপভয়ং কুতঃ॥ স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ গোপীচন্দন, তুলসী, শঙ্খ ও দ্বারকাচক্রাঙ্ক সহিত শালগ্রাম শিলা যাহার গৃহে বিদ্যমান, তাহার পাতকভয় কোথায়?

যস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি গোপীচন্দনং, ভক্ত্যাললাটে মনুজো বিভর্ত্তি।
তস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা হরি, শ্রদ্ধান্বিতঃ কংসনিহা বিহঙ্গম॥ গরুড়।

হে গরুড়! যে গৃহে গোপীচন্দন বিরাজিত এবং যে গৃহে মানব ভক্তি সহকারে ললাটে গোপীচন্দনের তিলক ধারণ করেন, সেই গৃহে কংসারি শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

আবার সন্ধ্যাবন্দন-পূজাদি শ্রীহরির প্রীতি উদ্দেশে যে কোন কর্ম্মই হউক অথবা নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মাদিই হউক, শ্রীগোপীচন্দন নির্ম্মিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া সম্পাদন করিলে কোটীগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে; পরন্তু ক্রিয়াদিবিহীন হইলেও সেই কর্ম্মের ফল অক্ষয় হয়। যথা,—

ক্রিয়া বিহীনং যদি মন্ত্রহীনং শ্রদ্ধাবিহীনং যদি কালবর্জ্জিতং।
কৃত্বা ললাটে যদি গোপীচন্দনং প্রাপ্নোতি তৎ কর্ম্মফলং সদাক্ষয়ং॥ গরুড়।

অর্থাৎ কর্ম্ম-প্রক্রিয়াহীন, মন্ত্রহীন, শ্রদ্ধাহীন, কিম্বা কালবহির্ভূত হইলেও ললাটে শ্রীগোপীচন্দন নির্ম্মিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিদ্যমান থাকিলে সেই কর্ম্মকর্ত্তা সর্ব্বদা অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অতএব ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার নিত্যতা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে,—

মৎ প্রিয়ার্থং শুভার্থম্বা রক্ষার্থে চতুরানন।
মৎ পূজা হোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ॥
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহং॥ শ্রীহ,ভ,বিঃ,৪র্থ বি।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—হে চতুরানন! আমার ভক্তজন স্থিরচিত্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে ও প্রভাতে আমার অর্চ্চনা এবং হোমকালে, আমার প্রীতি উদ্দেশ্য এবং শুভার্থ কি রক্ষার্থ ভয়নাশন ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নিত্য ধারণ করিবেন।

অধিকন্তু ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিলে ঘোর প্রত্যবায় এবং যে কিছু ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম করা যায়, তৎ-সমুদায়ই নিষ্ফল হইয়া থাকে। যথা,—

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণং।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বং মূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতং॥ পাদ্মে।

অর্থাৎ যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, বেদাধ্যয়ন ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় তাহা ব্যর্থ হইয়া থাকে।

আবার ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া যে ব্যক্তি সন্ধ্যা-বন্দনাদি করে, তাহার সে কর্ম্ম রাক্ষসের জন্য হয় এবং সে ব্যক্তি নরকগমন করিয়া থাকে। যথা,—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে বিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ।
তৎসর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকং চাধিগচ্ছতি॥ পদ্মপুরাণ।

এইজন্যই আমাদের দয়াল প্রভু শিষ্যকে বলিলেন যে, "যাহার কপালে তিলক না থাকে, তাহার সে কপাল শ্মশান সদৃশ।" শ্রীনারদও বলিয়াছেন,—

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতং।
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশান সদৃশং ভবেৎ॥ পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ যাহার ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শোভিত না থাকে, তাহার দেহ শ্মশান সদৃশ, তাহাকে দর্শন করা কর্ত্তব্য নহে।

তাই প্রভু কহিলেন, "ভাই! তোমার কপালে তিলক দেখিতেছি না কেন? কি উদ্দেশ্যে তুমি তিলক ধারণ কর নাই, প্রকাশ করিয়া বল? যে ব্রাহ্মণের ললাট-দেশে তিলক না থাকে, তাহার সে ললাট তো শ্মশানের ন্যায়! তাহাকে স্পর্শ করা দূরে থাক, দর্শন করাও উচিত নহে। তাহাকে দেখিলে সূর্য্যদর্শন করিয়া পবিত্র হইতে হয়।" সুতরাং,—

বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানাং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে।
অন্যেষান্তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণ অবশ্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। কেবল অবৈষ্ণব শূদ্রগণই ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে, দেবজ্ঞ পণ্ডিতগণের ইহাই মত।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মাহাত্ম্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৪র্থ, বিলাসে যথেষ্ট কীর্ত্তিত আছে। বাহুল্যবোধে উদ্ধৃত হইল না। এক্ষণে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের নির্ম্মাণ-বিধি, কথিত হইতেছে। যথা,—

বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাঃ প্রযত্নতঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মহাভাগ স যাতি পরমাং গতিং॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

হে মহাভাগ! দর্পণে কিম্বা জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া যে ব্যক্তি যত্নসহকারে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র স্ত্রীলোকেরা

পর্য্যন্ত ধারণ করিতে পারেন। এই উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণের নিত্যতার ন্যায় মুদ্রা ধারণের নিত্যতাও শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং চক্রাদি মুদ্রাধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা,—

অঙ্কিতঃ শঙ্খচক্রাভ্যামুভয়োর্ব্বাহুমূলয়োঃ।
সমর্চ্চয়েদ্ধরিং নিত্যং নান্যথা পূজনং ভবেৎ॥ স্মৃতি।

অর্থাৎ উভয় বাহুমূলে গোপীচন্দনাদি দ্বারা শঙ্খ ও চক্রচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া নিত্য শ্রীহরির অর্চ্চনা করা বিধেয়। তাহা না করিলে পূজা সিদ্ধ হয় না।

মুদ্রা ধারণ যখন অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন তাহার মাহাত্ম্য যে অনির্ব্বচনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া এক্ষণে মুদ্রাধারণ বিধি বিবৃত করা যাইতেছে। যথা,—

চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেঽপি দক্ষিণে।
গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ॥
শঙ্খোপরি তথা পদ্মং পুনং পদ্মঞ্চ দক্ষিণে।
খড়্গং বক্ষসি চাপঞ্চ সশরং শীর্ষ্ণি ধারয়েৎ॥
ইতি পঞ্চায়ুধান্যাদৌ ধারয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ।
মৎসঞ্চ দক্ষিণে হস্তে কূর্ম্মং বামকরে তথা॥
দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনং।
মৎস্যং পদ্মং চাপরেঽথ শঙ্খং পদ্মং গদাং তথা॥

অর্থাৎ দক্ষিণ বাহুতে চক্র (১), শঙ্খ (২) ও পদ্ম, বাম বাহুতে শঙ্খ, গদা, গদার নিম্নে চক্র ও শঙ্খের উপর পদ্ম, বক্ষঃস্থলে খড়্গ এবং মস্তকে শর সহিত শরাসন ধারণীয়। বৈষ্ণবব্যক্তি অগ্রে এই পঞ্চায়ুধ ধারণ করিয়া পরে দক্ষিণ হস্তে মৎস্যচিহ্ন ও বামহস্তে কূর্ম্মচিহ্ন ধারণ করিবেন। আর ব্রাহ্মণ,

---

(১) চক্রের লক্ষণ। যথা—

দ্বাদশারস্ত ষট্‌কোণং বলয়ত্রয়সংযুতং।
চক্রং স্যাদ্দক্ষিণাবর্ত্তঃ শঙ্খশ্চ শ্রীহরেঃস্মৃতঃ॥

দ্বাদশটী আর (চাকার পাখী) ছয়টী কোণ ও তিনটী বলয় সংযুক্ত হইলে সুদর্শন চক্র কহে। (২) শঙ্খ—শ্রীহরির দক্ষিণাবর্ত্ত নামক শঙ্খ অর্থাৎ যাহার দক্ষিণ দিক হইতে আবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। গদাপদ্মাদির নির্ম্মাণ যেরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে, পণ্ডিতগণ তদনুসারেই গ্রহণ করেন।

তে সুদর্শন চক্র, মৎস্য ও পদ্ম এবং বাম বাহুতে শঙ্খ, পদ্ম ও গদা ধারণ করিবেন। অথবা—

মুদ্রা বা ভগবন্নাম্নাঙ্কিতা বাষ্টাক্ষরাদিভিঃ ॥
সাম্প্রদায়িক শিষ্টানামাচারাচ্চ যথারুচি।
শঙ্খচক্রাদি চিহ্নানি সর্ব্বেষঙ্গেষু ধারয়েৎ ॥
ভক্ত্যা নিজেষ্টদেবস্য ধারয়েল্লক্ষণান্যপি।

মুদ্রা শ্রীভগবানের "রাম কৃষ্ণাদি" নাম সকল দ্বারা কিম্বা অষ্টাক্ষর বা পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সাম্প্রদায়িক শিষ্টাচার অনুসারে নিজ অভিরুচি মত শঙ্খ, চক্রাদি চিহ্ন সকল সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবেন; এবং ভক্ত, ভক্তি সহকারে নিজ অভীষ্টদেবতার চিহ্ন সকল ও তদীয় মঙ্গলময় নাম সকল যথানিয়মে অঙ্গে ধারণ করিবেন। এইরূপে শ্রীগোপী-মৃত্তিকা দ্বারা তিলক মুদ্রাদি রচনা পূর্ব্বক যথাবিধি আচমন করিয়া অগ্রে বৈদিকী সন্ধ্যা পরে তান্ত্রিকী সন্ধ্যা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্ধ্যা করিবেন। তিলকধারণ ব্যতীত সন্ধ্যা-বন্দনা অকর্ত্তব্য বলিয়াই শ্রীপ্রভু সেই পড়ুয়াকে বলিলেন,—"আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা।" অর্থাৎ বন্ধ্যানারী যেরূপ সন্তান প্রসব করে না, সেইরূপ তিলক ধারণ না করিয়া সন্ধ্যা করিলে তাহাতেও কোন সুফলোদয় হয় না। অতএব তিলক ধারণ ও সন্ধ্যাবন্দনা করা যে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য দয়াল শ্রীপ্রভু এস্থলে তাহা স্পষ্টভাবে উপদেশ করিলেন। কিন্তু এই সকল বিষয়কে যাঁহারা বিধিমার্গ বা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন, তাঁহারা যে অতি-ভ্রান্ত, প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা অবহেলা করিয়া নিতান্ত অপরাধী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

করুণাময় শ্রীগৌরভগবান্, পড়ুয়াকে সেদিনকার মত ক্ষমা করিতে পারিতেন, কিন্তু কলির দুর্ব্বুদ্ধি জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার প্রতি কঠোর আজ্ঞা করিলেন,—"চল, সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার। সন্ধ্যা করি তবে সে আসিবে পড়িবার॥"—যাও, পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যাও,—যাইয়া আগে সন্ধ্যা কর। সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন হইলে পর পড়িতে আসিও।"

সন্ধ্যাবিহীন ব্যক্তি সর্ব্বদাই অশুচি, এবং নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়ায় অনধি-[কারী]। যথা—

সন্ধ্যাহীনোঽশুচি নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ ॥

যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নং ধর্ম্মকার্য্যে দ্বিজোত্তমঃ।
বিহায় সন্ধ্যাপ্রণতিং স যাতি নরকাযুতং॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সন্ধ্যা না করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই অশুচি, এবং সকল কর্ম্মে অনধিকারী। সন্ধ্যাহীন হইয়া যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহার ফললাভ হয় না। এমন কি, কোন সৎব্রাহ্মণও যদি সন্ধ্যা না করিয়া অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে যত্নবান হন, তাহা হইলে তিনিও দেহান্তে অযুতসংখ্য নরক ভ্রমণ করেন।

সুতরাং এই ভগবদ্বিভূতিস্বরূপা সন্ধ্যা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণের অবশ্য উপাসনীয়া, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যাবিধি।

এই সন্ধ্যাবিধির অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এস্থলে লিখিত হইতেছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "বেদানাং সামবেদোঽস্মি" অর্থাৎ বেদসমূহের মধ্যে আমি সাম বেদ। সুতরাং সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রয়োগই প্রশস্ত বোধে বিবৃত হইতেছে। আকাশে যে সময় দুই একটি নক্ষত্র দেখা যায়, সেই সময় প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা এবং সূর্য্য যখন আকাশের মধ্যস্থলে অবস্থান করেন, তখন মধ্যাহ্নসন্ধ্যা কর্ত্তব্য।

সন্ধ্যোপাসনা সম্বন্ধে শ্রীবশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে—

গৃহে ত্বেকগুণা সন্ধ্যা গোষ্ঠে দশগুণা স্মৃতা।
শত সাহস্রিকা নদ্যা মনন্তা বিষ্ণুসন্নিধৌ॥

অর্থাৎ গৃহে সন্ধ্যোপাসনা করিলে একগুণ, গোষ্ঠে দশগুণ, নদীতে শতসহস্র গুণ এবং শ্রীহরির সমীপে করিলে অনন্তগুণ ফলপ্রদ হয়।

প্রথমতঃ "ওঁবিষ্ণুঃ ওঁবিষ্ণুঃ ওঁবিষ্ণু। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" এই বলিয়া আচমন করিবেন। আচমনের বিধি এই—

প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌচ ত্রিঃপিবেদম্বু বীক্ষিতং।
সংবৃত্তাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখং॥
সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরং॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্ত চক্ষুঃ শ্রোত্রে পুনঃপুনঃ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিং হৃদয়ন্ত তলেন বৈ॥
সর্ব্বাভিস্ত শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ॥

অর্থাৎ প্রথমতঃ হস্ত ও পদদ্বয় ধৌত পূর্ব্বক দৃষ্টিপূত জলদ্বারা বারত্রয় জলপান করিবে। একটী মাসকলাই মগ্ন হইতে পারে এ পরিমাণ জল দক্ষিণ করতলে স্থাপন পূর্ব্বক ঐরূপ আচমন করিয়া ঈষৎ কুঞ্চিত অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার মুখমার্জ্জনা করিবেন। অনন্তর তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয় একত্র করতঃ মুখ স্পর্শ করিবেন। পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা চক্ষু ও কর্ণদ্বয়, দুইবার স্পর্শ করিবেন। তাহার পর অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাযোগে নাভিদেশ, করতল দ্বারা হৃদয়, সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা শিরোদেশ এবং সর্ব্বাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুযুগল স্পর্শ করিবেন।

এই মত আচমন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যার সময় অতিক্রান্ত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা আরম্ভ করিতে হয়। তাহার পর আপোমার্জ্জন করা বিধেয়। তদ্ যথা—

"ওঁশন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তনূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ। ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়োভূবোস্তান ঊর্জ্জে দধাতনঃ মহেরণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরস স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ। ওঁতস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত ততো রাত্র্য-জায়ত ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোহজায়ত। অহো-রাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী। সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীচান্তারীক্ষ মথো স্বঃ॥"

এইরূপে উক্ত মন্ত্রে জলরূপী-নারায়ণের উপাসনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রাণায়ামের পূর্ব্বে প্রণবের ঋষি, ছন্দ, অধিষ্ঠাত্রীদেবতা, এবং কি কার্য্যে উহার প্রয়োগ হইতেছে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। সকল মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বেই সকল প্রকাশ করা আবশ্যক। যথা—

"ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতিঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতীপংক্তি ত্রিষ্টুব্ জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুবরুণসূর্য্য বৃহস্পতীন্দ্র বিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণা-য়ামে বিনিয়োগঃ।"

এই বলিয়া জলদ্বারা মস্তক বেষ্টন পূর্ব্বক পুনরায় পাঠ করিবেন—

"গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।"

এই বলিয়া পুনরায় জলদ্বারা মস্তক বেষ্টন করিবেন ও আবার পাঠ করিবেন—

"গায়ত্রী শিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়ুগ্নি সূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।"

অনন্তর জলদ্বারা পুনর্ব্বার মস্তক বেষ্টন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করতঃ বামনাসাপুটে বায়ু পূরণ করিতে করিতে নাভি-দেশে এইরূপ ব্রহ্মার ধ্যান করিবেন—

"রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং; ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপোজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ।"

তার পর অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলির সাহায্যে বামনাসাপুট ধারণপূর্ব্বক বায়ু স্তম্ভন করিতে করিতে হৃদয়ে এইরূপ শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিবেন—

"নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ।"

অনন্তর বৃদ্ধাঙ্গুলি উত্তোলিত করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু রেচন করিতে করিতে ললাটে শম্ভুর ধ্যান করিবেন—

"শ্বেতং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং; ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ।"

এইরূপ গায়ত্রীর অর্থচিন্তা করিব র পর আচমন করিবেন। এই আচমন ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিবিধ। প্রথমতঃ প্রাতরাচমন কথিত হইতেছে। দক্ষিণ হস্তে জল গ্রহণপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবেন। তদ্ যথা—

"সূর্য্যস্য মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যোরক্ষন্তাং। যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষ্যং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু। যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥"

অনন্তর মধ্যাহ্নাচমন মন্ত্র কথিত হইতেছে।—

"আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম তৎসর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।"

অথ সায়াহ্নাচমন মন্ত্র। যথা—

"অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষি প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যু মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহ্না পাপমকাযং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু। যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।"

অনন্তর জলে গায়ত্রী জপ করিয়া পুনর্ম্মার্জ্জন করিবেন। তন্মন্ত্র, যথা—

"আপো হি ষ্ঠেতি ঋকৃত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবঃ স্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহেরণায়ঃ চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহনঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ।"

ইহার পর এক গণ্ডূষ জল নাসিকায় সংলগ্ন করিয়া অঘমর্ষণ করিবেন। তন্মন্ত্র, যথা—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি মন্ত্রস্য অঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্র মসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।"

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বাম নাসা দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ-পাপপুরুষের সহিত সেই বায়ু নিঃসরণ করত বাম করতলস্থ জল গণ্ডূষের সহিত তাহা ভূমিতলে বারত্রয় নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক গায়ত্রী পাঠের সহিত তিন অঞ্জলি জল সূর্য্যকে প্রদান করিবেন। অনন্তর

প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া এবং মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্যের উপাসনা করিবেন।

"উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কন্ন ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্। চিত্র মিত্যস্য কৌৎসঋষিঃ স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবনামুদগাদনীকং চক্ষু মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ, আপ্রা দ্যাবা পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্থ স্থুষশ্চ।"

তাহার পর প্রত্যেকবার নিম্নলিখিত এক একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া এক এক বার জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তর্পণ করিবেন। তন্মন্ত্র, যথা—

"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ওঁ আচার্য্যেভ্যো নমঃ। ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ। ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ বেদেভ্যো নমঃ। ওঁ দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ মৃত্যবে নমঃ। ওঁ বায়বে নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ উপজায় নমঃ।"

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া গায়ত্রীর আবাহন করিবেন। যথা—

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাত ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপাপনয়নে বিনিয়োগঃ।"

এইরূপে আবাহন করিয়া অগ্রে ঋষ্যাদি ন্যাস, তৎপরে ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। যথা ঋষ্যাদিন্যাস—

"শিরসি বিশ্বামিত্র ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি সবিতে দেবতায়ৈঃ নমঃ।

অথ ষড়ঙ্গধ্যান।

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা। ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ স্বঃ কবচায় হুঁ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্ব করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

এইরূপ অঙ্গন্যাস করিয়া তিনবার করতালি প্রদান করত দিগ্বন্ধন করিবেন। তাহার পর কূর্ম্মমুদ্রা* প্রদর্শন পূর্ব্বক গায়ত্রীর ধ্যান করিবেন। যথা—

* কূর্ম্মমুদ্রা—"বামহস্তস্য তর্জ্জন্যাং দক্ষিণস্য কনিষ্ঠয়া। তথা দক্ষিণ তর্জ্জন্যাং বামাঙ্গুষ্ঠেন যোজয়েৎ। উন্নতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাদিকাঃ।

প্রাতঃকালের ধ্যান।

ওঁ কুমারীমৃগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাং॥

মধ্যাহ্নকালের ধ্যান।

ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাম্॥

সায়াহ্নকালের ধ্যান।

ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থাং সামবেদ সমাযুতাম্॥"

এইরূপে গায়ত্রীকে প্রাতঃকালে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী এবং সায়াহ্নে সরস্বতীরূপা ধ্যান করিতে করিতে প্রাতে উর্দ্ধোত্তান করে (চিৎহস্তে) মধ্যাহ্নে তির্য্যক্ করে অর্থাৎ কুঞ্চিত হস্তে এবং সায়াহ্নে উপবেশন পূর্ব্বক অধোমুখ হস্তে গায়ত্রী দশবার, সমর্থ হইলে শতবার বা সহস্রবার জপ করিবেন। দশবার জপে করাঙ্গুলির নিয়ম এই যে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্বদ্বয়, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্রপর্ব্বত্রয়, অনামিকার ও মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব্বত্রয় যথাক্রমে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রপর্ব্ব যোগে গণনা করিবেন। জপের সংখ্যা ঐরূপ ক্রমে বামকরে রাখিতে হইবে। গায়ত্রীমন্ত্র যথা—

অঙ্গুলি যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্যচ। বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা। অধোমুখে চ তে কুর্য্যাৎ দক্ষিণস্য করস্য ৮। কূর্ম্মপৃষ্ঠসমং কুর্য্যাৎ দক্ষপাণিঞ্চ সর্ব্বতঃ। কূর্ম্মমুদ্রেয় মাখ্যাতা দেবতাধ্যান কর্ম্মনি।" অর্থাৎ বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলিতে বাম অঙ্গুষ্ঠ সংযোজিত পূর্ব্বক দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিবেন। অনন্তর বামহস্তের মধ্যমাদি অঙ্গুলি দক্ষিণ হস্তের ক্রোড়ে সংযোজিত পূর্ব্বক দক্ষিণ করের মধ্যমা ও অনামিকা বাম করের পিতৃতীর্থ স্থানে অর্থাৎ তর্জ্জনী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মধ্যে অধোমুখে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্ত সর্ব্বতোভাবে কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় করিলেই তাহাকে কূর্ম্মমুদ্রা কহে। ইহা সাধারণী পঞ্চমুদ্রার অন্তর্গত। দেবতার ধ্যানাদি কর্ম্মে প্রশস্ত।

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

অনন্তর—

"ওঁ মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥"

এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক এক অঞ্জলি জল দিয়া গায়ত্রীকে বিসর্জ্জন করিবেন। তদনন্তর—

"অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্। ওঁ আদিত্য শুক্রাভ্যাং নমঃ।'

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবেন। তাহার পর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া আত্মরক্ষা মন্ত্র পাঠ করিবেন। তদ্ যথা—

"জাত বেদস ইত্যস্য কাশ্যপ ঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নি দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাত বেদসে সুনবাম সোম মবাতীয়তো নিদহাতি। বেদঃ স নঃ পরিষদতি দুর্গানি বিশ্বানাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।"

এই বলিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবেন। তাহার পর কৃতাঞ্জলি হইয়া রুদ্রোপস্থান অর্থাৎ রুদ্রের উপাসনা করিবেন। তন্মন্ত্র, যথা—

"ঋতমিত্যস্য কালাগ্নি রুদ্র ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো
রুদ্রো দেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ।
ওঁ ঋতং সত্যং পরংব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গলং।
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ॥

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ অদ্ভ্যো নমঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ রুদ্রায় নমঃ।"

উক্ত পঞ্চদেবতার প্রত্যেককে 'প্রণবাদি নমঃ' মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবেন। অতঃপর সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবেন। তন্মন্ত্র যথা—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥

ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

এই বলিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য তদভাবে জল প্রদান করিবে। তৎপরে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্র—

"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥"

প্রণামান্তর প্রার্থনা করিবেন, যথা—

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥

এই বলিয়া এক গণ্ডূষ জল প্রদান করিবেন।

এইরূপে বৈদিকী-সন্ধ্যা সমাপনান্তর তান্ত্রিকী অর্থাৎ কৃষ্ণ-সন্ধ্যার অনুষ্ঠান রবেন।

ততঃ সংপূজ্য সলিলে নিজাং শ্রীমন্ত্রদেবতাং।
তর্পয়েদ্বিধিনা তস্য তথৈবাবরণানি চ ॥

অর্থাৎ তাহার পর জলে নিজ মন্ত্র-দেবতার পূজা করিয়া তাহার আবরণ বতাগণেরও যথাবিধানে তর্পণ করিবেন।

বৌধায়ন স্মৃতিতে লিখিত আছে যে,—

হবিষাগ্নৌ জলে পুষ্পৈর্ধ্যানেন হৃদয়ে হরিং।
অর্চ্চন্তি সূরয়ো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে।
সূর্য্যে চাভ্যর্হনং শ্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ ॥

অর্থাৎ জ্ঞানীগণ অগ্নিতে ঘৃতদ্বারা, জলে পুষ্পদ্বারা, হৃদয়ে ধ্যানের দ্বারা, র্য্যমণ্ডলে জপের দ্বারা, শ্রীহরির নিত্য অর্চ্চনা করিবেন। সূর্য্যমণ্ডলে অর্চ্চনাই শ্রেষ্ঠ, এবং জলমধ্যে জলের দ্বারা পূজা করাই বিধি।

এক্ষণে সন্ধ্যার বিধি কথিত হইতেছে। তদ্ যথা—

মূলমন্ত্রমথোচ্চার্য্য ধ্যায়ন্ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পঙ্কজে।
শ্রীকৃষ্ণ তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সম্যক্ তর্পয়েৎ কৃতী ॥
ধ্যানোদ্দিষ্ট স্বরূপায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে।
কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দদ্যাদর্ঘ্যমনন্তরম্ ॥

অর্থাৎ কৃতীব্যক্তি মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে "শ্রীকৃষ্ণ তর্পয়ামি" বলিয়া বারত্রয় সম্যক্ তর্পণ করিবেন। পরে ধ্যানযোগে যাঁহার স্বরূপ উদ্দিষ্ট করা হইয়াছে, সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্গত সেই শ্রীকৃষ্ণকে কামগায়ত্রী পাঠ করিয়া অর্ঘ্যদান করিবেন।

কামগায়ত্রী যথা,—

"ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে, পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।"

সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া এই গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া পরে "ক্ষমস্ব" শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে বিসর্জ্জন করতঃ শেষে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

অনন্তর মতান্তরে তান্ত্রিকীসন্ধ্যার বিশেষ বিধি জ্ঞাপিত হইতেছে। প্রথমতঃ আচমন পূর্ব্বক জলে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহাতে এই মন্ত্র দ্বারা তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

পরে এই জল মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুশের দ্বারা (নিষ্কাম বৈষ্ণব কুশের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা দ্বারা (১) বারত্রয় জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল মস্তকে সাতবার নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। তন্মন্ত্র যথা,—

"ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ। কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা। গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্। গোপীজন কবচায় হুঁ। বল্লভায় নেত্রাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।"

অনন্তর অগ্রে দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া সেই জল "ক্লীঁ" এই হৃদয়-মন্ত্র পাঠ করত বাম করতলে স্থাপন করিবেন, এবং "বল্লভায়" এই নেত্রমন্ত্র পাঠ করিয়া বামহস্তের অঙ্গুলিমধ্য দিয়া নির্গলিত জলকণা সমূহ দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রোক্ষণ অর্থাৎ ছিটা দিবেন। পরে অবশিষ্ট বামপাণিতলস্থ জল দক্ষিণ কর দ্বারা "স্বাহা" এই অস্ত্রমন্ত্রোচ্চারণ সহকারে নিম্নে ক্ষেপণ করিবেন। এইরূপ প্রক্রিয়া চারিবার করিতে হইবে। পুনরায় "ক্লীং" এই হৃদয় মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া বামনাসাপুটে আকর্ষণ করত দেহমধ্যগত পাপ-প্রক্ষালন পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসাদ্বারা বিসর্জ্জন করিয়া অঘমর্ষণ করিবেন (২)। তাহার পর হস্ত ধৌত পূর্ব্বক আচমন করিয়া "হ্রীঁ হং সঃ ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায়

(১) "শুদ্ধপূতঃ সদা কার্ষ্ণঃ কুশধারণবর্জ্জিতঃ।" পদ্মপুরাণ।
"ন দর্ভধারণং কুর্য্যাৎ ন চ সঙ্কল্পসমাচরেৎ॥" শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ।

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র, এবং কুশ ধারণবর্জ্জিত। পুনশ্চ সত্ত্বাবলম্বী ভক্তগণ কুশধারণ করিবেন না, সঙ্কল্পাচরণ করিবেন না, ইত্যাদি এজন্য বৈষ্ণব-সুধীগণ কুশধারণ স্থলে দূর্ব্বা গ্রহণের বিধি দিয়া থাকেন।

(২) এস্থলে অন্যরূপ সদাচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবশ্যক বোধে লিখিত হইতেছে। "ষড়ঙ্গ ন্যাসের পর বামহস্তে জল লইয়া দক্ষিণ হস্ত আচ্ছাদ

এই মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবেন। তাহার পর শ্রীগোপাল গায়ত্রী পাঠ আদিত্যমণ্ডল মধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণকে বারত্রয় অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

শ্রীগোপাল গায়ত্রী। যথা—

"ক্লীঁ গোপীজনায় বিদ্মহে গোপীজনায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণ প্রচোদয়াৎ।"

উক্ত গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক বারত্রয় জল নিক্ষেপ করিয়া তর্পণ করিবেন। পর মন্ত্র; যথা—

"ওঁ দেবাং স্তর্পয়ামি। ওঁ ঋষীং স্তর্পয়ামি। ওঁ পিতৄং স্তর্পয়ামি। ওঁ গুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরমগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরাপরগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ নারদং তর্পয়ামি। ওঁ পর্ব্বতং তর্পয়ামি। ওঁ জিষ্ণুং তর্পয়ামি। ওঁ নিশঠং তর্পয়ামি। ওঁ উদ্ধবং তর্পয়ামি। ওঁ দারুকং তর্পয়ামি। ওঁ বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি। ওঁ শৈলেয়ং তর্পয়ামি।"

অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "ওঁ শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ" মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে র্পণ করিবেন। প্রত্যেককে ৩বার জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক তর্পণ করাই বিধি। হার পর শ্রীগোপাল গায়ত্রীর ষড়ঙ্গ ন্যাস করিতে হইবে। যথা—

শিরসি "ক্লীঁ গোপীজনায়" ললাটে "বিদ্মহে" নেত্রদ্বয়ে "গোপীজনায়" হৃদয়ে "ধীমহি" পাদযুগলে "তন্নঃ কৃষ্ণঃ" সর্ব্বাঙ্গে "প্রচোদয়াৎ।"

অনন্তর গায়ত্রী ধ্যান করিবেন।

প্রাতঃকালের ধ্যান।

ওঁ উদ্যদাদিত্য সঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেম্বরে ॥

মধ্যাহ্নকালের ধ্যান।

ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহাং শঙ্খচক্রলসৎকরাং।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং ॥

পূর্ব্বক "হং যং বং লং রং" এই মন্ত্র বারত্রয় পাঠ করিয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে গলিত জলবিন্দু সমূহ তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা মস্তকে সাতবার অভ্যুক্ষণ করিবেন। অনন্তর অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া তেজোরূপ ধ্যান করত ঐ জল বামনাসাদ্বারা আকর্ষণ করিবেন এবং অন্তরস্থ পাপপ্রক্ষালন পূর্ব্বক ঐ জলকে "কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষরূপ" চিন্তা করত দক্ষিণ নাসায় বিরেচন পূর্ব্বক সম্মুখে কল্পিত বজ্র শিলায় "ফট্" এই মন্ত্রে তাহা নিক্ষেপ করিবেন, ইহারই নাম অঘমর্ষণ।

সূর্যামণ্ডল মধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া এই গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া পরে "ক্ষমস্ব" শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে বিসর্জন করতঃ শেষে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

অনন্তর মতান্তরে তান্ত্রিকীসন্ধ্যার বিশেষ বিধি জ্ঞাপিত হইতেছে। প্রথমতঃ আচমন পূর্ব্বক জলে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহাতে এই মন্ত্র দ্বারা তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

পরে এই জল মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুশের দ্বারা (নিষ্কাম বৈষ্ণব কুশের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা দ্বারা (১) বারত্রয় জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল মস্তকে সাতবার নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। তন্মন্ত্র যথা,—

"ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ। কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা। গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্। গোপীজন কবচায় হুঁ। বল্লভায় নেত্রাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।"

অনন্তর অগ্রে দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া সেই জল "ক্লীঁ" এই হৃদয়-মন্ত্র পাঠ করত বাম করতলে স্থাপন করিবেন, এবং "বল্লভায়" এই নেত্রমন্ত্র পাঠ করিয়া বামহস্তের অঙ্গুলিমধ্য দিয়া নির্গলিত জলকণা সমূহ দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রোক্ষণ করতঃ ছিটা দিবেন। পরে অবশিষ্ট বামপাণিতলস্থ জল দক্ষিণ কর দ্বারা স্বাহা এই অস্ত্রমন্ত্রোচ্চারণ সহকারে নিম্নে ক্ষেপণ করিবেন। এইরূপ প্রক্রিয়া চারিবার করিতে হইবে। পুনরায় "ক্লীং" এই হৃদয় মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া বামনাসাপুটে আকর্ষণ করত দেহমধ্যগত পাপ-প্রক্ষালন পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসাদ্বারা বিসর্জ্জন করিয়া অঘমর্ষণ করিবেন (২)। তাহার পর হস্ত ধৌত পূর্ব্বক আচমন করিয়া "হ্রীঁ হং সঃ ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায়

(১) "শুদ্ধপূতঃ সদা কার্ষ্ণঃ কুশধারণবর্জ্জিতঃ।" পদ্মপুরাণ।
"ন দর্ভধারণং কুর্য্যাৎ ন চ সঙ্কল্পসমাচরেৎ॥" শ্রী বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র, এবং কুশ ধারণবর্জ্জিত। পুনশ্চ সত্ত্বাবলম্বী ভক্তগণ কুশধারণ করিবেন না, সঙ্কল্পাচরণ করিবেন না, ইত্যাদি। এজন্য বৈষ্ণব-সুধীগণ কুশধারণ স্থলে দূর্ব্বা গ্রহণের বিধি দিয়া থাকেন।

(২) এস্থলে অন্যরূপ সদাচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবশ্যক বোধে লিখিত হইতেছে। "ষড়ঙ্গ ন্যাসের পর বামহস্তে জল লইয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন

স্বাহা" এই মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবেন। তাহার পর শ্রীগোপাল গায়ত্রী পাঠ করত আদিত্যমণ্ডল মধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণকে বারত্রয় অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

শ্রীগোপাল গায়ত্রী। যথা—

"ক্লীঁ গোপীজনায় বিদ্মহে গোপীজনায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণ প্রচোদয়াৎ।"

উক্ত গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক বারত্রয় জল নিক্ষেপ করিয়া তর্পণ করিবেন। তর্পণের মন্ত্র; যথা—

"ওঁ দেবাং স্তর্পয়ামি। ওঁ ঋষীং স্তর্পয়ামি। ওঁ পিতৄং স্তর্পয়ামি। ওঁ গুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরমগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরাপরগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ নারদং তর্পয়ামি। ওঁ পর্ব্বতং তর্পয়ামি। ওঁ জিষ্ণুং তর্পয়ামি। ওঁ নিশঠং তর্পয়ামি। ওঁ উদ্ধবং তর্পয়ামি। ওঁ দারুকং তর্পয়ামি। ওঁ বিশ্বক্‌সেনং তর্পয়ামি। ওঁ শৈলেয়ং তর্পয়ামি।"

অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "ওঁ শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ" মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে তর্পণ করিবেন। প্রত্যেককে ৩বার জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক তর্পণ করাই বিধি। তাহার পর শ্রীগোপাল গায়ত্রীর ষড়ঙ্গ ন্যাস করিতে হইবে। যথা—

শিরসি "ক্লীঁ গোপীজনায়" ললাটে "বিদ্মহে" নেত্রদ্বয়ে "গোপীজনায়" বাহুদ্বয়ে "ধীমহি" পাদযুগলে "তন্নঃ কৃষ্ণঃ" সর্ব্বাঙ্গে "প্রচোদয়াৎ।"

অনন্তর গায়ত্রী ধ্যান করিবেন।

প্রাতঃকালের ধ্যান।

ওঁ উদ্যদাদিত্য সঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেম্বরে॥

মধ্যাহ্নকালের ধ্যান।

ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহাং শঙ্খচক্রলসৎকরাং।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং॥

পূর্ব্বক "হং যং বং লং রং" এই মন্ত্র বারত্রয় পাঠ করিয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে গলিত জলবিন্দু সমূহ তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা মস্তকে সাতবার অভ্যুক্ষণ করিবেন। অনন্তর অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া তেজোরূপ ধ্যান করত ঐ জল বামনাসাদ্বারা আকর্ষণ করিবেন এবং অন্তরস্থ পাপপ্রক্ষালন পূর্ব্বক ঐ জলকে "কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষরূপ" চিন্তা করত দক্ষিণ নাসায় বিরেচন পূর্ব্বক সম্মুখে কল্পিত বজ্র শিলায় "ফট্" এই মন্ত্রে তাহা নিক্ষেপ করিবেন, ইহারই নাম অঘমর্ষণ।

সায়াহ্নকালের ধ্যান।

ওঁ শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং।
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥

এইরূপে যথাকালে যথানির্দ্দিষ্ট গায়ত্রী ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র জপ পূর্ব্বক আদিত্যমণ্ডলে রাসক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণকে ভাবনা করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিবেন। তৎপরে তাঁহার অগ্রে বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া কিছুক্ষণ গায়ত্রী জপ (দশবার, শতবার, সমর্থ হইলে সহস্রবার) করিবেন। তদনন্তর—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ করিবেন। পরে প্রাণায়াম করিয়া "ওঁ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমস্ব" বলিয়া সংহার মুদ্রায় শ্রীকৃষ্ণকে আদিত্যমণ্ডল হইতে স্বীয় হৃদয়ে আনায়ন করিয়া ধ্যান করিবেন। অনন্তর—

জাহ্নবীং যমুনাং সিন্ধুং গোদাবরীং সরস্বতীং।
প্রভাসং পুষ্করাদীংশ্চ স্নানকালে নমাম্যহং॥

বলিয়া তীর্থ প্রণাম করিয়া সন্ধ্যোপাসনা সমাধা করিবেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণত্রয় বৈদিকী ও তান্ত্রিকী উভয় সন্ধ্যাই করিবেন। শূদ্র কেবল তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবেন। যথাবিহিত সন্ধ্যোপাসনা করিতে অশক্ত হইলে সঙ্ক্ষেপতঃ ত্রিসন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণধ্যান পূর্ব্বক মূলমন্ত্র জপ করিলেই সন্ধ্যা সিদ্ধ হইবে। বৈষ্ণবমাত্রেরই কৃষ্ণসন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য। ত্যাগী বৈষ্ণব সম্বন্ধে বর্ণাদির বিচার নাই, ইহাই বৈষ্ণবসুধীগণের অভিমত।

সন্ধ্যা উপাসনা করিলে কি ফল হয়, এক্ষণে তাহা কথিত হইতেছে। যথা—

যাবজ্জীবন পর্য্যন্তং য স্ত্রিসন্ধ্যং করোতি চ।
স চ সূর্য্যসমো বিপ্র স্তেজসা তপসা সদা॥
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ।
তীর্থানি চ পবিত্রাণি তস্য সংস্পর্শমাত্রতঃ॥
ততঃ পাপানি যান্ত্যেব বৈনতেয়াদিবোরগাঃ॥ ব্রঃ-বৈঃ।

যে বিপ্র আজীবন ত্রিসন্ধ্যা করেন, তিনি সূর্য্যসম তেজসম্পন্ন হন; সুতরাং সন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণ মাত্রেই তেজস্বী ও জীবন্মুক্ত। তাঁহার স্পর্শমাত্র তীর্থের মালিন্য দূরীভূত হইয়া যায় এবং সেই তীর্থ পবিত্রতম হইয়া থাকে।

অনন্তর সন্ধ্যা না করিলে কি দোষ হয় তাহা বিবৃত হইতেছে। যথা—

ন গৃহ্নন্তি সুরাস্তেষাং পিতরঃ পিণ্ডতর্পণং।

স্বেচ্ছয়া চ দ্বিজাতেশ্চ ত্রিসন্ধ্যারহিতস্য চ॥ ব্রঃ বৈঃ।

যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা না করে, তৎপ্রদত্ত পিণ্ড ও তর্পণ পিতৃগণ কি দেবগণ গ্রহণ করেন না।

পরন্তু,—

বিষ্ণুমন্ত্রবিহীনশ্চ ত্রিসন্ধ্যারহিতো দ্বিজঃ।

একাদশীবিহীনশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ॥ ব্রঃ-বৈঃ।

যে দ্বিজ বিষ্ণুমন্ত্রবিহীন, ত্রিসন্ধ্যারহিত ও একাদশীবর্জ্জিত, সে ব্যক্তি বিষহীন ভুজঙ্গতুল্য।

সন্ধ্যা শ্রীহরির বিভূতি স্বরূপ; সুতরাং যিনি সন্ধ্যা উপাসনা করেন, তিনি শ্রীহরিরই উপাসনা করিয়া থাকেন। যথা —

"সন্ধ্যা তূপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ।"

অতএব ব্রাহ্মণমাত্রেই বৈষ্ণব। যথা,—

ব্রাহ্মণা বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ শাক্তিকাঃ।

দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় শিষ্যবর্গকে স্বধর্ম্মপরায়ণ করিবার জন্য যে এইরূপ আজ্ঞা করিলেন তাহা নহে, ইহা মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য প্রতিপাল্য সদ্ধর্ম্মোপদেশ। এই কৃপা-উপদেশ জীবের পক্ষে পরম আশীর্ব্বাদস্বরূপ এবং সংসার-দুঃখ-নিস্তার ও প্রেমানন্দ লাভের অমোঘ উপায়। ইহার অন্যথায় প্রত্যবায় অনিবার্য্য।

করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অধ্যাপকরূপে শিষ্যগণকে এইরূপ বিদ্যাদান প্রসঙ্গে স্বধর্ম্মাচরণ শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইচ্ছাময় প্রভু পুনরায় বিবাহ অভিলাষ করিলেন। যথাসময়ে ভাগ্যবান শ্রীসনাতন মিশ্রের কন্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সহিত প্রভুর সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

"যেন কৃষ্ণ রুক্মিণীতে অন্যোন্য উচিত।

সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই পণ্ডিত॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহে তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুবান্ধবগণ আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। কায়স্থ জমীদার বুদ্ধিমন্তখান্ ও মুকুন্দ-সঞ্জয় প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ এই বিবাহ ব্যাপার যাহাতে রাজোচিত সমারোহে সুসম্পন্ন হয়, তাহার বিধিমত উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। শুভ অধিবাসের দিন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি মাত্রেই নিমন্ত্রিত। অপরাহ্ণে সকলেই সভাস্থ

হইয়াছেন,—সকলকেই প্রচুর পরিমাণে মাল্য-চন্দন-তাম্বুলগুয়া প্রদান করা হইতেছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ একবার প্রাপ্ত হইয়াও লোভপ্রণোদিত হইয়া লোকের মিশালে পুনঃপুন মাল্যচন্দন লইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সর্ব্বান্তর্যামী প্রভু হাস্ত করিয়া আজ্ঞা করিলেন,—

সভার তাম্বূল মালা দেহ তিনবার।
চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার॥ চৈঃ-ভা॥ ৭৯॥

সর্ব্বজনপূজ্য ব্রাহ্মণ হইয়া এরূপ শঠতাপূর্ব্বক বারম্বার মাল্যচন্দনাদি গ্রহণ করিতেছেন, ইহা পরমার্থ পক্ষে যেমন বিগর্হিত, লৌকিক পক্ষেও তেমনি অপমানের বিষয় ও লজ্জাজনক। এই জন্য বিপ্রপ্রিয় শ্রীগৌরহরি প্রত্যেককে তিনবার করিয়া প্রদান করিবার আদেশ করিলেন। তিনবার প্রদান করাতে শ্রীঅনন্তদেবের কৃপায় সকলেরই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল—কাহারও, আর কিছু পাইবার ক্ষোভ রহিল না।

অতি শুভলগ্নে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীগৌরহরির শুভ পরিণয়োৎসব মহাসমারোহে সমাহিত হইল। বাস্তবিক এরূপ অলৌকিক বিবাহ-ব্যাপার কেহ কখন দর্শন করে নাই। শ্রীগৌরলীলায় ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস এই বিবাহোৎসব বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া শেষে লিখিয়াছেন,—

"দণ্ডেকে এ সব লীলা যত হইয়াছে।
শত বর্ষে তাহা কে বর্ণিবে হেন আছে॥"

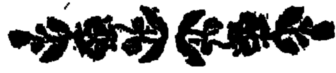
যাহা হউক, শ্রীপ্রভুর এই দ্বিতীয় বিবাহ-প্রসঙ্গে এক প্রশ্ন হইতে পারে যে, দুইবৎসর পরে যিনি ভক্তগণকে স্বীয় রসময় ভজনপ্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য—কেবল ভক্ত নহে, ভক্ত অভক্ত নিখিল জীবকে ভক্তির স্নিগ্ধালোকে সাধনের সরল পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিবেন, তিনি জানিয়াও কেন বিবাহ করিলেন?—শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিরহের উষ্ণ-অশ্রুজলে ভাসাইবার নিমিত্ত, না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে? আছে, সে উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণ স্বার্থসাধক নহে—অতি মহান, অতি উদার। সংসার-সুখ-লোলুপ বিষয়কামী মোহান্ধ জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য—তাহাদের মোহ-নেশা বিদূরিত করিবার জন্যই এই বিষাদময়ী লীলার অভিনয়! সংসারী হইয়া সংসার-ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। বিশেষতঃ, দ্বিতীয় সংসারে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আসক্তি অতি ঘনীভূত হইয়া থাকে। সেই সুদৃঢ় আসক্তির বন্ধনপাশ ছেদন

করিয়া স্বামী-সোহাগিনী তরুণী ভার্য্যার হৃদয়ভরা ভালবাসা উপেক্ষা করিয়া যিনি কাঙ্গালের বেশে দুরিত-দুর্দ্দশাগ্রস্ত দুর্ব্বল জীবের দুঃখে কাঁদিলেন, তাঁহার সংসারত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ—ইহাই জীবের চরম আদর্শ। নতুবা সংসার ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী সাজিয়া যাহারা আজকাল পরনারী সঙ্গে একটী ব্যভিচারের বাজার বসায়—প্রেমাচারের অঙ্গ বলিয়া নারকীয় কামাচারের রঙ্গাভিনয় করে, সন্ন্যাসী হইয়া বিষয়ীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। হায়! হায়!! সেই সকল অসদাচারী ভণ্ড পাষণ্ডগণকে—সেই "ন গৃহীঃ ন চ বৈষ্ণবঃ" ছদ্মবেশীগণকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব, ভাষায় যে তাহা খুঁজিয়া পাই না? জানি না, তাহাদের সংসার-ত্যাগের এরূপ দুর্ম্মতি কেন?

সে যাহা হউক, প্রভু প্রকৃত সংসার ত্যাগ জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য না হয় পুনরায় সংসারী হইলেন; কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যে চিরদিন বিরহানলে দগ্ধ হইলেন, তাহার কি?—ইহাও প্রভুর এক অচিন্ত্য লীলা, ইহাও জীব-শিক্ষার জ্বলন্ত উদাহরণ! প্রকৃত প্রেমাঙ্কুর বিরহের উষ্ণ অশ্রুজলেই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ক্রমে পল্লবিত—কুসুমিত হইয়া যখন পরমদশাস্তপ্রাপ্তে সুপক্ক রসাল ফল ধারণ করে, তখন তাহার মধুর রসাস্বাদনে হৃদয়ে আর বিরহের জ্বালা অনুভূত হয় না, বরং সুখের প্রস্রবণ উদ্‌ঘাটিত হয়। ফলতঃ, যে প্রেমাঙ্কুর বিরহ-সন্তাপে বিশুষ্ক হইয়া না যায়, তাহাকেই প্রকৃত প্রেম বলা যায়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জীবনে সেই প্রেমতত্ত্ব উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। এইজন্য সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিবেন জানিয়াও শ্রীশচীনন্দন এই দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিলেন।

লীলাময়ের অনন্ত লীলা; ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাহার কতটুকু বুঝিবে? সসীম হইয়া সেই অসীমের অনন্ত ভাব কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিবে? তবে তিনি দয়াময়, প্রপঞ্চে প্রকট হইয়া নরলীলা করিয়া থাকেন। তাঁহার নরলীলা যেমন মধুর, তেমনই ভজন সাধনের অনুকূল। যাঁহারা লীলাময়ের এই সকল মধুর লীলামৃতের কণিকামাত্রও আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, অধম পতিত আমরা তাঁহাদের শ্রীচরণ-রেণুর কিঞ্চিৎ স্পর্শানন্দ পাইলেই ধন্য হইতে পারি।

দ্বাদশ লহরী



যখন শ্রীনবদ্বীপ ও শান্তিপুর শুষ্কধর্ম্মের কর্কশ কোলাহলে পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠার উচ্চরোলে সর্ব্বদা মুখরিত, সেই সময় ভক্তপ্রবর হরিদাস ঠাকুর সেই কোলাহলের মধ্যেও প্রাণ-শ্রীণন শ্রীহরিনামের মধুর নিক্কণ উঠাইয়া ভক্তের প্রাণে আনন্দের অমিয়-ধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু অভক্তের নিন্দাবাদে—পাষণ্ডের অত্যাচারে ভক্তগণ অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন, দিবানিশি করুণ-কণ্ঠে শ্রীভগবানের নিকট আর্ত্তি নিবেদন করিতে লাগিলেন। তখন ভক্ত-ব্যথাহারী ভগবান শ্রীশচীনন্দন আর বিদ্যা-বিলাসে আবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলেন না। আত্মপ্রকাশের নিমিত্ত ভক্তির স্নিগ্ধালোকে জীবের কৈতব-তম বিনাশের নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে একবার শ্রীগয়াধাম গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার জন্য গয়াধাম গমন করিতেছেন, শ্রীশচীঠাকুরাণী তাহাতে বাধা দিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরসুন্দর, মেশো চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও অনেকগুলি শিষ্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া গয়াধামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আশ্বিন মাস, ভাগিরথীর তীরবর্ত্তী প্রাকৃতিক শোভারাশি দেখিতে দেখিতে, শিষ্যগণের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিয়া মন্দার পর্ব্বতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় শ্রীমধুসূদন-বিগ্রহ সন্দর্শন করিয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিবার কালে প্রভু সহসা নিজ দেহে জ্বর প্রকাশ করিলেন। মধ্যপথে জ্বর হওয়ায় শিষ্যগণ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা নানারূপ প্রতিকার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন দয়াল প্রভু স্বয়ংই এক মহৌষধের ব্যবস্থা করিলেন—সে ঔষধ বিপ্র-পাদোদক। তথাকার ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়াই প্রভু জ্বরমুক্ত হইলেন। প্রাকৃত জীবের ন্যায় আপনাতে এই যে জ্বর প্রকাশ করিলেন, ইহাও জীব-শিক্ষা।—

"প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লোকশিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর॥

০ ০ ০ ০ ০

সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে বিপ্র-পাদোদক পানে॥

বিপ্রপাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে ॥ চৈঃভাঃ ॥ ৮০ ॥

প্রভুর সঙ্গিগণের মধ্যে কেহ কেহ এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণকে বঙ্গদেশের ন্যায় সদাচারী নহে বলিয়া মনে মনে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু ব্রাহ্মণের স্বাভাবিকী পবিত্রতার বিষয় জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তই এইরূপ রঙ্গ করিলেন। ব্রাহ্মণ বাহ্যতঃ যতই অনাচারী হউন না কেন, তথাপি তিনি পূজনীয়। যথা—

"অনাচারাঃ দ্বিজাঃ পূজ্যা নচ শূদ্রা জিতেন্দ্রিয়াঃ।"

অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় শূদ্র অপেক্ষা অনাচারী ব্রাহ্মণ পূজনীয়। যেহেতু—

সর্ব্বেঽপি ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পূজনীয়াঃ সদৈব হি।
অবিদ্যা বা সবিদ্যা বা নাত্র কার্য্যা বিচারণাঃ ॥ পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ কি অবিদ্বান্ এ বিচারের আবশ্যক করে না, ব্রাহ্মণ মাত্রেই সর্ব্বদা পূজনীয় ও শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ —

সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ পরমোগুরুঃ।

ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের পরম গুরু। এবং

"সর্ব্ব দেবাগ্রজো বিপ্রঃ প্রত্যক্ষত্রিদশোভুবি ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণই এই ভূমণ্ডলে প্রত্যক্ষ দেবতা তুল্য। অতএব ব্রাহ্মণ যেমনই হউন, তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন একান্ত কর্ত্তব্য।

আবার বিপ্র-পাদদোকের অসীম মহিমা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তদ্‌যথা—

বিপ্রপাদোদকং যস্তু কণামাত্রং বহেদ্বুধঃ।
দেহস্থং পাতকং তস্য সর্ব্বমেবাশু নশ্যতি ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিপ্র-পাদোদক কণামাত্রও ধারণ করেন, তাহার দেহস্থ সমুদয় পাপ আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে হেতু—

কোটিব্রহ্মাণ্ডমধ্যেষু সন্তি তীর্থানি যানিবৈ।
তীর্থানি তানি সর্ব্বাণি বসন্তি দ্বিজপাদয়োঃ ॥

কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সমস্ত তীর্থ আছে, ব্রাহ্মণের শ্রীপাদযুগলে সেই সকল তীর্থ অবস্থান করিয়া থাকে। অতএব—

বিপ্র-পাদোদকৈ নিত্যং সিক্তং স্যাদ্ যস্য মস্তকম্।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ॥

বিপ্র-পাদোদকের দ্বারা যাঁহার মস্তক নিত্য অভিষিক্ত হয়, সে ব্যক্তি তীর্থ স্নান ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ—

সর্ব্বপাপানি ঘোরাণি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
সদ্য এব বিনশ্যন্তি বিপ্রপাদাম্বুধারণাৎ॥
ক্ষয়াদ্যা ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে পরম ক্লেশদায়কাঃ।
গচ্ছন্তি বিলয়ং সদ্যো বিপ্রপাদাম্বু ভক্ষণাৎ॥

অর্থাৎ বিপ্রচরণাম্বু ধারণে ব্রহ্মহত্যাদি ঘোরতর পাপ সমূহও সদ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। কেবল পাপ নহে, বিপ্রপাদাম্বু পান করিলে ক্ষয়াদি পরম ক্লেশদায়ক পীড়া সমূহও আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

দীনদয়াল শ্রীগৌরভগবান ব্রাহ্মণের অলৌকিক মহিমা কলির দুর্ম্মতি জীব-কুলকে শিক্ষা দিবার জন্যই স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইলেন—

"ঈশ্বর সে করে বিপ্রপাদোদক পানে।
এ তান্ স্বভাব বেদ পুরাণে বাখানে॥"

এইরূপে আপনি ধর্ম্মাচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দান করাই ঈশ্বরের স্বভাব। গীতায় শ্রীভগবান স্পষ্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥

যাহারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগের সেই ভাবানুসারী রূপেই তাহাদিগকে সাক্ষাৎ অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমারই পথ অনুসরণ করিয়া থাকে।

আবার অন্যত্রও বলিয়াছেন—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, তদিতর সাধারণ লোক তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। তাঁহারা যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, অপরেও তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।

অতএব ব্রাহ্মণের মহিমা জীবকে শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীগৌরভগবান নিজ দেহে জ্বর প্রকাশ করিয়া এই এক অদ্ভুত রঙ্গ করিলেন।

অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ গয়াধামে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ শ্রীধামকে শ্রীকর যুড়িয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শন মানসে শ্রীমন্দিরের

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! ব্রাহ্মণগণ শ্রীচরণের চারিদিক বেষ্টন করিয়া কেহ পূজা করিতেছেন—কেহ শ্রীপাদপদ্মের প্রভাব বর্ণন করিতেছেন—কেহ বা পিতৃগণের উদ্ধার উদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদান করিতেছেন। গন্ধ-পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কারে স্থানটী পরিপূর্ণ, চারিদিকেই পবিত্রতার পূর্ণা-বির্ভাব বিরাজমান। আহা! যোগেশ্বর শঙ্কর যে শ্রীচরণ-কমল হৃদয়ে সর্ব্বদা ধ্যান করেন, যে শ্রীচরণ কমলার জীবন সর্ব্বস্ব, যে শ্রীপাদপদ্ম হইতে ভুবন-পাবনী সুরধুনীর উৎপত্তি হইয়াছে—যে পদ-নখজ্যোতির লেশাভাস পাইবার জন্য কত যোগীঋষি জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া কঠোর সাধনা করিয়া থাকেন, শ্রীভগবানের সেই রাতুল শ্রীচরণ-কমল সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে ভক্তভাব শিখাইবার জন্য প্রেমাবেশে অধীর হইলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের এই প্রথম ভাবাবেশ, এই হইতেই প্রভুর ভক্ত-জীবনের প্রথম উন্মেষ। অদ্ভুত সাত্ত্বিক ভাবালঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ পরিশোভিত হইয়া উঠিল। নয়নে দরদর অশ্রুধারা অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় বক্ষ প্লাবিয়া ধরণী অভিষিক্ত করিল। প্রভুর এই অমানুষী ভাবাবেশ দর্শন করিয়া দর্শকগণ একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহারা নিমেষহারা নয়নে প্রভুর সেই ভাব-ভূষিত শ্রীবদন-চন্দ্রমা দর্শন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর ইচ্ছায় শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরীও সেই সময় তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য, কৃষ্ণ-রস-রসিক পরম ভক্ত। তিনি সাত্ত্বিক ভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গকে মূর্চ্ছিতপ্রায় দর্শন করিয়া ধরিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সসম্ভ্রমে শ্রীপুরী গোস্বামীকে প্রণাম করিলে, শ্রীপাদ্ পুরীও তাঁহাকে পরমানন্দভরে আলিঙ্গন দান করিলেন।

তখন—

"দোঁহার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেমজলে।
সিঞ্চিত হইলা মহানন্দ কুতূহলে॥"

অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শ্রীপুরী গোসাঞিকে বলিলেন,—

"গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহো যারে পিণ্ড দিয়ে তরে সেইজন॥

তোমা দেখিলেই মাত্র কোটী পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরও পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥
সংসার-সমুদ্র হতে উদ্ধার' আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
কৃষ্ণ পাদপদ্মের অমৃত রস পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৮১॥

পাদ! আপনার চরণ দর্শন করিয়া আমার গয়াযাত্রা সফল হইল। আমি কৃতার্থ হইলাম। যেহেতু, সাধুসঙ্গ হইতেই সর্ব্ব তীর্থাধিক ফল লাভ হয়। যথা—

গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থেষু যো নরঃ স্নাতুমিচ্ছতি।
য করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সৎসঙ্গমোবরঃ॥ পদ্মপুরাণ।

যে ব্যক্তি গঙ্গাদি পুণতীর্থে স্নান করিতে ইচ্ছা করে এবং যে ব্যক্তি সৎসঙ্গাভিলাষী, এতদুভয়ের মধ্যে সৎসঙ্গই শ্রেষ্ঠ।

তীর্থে পিণ্ড দান করিলে পিতৃগণের উদ্ধার হইলেও যাঁহার নামে পিণ্ড দান করা হয়, মাত্র তিনিই নিস্তার লাভ করেন. কিন্তু আপনার ন্যায় পরম ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণ দর্শন মাত্রে কোটী পিতৃগণ সর্ব্ববন্ধন বিমুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ উদ্ধার লাভ করিয়া থাকেন। কেন না, ভগবদ্ভক্তের ন্যায় পরম তীর্থ আর নাই। যথা—

যে ভজন্তি জগদ্যোনিং বাসুদেবং সনাতনং।
ন তেভ্যো বিদ্যতে তীর্থমধিকং রাজসত্তম॥ ইতিহাস সমুচ্চয়।

হে নৃপবর! যাঁহারা জগৎকারণ সনাতন বাসুদেবের আরাধনা করেন, তাঁহাদের ন্যায় তীর্থ শ্রেষ্ঠ আর নাই।

এমন কি—

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ।
তত্রৈব সর্ব্বশ্রেয়াংসি তত্তীর্থং তত্তপোবনং॥

সাধুগণ নিমেষ কি নিমেষার্দ্ধকালও যথায় অবস্থান করেন, তথায় সমস্ত কল্যাণ অবস্থিত এবং সেই স্থানই তীর্থ ও তপোবনস্বরূপ হয়।

তস্মাদেতে মহাভাগা বৈষ্ণবাবীতকল্মষাঃ।
পুনন্তি সকলাল্লোকাং স্তত্তীর্থমধিকং ততঃ॥

অতএব এই সমস্ত মহাভাগ নিষ্পাপ বৈষ্ণবগণ অখিল লোক পবিত্র করেন, সুতরাং তাঁহারাই পরম তীর্থস্বরূপ।

সুতরাং—

যেষাং বাক্যজলৌঘেন বিনা গঙ্গাজলৈরপি।
বিনা তীর্থ সহস্রেণ স্নাতো ভবতি মানবঃ॥ স্কন্দপুরাণ।

যাঁহাদের উপদেশ কিম্বা হরিসঙ্কীর্ত্তন রূপ বারি দ্বারা মানবগণ অসংখ্য অসংখ্য তীর্থ ও গঙ্গোদক বিনাও স্নাত হয়, তাঁহাদের পদামৃতের মাহাত্ম্য আর কি বর্ণন করিব।

অতএব আমি আপনার চরণে এই দেহ সমর্পণ করিলাম, আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন। শ্রীপাদ! আমাকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃত রস পান করাইবেন, ইহাই আমার ভিক্ষা। বহুভাগ্যে আজ আমার দুর্লভ-দর্শন সাধুসঙ্গ লাভ ঘটিয়াছে।

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয়দর্শনম্॥ শ্রীভাঃ ১১ স্কঃ।

দেহিগণের মধ্যে এই ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহ দুর্লভ, তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণ ভক্তগণের দর্শন অতি দুর্লভ। তাই ধ্রুব শ্রীভগবানকে প্রার্থনা করিয়াছেন—

ভক্তিংমুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণ মুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্‌গুণ কথামৃতপানমত্তঃ॥

হে অনন্ত! আমি অপর কিছু প্রার্থনা করি না। যে সকল অমলাশয় মহাপুরুষেরা আপনার প্রতি নিরন্তর ভক্তি প্রদর্শন করেন, সেই সাধুগণের সঙ্গে যেন আমার প্রসঙ্গ হয়, তাঁহাদের সঙ্গ ঘটিলেই আমি ভবদীয় গুণকথামৃত-পানে মত্ত হইয়া অনায়াসে এই বিঘ্ন-সঙ্কুল ভীষণ সংসার-সমুদ্রের পারে উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

প্রভুর বিনয়-মধুর বাক্যে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কহিলেন, "পণ্ডিত! আমি যে অবধি তোমাকে নদীয়ায় দর্শন করিয়াছি, সেই হইতে তুমি আমার হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়াছ। তোমাকে দর্শন করিয়া অনুক্ষণ পরমানন্দ সুখে

করিতেছি। বলিতে কি, তোমার দর্শনে যথার্থই আমার সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দর্শনের আনন্দস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।"

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর এই কথা শুনিয়া শ্রীশচীনন্দন হাসিয়া বলিলেন,—

"—মোর বড় ভাগ্য।" চৈঃ ভাঃ ॥ ৮২ ॥

অনন্তর শ্রীশচীনন্দন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক যথাবিহিত তীর্থশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হইয়া স্বহস্তে হবিষান্ন পাক করিতেছেন—পাক শেষ প্রায়, এমন সময়ে শ্রীপাদপুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যথোচিত সম্বর্দ্ধনা সহকারে আসন প্রদান করিলেন। তখন শ্রীপাদ পুরী রহস্য করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত! আমি ভাল সময়েই উপস্থিত হইয়াছি। আমিও ক্ষুধার্ত্ত, তোমারও অন্ন প্রস্তুত।"

ভক্তবৎসল শ্রীশচীনন্দন হাসিয়া কহিলেন,—

"—যবে হৈল ভাগ্যের উদয়।
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয়॥ চৈঃ ভাঃ ॥৮৩॥

শ্রীপাদ! আপনি ভোজন করিবেন, আমার পরম সৌভাগ্য! অনুগ্রহপূর্ব্বক এই প্রস্তুত অন্ন ভিক্ষা করুন।

শ্রীপুরী গোসাঞি বলিলেন,—"তা'হলে তুমি কি খাইবে? বরং আইস, এই অন্ন দুইজনে ভাগ করিয়া আহার করি।" এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সহাস্যে কহিলেন,—

"—যদি আমা চাও।
যে অন্ন হৈয়াছে তাহা তুমি সব খাও॥
তিলার্দ্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাঙ আমি।
না কর সঙ্কোচ কিছু ভিক্ষা কর তুমি॥" চৈঃ ভাঃ ॥ ৮৪ ॥

এই বলিয়া দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ অতি যত্নে শ্রীপুরীকে সমুদায় অন্ন ভোজন করাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আবার নিজের জন্য পাক করিয়া লইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীপাদ পুরীগোসাঞিকে দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়াছেন। তাই শ্রীগুরুর প্রতি শিষ্যকে কিরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইতে হইবে, শ্রীগৌর ভগবান স্বয়ং আচরণ করিয়া তাহা উদ্ধত-প্রকৃতি কলির জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীপুরীর জন্মস্থান কুমারহট্ট দর্শন করিয়া বলিলেন,—

"কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বর পুরীর যে গ্রামে অবতার॥" চৈঃ ভাঃ ॥৮৫॥

তার পর সেই স্থানের মৃত্তিকা স্বীয় বহির্ব্বাসে বাঁধিয়া লইয়া ভক্তিগদ্‌গদ স্বরে কহিলেন,—

"—ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোহর জীবনধন প্রাণ॥" চৈঃ ভাঃ ॥৮৬॥

অনন্তর পুনশ্চ কহিলেন,—

"—গয়া করিতে যে আইলাঙ।
সত্য হৈল ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ॥" চৈঃ ভাঃ ॥৮৭॥

শ্রীপাদ পুরী গোসাঞির প্রতি এইরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রীগৌরহরি গুরুভক্তির উচ্চ আদর্শ দেখাইলেন। আর একদিন শ্রীমহাপ্রভু পুরীগোসাঞিকে নিভৃতে পাইয়া, তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা ভিক্ষা চাহিলেন। শ্রীপুরী নবদ্বীপে প্রভুকে যখন প্রথম দর্শন করেন, তখন হইতেই তাঁহার মনে কেমন সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এক্ষণে এই গয়াধামে শ্রীপ্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার মনের সন্দেহ ঘুচিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন বলিয়া প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন। তাই শ্রীপাদ পুরী কহিলেন,—"মন্ত্র কোন্ কথা? আমি তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।" এই বলিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তিনি প্রভুকে দশাক্ষর মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। শ্রীশচীনন্দন স্বয়ং শ্রীভগবান হইলেও তিনি যখন জীব-নিস্তারের জন্য শিক্ষাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন লোকশিক্ষার্থ শাস্ত্রের মর্য্যাদা সংরক্ষণ একান্ত কর্ত্তব্য। তাই দয়াল প্রভু এইরূপে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষা গ্রহণ না করিলে—গুরু প্রণালী স্বীকার না করিলে আচার-বিরুদ্ধ কার্য্য হয়। যিনি জীবকে সদাচার শিখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার পবিত্র জীবনে কখন আচার-বিরুদ্ধতা দৃষ্ট হইতে পারে কি?—অসম্ভব!

দীক্ষান্তে প্রভু শ্রীপাদ পুরীকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন। পরে ভক্তি-পুলকিত-চিত্তে কহিলেন,—

"—দেহ আমি দিলাও তোমারে।
হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে॥
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে।" চৈঃ ভাঃ ॥৮৮॥

প্রভুর ভক্তিমাখা মধুর বাক্যে শ্রীপাদ্ পুরী তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন—উভয়েই প্রেমাশ্রুনীরে অভিষিক্ত হইলেন। এইরূপে শ্রীপাদ্ পুরী পূর্ণকাম হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শ্রীপাদ্ পুরী গোসাঞির ইহাই শেষ দেখা।

ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মপ্রকাশের সময় উপস্থিত হইল। একদিন শ্রীগয়া-ধামে নিভৃতে বসিয়া নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে, ধ্যানানন্দে বাহ্যভাব প্রকাশিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"কৃষ্ণ রে বাপ রে! মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোন দিকে গেলা।" চৈঃ ভাঃ ॥৮৪॥

শ্রীগৌরাঙ্গ বাৎসল্যভাবে এইরূপ সকরুণ আর্ত্তি, প্রকাশ করিতে করিতে প্রেমভক্তিরসে পরিপ্লুত হইলেন। তিনি কাতর কণ্ঠে—"কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ! ছাড়িয়া আমারে" বলিয়া পুনঃ পুন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কিছু পূর্ব্বে যে প্রভু পরম গম্ভীর অথচ উদ্ধতের চূড়ামণি ছিলেন, আহা! সে প্রভুর আজ কি অপূর্ব্ব ভাবান্তর! তিনি প্রেমে অস্থির হইয়া ভূমে গড়াগড়ি দিতেছেন—বাস্তবিকই যেন নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে সাঁতার দিতেছেন। শিষ্যগণ বহুযত্নে প্রভুকে সুস্থ করিলে প্রভু আবার বলিলেন—

"—তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে॥
মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥" চৈঃ ভাঃ ॥৮৫॥

প্রভুর এইরূপ প্রেমোন্মত্ত ভাব দর্শনে শিষ্যগণ যার-পর-নাই চিন্তান্বিত হইলেন। অনন্তর নানাবিধ প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া সকলে নিরাপদে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয়ে নদীয়াবাসী-মাত্রেই হর্ষ-প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

ইতি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীগৌর-উপদেশামৃত

দ্বিতীয় খণ্ড।

মধুসূদনদাস অধিকারী কর্ত্তৃক
সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রাঙ্কন।

শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" পত্রিকায় প্রকাশিত।
এলাটী পোঃ, জেলা হুগলী।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

PRINTED BY J. N. DE AT THE
"BANI PRESS."
No. 63, *Nimtola Ghat Street, Calcutta.*
1911.

বিজ্ঞাপন।

শ্রীগৌরভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে "শ্রীগৌর-উপদেশামৃত" ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। সত্য বটে, আজকাল অনেকগুলি "শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচরিতামৃত" বিস্তারিত ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত হইয়াছেন এবং বোধ হয় ভক্তমাত্রেই তাহা পাঠ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন, কিন্তু কলিপাবনাবতার শ্রীগৌর-ভগবানের বেদবাক্য-উপদেশ-রত্নগুলি একত্রে সংগৃহীত করিবার বাসনা বহুদিন হইতে প্রবল থাকায়, আমি ইহা প্রকাশের অনাবশ্যকতা বুঝিয়াও প্রকাশিত করিলাম। ইহার প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া সহৃদয় পাঠকবর্গ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। এজন্য এই খণ্ডে "শ্রীচৈতন্যভাগবত" হইতে প্রভুর কতকগুলি শ্রীমুখোক্তি সংগ্রহ করিয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত হইল। মাদৃশ অল্পজ্ঞ অভক্তের হৃদয়ে যেমন যেমন ভাবস্ফূর্ত্তি হইয়াছে, মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহাই বিবৃত করিতে যত্নপর হইয়াছি। সুতরাং তাৎপর্য্যবিশ্লেষণে বহু ভ্রম-প্রমাদ ও ত্রুটি থাকা অসম্ভব নহে। এক্ষণে ভক্তপাঠকবর্গ ইহা পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দানুভব করিলেই, শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই ২য় খণ্ডও প্রসিদ্ধ "শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ভক্তগণের কৃপাদৃষ্টিপাত হইলে, আমরা ক্রমশঃ ইহার ৩য়, ৪র্থ খণ্ডও প্রকাশিত করিব, এরূপ বাসনা রহিল। ইতি।

পশ্চিমপাড়া,
এলাটী পোঃ, জেলা হুগলী।
সন ১৩১৮।



বৈষ্ণব-সেবকাভাস
দীন-প্রকাশক।

সূচীপত্র।

ক্রম-সংশোধন।

৮৮ পৃষ্ঠার পর ফর্ম্মা নম্বর ভুল হওয়ায় পত্রাঙ্ক ৮ সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং ৮৮ পৃষ্ঠার পর হইতে পত্রাঙ্ক ৮৯ হইবে। এইরূপে ৯৬ পৃষ্ঠার পত্রাঙ্ক ক্রমশঃ সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

শ্রীগৌর-উপদেশামৃত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম লহরী।

গৌরাঙ্গের ভক্তাবেশ।

"এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ধর্ম্ম করিল প্রচার॥"—শ্রীচৈঃ চঃ।

ভুবনৈকগতি করুণা-নিধি শ্রীগৌরাঙ্গ গয়াধামে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শন করিয়া নিজালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। বহুদিন পরে নদীয়া-শশীর উদয়ে আবার নদীয়াবাসীর চকোর-চিত্ত আনন্দে বিভোর হইল। চতুর্দ্দিকে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হইয়া পড়িল। আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, শিষ্য প্রভৃতি সকলে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহারা যুগপৎ হর্ষ-বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাতে ঔদ্ধত্য ও চাঞ্চল্যের কোন চিহ্নই আর পরিলক্ষিত হইতেছে না। এ যে ভক্তবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ!! তাঁহার সেই বিনয়-মধুর স্নিগ্ধ শান্তভাব—কৃষ্ণ-প্রেমে ঢলঢল শ্রীমুখ-কমল, সজল নয়নযুগল, আর সেই অপূর্ব্ব অলোকসামান্য আনন্দপুলকদীপ্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল কান্তি দর্শন করিলে মনে হয়, প্রভু যেন শ্রীগয়াধাম হইতে কি এক অভিনব 'নূতন মূর্ত্তি' পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন। যিনি উদ্ধত ও অশান্তের শিরোমণি, আহা! আজ তাঁহাকে ভক্তের গৌরবমণিরূপে পাইয়া নদীয়াবাসী সাত্বতগণের প্রাণে বাস্তবিকই এক অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দের মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন গুরুজন স্নেহাপ্লুতকণ্ঠে শুভাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া তীর্থযাত্রার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রভু বিনয়-মধুর বাক্যে উত্তর করিলেন,—

তোমা সবাকার আশীর্ব্বাদে।
গয়াভূমি দেখি আইলাঙ্ নির্ব্বিরোধে॥"—চৈঃ ভাঃ॥ ১॥

এইরূপ যথাযোগ্য বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক সকলকে বিদায় দিয়া শ্রীশচীনন্দন দুই চারিজন অন্তরঙ্গ কৃষ্ণভক্ত বন্ধুর নিকট তীর্থ-বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—

"—— বন্ধু সব! শুন কহি কথা।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব যে দেখিল যথাযথা॥
গয়ার ভিতর মাত্র হইলাঙ্ প্রবেশ।
প্রথমেই শুনিলাঙ্ মঙ্গল বিশেষ॥
সহস্র সহস্র বিপ্র পড়ে বেদধ্বনি।
দেখ দেখ বিষ্ণুপাদোদক তীর্থখানি॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়া আগমন।
এই স্থানে রহি কৃষ্ণ ধুইলা চরণ॥
যাঁর পাদোদক লাগি গঙ্গার মহত্ব।
শিরে ধরি শিব জানে পাদোদক-তত্ব॥
সে চরণ-উদকপ্রভাবে সেই স্থান।
জগতে হইল পাদোদক তীর্থ নাম॥"—চৈঃ ভঃ॥ ২॥

বন্ধুগণ! বলিতেছি শুন ;—শ্রীগয়াধামে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলারঙ্গ যাহা যাহা দর্শন করিলাম, সকলই অপূর্ব্ব! শ্রীধামে প্রবেশমাত্র শুনিলাম,—সহস্র সহস্র বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ মঙ্গল মধুর বেদগান করিতেছেন। কেহ বা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন,—"দেখ দেখ, ইহার নাম 'বিষ্ণু-পাদোদক তীর্থ'। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যখন গয়াধাম আগমন করেন, তখন তিনি এইখানে শ্রীচরণ-কমল প্রক্ষালন করিয়াছিলেন। যে পাদোদকের প্রভাবে পুণ্য-পবিত্রতাময়ী ভাগীরথীর ত্রিলোকব্যাপী মহত্ব, যে পাদোদকের মহিমাতত্ব অবগত হইয়া দেবাদিদেব শঙ্কর উহা মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, যথা—

পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং দেবো জানাতি শঙ্করঃ।
বিষ্ণুপাদচ্যুতা গঙ্গা শিরসা যেন ধারিতা॥—স্কান্দে।

সেই চরণোদকের প্রভাবেই এই স্থান জগতে পাদোদক তীর্থ নামে অভিহিত।

অহো! যে শ্রীচরণ-প্রক্ষালিত সলিল-কণা স্পর্শে জীবের দুরিত দুর্ভোগ নিমেষে অন্তর্হিত হয়, সেই শ্রীপাদপদ্ম সাক্ষাৎ দর্শন করিলে যে কিরূপ চরিতার্থতা লাভ হয়, তাহা কে বলিতে পারে? সেই শ্রীচরণোদক মাহাত্ম্যের অপূর্ব্বতা বুঝাইবার জন্যই যেন দয়াল শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগয়াধামের অন্যান্য পবিত্র তীর্থের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রীচরণোদক তীর্থেরই নামোল্লেখ করিলেন। শ্রীচরণোদকের মহিমা শাস্ত্রে ভূরি ভূরি কীর্ত্তিত আছে। ভক্ত পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহার কএকটীমাত্র প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

"নৈবেদ্যমন্নং তুলসীবিমিশ্রং বিশেষতঃ পাদজলং পিবেচ্চ।
যোঽশ্নাতি নিত্যং প্রযতো মুরারেঃ প্রাপ্নোতি সুপ্রেমযুতাং স ভক্তিং॥" পা

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তুলসীমঞ্জরী-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদান্ন নিত্য ভোজন করেন, বিশেষতঃ তাঁহার শ্রীচরণ-কমলোদক যত্নপূর্ব্বক পান করেন, তিনি বিশুদ্ধ প্রেমসংযুতা ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীবিষ্ণু-পাদোদক সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা অধিক পবিত্রতাকারক। যথা—

পাবনং সর্ব্বতীর্থেভ্যো হত্যাকোটিবিনাশকম্।
ধৃতে শিরসি পীতে চ সর্ব্বাস্তুষ্যন্তি দেবতাঃ॥ শ্রীহ, ভ, বি,।

পুলস্ত্য ভাগীরথকে কহিতেছেন,—"হে ভগীরথ! নিখিল তীর্থাধিক পাবন, কোটিহত্যাজনিত মহাপাতকনাশক শ্রীকৃষ্ণ-পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলে কিম্বা পান করিলে অখিল দেবতার সন্তোষ সাধিত হয়।

আবার—

হরি-পাদোদকং যস্তু ক্ষণমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
সঃ স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু বিষ্ণোঃপ্রিয়তর স্তথা॥—শ্রীহ, ভ, বি,।

অর্থাৎ যিনি শ্রীহরিপাদোদক ক্ষণমাত্র ধারণ করেন, তিনি সর্ব্বতীর্থ স্নানের ফললাভ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়তম হন।

অতএব—

হিত্বা পাদোদকং বিষ্ণো র্যোঽন্যতীর্থানি গচ্ছতি।
অনর্ঘ্যং রত্নমুৎসৃজ্য লোষ্ট্রং বাঞ্ছতি দুর্ম্মতিঃ॥

যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণু-চরণোদক পরিত্যাগ করিয়া তীর্থান্তরে গমন করে, সে ব্যক্তি অমূল্য রত্ন পরিহার পূর্ব্বক লোষ্ট্র পাইবার অভিলাষ করে।

গঙ্গাপ্রয়াগগয়ানৈমিষপুষ্করাণি,
পুণ্যানি যানি কুরুজাঙ্গল যমুনানি।
কালেন তীর্থসলিলানি পুনন্তি পাপং,
পাদোদকং ভগবতঃ প্রপুনাতি সদ্যঃ ॥—নৃসিংহপুরাণ।

অর্থাৎ গঙ্গা, প্রয়াগ, গয়া, নৈমিষারণ্য, পুষ্করতীর্থ কুরুজাঙ্গল ও যমুনাদি যে সকল পুণ্যতীর্থ আছে, সে সকল পুণ্যতীর্থের সলিল কালে পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবানের চরণোদক সদ্য পবিত্রতা বিধান করিয়া থাকেন।

এই পরম পবিত্র শ্রীচরণোদক স্পর্শ বা পান করা দূরে থাক, স্মরণমাত্র কলির জীবকে পবিত্র করিয়া থাকেন। যথা—

ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু নার্ম্মদং।
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব যামুনম্ ॥
পুনন্ত্যেতানি তোয়ানি স্নানদর্শনকীর্ত্তনৈঃ।
পুনাতি স্মরণাদেব কলৌ পাদোদকং হরেঃ ॥

পবিত্রতোয়া সরস্বতী সলিল দিবসত্রয়ে, নর্ম্মদার জল সপ্তাহে, জাহ্নবীর জল সদ্য এবং যমুনার জল দর্শনমাত্র পবিত্রতা বিধান করেন। পরন্তু, এই সমস্ত পবিত্র সলিলে স্নান, দর্শন ও কীর্ত্তন দ্বারাই পবিত্র হওয়া যায়, কিন্তু কলিকালে শ্রীকৃষ্ণপাদোদক স্মরণমাত্র পবিত্রতা বিধান করিয়া থাকেন।

বিশেষতঃ,—

সদ্যঃফলপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনং।
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সর্ব্বদুঃখবিনাশনং ॥
দুঃস্বপ্ননাশকং পুণ্যং বিষ্ণুপাদোদকং শুভং।
সর্ব্বোপদ্রবহন্তারং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্ ॥ শ্রীহ, ভঃ বি ধৃত বিষ্ণু,

অর্থাৎ শ্রীহরির চরণামৃত অতীব পবিত্র, সদ্যফলপ্রদ, সর্ব্বপাপবিনাশক, সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ, সর্ব্বদুঃখবিনাশক, দুঃস্বপ্নবিনাশক, সর্ব্বোপদ্রব শান্তিকর ও সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক।

আবার স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে কথিত আছে যে,—

যানি কানি চ তীর্থানি ব্রহ্মাদ্যা দেবতাস্তথা।
বিষ্ণুপাদোদকস্যৈতে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥

জগতে যে কোন পবিত্রতীর্থ এবং ব্রহ্মাদি যত দেবতা

আছেন, তাঁহারা বিষ্ণুপাদোদকের ষোড়শ কলার এক কলারও সমতুল্য নহেন।

এক্ষণে শ্রীচরণোদক দ্বারা স্নানের নিত্যতা কথিত হইতেছে। যথা—

জলঞ্চ যেষাং তুলসীবিমিশ্রিতং পাদোদকং চক্রশীলাসমুদ্ভবং।
নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং প্লবতে ন গাত্রং খগেন্দ্র তে ধর্ম্মবহিস্কৃতা নরাঃ॥

শ্রীহ, ভ, বি ধৃত গরুড়পুরাণ।

অর্থাৎ হে খগেন্দ্র! তুলসী-মিশ্রিত শ্রীশালগ্রামশিলোদ্ভব পাদোদক দ্বারা যাঁহাদের অঙ্গ নিত্য ত্রিসন্ধ্যা অভিষিক্ত না হয়, তাঁহারা যাবতীয় ধর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত।

অনন্তর এই শ্রীচরণোদক ধারণ ও পান সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ বিধি আছে, তাহা বিবৃত হইতেছে।

শ্রীপাদোদক সর্ব্ব প্রথমে বৈষ্ণবগণকে অর্পণ করিবে; পরে স্বয়ং ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কিঞ্চিৎ পান পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিবেন। শ্রীচরণোদক ধারণের মন্ত্র। যথা,—

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
বিষ্ণোঃপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥

পানবিষয়ক বিশেষ মন্ত্রঃ, যথা—

ওঁ চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং যেন পূতস্তরতি দুষ্কৃতানি।
তেন পবিত্রেণ শুদ্ধেন পূতো অপি পাপাত্মানমরাতিং তরেম॥
লোকস্য দ্বারমর্চ্চয়ৎ পবিত্রং জ্যোতিষ্মৎ বিভ্রাজমানং মহস্ত-
দমৃতস্যধারা বহুধাঃ দোহমানং চরণং লোকে সুধিতাং দদাতু॥

ইহার অর্থ এই যে,—চরণোদক পবিত্র, প্রথিত ও পুরাতন, ইহা দ্বারা জীব দুষ্কৃতি সমূহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পবিত্রতা লাভ করে। এই চরণোদক স্পর্শে আমরাও পরম পূত হইয়া পাপসঙ্কুল সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকি। ইহা স্বর্গের পবিত্র দ্বার স্বরূপ, জ্যোতিষ্মান্ সমুজ্জ্বল ও পূজনীয়। আমি এই চরণোদকের পূজা করিলাম। এই অমৃতধারা স্বরূপ শ্রীচরণোদক পুনঃ পুন নির্গলিত হইয়া অবনীমণ্ডলে সুধাবৎ আদরণীয় হউক।

এই সর্ব্বদুষ্টগ্রহ-প্রশামক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীচরণামৃত পান করিয়া

অঙ্গে ও পুত্রকলত্রাদির অঙ্গে প্রোক্ষণ করিবে। কিন্তু পানান্তে অশুচি আশঙ্কা করিয়া কদাচ আচমন কর্ত্তব্য নহে। যথা—

শ্রীবিষ্ণো বৈঁষ্ণবনাঞ্চ পাবনং চরণোদকং।
সর্ব্বতীর্থময়ং পীত্বা কুর্য্যাদাচমনং ন হি॥

হ, ভ, বি, ধৃত অগস্ত্যসংহিতা।

শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত ও শ্রীবৈষ্ণবচরণামৃত এই উভয়ই নিখিল তীর্থস্বরূপ পরম পবিত্র। ইহা পান করিয়া কদাচ আচমন করিবে না।

যথা শ্রুতিবাক্য—"ভগবান্ পবিত্রং ভগবৎপাদৌ পবিত্রং ভর্গবৎ পাদোদকং পবিত্রং ন তৎপান আচমনীয়ং যথা হি সোম ইতি।"

কেন না, অশুচিবোধে অজ্ঞানবশতঃ আচমন করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপে সংলিপ্ত হইতে হয়। যথা—

বিষ্ণু-পাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচামতি সম্মোহাদ্ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥

এই পরম পবিত্র "পাদোদক তীর্থের" কথা বলিতে বলিতে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার নয়নারবিন্দ হইতে জাহ্নবীর বারি-ধারার ন্যায় অশ্রুধারা অনর্গল প্রবাহিত হইতে লাগিল, শ্রীঅঙ্গে পুলক-কদম্ব বিকশিত হইয়া উঠিল। শ্রীমান্ পণ্ডিতাদি ভক্তগণ তাঁহাতে এইরূপ অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণনিচয় নিরীক্ষণ করিয়া যারপরনাই চমৎকৃত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান হইলে তিনি সকলকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—

"——বন্ধু সব! আজি ঘরে যাহ।
কালি যথা বোলোঁ তথা আসিবারে চাহ।
তোমা সবার সহিত নির্জ্জন একস্থানে।
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে॥
কালি সভে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে।
তুমি আর সদাশিব চলিবে সত্বরে॥—চৈঃ ভাঃ॥ ৩॥

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী একজন উদাসীন বৈষ্ণব। শ্রীগৌরাঙ্গ যথাসময়ে তাঁহার আবাসে উপনীত হইলেন। সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি সমাগত ভক্তগণ শ্রীমহাপ্রভুকে আসিতে দেখিয়া পরমাদরে সম্ভাষণ করি-

লেন। কিন্তু প্রভুর বাহ্যদৃষ্টি নাই। তিনি ভক্তগণকে দর্শন করিয়া ভক্তির লক্ষণ শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। এবং "পাইনু ঈশ্বর মোর, কোন্ দিকে গেলা" বলিয়া ভাবাবেশে যেমন গৃহের এক স্তম্ভ আলিঙ্গন করিলেন, অমনি সেই স্তম্ভের সহিত ভূতলে পতিত হইলেন। ভক্তগণের যত্নে কিছুক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। "তিনি কৃষ্ণ রে প্রভু রে মোর কোন্‌দিকে গেলা" বলিয়া ভক্তিবিগলিত আকুলকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। নিজ-প্রেম-রঙ্গী শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপ কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গে আপনি ভাসিয়া এবং ভক্তগণকেও ভাসাইয়া সুস্থির হইলেন। শ্রীপাদ্ গদাধর পূর্ব্ব হইতেই প্রভুর তীর্থ-কাহিনী শুনিবার জন্য ব্রহ্মচারীর গৃহে লুকাইয়া আছেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিয়াও ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ জন গৃহের ভিতর।" তখন ব্রহ্মচারী কহিলেন,—"তোমার গদাধর।" ভক্তবৎসল প্রভু গদাধরকে প্রীতিসম্ভাষণ সহকারে কহিলেন,—

"——গদাধর তোমার সুকৃতি।
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়মতি॥
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে।
পাইনু অমূল্যনিধি গেল দৈবদোষে॥—চৈঃ ভাঃ॥ ৪॥

গদাধর! তোমার পরম সুকৃতি, তাই বাল্যকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণচরণে তোমার গাঢ়ভক্তির উদয় হইয়াছে।" এই মনুষ্যজন্ম অতীব দুর্ল্লভ; সুতরাং বাল্যকাল হইতেই শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য। ভক্তশূর প্রহ্লাদ দৈত্য-বালকদিগকে বলিয়াছিলেন,—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভগবতানি হ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদং॥—শ্রীভাঃ॥ ৭।৬॥

অর্থাৎ হে ভ্রাতৃগণ! নিরর্থক ক্রিয়ালাপে আয়ুব্যয় না করিয়া এই মনুষ্যজন্মে শৈশবকাল হইতেই বিজ্ঞব্যক্তিদের শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য। দেবাদি জন্মে মহাবিষয়াবেশ এবং পশ্বাদি জন্মে বিবেকের অভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু মনুষ্যজন্মে তাহার কোন সম্ভাবনা না থাকায় এই মনুষ্য-জন্ম বিশেষ অর্থপ্রদ। যদি বল, মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কৌমারেই ধর্ম্মা-চরণ করিবার প্রয়োজন কি? কৌমারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে তো অধিকার নাই? সুতরাং যৌবনকাল হইতেই স্বধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হই না কেন? কৌমার-কালে বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অধিকার না থাকিলেও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভাগবতধর্ম্মে

সম্পূর্ণ অধিকার আছে; এবং কৌমারেই যদি মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে যৌবনে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? তবে যদি বল, ভবিষ্যৎ জন্মান্তর আছে? তাহাতেই বা এরূপ মনুষ্যজন্ম লাভের নিশ্চয়তা কি? কেন না, একেই তো মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, কদাচিৎ লভ্য হয়। যথা—

প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতং।
যৈ রাশ্রিতো ন গোবিন্দ স্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরং॥
অশীতিং চতুরশ্চৈব লক্ষাং স্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রমাদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্যং মানুষ্যং জন্মপর্য্যায়াৎ॥—শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

অর্থাৎ দেববাঞ্ছিত দুর্লভতর মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণ আশ্রয় না করে, তাহার আত্মা চিরবঞ্চিত হয়। চতুরশীতি লক্ষবার জীবজন্তুর মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে জন্মপর্য্যায়ে জীবের মনুষ্যজন্ম লাভ হয়; সুতরাং অতি দুর্লভ।

বহুভাগ্যফলে এই দুর্লভ জন্ম লাভ হইলেও ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নাই। আজ আছে, হয় তো কালই এই জীবলীলার অবসান হইয়া যাইতে পারে। যদি বল, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে ভক্তিসিদ্ধি ঘটিবে? এজন্যই এই মনুষ্যজন্মকে অর্থদ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মুহূর্ত্তমাত্রব্যাপী শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিমান হইলেই সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে।

হায়! মোহান্ধজীব বিষয়-বিষদিগ্ধ ক্ষণমধুর সুখসঙ্গীতালাপে বিভোর,—মায়ার মোহিনীমন্ত্রে অভিভূত হইয়া "আমি আমার" জড়ীয় সম্বন্ধে নিরন্তর বিজড়িত। জীব, সুহৃজ্জনের স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন করিয়াও সর্ব্বদা ধনোপার্জ্জনেরই চেষ্টা করিতেছে, দুরন্তমোহে এরূপ প্রমত্ত যে, কুটুম্বপোষণে এবং বৃথা কর্ম্মালাপে আপনার পরমায়ু যে দিন দিন পরিক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, পুরুষার্থ সমূহ যে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহা আদৌ জানিতে পারে না। অধিকন্তু তাপত্রয়ে দুঃখিতচিত্ত হইয়াও বিষোপম বিষয়সুখের আপাতমধুর বৃথারসাস্বাদনে মগ্ন থাকিয়া ঐ সকল দুঃখকে বোধ করে না। শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দে অবিচলা ভক্তিই যে জীবের পরম শ্রেয়, তাহা ক্ষণমাত্র চিন্তা করিবারও অবসর পায় না। মায়াপ্রপঞ্চে জীবের এই মোহ-যবনিকা অপসারিত করিবার জন্যই পতিতের সহায়—করুণার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং এইরূপ আর্ত্তি প্রকাশ করিতেছেন,—"হায়! আমার এ হেন দুর্লভ জন্ম বৃথা রঙ্গরসে ব্যয়িত হইয়া গেল, আমার শ্রীকৃষ্ণভজন

হইল না। এমন শ্রীকৃষ্ণভজনোপযোগী বিবুধ-বাঞ্ছিত অমূল্যনিধি নর-দেহ, ইহা লাভ করিয়াও দৈবদোষে হারাইয়া ফেলিলাম। অতুল সুখ-সুন্দর প্রেমানন্দভরা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে নিয়োজিত করিতে পারিলাম না।"—এই বলিয়া দীনদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমাবেগে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং ভক্তিগদ্‌গদ্‌স্বরে ভক্তগণকে বিনয়ের সহিত বলিতে লাগিলেন,—

"—মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি দেহ মোরে নন্দগোপের নন্দন ॥ ৫ ॥ চৈঃ ভাঃ ॥

আপনারা কৃষ্ণভক্ত—শ্রীভগবানের অতি প্রিয়পাত্র। আপনাদের কৃপা হইলে সেই অচিন্ত্যতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রী নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

শ্রীভাঃ ১১।১৪।১৫।

অর্থাৎ হে উদ্ধব! তুমি যেরূপ আমার প্রিয়তম, সেরূপ আত্মযোনি ব্রহ্মা, কি আমার স্বরূপভূত শঙ্কর, কি ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, কি ভার্য্যা লক্ষ্মী, কি আত্মস্বরূপ শ্রীবিগ্রহ কেহই সেরূপ প্রিয়তম নহে।

অতএব হে ভাগবতগণ! আপনারা যখন শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ প্রিয়তম, তখন আমার দুঃখ খণ্ডন কর। সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অদর্শনে আমার হৃদয়ে যে মর্ম্মদাহী দুঃখ-দাবানল দিবানিশি জ্বলিতেছে, তাঁহাকে আনিয়া দর্শন করাও, তাঁহার দর্শনামৃতে সে অনল নির্ব্বাপিত হউক।"

এইরূপ কৃষ্ণপ্রেমাবেশে দিবা অবসান হইলে ইচ্ছাময় প্রভু শান্তভাব অবলম্বন করিয়া ভক্তগণ সমীপে সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভক্তমণ্ডলীও প্রভুর সেই অপূর্ব্ব ভাবাবেশ দর্শন করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে নানা কথার জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে মিলিয়া "হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ" বলিয়া শ্রীশচীনন্দনকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক মঙ্গলমধুর শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইলেন।

দ্বিতীয় লহরী।

শিষ্যগণের প্রতি উপদেশ।

গুরু শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের আজ্ঞানুসারে শ্রীগৌরাঙ্গ. মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডী-মণ্ডপে পুনরায় চতুষ্পাটী স্থাপন করিয়াছেন। যথা সময়ে শিষ্যগণ আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, প্রভুও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

শিষ্যগণ হরিধ্বনি পূর্ব্বক পুঁথির বন্ধন উন্মোচন করিয়া অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। তখন শ্রীশচীনন্দন কৃষ্ণ-প্রেমাবিষ্ট হইয়া সূত্র-বৃত্তি-টীকায় সর্ব্বত্র কৃষ্ণনামের মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

"প্রভু বলে—'সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে "কৃষ্ণ" বই না বোলয়ে আন॥
কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ ভব আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে॥
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণ-পদে ভক্তিধন॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥
করুণাসাগর কৃষ্ণ জগত-জীবন।
সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন॥
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥
এই মত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার, সেই দুঃখ পায়॥

কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি মরে॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারখারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥
পূতনারে যে প্রভু করিয়া মুক্তিদান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোক করে অন্য ধ্যান॥
অঘাসুর হেন পাপী যে কৈল মোচন।
কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাহার কীর্ত্তন॥
যে কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র।
না বোলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র॥
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা ছাড়ি নৃত্যগীত করয়ে মঙ্গল॥
অজামিল উদ্ধারিল যে কৃষ্ণের নামে।
ধন-কুল-বিদ্যামদে তাহা নাহি জানে॥
শুন ভাই সব! সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধন॥
যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ।
যে চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধ দাস॥
যে চরণ হইতে জাহ্নবী পরকাশ।
হেন পাদপদ্মে ভাই সবে হই দাস॥
দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে॥" ৬॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি সর্ব্বকালই শ্রীকৃষ্ণনাম সত্য। সর্ব্বকালেই শ্রীকৃষ্ণ-নামের মাহাত্ম্য ও সত্যতা স্পষ্টরূপে ঘোষিত হইয়াছে। সত্যাদি যুগে শ্রীনারদাদি মুনিসত্তমগণ কৃষ্ণনামের যে অপার মহিমা ও সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন,

দ্বাপরে শ্রীসত্যভামার ব্রত-ব্যাপারে সেই মাহাত্ম্য জলন্তরূপে পরীক্ষিত হইয়াছিল, 'কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণনামের গুরুত্ব অধিক।' আহা! সেই মঙ্গলমধুর রসধাম শ্রীকৃষ্ণনামই এই কলিকালে দুর্ব্বল দুষ্কৃত জীবের জন্য অবাধে ব্যবস্থিত হইয়াছে। নিখিল শাস্ত্র এই শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণনামের ব্যুৎপত্তি এই,

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্ব্বাণবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

অর্থাৎ কৃষ্ ধাতু ভূবাচক এবং ণ প্রত্যয় নির্ব্বাণবাচক, এই উভয় সংযোগে কৃষ্ণশব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় সেই পরব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। অতএব জগতের হর্ত্তা, কর্ত্তা ও পালয়িতা যে পরমেশ্বর, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। যদিও শ্রীভগবানের কোন প্রয়োজন বা অভাব লক্ষিত হয় না, তিনি স্বতঃই কর্ম্মশূন্য তুরীয় অবস্থায় সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে অবস্থিত, তথাপি সূক্ষ্মবীজে বৃহৎ বটবৃক্ষের প্রতিকৃতির ন্যায় অতি সূক্ষ্মভাবে সৃষ্টি, ধ্বংস ও পালন এই কর্ম্মত্রয় যথাক্রমে রজঃ তমঃ ও সত্ত্বগুণে অনুস্যূত হইয়া তাঁহাতে বিলীন থাকে। জগৎসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এই কর্ম্মত্রয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণকে কর্ত্তা, হর্ত্তা ও পালয়িতা বলা হইয়াছে। আর তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ বলিয়াই ঈশ্বর নামে অভিহিত। অজ ভবাদি দেবগণ তাঁহার নিত্য আজ্ঞাবহ—নিত্য কিঙ্কর। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের সহিত অন্য দেবতাদির সমতাজ্ঞান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতাগণের সহিত সমান জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি পাষণ্ডী বলিয়া অভিহিত হয়।

আবার বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে তদিতর দেবতাগণের সমতাবুদ্ধি করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকগামী হয়। কিন্তু তাই বলিয়া অন্য দেবাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কারণ, দেবতা মাত্রেই শ্রীভগবানের অংশ-কলা, শক্তি বা বিভূতি বিশেষ। অতএব শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া যে ব্যক্তি শাস্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করে, বাস্তবিকই অকথ্য কথনে তাহার জন্ম বৃথা অপগত হয়। আগম বেদান্তাদি সমস্ত দর্শন শাস্ত্রেই এই সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তির কথা বিঘোষিত হইয়াছে। ফলতঃ, কৃষ্ণপদে ভক্তি-

এনই সকল শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্ম। কেবল শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়াই অধ্যাপকগণ এমন সুখ-সুন্দর ভক্তিপথ পরিহার পূর্ব্বক বিপথে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা শাস্ত্রের যাহা মুখ্যার্থ তাহা আচ্ছাদন পূর্ব্বক গৌণার্থ প্রকাশকেই পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ মনে করেন। বিশেষতঃ, যিনি করুণাসাগর, জগজ্জীবন ও ভক্তবৎসল, সেই শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নামে যাঁহার রতিমতি না জন্মিল, তাঁহার নিখিল শাস্ত্রাভ্যাসেও কোন ফলোদয় নাই। যেহেতু—

তর্ককোন্দলবাদ এব কবিতা মিথ্যা বচশ্চর্ব্বণং
সাহিত্যং পরমিন্দ্রজালপদবীং শাস্ত্রাণি চ কল্পনা।
নানা-তন্ত্র-পুরাণ-বেদনিচয়া সর্ব্বেঽপি দুঃখপ্রদাঃ
রে রে মূঢ় হরে পাদাব্জযুগলং চেত শ্চিরং চিন্তয়॥

অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র কোন্দলবাদ মাত্র, কবিতা মিথ্যাবাক্য চর্ব্বণ, সাহিত্য ইন্দ্রজালস্বরূপ, এইরূপ বিবিধ তন্ত্র পুরাণ ও বেদাদি সকল শাস্ত্রই দুঃখপ্রদ, অতএব রে মূঢ় মন! শ্রীহরির পাদপদ্মযুগল নিরন্তর চিন্তা কর।

অতএব নিখিল-শাস্ত্র-বিশারদ হইয়াও যিনি শ্রীকৃষ্ণবিমুখ, তাঁহার দুর্গতি অবসানের সম্ভাবনা কোথায়? বরং জ্ঞান-দরিদ্র অধম ব্যক্তি যদি শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার যে কোন দোষ থাকুক না কেন, তিনি অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণধাম গমন করিয়া থাকেন।

অনন্যগতয়োমর্ত্ত্যা র্ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতাঃ ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জ্জিতাঃ॥
সর্ব্বধর্ম্মোজ্‌ঝিতা বিষ্ণো র্নামমাত্রৈক জল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥

অর্থাৎ যাহারা অনন্যগতি, বিষয়ভোগী, পরপীড়াদায়ক, জ্ঞানবৈরাগ্যবর্জ্জিত, ব্রহ্মচর্য্যাদিশূন্য ও সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগী, তাহারাও শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিলে অনায়াসে যে গতি লাভ করে, ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের পক্ষে সেরূপ গতিলাভ দুর্লভ।

সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়ই এইরূপ জানিবে। ইহাতে যাহার সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিই দুঃখের কবলে পতিত হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ব্যতীত যে জন অন্যরূপ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে, সে অধম নিশ্চয়ই শাস্ত্রের অভিপ্রায় অবগত নহে; ফলতঃ, তাহাকে প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ বলা যাইতে পারা যায় না। যে হেতু, শাস্ত্রের মর্ম্ম না জানিয়া যে ব্যক্তি অধ্যাপনা করে, সে ব্যক্তি শর্করাবাহী

গর্দ্দভের ন্যায় কেবল বৃথা শাস্ত্র বহন করে মাত্র হায়! হায়! লোক সকল কেবল বিদ্যার্জ্জন লইয়াই ছারখারে গেল, কিন্তু বিদ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্য যে শ্রীকৃষ্ণ-মহোৎসব, ভ্রান্ত জীব তাহাতে বঞ্চিত হইয়া রহিল। কি আশ্চর্য্য! যে প্রভু পূতনা নাম্নী রাক্ষসীকে মুক্তি প্রদান করিলেন, এমন শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ হৃদয়ে ধ্যান না করিয়া লোকে কেবল অনিত্য বিষয়-সুখের অনুধ্যানেই নিরন্তর ব্যাপৃত।

ভক্ত পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রসঙ্গতঃ এস্থলে পূতনার উপাখ্যান সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। মায়াময়ী পূতনা কংসকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া মায়া দ্বারা নিজরূপ আচ্ছাদন পূর্ব্বক সুন্দরী রমণীর বেশ ধারণ করিয়া নন্দ-গোকুলে প্রবেশ করিল এবং বালক অন্বেষণ করিতে করিতে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বালকরূপী শ্রীহরির দর্শন করিল। অনন্তর অবুদ্ধিব্যক্তি যেমন সর্পকে রজ্জু জ্ঞান করিয়া বিপদে পতিত হয়, পূতনাও দুষ্টের শাসক ও শিষ্টের পালক শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অবগত না হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিল। শ্রীকৃষ্ণও লীলার মাধুর্য্য সম্পাদনার্থ উহাকে অনিষ্টকারিণী জানিয়াও কপটভাবে চক্ষু নিমীলিত করিয়া রহিলেন। তখন দুষ্টাশয়া পূতনা আশুপ্রাণঘাতী কালকূট-সংযুক্ত স্তন শ্রীকৃষ্ণের বদনে প্রদান করিল। লীলাময় হরি দুই হস্তে স্তনদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক অতিশয় বেগে নিষ্পেষিত করত উহার প্রাণের সহিত স্তন্য আকর্ষণ করিয়া পান করিতে লাগিলেন। ইহাতে নিখিল মর্ম্মস্থান প্রপীড়িত হওয়ায় পূতনা নিজরূপ ধারণ করত অচিরেই গতপ্রাণা হইয়া ভূতলে পতিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও স্পর্শনে পূতনার সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়াছিল। এজন্য তাহাকে দগ্ধ করিবার কালে তাহার আত্মা দিব্যজ্যোতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের দেহে আসিয়া সম্মিলিত হইল। সকলে এই অপূর্ব্বগতি দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও স্পর্শ মহিমার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। অতএব—

পূতনা লোক-বালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিং॥
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
যচ্ছন্ প্রিয়তমং কিং নু রক্তাস্তন্মাতরো যথা॥

ভগবদ্ভক্তির কি আশ্চর্য্য বৈভব! পূতনা লোক-বালঘাতিনী রুধিরাশনা রাক্ষসী হইয়াও ভাল না বাসিয়া বিনাশ বাসনাতে শ্রীকৃষ্ণকে স্তনদান করিয়া

যখন উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইল, তখন যিনি স্নিগ্ধ জননীর স্থায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম বস্তু দান করেন, তাঁহার সদগতির কথা আর কি বলিব? অর্থাৎ ভগবান দেবকীনন্দন যে সকল গো ও গোপীর স্তনদুগ্ধপান করিলেন, পুত্রস্নেহে যাঁহাদের দুগ্ধ অত্যন্ত প্রস্রুত হইল, তাঁহারা মাতৃসদৃশ হইয়া যে উত্তমাগতি লাভ করিবেন, তাহার কথা কি? হায়! এ হেন পরম করুণাময় ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান না করিয়া যাঁহারা সকাম অন্ত দেবদেবী বা সংসারে বিষয়-মরীচিকার ধ্যান করে, তাহাদের কি দুর্ব্বুদ্ধি! আবার যিনি অঘাসুরের স্থায় মহাপাপীকে মুক্ত করিলেন, জানি না, মোহান্ধ জীব কোন্ সুখের কুহকে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নাম গুণ লীলা কীর্ত্তনকে পরিত্যাগ করিয়া রহিয়াছে!

পাঠকগণের অবগতির জন্ম প্রসঙ্গতঃ সেই অঘাসুরের বধ-ব্যাপার এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। পূতনার অনুজ দুষ্ট অঘাসুর কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবালকগণের বিনাশ বাসনায় বিশাল অজগর দেহধারণ পূর্ব্বক বদনব্যাদন করিয়া পথিমধ্যে শয়ন করিয়া রহিল। "আমরা বিনষ্ট হইব না, অসুরঘাতী শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে এখনই বিনাশ করিবে" এই ভরসায় ব্রজবালকগণ নির্ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিয়া হাস্য করিতে করিতে করতালি দিয়া তাহার উদর গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিল। নিখিল ভয়াপহারী শ্রীকৃষ্ণ, অন্যনাথহীন ব্রজবালকদিগের সেই সঙ্কট অবস্থা দর্শন করিয়া কি প্রকারে পাপাত্মা অসুরের জীবননাশ ও ঐ সকল সাধুর রক্ষা বিধান হয়, তদ্বিষয়ে উপায় স্থির করিয়া অবশেষে আপনিও সেই সর্পের তুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তন্মধ্যে নিজাবয়ব বৃদ্ধি করাতে অসুরের কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইয়া গেল এবং অবিলম্বে সেই অসুরের দেহ মধ্যে প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হইয়া পূর্ণ হইয়া উঠিল ও ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ পাপাত্মা অসুরের অন্তরে যেমন প্রবেশ করেন, অমনই তাহার নিখিল পাপ ও প্রারব্ধ কর্ম্মফল পর্য্যন্ত দূরীভূত হইয়া যায়। অধিকন্তু যোগীজন বাঞ্ছনীয় দুর্লভ গতিলাভের উপযুক্ত পাত্র হয়। এই জন্মই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কণ্ঠ নিরোধ পূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদকরতঃ প্রাণবায়ু নিষ্কাষিত করিয়া যোগীন্দ্রগণের স্থায় মৃত্যুকে প্রাপ্ত করাইলেন। অবশেষে সেই অঘাসুর সারূপ্য মুক্তিলাভকরতঃ শ্রীকৃষ্ণের বিনির্গম পর্য্যন্ত আকাশে প্রতীক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকগণের সহিত অসুরের দেহাভ্যন্তর হইতে নির্গত হইবামাত্র দেবগণ সমক্ষে তাঁহাতে গিয়া সাযুজ্য লাভ

করিল। হায়! এ হেন পাপাসুরের পরমগতিদাতা শ্রীকৃষ্ণের চরণে যাহার রতি মতি না হইল, এ হেন ভুবনপাবন শ্রীকৃষ্ণনামে যাহার রুচি না জন্মিল, তাঁহার জগৎ-পবিত্র চরিত্র-গাথা মুহূর্ত্তের জন্যও যে না গাহিল, তাহার মনুষ্য-জন্ম ধারণে ধিক্! বিশাল সংসার-মরুভূমে সুখ-মরীচিকার অনুধাবন করিতে করিতে তাহার সারাজীবন দুঃখেই অতিবাহিত হয়। যে শ্রীকৃষ্ণের মহোৎসব ব্রহ্মাদি দেবগণকেও বিহ্বল করিয়া থাকে, জীব তাহা পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গল কামনায় অন্য নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যে শ্রীকৃষ্ণনাম অজামিলের ন্যায় মহাপাপীকেও উদ্ধার করিলেন, কলির জীব, ধন-কুল-বিদ্যামদে উন্মত্ত হইয়া তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত রাখে না। অতএব ভ্রাতৃগণ! আমার সত্য কথা শুন, অমূল্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মধন ভজনা কর। যে শ্রীচরণ ভজনা করিতে লক্ষ্মী নিরন্তর অভিলাষ করিয়া থাকেন, যে শ্রীচরণ সেবিয়া শঙ্কর জগতে শুদ্ধ ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, যে শ্রীচরণ-কমল হইতে ত্রিলোকপাবনী জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে, এস ভাই সকল, আমরা সকলে সেই শ্রীপাদপদ্মের দাস হই। "যে কৃষ্ণোপাসকাঃ দাসাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ।" অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাঁহারাই দাস নামে অভিহিত। অতএব এস ভাই সকল! আমরা সকলে সেই শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দেরই উপাসনা করি। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, আমি আজ যে ব্যাখ্যা করিলাম, এই নবদ্বীপে এমন শক্তি কার আছে দেখি, আমার এই ব্যাখ্যা আমার সমীপে আসিয়া খণ্ডন করুক।"

এইরূপ ওজঃস্বিনী কৃষ্ণভক্তিময়ী ব্যাখ্যা করিতে করিতে সহসা প্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি পাইল। তিনি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন—"আজি আমি কোন্ রূপ সূত্র ব্যাখানিল?"—তদুত্তরে পরম ভাগ্যবান শিষ্যগণ বিনীতভাবে কহিলেন—"প্রভু! কিছুই বুঝিলাম না। আপনি আজ শব্দমাত্রেই "শ্রীকৃষ্ণ সত্য" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আপনার এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা বুঝিবার পাত্র কেহই নাই।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীশচীনন্দন হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"—শুন সব ভাই!।
পুঁথি বান্ধ আজি চল গঙ্গাস্নানে যাই॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ ॥ ৭॥

অনন্তর ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গা-স্নানে গমন করিলেন। তখন ভুবনারাধ্য প্রভুর পাদস্পর্শে গঙ্গার উল্লাসতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। সে বেদ-গোপ্য মর্ম্ম কেহই বুঝিতে পারিল না। মহাপ্রভু যথাবিধি

স্নানক্রিয়া সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং আর্দ্রবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া পাদধৌত করিলেন।

স্নান শাটীন্তরেণৈব বাসসা ভাংসি গাত্রতঃ।
সংমার্জ্জ্য বাসসী দধ্যাৎ পরিধানোত্তরীয়কে॥

অর্থাৎ যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করা হইয়াছে তদ্ব্যতীত অন্তবস্ত্র দ্বারা অঙ্গ হইতে জলমার্জ্জন করিয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন ধারণ করিতে হয়। বস্ত্রধারণ-বিধি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।—

অধৌতং কারুধৌতং বা পরেদ্যুর্ধৌতমেব বা।
কাষায়ং মলিনং বস্ত্রং কৌপীনঞ্চ পরিত্যজেৎ॥
ন চার্দ্রমেব বসনং পরিদধ্যাৎ কদাচন॥—অত্রিবচনং॥

অর্থাৎ অধৌত, রজকধৌত, দিবসান্তরে ধৌত, কাষায়, মলিন বস্ত্র ও কৌপীন পরিধান কর্ত্তব্য নহে।

আবার—

নগ্নো মলিনবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নশ্চার্দ্ধপটঃ স্মৃতঃ।
নগ্নো দ্বিগুণবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নো রক্তপটস্তথা॥
নগ্নশ্চ শৃতবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নঃ স্নিগ্ধপটস্তথা।
দ্বিকচ্ছোঽনুত্তরীয়শ্চ নগ্নশ্চাবস্ত্র এব চ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মলিন বস্ত্র পরিধান করেন, তিনি উলঙ্গ; সাধারণ পরিমাণে যাঁহার বস্ত্র অর্দ্ধ, তিনিও উলঙ্গ, এবং সাধারণ পরিমাণের দ্বিগুণ বস্ত্র ধারণ করিলেও তাঁহাকে উলঙ্গ বলা যায়। যাঁহার রক্তবর্ণ বস্ত্র বা যাঁহার বস্ত্র পকঘৃত বা দুগ্ধলিপ্ত তিনিও উলঙ্গ, যিনি দুইটী কাছা ধারণ করেন বা উত্তরীয়বিহীন বস্ত্র পরিধান করেন, তিনিও উলঙ্গ এবং যাঁহার বস্ত্র পরিধান নাই, তাঁহাকে দিগম্বর কহে।

বিশেষতঃ ভোজনে ও দেবতার্চ্চনের সময় উত্তরীয় ধারণ একান্ত কর্ত্তব্য। যথা—

একবস্ত্রো ন ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনং।
শুক্লবাসা ভবেন্নিত্যং রক্তঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ॥

অর্থাৎ একবস্ত্র পরিধান করিয়া ভোজন করিবেন না এবং দেবতার্চ্চনাও করিবেন না। সর্ব্বদা শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিবেন, কদাচ রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিবেন না। মেষলোমজাত বস্ত্র, সকল অবস্থাতে সর্ব্বদাই শুচি।

এইরূপ যথাবিধানে বস্ত্র পরিধানান্তে শ্রীগৌরহরি শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া শ্রীতুলসীকে গঙ্গোদক দ্বারা সেচন করিলেন। এই যে বৈষ্ণবের অবশ্য প্রতি-পাল্য সদাচার, ইহাও জীবশিক্ষা—ইহাও কলির পতিত জীবের প্রতি অসীম করুণার পরিচয়। প্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে তদাচারসম্পন্ন হইতে শিখাইতেছেন। হরিপ্রিয়া শ্রীতুলসীদেবীর পূজা করা বৈষ্ণবমাত্রেরই যে নিত্য কর্ত্তব্য তাহা শাস্ত্রে দৃঢ়রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীতুলসীদেবীর অর্চ্চনায় শ্রীশাল-গ্রাম শিলার্চ্চনার ফল লাভ হইয়া থাকে। যথা—

শ্রবণদ্বাদশীযোগে শালগ্রাম শিলার্চ্চনে।
যৎ ফলং সঙ্গমে প্রোক্তং তুলসী পূজনেন তৎ॥

শ্রীহঃ-ভঃ-বিঃ ধৃত স্কান্দবচনং।

অর্থাৎ শ্রবণা দ্বাদশী যোগে সঙ্গমস্থানে শালগ্রাম শিলার্চ্চন দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তুলসী পূজন দ্বারাও তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যে কোন বর্ণ বা আশ্রমের মধ্যে থাকুক না কেন, নরনারীমাত্রেরই শ্রীতুলসী-দেবীর অর্চ্চন বিধেয়। যথা—

চতুর্ণামপি বর্ণনামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি হি॥—অগস্ত্যসংহিতা।

অর্থাৎ বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে বিশেষতঃ চতুরাশ্রমের মধ্যে নরনারী যে কেহ হউক না, তাঁহাদের দ্বারা শ্রীতুলসীদেবী পূজিতা হইলে অভীষ্ট ফলদান করিয়া থাকেন।

বিশেষতঃ যাঁহার গৃহে শ্রীতুলসী-কানন বিদ্যমান, তিনি নিখিল শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। যথা—

পূজ্যমানা চ তুলসী যস্য বেশ্মনি তিষ্ঠতি।
তস্য সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি বর্দ্ধন্তেহহরহর্দ্বিজাঃ॥—বৃহন্নারদীয়ে।

হে দ্বিজগণ! যাঁহার গৃহে শ্রীতুলসী অবস্থিতি করেন এবং প্রত্যহ যে গৃহে শ্রীতুলসীর অর্চ্চনা হয়, তাঁহার সমস্ত মঙ্গল অহরহ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

শাস্ত্রে শ্রীতুলসীদেবীর অর্চ্চনা নবধা কথিত আছে। যথা—

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥
নবধা তুলসীং নিত্যং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগ কোটি সহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রীতুলসী দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্ত্তন, প্রণাম, গুণশ্রবণ, রোপণ, সেবা ও অর্চ্চনা এই নবধা তুলসী-উপাসনা করেন, তিনি অশেষ কল্যাণ লাভ করিয়া সহস্রকোটিযুগ শ্রীহরিধামে বাস করিয়া থাকেন।

এক্ষণে উক্ত নবধা শ্রীতুলসী উপাসনায় প্রত্যেকের বিশেষ মহিমা কথিত হইতেছে। যথা—(১) দর্শন-মহিমা,—

অনন্যদর্শনাঃ প্রাত র্যে পশ্যন্তি তপোধন।

অহোরাত্র কৃতং পাপং তৎক্ষণাৎ প্রহরন্তি তে॥—অগস্ত্যসংহিতা।

অর্থাৎ হে তপোধন! প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অন্য দ্রব্যাদি দর্শন না করিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীতুলসীদেবীকে দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অহোরাত্র কৃত পাতক বিনষ্ট হয়।

তুলসী গহনং দৃষ্ট্বা বিমুক্তো যাতি পাতকাৎ।

সর্ব্বথা মুনিশার্দ্দূল ব্রহ্মহা পুণ্যভাগ্‌ভবেৎ॥

শ্রীহঃ-ভঃ-বিঃ ধৃতবচনং।

হে মুনিসত্তম! শ্রীতুলসী-কানন দর্শন করিলে মানব নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে এবং ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিও সম্যক্ প্রকারে পুণ্যভাগী হয়।

(২) স্পর্শন-মহিমা—

দর্শনং নর্ম্মদায়াস্তু গঙ্গাস্নানং বিশাম্বর।

তুলসী দল সংস্পর্শঃ সমমেতত্রয়ং স্মৃতং॥—পাদ্মে।

অর্থাৎ প্রসিদ্ধি আছে যে, নর্ম্মদা দর্শন, গঙ্গাস্নান ও তুলসীদল সংস্পর্শ এই তিনটী সমান পুণ্যকর।

(৩) স্মরণ-মহিমা—

যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ দর্শনাৎ কীর্ত্তনাদপি।

বিলয়ং যান্তি পাপানি কিং পুনর্বিষ্ণু পূজনাৎ॥

অর্থাৎ দর্শন ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দূরে থাক্, যখন তুলসী স্মরণমাত্রে পাপসমূহ বিনষ্ট হয়, তখন শ্রীহরিপূজার মাহাত্ম্য আর কি বলিব?

(৪) কীর্ত্তন-মহিমা—

সংসার-পাপ বিচ্ছেদি গঙ্গানাম প্রকীর্ত্তিতম্।

তথা তুলস্যাঃ ভক্তিশ্চ হরিকীর্ত্তি প্রবর্ত্তরি॥

অর্থাৎ গঙ্গানাম কীর্ত্তনে যেমন ভব-পাপধ্বংস হয়, সেইরূপ শ্রীতুলসীর ও শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনকারীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলেও উক্ত ফল পাওয়া যায়।

তুলসীতি চ যো ব্রূয়াৎ ত্রিকালং বদনে যদি।

নিত্যং স গোসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি ভূসুর॥—শ্রীহঃ-ভঃ-বিঃ।

অর্থাৎ হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা শ্রীতুলসী নাম বদনে উচ্চারণ করেন, তিনি প্রত্যহ সহস্র গো-দানের ফল প্রাপ্ত হন।

(৫) প্রণাম-মহিমা—

প্রদক্ষিণং ভ্রমিত্বা যে নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।

ন তেষাং দুরিতং কিঞ্চিদক্ষীণমবশিষ্যতে॥—শ্রীহঃ-ভঃ-বিঃ ধৃতবচনং।

অর্থাৎ যাঁহারা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তুলসীকে নিত্য নমস্কার করেন, তাঁহাদের কোন পাপই ধ্বংস হইতে অবশিষ্ট থাকে না।

(৬) গুণ-শ্রবণ-মাহাত্ম্য—

শ্রুতাভিলাষিতা দৃষ্টা রোপিতা সিঞ্চিতা নতা।

তুলসী দহতে পাপং যুগান্তাগ্নিরিবাখিলম্॥

অর্থাৎ শ্রীতুলসী-মহিমা শ্রবণ, দর্শন, রোপণ, সিঞ্চন ও প্রণাম দ্বারা প্রলয়াগ্নিতে নিখিল দ্রব্য ধ্বংসের ন্যায় সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়।

(৭) রোপণ-মাহাত্ম্য—

তেন দত্তং হুতং জপ্তং কৃতং শ্রাদ্ধং গয়াশিরে।

তপস্তপ্তং খগশ্রেষ্ঠ তুলসী যেন রোপিতা॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তুলসী রোপণ করেন, তাঁহার সেই কার্য্যের দ্বারাই দান, হোম, জপ, গয়াশিরে শ্রাদ্ধ, ও তপস্যা সমস্তই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

রোপিতা তুলসী যাবৎ কুরুতে মূল বিস্তরম্।

তাবৎ কোটী সহস্রন্তু তনোতি সুকৃতিং কলৌ॥

অর্থাৎ কলিকালে তুলসীরোপণ করিলে তাহার যত মূল বিস্তৃত হইতে থাকে, রোপণকারীর পুণ্যও ততসহস্র কোটি বিস্তার প্রাপ্ত হয়।

পদ্মপুরাণে কথিত আছে—ন পশ্যন্তি যমং বৈশ্য তুলসীবন রোপণাৎ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তুলসীকানন রোপণ করেন, তাঁহাকে আর যম দর্শন করিতে হয় না। অধিকন্তু—

তাবদ্বর্ষ সহস্রাণি যাবদ্বীজ দলানি চ।

বসন্তি দেবলোকেতু তুলসী রোপয়ন্তি যে॥

তুলসীবৃক্ষে যত পত্র ও যত বীজ জন্মে, রোপণকারী তত সহস্র বর্ষ দেবলোকে বাস করেন।

(৮) জলসেচনাদি সেবা-মাহাত্ম্য—

ঘটৈর্যন্ত্রঘটীভিশ্চ সিঞ্চিতং তুলসীবনং।
জলধারাভি র্বিপ্রেন্দ্র প্রীণিতং ভুবনত্রয়ং॥

অর্থাৎ হে বিপ্রেন্দ্র! ঘটদ্বারা বা যন্ত্রঘটী দ্বারা তুলসীকানন সেচন করিলে সেই সলিলধারায় ত্রিভুবনের প্রীতি সম্পাদন হয়।

তুলস্যাং সিঞ্চয়েদ্‌যস্তু চুলুকোদকমাত্রকম্।
ক্ষীরোদশায়িনা সার্দ্ধং বসেদাচন্দ্র তারকম্॥

যে ব্যক্তি তুলসীবৃক্ষে গণ্ডূষমাত্র জলও সেচন করেন, তিনি যাবৎ চন্দ্র নক্ষত্র বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল ক্ষীরোদশায়ী শ্রীহরির সহিত অবস্থান করেন।

(৯) পূজন-মহাত্ম্য—

পরিচর্য্যাঞ্চ যে তস্যাঃ রক্ষয়াবালবন্ধনৈঃ।
শুশ্রূষিতো হরিস্তৈস্তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
নাবজ্ঞা জাতু কার্য্যাস্যা বৃক্ষভাবাত্মনীষিভিঃ।
যথা হি বাসুদেবস্য বৈকুণ্ঠে ভোগবিগ্রহঃ॥
শালগ্রাম শিলারূপং স্থাবরং ভুবি দৃশ্যতে।
তথা লক্ষ্ম্যৈক্যমাপন্না তুলসী ভোগবিগ্রহা॥—পাদ্মে।

অর্থাৎ যত্নপূর্ব্বক আলবাল বন্ধন দ্বারা তুলসীর পূজা করিলে শ্রীহরির পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে; ইহাতে সন্দেহ নাই। তুলসীকে সামান্য বৃক্ষ মনে করিয়া অবজ্ঞা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তুলসী সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠবিগ্রহ শ্রীহরির তনুস্বরূপা। শালগ্রামশিলা যেমন শ্রীহরির স্থাবরমূর্ত্তি, তদ্রূপ তুলসীও শ্রীলক্ষ্মীর মূর্ত্তিরূপে ধরাতলে বিরাজিত আছেন।

এক্ষণে এই শ্রীতুলসীদেবীর পূজাবিধি কথিত হইতেছে। শ্রীতুলসী বৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক একান্তচিত্তে সর্ব্বাগ্রে শ্রীতুলসীর ধ্যান করিবেন।
তদ্ যথা·

"ওঁ ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশিমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীং
বিদ্যোতন্বীং কুচযুগভরানম্রকম্রাঙ্গযষ্টিং।
ঈষদ্ধাসাং ললিতবদনাং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রাং
শ্বেতাঙ্গীং তামভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাং॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া পাদ্য প্রদান করিবেন। অনন্তর যথাবিধানে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

অর্ঘ্য মন্ত্র। যথা—

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরসৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥

অর্থাৎ হে দেবি! আপনি লক্ষ্মীর আশ্রয় ও আবাস স্থান, শ্রীধর সর্ব্বদা আপনার আদর করিয়া থাকেন, আমি ভক্তি সহকারে আপনাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার।

এইরূপ অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক আচমন দিয়া শ্রীতুলসী দেবীকে স্নান করাইবেন।

স্নানমন্ত্র। যথা—

গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্বন্দ্যাং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীং॥

অর্থাৎ ভক্ত চৈতন্যকারিণী বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী জগতের বন্দ্যনীয়া শ্রীতুলসী দেবীকে আমি স্নান করাইতেছি।

অনন্তর গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা পূজা করিবেন।

পূজা মন্ত্র। যথা—

নির্ম্মিতা ত্বং পুরাদেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসি হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥

হে তুলসি! পুরাকালে আপনি দেবতা দ্বারা নির্ম্মিতা হইয়া সুরাসুর সকলের দ্বারাই অর্চ্চিতা হইতেছেন। এক্ষণে আপনি আমার পাপনাশ ও পূজা গ্রহণ করুন। আপনাকে নমস্কার করি।

পাদ্যার্ঘ্যাদি প্রদানকালে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "এতৎ পাদ্যং শ্রীতুলস্যৈ নমঃ" এষোঽর্ঘ্যঃ শ্রীতুলস্যৈ নমঃ, ইদমাচমনীয়ং, ইদং স্নানীয়ং, এষগন্ধঃ, ইদং পুষ্পং, এষঃ ধূপঃ দীপঃ শ্রীতুলস্যৈ নমঃ" ইত্যাদি বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ উপচার অর্পণ করাই বিধি। শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ শ্রীতুলসীকে অর্পণ করিতে হয়। সুতরাং "শ্রীকৃষ্ণভুক্তাবশেষং সোপকরণ নৈবেদ্যং শ্রীতুলস্যৈ নমঃ" বলিয়া নৈবেদ্য অর্পণ করিবেন। অনন্তর এই বলিয়া স্তুতিপাঠ করিবেন। যথা—

মহাপ্রসাদজননী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
আধিব্যাধিহরী নিত্যং তুলসি ত্বং নমোঽস্তু তে॥

অর্থাৎ হে তুলসি। আপনি শ্রীহরির প্রসন্নত্ব-বিধায়িনী, সর্ব্বসৌভাগ্য-বর্দ্ধিনী এবং নিত্যং আধি-ব্যাধি-বিনাশিনী—আপনাকে নমস্কার।

এইরূপ স্তুতিপাঠের পর প্রার্থনা করিবেন, যথা—

শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্ত্তিমায়ুস্তথা সুখং।
বলং পুষ্টিং তথা ধর্ম্মং তুলসি ত্বং প্রযচ্ছ মে॥

অর্থাৎ হে তুলসীদেবি! আপনি আমাকে শ্রী, যশঃ কীর্ত্তি, আয়ু, সুখ, বল, পুষ্টি ও ধর্ম্ম প্রদান করুন এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

অনন্তর প্রণাম করিবেন। তন্মন্ত্র যথা,—

"যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃ পাবনী
রোগাণামভিবন্দিতানিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥

অর্থাৎ যিনি দর্শনে নিখিল পাপরাশি বিনষ্ট করেন, স্পর্শনে দেহ পবিত্র করেন, বন্দনে রোগনিচয় নষ্ট করেন, জলসেচনে অন্তকভয় অন্তর্হিত করেন, রোপণে শ্রীভগবানের সান্নিধ্য বিধান করেন এবং যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিলে মুক্তির ফলস্বরূপ প্রেমভক্তি প্রদান করেন, সেই শ্রীতুলসীদেবীকে নমস্কার করি।*

অতঃপর তুলসী প্রদক্ষিণ কর্ত্তব্য।

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যান্তি তুলসি ত্বৎ প্রদক্ষিণাৎ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীতুলসীকে স্বীয় দক্ষিণভাগে রাখিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করত পুনরায় প্রণাম করিবেন।

দয়ালপ্রভু শ্রীগোবিন্দ পূজা† এইরূপ যথাবিধানে শ্রীতুলসীর সেবার্চ্চনা করিয়া গৃহে আসিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। তখন শ্রীশচীদেবী তুলসীমঞ্জরী সমন্বিত শ্রীমহাপ্রসাদান্ন প্রভুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। প্রভু অগ্রে তাহা শ্রীবিষ্বক্সেনকে অংশমত নিবেদন করিলেন। পাত্রের ঈশানকোণ হইতে নৈবেদ্যের শতাংশের একাংশ উদ্ধৃত পূর্ব্বক—

---

* প্রণাম-বিষয়ক আর একটী মন্ত্র অনেক ভক্তের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা এ স্থলে লিখিত হইল। যথা—

"নমস্তে তুলসীদেবি শ্রীকৃষ্ণপ্রাণবল্লভে।
দেহি মে ভক্তিবাহুল্যং যেন কৃষ্ণমবাপ্নুয়াৎ॥"

† পূজাবিধি ও শ্রীকৃষ্ণে নৈবেদ্যার্পণবিধি পরে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইবে।

"সর্ব্বদেব স্বরূপায় পরায় পরমেষ্ঠিনে।
শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্তায় বিষ্বক্‌সেনায় তে নমঃ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীবিষ্বক্‌সেনকে অর্পণ করাই বিধি। পরে অন্যান্য বৈষ্ণবগণকে অর্পণ করিতে হয়। তন্মন্ত্র, যথা,—

বলির্বিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোঽর্জ্জুনঃ।
প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষশ্চ বসুর্ব্বায়ুসুতঃ শিবঃ॥
বিষ্বক্‌সেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্নন্তু বৈষ্ণবাঃ॥

অর্থাৎ বলি, বিভীষণ, ভীষ্ম, কপিল, নারদ, অর্জ্জুন, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, বসু, শিব, বিষ্বক্‌সেন, উদ্ধব, অক্রূর, সনকাদি ও শুকাদি বৈষ্ণবগণ আপনারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রসাদ গ্রহণ করুন।

অনন্তর সেই শ্রীমহাপ্রসাদান্ন দর্শন পূর্ব্বক গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া শেষে মূলমন্ত্র দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিবেন। পরে ধর্ম্মরাজাদির অংশ তাহা হইতে অপসারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবেন,—

যস্যোচ্ছিষ্টং হি বাঞ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়োঽমলাঃ।
সিদ্ধাদ্যাশ্চ হরেস্তস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মাদি নির্ম্মল ঋষিগণ ও সিদ্ধাদি যাহার উচ্ছিষ্ট ভোজনের বাসনা করেন, আমাদিগকে সেই শ্রীহরির উচ্ছিষ্টভোজী জানিবে।

যস্য নাম্না বিনশ্যন্তি মহাপাতক রাশয়ঃ।
তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ॥
উচ্ছিষ্টভোজিন স্তস্য বয়মদ্ভুত কর্ম্মণঃ।
যো বাল্যলীলয়া তাং স্তান্ পূতনাদীনপাতয়ৎ॥

অর্থাৎ যাঁহার নামে মহাপাতকের পুঞ্জসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আমরা সেই শ্রীহরির উচ্ছিষ্টভোজী। এবং যিনি বাল্যকালে পূতনাদিকে বিনাশ করিয়াছেন, আমাদিগকে সেই অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টভোজী জানিবে।

ত্বয়োপযুক্ত স্রগ্‌গন্ধবাসোলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসা স্তবমায়াং জয়েমহি॥

অর্থাৎ আমরা তোমার দাস, তদুদ্দেশে নিবেদিত মাল্য, চন্দন, বসন ও ভূষণাদিতে অলঙ্কৃত হইয়া আমরা তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন পূর্ব্বক তোমার মায়াকে জয় করিব।

অনন্তর "অমৃতোপস্তরণমসি" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আচমন করিয়া "ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা। ওঁ ব্যানায় স্বাহা। ওঁ উদানায় স্বাহা। ওঁ সমানায় স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত শ্রীমহাপ্রসাদান্ন দ্বারা পঞ্চপ্রাণকে আহুতি প্রদান করিবেন। আবার এতদ্বিষয়ে, সর্ব্বাগ্রে মহাব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই মন্ত্র) পাঠ পূর্ব্বক সলিলধারা দ্বারা অন্নকে বেষ্টন করিয়া "অমৃতোপস্তরণমসি" মন্ত্রে আচমন এবং পরে পঞ্চপ্রাণকে আহুতি প্রদানের বিশেষ বিধিও আছে। অনন্তর প্রভুর অগ্রে অর্থাৎ দেবালয়ের বহির্ভাগে ইচ্ছামত অবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিবেন। অতি ভোজন কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আর্দ্র হস্তে ও আর্দ্র পদে প্রসন্নচিত্তে পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া আহার করিতে হইবে। পুত্রবান্ ব্যক্তি উত্তরাস্যে ও পিতা বর্ত্তমানে পুত্র দক্ষিণ মুখে আহার করিবেন না। একবস্ত্রে ও অগ্ন্যাদি কোণাভিমুখে বসিয়াও ভোজন নিষিদ্ধ। এক্ষণে কোন্ মুখে বসিয়া আহার করিলে কিরূপ ফল লাভ হয় তাহা কথিত হইতেছে। যথা, কূর্ম্মপুরাণে—

আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখোভুঙ্ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখোভুঙ্ক্তে ঋতং ভুঙ্ক্তে উদঙ্মুখঃ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বমুখ হইয়া আহার করিলে পরমায়ু বর্দ্ধিত হয়, দক্ষিণমুখে আহার করিলে যশোলাভ, পশ্চিমমুখে আহার করিলে নানা সম্পত্তি লাভ এবং উত্তরমুখ হইয়া আহার করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ পঞ্চার্দ্ররূপে আহার করাই প্রশস্ত। কারণ, উহা অনশন সদৃশ হয়. তাহাতে কোন রোগের আশঙ্কা থাকে না। পঞ্চার্দ্র ভোজন যথা,—

উপলিপ্তে শুচৌদেশে পাদৌ প্রক্ষাল্য বৈ করৌ।
আচম্যার্দ্রাননোঽক্রোধঃ পঞ্চার্দ্রে ভোজনঞ্চরেৎ॥

অর্থাৎ গোময়লিপ্ত পবিত্র স্থানে পাদদ্বয় ও করদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন দ্বারা আর্দ্রমুখ হইয়া অক্রোধ অর্থাৎ প্রফুল্লভাবে ভোজন করাকেই পঞ্চার্দ্র ভোজন কহে।

অনন্তর আহারাবশেষে "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" বলিয়া আচমন করিবে। একবারে পাত্র নিঃশেষ করিয়া ভোজন করিতে নাই। যেহেতু,—

তৃপ্তো দদ্যাদ্ধি তদন্নং শেষং দুর্গততৃপ্তয়ে॥"

অর্থাৎ দুর্গতজনের তৃপ্তির নিমিত্ত ভোজনাবসানে সেই ভোজনাবশেষ অন্ন সমর্পণ করিতে হয়।

তদনন্তর সম্যক্ প্রকারে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠে জল

প্রদান করিবেন; এবং অভীষ্টদেবকে স্মরণ পূর্ব্বক মস্তকে উষ্ণীষ (পাগড়ী) বন্ধন করিয়া প্রশান্তমনে আসনোপরি উপবেশন করিবেন। পরে বক্ষ্যমান মন্ত্র দুইটী পাঠ করিতে হয়। যথা—

"অগস্তিরগ্নির্ব্বড়বানলশ্চ, ভুক্তং ময়ান্নং জরয়ন্ত্বশেষং।
সুখঞ্চ মেতৎ পরিণামসম্ভবং যচ্ছন্ত্বরোগং মমচাস্তু দেহে ॥ ১ ॥
বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয় দেহদেহি-প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেতদারোগ্যদং মে পরিণাম মেতু ॥" ২ ॥

এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত স্বীয় কর দ্বারা জঠরদেশ মার্জ্জনা করিবেন এবং কোন পরিশ্রমরহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

এইরূপ যথাবিধানে শ্রীগৌরহরি ভোজন করিতেছেন, শ্রীশচীমাতা তাঁহার সম্মুখে বসিয়া সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাপ! আজ কিরূপ পুঁথি পড়িলে? কাহারও সহিত কোন্দল কর নাই তো?"

তখন প্রভু কহিলেন,—

"—আজি পঢ়িলাম কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণধাম ॥
সত্য কৃষ্ণ-নামগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন ॥
সেই শাস্ত্র সত্য, কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায় ॥"
শ্রীচৈঃ ভাঃ ॥ ৮ ॥

মা! আজ আমি কেবল শ্রীকৃষ্ণনামই পাঠ করিয়াছি। আর ব্যাখ্যা করিয়াছি—নিখিল গুণের আলয় শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কমলই সত্য, কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তনই সত্য, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবক, তাঁহারাই সত্য এবং যে শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির কথা আছে, সেই শাস্ত্রই সত্য। অন্যথা যে শাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তির কথা নাই, তাহা তো পাষণ্ডের শাস্ত্র। জৈমিনি ভারতে কথিত আছে,—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥

অর্থাৎ যে শাস্ত্রে বা পুরাণে হরিভক্তি দেখা না যায়, ব্রহ্মা স্বয়ং আসি বলিলেও সে শাস্ত্র শ্রবণযোগ্য হয় না।

বহুবিধ উপাস্য তত্ত্ব থাকিতে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে সত্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের নিখিল-বন্ধন-বিমুক্তির জন্যই বিবিধ সাধ্যসাধন তত্ত্ব বিহিত হইয়াছে কিন্তু সেই সকল সাধনসিদ্ধ মুক্তপুরুষদিগেরও যাহা একমাত্র আশ্রয়, তাহা যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব ও পরম সত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই, দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—

দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রি, কমলং জনতাপবর্গং
ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
ধ্যায়ং শ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ॥

হে ভগবান্! অগাধবুদ্ধি ব্রহ্মাদিগণও যাহা হৃদয়ে ধ্যান করেন, যাহা ভক্তবর্গের মোক্ষের কারণ, সংসার-কূপ-পতিত জনের সুখোত্তারণের আশ্রয় স্বরূপ, সেই ত্বদীয় শ্রীচরণকমল দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। তথাপি এই অনুগ্রহ কর, যেন ত্বদীয় স্মৃতি নিরন্তর আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকে; যেহেতু তোমার শ্রীচরণান্তিক হইতে অন্যত্র গমন করিলেও সেই স্মৃতির বলে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করত বিচরণ করিতে পারিব।

এইজন্যই না শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণ নিষ্কৃতাঃ॥

শ্রীভাঃ।

যাঁহারা স্বীয় ভগবদ্‌গুণানুরাগী মনকে শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দে একবার মাত্র নিবেশিত করেন, তাঁহাদিগকে স্বপ্নেও যম বা পাশহস্ত যমদূতগণকে দর্শন করিতে হয় না। যেহেতু, ভগবানে মনোনিবেশ মাত্রেই তাঁহাদিগের সকল প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সুতরাং এই অশেষ গুণের আলয় শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ ব্যতীত জগতে পরম কল্যাণপ্রদ আর কিছুই নাই। ইহাই জীবের ভব-তাপাদি জুড়াইবার স্নিগ্ধ শান্তি-নিকেতন,—ইহাই জীবের আরাধ্যতম পরম ধন। এই কল্প কুঞ্জাধিক অভীষ্ট-সাধক শ্রীকৃষ্ণ-পাদ-পঙ্কজের মধুর সৌরভে যাঁহাদের প্রাণ মন একবার পুলকিত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট তুচ্ছ ইন্দ্রিয়াদি বিষয় সুখ তো দূরের কথা, দুর্ল্লভ ব্রহ্মানন্দও উপেক্ষিত হইয়া যায়। অতএব শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলই সত্য!

আবার এই চিরপ্রাণারাম শ্রীচরণ-কমলে আশ্রয় লাভের উপায় স্বরূপ যে

প্রদান করিবেন; এবং অভীষ্টদেবকে স্মরণ পূর্ব্বক মস্তকে উষ্ণীষ (পাগড়ী) বন্ধন করিয়া প্রশান্তমনে আসনোপরি উপবেশন করিবেন। পরে বক্ষ্যমান মন্ত্র দুইটী পাঠ করিতে হয়। যথা—

"অগস্তিরগ্নির্ব্বড়বানলশ্চ, ভুক্তং মমান্নং জরয়ন্ত্যশেষং।
সুখঞ্চ মেতৎ পরিণামসম্ভবং যচ্ছন্ত্বরোগং মমচাস্তু দেহে ॥ ১ ॥
বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয় দেহদেহি-প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেতদারোগ্যদং মে পরিণাম মেতু ॥" ২ ॥

এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত স্বীয় কর দ্বারা জঠরদেশ মার্জ্জনা করিবেন এবং কোন পরিশ্রমরহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

এইরূপ যথাবিধানে শ্রীগৌরহরি ভোজন করিতেছেন, শ্রীশচীমাতা তাঁহার সম্মুখে বসিয়া সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাপ! আজ কিরূপ পুঁথি পড়িলে? কাহারও সহিত কোন্দল কর নাই তো?"

তখন প্রভু কহিলেন,—

"—আজি পঢ়িলাম কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণধাম ॥
সত্য কৃষ্ণ-নামগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন ॥
সেই শাস্ত্র সত্য, কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায় ॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ ॥ ৮ ॥

মা! আজ আমি কেবল শ্রীকৃষ্ণনামই পাঠ করিয়াছি। আর ব্যাখ্যা করিয়াছি—নিখিল গুণের আলয় শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কমলই সত্য, কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তনই সত্য, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবক, তাঁহারাই সত্য এবং যে শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির কথা আছে, সেই শাস্ত্রই সত্য। অন্যথা যে শাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তির কথা নাই, তাহা তো পাষণ্ডের শাস্ত্র। জৈমিনি ভারতে কথিত আছে,—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥

অর্থাৎ যে শাস্ত্রে বা পুরাণে হরিভক্তি দেখা না যায়, ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া বলিলেও সে শাস্ত্র শ্রবণযোগ্য হয় না।

বহুবিধ উপাস্য তত্ত্ব থাকিতে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে সত্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের নিখিল-বন্ধন-বিমুক্তির জন্যই বিবিধ সাধ্যসাধন তত্ত্ব বিহিত হইয়াছে কিন্তু সেই সকল সাধনসিদ্ধ মুক্তপুরুষদিগেরও যাহা একমাত্র আশ্রয়, তাহা যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব ও পরম সত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই, দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—

দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রি, কমলং জনতাপবর্গং
ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ॥

হে ভগবান্! অগাধবুদ্ধি ব্রহ্মাদিগণও যাহা হৃদয়ে ধ্যান করেন, যাহা ভক্ত-বর্গের মোক্ষের কারণ, সংসার-কূপ-পতিত জনের সুখোত্তারণের আশ্রয় স্বরূপ, সেই ত্বদীয় শ্রীচরণকমল দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। তথাপি এই অনুগ্রহ কর, যেন ত্বদীয় স্মৃতি নিরন্তর আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকে; যেহেতু তোমার শ্রীচরণান্তিক হইতে অন্যত্র গমন করিলেও সেই স্মৃতির বলে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করত বিচরণ করিতে পারিব।

এইজন্যই না শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণ নিষ্কৃতাঃ॥

শ্রীভাঃ।

যাঁহারা স্বীয় ভগবদ্‌গুণানুরাগী মনকে শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দে একবার মাত্র নিবেশিত করেন, তাঁহাদিগকে স্বপ্নেও যম বা পাশহস্ত যমদূতগণকে দর্শন করিতে হয় না। যেহেতু, ভগবানে মনোনিবেশ মাত্রেই তাঁহাদিগের সকল প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সুতরাং এই অশেষ গুণের আলয় শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ ব্যতীত জগতে পরম কল্যাণপ্রদ আর কিছুই নাই। ইহাই জীবের ভব-তাপাদি জুড়াইবার স্নিগ্ধ শান্তি-নিকেতন,—ইহাই জীবের আরাধ্যতম পরম ধন। এই কম কুঞ্জাধিক অভীষ্ট-সাধক শ্রীকৃষ্ণ-পাদ-পঙ্কজের মধুর সৌরভে যাঁহাদের প্রাণ মন একবার পুলকিত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট তুচ্ছ ইন্দ্রিয়াদি বিষয় সুখ তো দূরের কথা, দুর্লভ ব্রহ্মানন্দও উপেক্ষিত হইয়া যায়। অতএব শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলই সত্য!

আবার এই চিরপ্রাণারাম শ্রীচরণ-কমলে আশ্রয় লাভের উপায় স্বরূপ যে

কৃষ্ণ নামগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন, ইহাও সত্য! যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ কীর্ত্তন হইতেই শ্রীকৃষ্ণপদে ভক্তির উদয় হয়; এবং সেই ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের উপায় স্বরূপ। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র সাধনীয় ধন, এবং তদীয় নামগুণাদি শ্রবণ কীর্ত্তনই তাহার সাধন। সুতরাং ইহাও সত্য!

পুনশ্চ, কৃষ্ণভক্ত সাধুগণও সত্য! যেহেতু, সেই সাধুগণের সঙ্গ হইতেই শ্রবণ কীর্ত্তন উদয় হইয়া থাকে। যথা—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়ণা কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মণি শ্রদ্ধারতির্ভক্তি রণুক্রমিষ্যতি॥

অর্থাৎ সাধুসঙ্গ লাভ হইলে আমার যে বীর্য্য প্রকাশিকা কথা উপস্থিত হয়, তাহা চিত্ত ও কর্ণের অতীব সুখকরী সুতরাং সেই কথামৃত প্রীতি পূর্ব্বক আস্বাদন করিলে মোক্ষমার্গস্বরূপ আমাতে ক্রমান্বয়ে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। ফলতঃ, প্রকৃষ্টরূপে সাধুসঙ্গ লাভ ঘটিলে প্রথমতঃ অনর্থ নিবর্ত্তিকা ভগবদ্বিষয়ণী কথার আলোচনা হয়, ক্রমে সেই কথা সাধকের নিষ্ঠা জন্মাইয়া শ্রীভগবন্মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপাদন করে। পরে রুচি উৎপাদন করিয়া তাহা শ্রবণ ও মনের সারস্য-সঞ্চার করে। অনন্তর সেই সুরসাল কথামৃত আস্বাদন হেতু শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি, ভাব ও প্রেম ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সেবকগণই সত্য! কারণ,—

যত্রোত্তম শ্লোক গুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্য কথাভিঘাতঃ।
নিষেব্যমানোঽনুদিনং মুমুক্ষো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে॥

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ সাধুগণের সন্নিধানে গ্রাম্যকথার আলোচনা আদৌ শ্রুতিগোচর হয় না। তাঁহাদিগের নিকট নিরন্তর উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকীর্ত্তনই হইয়া থাকে। অনুক্ষণ এই গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে উহা মুমুক্ষু ব্যক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সদ্বুদ্ধি অর্থাৎ প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া থাকে।

সুতরাং শ্রবণ কীর্ত্তনাদিময়ী ভক্তি যাহা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের অমোঘ উপায়, তাহা সৎসঙ্গ প্রভাবেই সুমার্জ্জিত ও সুরস হয়। অতএব সৎসঙ্গই প্রেম প্রাদুর্ভাবের প্রথম সোপান।

আবার যে শাস্ত্রে হরিকথা আছে, সেই শাস্ত্রই সত্য! কারণ, জীবের

সংসার-ক্ষয়োন্মুখতা উপস্থিত হইলে বহু জন্মের সুকৃতিফলে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, সেই শ্রদ্ধা শাস্ত্র বিচার দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়া উন্নতি লাভ করে এবং সেই শ্রদ্ধাবলেই জীবের সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে। যথা—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥"—শ্রীচৈঃ চঃ।

অতএব, যে শাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তির কথা আছে এবং যাহা কোমল শ্রদ্ধ সাধকের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করিয়া থাকে, সেই শাস্ত্রই সত্য। শাস্ত্র মধ্যে বেদই প্রধান। বেদ বিপুল সমুদ্র বিশেষ। তাহাতে কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত সকলের জন্যই বিধি-ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু তাহা হইতে শুদ্ধ ভক্তদিগের সদুপদেশাদি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। সুতরাং বেদের সেই সমস্ত মুখ্য তাৎপর্য্য ও অভিধেয় তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই পুরাণের সৃষ্টি। সাত্ত্বিক পুরাণ সমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ এবং সাত্বতগণের জন্য বেদের শুদ্ধ সাত্ত্বিক তত্ত্ব প্রকাশক। যথা—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।"—গরুড় পুরাণ।

অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত সূত্রের অর্থ স্বরূপ, মহাভারতের অর্থ নির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ, বেদের অর্থ প্রকাশক, সমস্ত পুরাণের সার স্বরূপ এবং সাক্ষাৎ ভগবানের কথিত।

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত এবং তদনুগত পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রগ্রন্থকেই সত্য বলিয়া জানিবেন। এই সকল শাস্ত্রের বিধি অবহেলা করিয়া কাহারও যদি আত্যন্তিকী হরিভক্তিরও উদয় হয়, তাহা হইলে তাহাও উৎপাতের কারণ হইয়া উঠে। যথা—

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
আত্যন্তিকীঃহরের্ভক্তি রুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

অতএব ভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রই সত্য।

ভুবন-মঙ্গল অবতার শ্রীগৌরবিধুমণি, সাক্ষাৎ স্নেহমূর্ত্তি শ্রীশচীদেবীর নিকট সাধ্যসাধন তত্ত্ব এইরূপ সংক্ষেপে সূত্ররূপে বিবৃত করিয়া পুনরায় তাহার অধিকারী নির্দ্দেশ করিতেছেন। প্রভু বলিলেন—

"চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে॥"

চৈঃ ভাঃ॥ ৯॥

মা! ভক্তির এমনই সর্ব্বজয়িনী ক্ষমতা যে, সমাজের অতি অস্পৃশ্য চণ্ডালও যদি শ্রীকৃষ্ণনামানুকীর্ত্তন করে, সে চণ্ডালকে আর চণ্ডাল বলা যায় না। ভক্তি ধর্ম্মের ইহাই এক মহান্ বৈচিত্র! শাস্ত্রে আছে—

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

অর্থাৎ চণ্ডালও যদি হরিভক্তিপরায়ণ হয়, তাঁহাকে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মনে করিবে, কিন্তু হরিভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ হইলেও তাহাকে কুক্কুর মাংসভোজী-দিগেরও অধম বলিয়া জানিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।

অর্থাৎ দ্বাদশগুণযুক্ত বিপ্রও যদি শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ বিমুখ হইয়া অসৎপথ-গামী হয়, তবে তাহাকে বিপ্র বলা যায় না। বরং তদপেক্ষা কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ শ্বপচ গরীয়াংস্তম।

চণ্ডালও তো হিন্দু! কিন্তু অহিন্দু ম্লেচ্ছও যদি কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হন, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও মুনির আসন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যথা—

ভক্তি রষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্ত্তিমান্ স ভবেন্নরঃ॥

অর্থাৎ এই অষ্টবিধা ভক্তি যদি কোন ম্লেচ্ছেও বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও মুনিতুল্য সত্যবাদী ও কীর্ত্তিমান্ হন।

এই জন্যই, শ্রীগৌরলীলায় ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবন দাস ভক্ত-শূর হরিদাস ঠাকুরের জন্মপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥"—চৈঃ ভাঃ।

অতএব—

কৃষ্ণভজনে হয় সবে অধিকারী।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী॥"

শ্রীগৌরহরি সূত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণভজনের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া ভগবান্ কপিল স্বীয় জননী দেবহূতিকে যেরূপ তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে শ্রীশচী দেবীকেও সেইরূপ ভাবে কহিতে লাগিলেন—

"শুন শুন মাতা কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ॥
কৃষ্ণ-সেবকের মাতা কভু নহে নাশ।
কালচক্র ডরায়েন দেখি কৃষ্ণদাস॥" ১০॥

মা! সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই অনুরাগ স্থাপন কর। কৃষ্ণভক্তির এমনই অচিন্ত্য প্রভাব যে, এই ভক্তি-পরায়ণ কৃষ্ণ-সেবকগণের কদাপি বিনাশ হয় না। ভক্তির প্রাণপ্রীণন অমৃত মধুর রসে যাঁহাদের হৃদয় কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠে, তাঁহাদের বিনাশ সম্ভাবনা কোথায়? সাধারণতঃ জীবের মৃত্যুকে যে বিনাশ বলা হয়, তাহা জীবের দেহান্তর গ্রহণ মাত্র। বাস্তব জীবের বিনাশ নাই। সুতরাং এস্থলে বিনাশ শব্দে জীবের দুর্গতি বা অকালমৃত্যু ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

অর্থাৎ প্রমাদ বশতঃ সুদুরাচার হইয়াও যে আমাকে ভজনা করে, সে ব্যক্তি সত্বর ধর্ম্মশীল হয় এবং পুনঃ পুনঃ অনুতাপ দ্বারা নিত্য শান্তি লাভ করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! তুমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতে পার, আমার ভক্তের কখনই বিনাশ নাই। অর্থাৎ আমার ভক্ত প্রমত্ত ও ভ্রষ্টাচারী হইলেও কদাচ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু পরম কৃতার্থতা লাভ করিয়া নিখিল কল্যাণ ভাজন হইয়া থাকে। এমন কি—

রিপবস্তং ন হিংসন্তি ন বাধন্তেগ্রহাশ্চ তং।
রাক্ষসাশ্চ ন খাদন্তি নরং বিষ্ণুপরায়ণম্॥
ভক্তির্দৃঢ়া ভবেদ্ যস্য দেবদেবে জনার্দ্দনে।
শ্রেয়াংসি তস্য সিদ্ধ্যন্তি ভক্তিমন্তোঽধিকাস্ততঃ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

সেই কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকে পরম প্রীতির বিষয় হেতু কুল-ক্রমাগত শত্রুও হিংসা করে না, গ্রহগণও কষ্ট প্রদান করে না এবং রাক্ষসগণও গ্রাস করিতে

সমর্থ হয় না। দেবদেব শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার অবিচলা ভক্তি তাঁহার নিখিল কল্যাণ সিদ্ধ হয়, যেহেতু ভক্তিমান ব্যক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই জন্যই কৃষ্ণদাস দর্শনে কালচক্রও ভীত হইয়া থাকে। যেহেতু, তাঁহারা সর্ব্বভয়াপহারী শ্রীকৃষ্ণের মাধুরীমাখা নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। নামের অলৌকিক প্রভাবেই ভক্তের কালভয় নিবারণ হয়। "কাহা হইতে মৃত্যুভয় পায়?"—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলেন—

গোবিন্দান্মৃত্যু র্বিভেতি।"

অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ হইতেই মৃত্যুভয় পাইয়া থাকে। আবার এই সূত্রের ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নামবিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥

অর্থাৎ ঘোর সংসারে পতিত ব্যক্তি বিবশ হইয়াও যাঁহার শ্রীনাম উচ্চারণ করিলে সংসার হইতে সদ্য মুক্তি লাভ করে, সেই আনন্দময় শ্রীগোবিন্দ নামের প্রভাবে স্বয়ং মহাকালও যখন ভয় পাইয়া থাকে, তখন যম বা যমদূতগণের কথা কি? কৃষ্ণভক্ত তাঁহাদিগকে তো দর্শনই করেন না! যথা—

ন যমং যমলোকং ন, ন দূতান্ ঘোরদর্শনান্।
পশ্যন্তি বৈষ্ণবা নূনং, সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ॥—পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, বৈষ্ণবগণ যম, যমলোক বা ঘোরদর্শন যমদূতগণকে দর্শন করেন না। পরন্তু তাঁহারা কালের শিরে পদাঘাত করিয়া থাকেন। যথা—

ভব পরি যে চরন্ত্যখিল সত্ত্বনিকেততয়া
ত উত পদাক্রমন্ত্য বিগণয্য শিরো নির্ঋতে ॥—শ্রীভাঃ।

হে ভগবন্! নিখিল সত্ত্বনিকেতন অর্থাৎ সর্ব্বভূতাবাসরূপে তোমার আরাধনা করিলে, তিরস্কার পূর্ব্বক মৃত্যুর শিরে পদাঘাত করা হয়।

স্বয়ং ধর্ম্মরাজ স্বীয় দূতগণকে বলিয়াছিলেন,—

তে দেব সিদ্ধ পরিগীতপবিত্র গাথা,
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
তন্নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং নচ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ॥—শ্রীভাঃ।

হে দূতগণ! অদ্য হইতে আমার এই অনুশাসন বাক্য শ্রবণ কর। যে

...ল সাধু শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীসনকাদি সুরসিদ্ধগণ যাঁহাদের বত্র-গাথা গান করিয়া থাকেন, তোমরা কখনও সেই সমস্ত সর্ব্বত্র সমদর্শী ধুর নিকট গমন করিও না। ভগবান্ চক্রপাণির গদা সর্ব্বথা তাঁহাদিগের ক্ষা বিধান করেন। কোন দোষ দৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের দণ্ড বিধানে আমাদের াধ্য নাই, সর্ব্বনিয়ন্তা কালেরও সাধ্য নাই।

ফলতঃ ভগবানের নামই যে মৃত্যু-ভয় নিবারণের অমোঘ উপায়, শ্রীগরুড় রাণোক্ত অকাল-মৃত্যু-প্রশমন স্তোত্রই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নিতান্ত অপ্রা- ঙ্গিক হইবে না বলিয়া ভক্ত-পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল। যথা—

অকালমৃত্যু প্রশমনাষ্টকং।

নারায়ণং সহস্রাক্ষং পদ্মনাভং পুরাতনং।
প্রণতোঽস্মি হৃষীকেশং কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ১ ॥
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষমনন্তমজমব্যয়ং।
কেশবঞ্চ প্রণতোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ২ ॥
বাসুদেবং জগদ্‌যোনিং ভানুমন্তমতীন্দ্রিয়ম্।
দামোদরং প্রণতোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৩ ॥
শঙ্খচক্রধরং দেবং ছদ্মরূপিণ মব্যয়ম্।
অধোক্ষজং প্রণতোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৪ ॥
বারাহং বামনং বিষ্ণুং নারসিংহ জনার্দ্দনং।
মাধবঞ্চ প্রণতোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৫ ॥
পুরুহং পুষ্করং পুণ্যং ক্ষেত্রবীজং জগৎপতিম্।
লোকনাথং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৬ ॥
সহস্রশীর্ষ দেবেশং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্।
মহাযোগং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৭ ॥
ভূতাত্মানং মহাত্মানং যজ্ঞযোনিমযোনিজম্।
বিশ্বরূপং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৮ ॥
মৃত্যষ্টক মিদং পুণ্যং মৃত্যুপ্রশমনং শুভং।
মার্কণ্ডেয় হিতার্থায় স্বয়ং বিষ্ণুরুবাচ হ ॥
য ইদং পঠতি স্তোত্রং ত্রিকালং নিয়তঃ শুচিঃ।
নাকালে তস্য মৃত্যুস্যান্নরস্যাচ্যুত চেতসঃ ॥

অতএব যাঁহারা নিরন্তর শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মৃত্যু ভয় কোথায়? তাঁহারা অনায়াসে মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন।

অনন্তর ভাব-নিধি শ্রীগৌরাঙ্গ, ভগবান্ কাপিলের ভাবে জননীকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় কহিলেন—

"গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্ম বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মজন্ম তাপ॥" চৈঃ ভাঃ ॥ ১১ ॥

জীবের গর্ভবাস, জন্ম ও মৃত্যুতে যে কি অনির্ব্বচনীয় দুঃখ তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। জীব সংসারের মোহমায়ায় বিমোহিত হইয়া সে কঠোর ক্লেশ সমূহের কথা একবারে ভুলিয়া রহে। তাই করুণাময়াবতার শ্রীগৌরহরি, জননীকে উপদেশ দান ছলে মোহমুগ্ধ জীবকে সে নিদারুণ কষ্টের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। শুভাশুভ কর্ম্ম-বন্ধনে জড়িত হইয়াই জীব পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। "শুভানামশুভানাঞ্চ কর্ম্মণা জন্মজায়তে।"

কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণদাস তাঁহাদিগকে আদৌ সে কর্ম্ম-বন্ধন-জনিত দুঃখের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় অধীর হইতে হয় না। যথা—

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ॥
ন দাস্যঃ বৈ পরেশস্য বন্ধনং পরিকীর্ত্তিতং।
সর্ব্ববন্ধন নির্ম্মুক্তো হরিদাসানিরাময়াঃ॥ পাদ্মে, উত্তরখণ্ডে।

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণকে কর্ম্মবন্ধনজনিত জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। মনীষীগণ শ্রীভগবানের দাস্যকেই মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবদ্দাস কখনই সংসারবন্ধনোৎপাদক হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্তগণ সর্ব্ববন্ধন নির্ম্মুক্ত সুতরাং গর্ভবাস, জন্ম ও মৃত্যুজনিত কোন যন্ত্রণাই আর তাঁহাদিগকে ব্যথিত করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ জগৎপিতা; যাহারা এমন দয়াময়, স্নেহময়, প্রেমময় পিতাকে ভজন না করে বা মনে মনে ক্ষণেকের তরেও স্মরণ না করে, তাহারা যে প্রকৃত পিতৃদ্রোহী পাষণ্ড, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তাপত্রয়ে জন্মেজন্মে জর্জ্জরিত হইতে হয়। অতএব—

"চিত্ত দিয়া শুন মাতা জীবের যে গতি।
না ভজিলে হরি, পায় যতেক দুর্গতি ॥
মরিয়া মরিয়া পুন পায় গর্ব্ভবাস।
সব অঙ্গে হয়, পূর্ব্ব পাপের প্রকাশ ॥
কটু অম্ল লবণ জননী যত খায়।
অঙ্গে শিরা বাড়ে তাতে মহামোহ পায় ॥
মাংসময় অঙ্গসব কৃমি বেড়ি খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি মরয়ে জ্বালায় ॥
নড়িতে না পারে তপ্ত পিঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে তার ভবিতব্য কাজে ॥
কোন অতি পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ব্ভে গর্ভে হয় পুন উৎপত্তি প্রলয় ॥" চৈ ভাঃ। ১২ ॥

।ব, শ্রীকৃষ্ণ ভজন না করিলে যে কিরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বদ্ধজীব পুনঃ পুনঃ মৃত্যু-যন্ত্রণাভোগ করিয়া পুনঃ পুনঃ গর্ভবাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সে গর্ভবাস কোটি কারা-ক্লেশ অপেক্ষাও অধিক মর্ম্মপীড়ক। জননী-জঠরে জন্মগ্রহণ মাত্র জীবদেহে পূর্ব্বকৃত পাপের প্রকট চিহ্নগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং জননী কটু-অম্ল লবণাক্ত যাহা কিছু ভোজন করেন, তাঁহার সেই ভুক্তরসে গর্ভস্থ জীবদেহের (ভ্রূণের) পুষ্টি-সাধন হয়। নিত্যশুদ্ধ চিৎকণস্বরূপ জীব স্বীয় কর্ম্মফল জন্য এইরূপে জড়ীয় দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া ঘোর মোহান্ধকারে নিমগ্ন হয় এবং আত্মস্বরূপ ও আত্মধর্ম্ম ভুলিয়া যায়।

স্বীয় জননী দেবহূতিকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে ভগবান কপিল, জীবের পাপ-পুণ্যজনিত মনুষ্যযোনি প্রাপ্তিরূপ রাজসীগতি বর্ণনা করিয়াছেন, প্রসঙ্গতঃ এস্থলে তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।

কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে।
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসোরেতঃকণাশ্রয়ঃ ॥
কললং ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদং।
দশাহেন তু কর্কন্ধুঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃ পরং ॥

মাসেন তু শিরোদ্বাভ্যাং বাহ্বঙ্ঘ্র্যাদ্যঙ্গবিগ্রহঃ।
নখলোমাস্থি মর্ম্মাণি লিঙ্গচ্ছিদ্রোদ্ভবস্ত্রিভিঃ॥
চতুর্ভির্ধাতবঃ সপ্ত পঞ্চভিঃ ক্ষুত্তৃড়ুদ্ভবঃ।
ষড়্ভির্জরায়ুনা বীতঃ কুক্ষৌ ভ্রাম্যতি দক্ষিণে॥

অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রবর্ত্তিত পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশতঃ জীব দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়া পুরুষের রেত-কণা আশ্রয় করত স্ত্রীর উদরে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর সেই শুক্র একরাত্রে শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়, পঞ্চরাত্রি গতে তাহা বুদ্বুদাকারে পরিণত হয়। তাহার পর দশদিবস গত হইলে বদরীতুল্য অণ্ডাকারে বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে একমাস পরে মস্তক, দুই মাসে হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভাগ এবং তিন মাসে নখ, লোম, অস্থি, চর্ম্ম, লিঙ্গ ও ছিদ্রের উদ্ভব হইয়া থাকে। চারি মাসে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতু এবং পাঁচ মাসে ক্ষুধাতৃষ্ণা জন্মে। পরে ষষ্ঠ মাস উপস্থিত হইলে জীব জরায়ু মধ্যে গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম দ্বারা আবৃত হইয়া পুংগর্ভ হইলে দক্ষিণ কুক্ষিতে এবং স্ত্রীগর্ভ হইলে বাম কুক্ষিতে ভ্রমণ করে। সেই অবধি—

মাতুর্জগ্ধান্ন পানাদ্যৈরেধদ্ধাতুরসম্মতে।
শেতে বিণ্মূত্রয়োর্গর্ত্তে স জন্তুর্জন্তু সম্ভবে॥
কৃমিভিঃ ক্ষত সর্ব্বাঙ্গঃ সৌকুমার্য্যাৎ প্রতিক্ষণং।
মূর্চ্ছামাপ্নোত্যুরুক্লেশস্তত্র তৈঃ ক্ষুধিতৈর্মুহুঃ॥
কটুতীক্ষ্ণোষ্ণ লবণ ক্ষারাম্লাদিভি রুল্বণৈঃ।
মাতৃভুক্তৈরুপস্পৃষ্টঃ সর্ব্বাঙ্গোত্থিতবেদনঃ॥
উল্বেন সম্বৃতস্তস্মিন্নন্ত্রৈশ্চ বহিরাবৃতঃ।
আস্তে কৃত্বা শিরঃ কুক্ষৌ ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ॥
অকল্পঃ স্বাঙ্গচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পিঞ্জরে॥

জননী যাহা পান ভোজন করেন, তাহাতেই তাহার শরীর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইচ্ছা না থাকিলেও সেই মলমূত্রপূর্ণ গর্ভশয্যায়—সেই জীবের উৎপত্তি স্থানে শয়ান থাকিতে বাধ্য হয়। আহা! সেই গর্ভশয্যাতেও জীবের নিস্তার নাই, একেই তো জননীজঠররূপ তপ্ত-পিঞ্জরের তীব্র জ্বালা, তাহাতে তত্রস্থ ক্ষুধিত কৃমিসকল কোমল দেহ পাইয়া কঠোর দংশনে তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রতিক্ষণ ক্ষত বিক্ষত করে; ইহাতে সে অতিমাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। গর্ভধারিণী অসহ্য কটু, তিক্ত, উষ্ণ, লবণ, ক্ষার ও অম্লাদি রসবিশি

যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করেন, সে সকলের রসে স্পৃষ্ট হওয়ায় তাহার সেই সুকোমল দেহে ব্যথা উপস্থিত হয়। এরূপ দুঃসহ বেদনায় পীড়িত হইয়াও একটু মাত্র অঙ্গ সঞ্চালন করিবার উপায় পায় না। ভিতরে জরায়ু এবং বাহিরে নাড়ী সকল দ্বারা সংবদ্ধ হইয়া কুক্ষিদেশে মস্তক দিয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবা আকুঞ্চিত করিয়া পিঞ্জর মধ্যবর্ত্তী পক্ষীর ন্যায় অবস্থান করে। সুতরাং স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালনে তাহার কোন সামর্থ্যই থাকে না। অহো! গর্ভবাসের এই সব ভীষণ যন্ত্রণার কথা ভাবিলে বাস্তবিকই আতঙ্কে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে! গর্ভশয্যায় এরূপ নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়াও জীব কেবল ভবিতব্যের জন্যই বাঁচিয়া থাকে। অধিকন্তু এমন অনেক পাপী আছে, জন্মপরিগ্রহ করিয়া তাহারা সংসারে কিছুকাল বিচরণ করিবারও অবসর পায় না, গর্ভে গর্ভেই তাহাদের উৎপত্তি লয় হইয়া থাকে।

এইরূপ বহুক্লেশসঙ্কুল জননী জঠররূপ তপ্তপিঞ্জরে অবস্থানকালে একবার জীবের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। অতএব—

"শুন শুন মাতা জীব তত্ত্বের সংস্থান।
সাত মাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান॥
তখনে স্মরিয়া সে করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘন শ্বাস॥
'রক্ষ প্রভু জগত-জীবন প্রাণনাথ।
তোমা বিনা এই দুঃখ নিবেদিব কাত॥
যে করয়ে বন্ধ প্রভু ছাড়ায় সেই সে।
সহজ মূর্খেরে নাথ মায়া কর কিসে॥
মিথ্যা ধন পুত্র রসে বঞ্চিনু জনম।
না ভজিলাম তোমার দুই অমূল্য চরণ॥
সে স্ত্রী পুত্র পুষিলাম অশেষ অধর্ম্মে।
কোথা বা সে সব গেল মোর এই কর্ম্মে॥
এখন এ দুঃখে মোর কে করিবে পার।
তুমি সে এখন বন্ধু করহ উদ্ধার॥
এতেকে জানিনু সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ ওহে নাথ তোর লইনু শরণ॥

তুমি হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া।
ডুবিনু অসৎ জলে প্রমত্ত হইয়া॥
উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয়।
এবে প্রভু মোরে কৃপা কর মহাশয়॥
এই কৃপা কর মোরে তোমা না পাসরি।
যেখানে সেখানে কেনে জন্মিয়া না মরি॥
যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবগণের অবতার॥
যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥" চৈঃ ভাঃ॥ ১৩॥

কালের পূর্ণতায় জীব গর্ভবাসে সপ্তমমাসে পদার্পণ করিলে তাহার চিত্তে চৈতন্যের সঞ্চার হয় এবং পূর্ব্বস্মৃতি হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যথা—

অত্র লব্ধ স্মৃতির্দৈবাৎ কর্ম্মজন্ম শতোদ্ভবং।
স্মরণ্ দীর্ঘমনুচ্ছ্বাসং শর্ম্ম কিং নাম বিন্দতে॥
আরভ্য সপ্তমান্মাসাল্লব্ধবোধোঽপি বেপিতঃ।
নৈকত্রাস্তে সূতিবাতৈর্বিষ্ঠাভূরিব সোদরঃ॥
নাথমান ঋষির্ভীতঃ সপ্তবধ্রিঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্তুবীত তং বিক্লবয়া বাচা যেনোদরেঽর্পিতঃ॥

গর্ভমধ্যে জীবের পূর্ব্বকর্ম্মবশতঃ স্মৃতির উদয় হয়। কিন্তু তাহাতে তাহার সুখানুভব হয় না। চিরকালব্যাপী অনুচ্ছ্বাসের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া শত শত জন্মে যে সকল পাপ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে থাকে; সুতরাং তাহাতে সুখলাভ কি সম্ভব হইতে পারে? পরে যদিও জ্ঞানোদয় হয়, তথাচ সপ্তম মাস হইতে আবার প্রসববায়ু বলে সঞ্চালিত হইয়া সহজাত বিষ্ঠাভু ক্রিমির ন্যায় এক স্থানে সুস্থির হইয়া থাকিতে পায় না। তখন ঐ সন্তপ্ত জীব দেহাত্মদর্শী হইয়া পুনরায় গর্ভবাসে আসিতে ভীত হইয়া থাকে এবং যাচমান হইয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক যিনি তাহাকে গর্ভে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই জগত-পিতা জগদীশ্বরকে বিহ্বলভাবে স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হয়।

এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে, গর্ভবাসে জীব যদি শ্রীভগবানের স্তুতি করিল,

তবে তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-যাতনা ভোগ করিতে হয় কেন? যে হেতু ক্ষণমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজনদ্বারা সমস্ত আয়ুকাল সার্থক হয়। যথা—

অকামাদপি যে বিষ্ণোঃ সকৃৎ পূজাং প্রকুর্ব্বতে।
ন তেষাং ভববন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে॥ বৃহন্নারদীয়ে।

অর্থাৎ অনিচ্ছাপূর্ব্বকও যাঁহারা শ্রীহরির একবার মাত্র পূজা করেন, কদাচ তাঁহাদের ভববন্ধন উপস্থিত হয় না।

সকৃদেব প্রপন্নোয স্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥ শ্রীরামায়ণে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শরণাগত হইয়া একবার মাত্র "আমি তোমার" বলিয়া প্রার্থনা করে, আমি (শ্রীভগবান্) সর্ব্বদাই তাহাকে অভয় দান করি, ইহাই আমার ব্রত।

আবার ভক্তির আভাসে অজামিলাদির ন্যায় পাতকীগণেরও পাপক্ষয়ের বিষয় দৃষ্ট হয় এবং ভক্তির সামান্য অনুশীলনেই সর্ব্বকর্ম্মাদি ধ্বংস পূর্ব্বক পরমগতি প্রাপ্তির কথা শ্রুত হওয়া যায়। যথা, লঘুভাগবতে—

বর্ত্তমানঞ্চ যৎপাপং যদ্গতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দনাম কীর্ত্তনাৎ॥

অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ নাম কীর্ত্তনে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের যাবতীয় পাপ আশু বিনষ্ট হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

স সম্যগারাধিতো দেবৈর্মুক্তিকৃৎ স্যাদ্যথা তথা।
অনিচ্ছয়াপি হুতভুক্ সংপৃক্তো দহতি হি দ্বিজ॥

অর্থাৎ দেবগণ সম্যকরূপে আরাধিত হইলে, তবে মুক্তি দান করেন কিন্তু অগ্নি যেমন অনিচ্ছা পূর্ব্বক সংলগ্ন করিলেও তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের নাম অনিচ্ছা বশতঃ কীর্ত্তন করিলেও পাপরাশিকে ভস্মীভূত করে।

স্কন্দপুরাণে উমামহেশ্বর-সংবাদে কথিত আছে—

দীক্ষা মাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ।
কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষা মাত্রে মনুষ্যগণ মোক্ষ লাভ করে, অতএব যাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক সর্ব্বদা শ্রীহরির পূজা করে, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?

আবার ইতিহাস-সমুচ্চয়ে শ্রীনারদ-পুণ্ডরীক-সংবাদে লিখিত হইয়াছে—

যে নৃশংসা দুরাচারাঃ পাপাচাররতাঃ সদা।
তেঽপি যান্তি পরংধাম নারায়ণ পরাশ্রয়াঃ॥
লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবাঃ বীতকল্মষাঃ।
পুনন্তি সকলাল্লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥

অর্থাৎ যাহারা নৃশংস দুরাচার ও সর্ব্বদা পাপাচারে রত, তাহারাও নারায়ণকে আশ্রয় করিলে অনায়াসে পরমধামে গমন করে; তাহারা আর পাপে সংলিপ্ত হয় না। যেহেতু বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই নিষ্পাপ; সূর্য্য যেমন তমোরাশি বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বত্র আলোকমালায় প্রোজ্জ্বল করেন, তদ্রূপ তাঁহারাও নিখিল লোক পবিত্র করিয়া থাকেন।

আরও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে—

জীবনং কৃষ্ণ ভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি চ।
নতু কল্প সহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি স্থাপন করিয়া বরং পাঁচ দিনও জীবিত থাকা ভাল, তথাপি কৃষ্ণভক্তিবিহীন হইয়া সহস্র কল্প জীবিত থাকাও শ্রেয়ঃ নহে।

অতএব গর্ভবাসে যে জীব শ্রীভগবানের স্তুতি করে, তাহার সংসার-বন্ধন কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। পূর্ব্ব-সংস্কার-বশে যাহাদের ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তাহারাই গর্ভবাসে হরি স্তুতি করিয়া থাকে, অন্য জীব সংসার প্রাপ্ত হয়। যে হেতু, সকল জীবের এরূপ ভগবৎ জ্ঞানোদয় হয় না। কর্ম্মী জীব "মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ" ইত্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মমাত্র স্মরণ করে, যোগী সাংখ্য যোগাদি অভ্যাস করে আর যাহারা ভাগ্যবান্, পূর্ব্বকাল-ভব ভক্ত, তাঁহারা পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ গর্ভবাসে ভগবৎ স্তুতি করিয়া উদ্ধার লাভ করে। ফলতঃ জীবের পূর্ব্বাভ্যাসই গর্ভে স্ফুরিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহারা হরিস্তুতি না করে, তাহাদের জন্যই এস্থলে সংসার বর্ণিত হইয়াছে,—যাহারা স্তুতি করে, তাহাদের জন্য নহে; কারণ তাহারা পূর্ব্ববৎ পরাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব গর্ভ-শয্যায় সকল জীবই যে হরিস্তুতি করে, তাহার সম্ভাবনা নাই।

আবার গর্ভোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে,—

"অথ নবমে মাসি সর্ব্বলক্ষণ জ্ঞানকরণ
সম্পূর্ণ ভবতি। পূর্ব্ব জাতিং স্মরতি।
শুভাশুভঞ্চ কর্ম্ম বিন্দতি।"

নবমমাসে পদার্পণ করিলে সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণতালাভ করে ও তাহার জ্ঞানের

উদয় হয় এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি জাগরিত হওয়ায় শুভাশুভ কর্ম্মও জানিতে সক্ষম হয়। অনন্তর সেই জীব তখন দুঃখের দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাতর প্রাণে এইরূপ অনুতাপ করিতে থাকে ;—

পূর্ব্বযোনি সহস্রাণি দৃষ্টা চৈব ততো ময়া।
আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ॥
জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্ম চৈব পুনঃ পুনঃ।
অহো দুঃখোদধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্॥

ইতিপূর্ব্বে আমি এইরূপ কত সহস্রবার জননী-জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবিধ আহার্য্য দ্রব্য ভোজন ও নানাবিধ স্তন্য পান করিয়াছি, পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া মরিয়া আবার এই দুঃখের সাগরে মগ্ন হইয়াছি, হায়! ইহার কোন প্রতিকারই তো দেখিতেছি না।

অতএব হে প্রভো! আমাকে এ ঘোর দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার কর। হে নাথ! তোমা ব্যতীত এ প্রাণের দুঃখ আর কাহাকে নিবেদন করিব? যিনি বন্ধন করেন, তিনিই আবার বন্ধন-বিমুক্ত করেন; সুতরাং হে আর্ত্তবন্ধু! আমার এ কর্ম্মবন্ধন বিমোচন কর! যে ব্যক্তি স্বভাবত মূর্খ, তাহার সহিত তোমার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞের ছলনা কি শোভা পায়? হায়! আমি স্ত্রীপুত্রাদির স্নেহ-পাশে বদ্ধ হইয়া তাহাদের পোষণের নিমিত্ত কত না অকার্য্য করিয়াছি? এখন তাহারা কোথায়? সেই শুভাশুভ কর্ম্মের ফলে আমি একাকীই দগ্ধ হইতেছি!

যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।
একাকী তেন দহ্যেঽহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ॥ গর্ভোপনিষৎ।

সুতরাং—

যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ প্রপদ্যে মহেশ্বরং।
অশুভক্ষয় কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎপ্রপদ্যে নারায়ণম্।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তি-প্রদায়কম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎসাঙ্খ্যং যোগমভ্যসে।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তি-প্রদায়কম্॥

আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যদি এই গর্ভবাস হইতে মুক্তিলাভ করি, তাহা হইলে সেই অশুভ-ক্ষয়কর্ত্তা ফলমুক্তিদাতা পরমেশ্বরকে এবার ভজনা করিবই করিব;

যদি একবার এই গর্ভ-কারাগার হইতে বহির্গত হইতে পারি, তবে সেই অশুভ-ক্ষয়কারী মুক্তিফলদায়ক সাংখ্যযোগ অবশ্যই অভ্যাস করিব।

অতএব হে আর্ত্ত-শরণ! এ দুঃসময়ে আমাকে উদ্ধার কর। এক্ষণে তোমার অমূল্য শ্রীচরণ-যুগলকেই সার-সত্য জানিয়া শরণ লইলাম। আমাকে রক্ষা কর। আহা! তুমি এমন কল্পবৃক্ষ-ঠাকুর থাকিতে তোমাকে ভুলিয়া প্রমত্ত হইয়া কোথায় অসৎ-পঙ্কে নিমগ্ন হইনু; আমাকে ধিক্! আমার পক্ষে এই গর্ভ-কারাবাস, যোগ্য শাস্তি-বিধানই হইয়াছে। যাহা হউক, হে দয়াময়! এ পতিতের প্রতি এই কৃপা কর, আমার যে কোন স্থানে জন্ম বা মৃত্যু হউক না কেন, যেন আমি আর তোমার শ্রীচরণ-যুগল না ভুলিয়া যাই। যে হেতু,—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা-সুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতা স্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশ সখা মহোৎসবাঃ
সুরেশ লোকোহপি স বৈ ন সেব্যতাং॥ শ্রীভাঃ ৫।১৯।২৫।

অর্থাৎ যথায় হরিকথারূপ সুধা-প্রবাহিনী নাই, যে স্থানে ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ অবস্থান না করেন, এবং হরিযজ্ঞ-সমন্বিত অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তন বহুল মহোৎসব—যাহাতে গীত-নৃত্য-বাদ্য-ভক্তারাধনাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা যথায় বিদ্যমান নাই, সে স্থান ব্রহ্মলোক হইলেও আশ্রয়-যোগ্য নহে। সুতরাং তেমন স্থানে আমার যেন জন্ম বা মৃত্যু না ঘটে, ইহাই কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা। বরং—

"গর্ভবাস দুঃখ নাথ এই মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি, মোর রহে সর্ব্বকাল॥
তোর পাদপদ্ম স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর হরি না ফেলিবা তথা॥
এই মত দুঃখ নাথ কোটি কোটি জন্ম।
পাইনু বিস্তর ওহে সব মোর কর্ম্ম॥
সে দুঃখ বিপদ মোর রহু বার বার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ব-বেদসার॥
হেন কর হরি তোর দাস্যপদ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসীনন্দন করিয়া॥

বারেক করহ নাথ এ দুঃখের পার।
তোমা বহি প্রভু তবে না জানিব আর॥" চৈঃ ভাঃ ॥১৪॥

হে নাথ! যদি তোমার মধুর স্মৃতি চিরকাল আমার চিত্তে জাগরূক থাকে, তাহা হইলে এরূপ গর্ভবাস দুঃখকে ভাল বোধ করি; কিন্তু হে প্রপন্নার্ত্তিহর! এ শরণাগত জনের প্রতি এই কৃপা কর, যথায় তোমার শ্রীপাদ-পদ্মের স্মৃতি নাই, সেখানে যেন আমাকে নিক্ষেপ করিও না। কোটি কোটি জন্মে স্বকীয় কর্ম্ম-দোষে এইরূপ বহু দুঃখই ভোগ করিয়াছি—আরও সে দুঃখ বিপদ বারম্বার ভোগ করিতেও কুণ্ঠিত নই—যদি তোমার সর্ব্ববেদ-সার স্মৃতির আলোক আমার হৃদয়-কন্দরকে চির উদ্ভাসিত করিয়া রাখে। এক্ষণে আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই, কেবল দাস্যপদ দিয়া আমাকে তোমার রাতুল চরণ-কমল-প্রান্তে দাসী-নন্দন করিয়া রাখ। হে প্রভো! একবার এই দুঃখ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর, আর আমি তোমাকে ভুলিয়া থাকিব না।

অজ্ঞ বালক যেমন শুদ্ধ বাৎসল্যের প্রভাবে পিতামাতাকে "তুই বা তোর" বলিতে সঙ্কুচিত হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানাধম জীবও এ স্থলে শুদ্ধ বাৎসল্যভাবে জগৎপিতা শ্রীকৃষ্ণকে "তোর স্মৃতি" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে গর্ভাশয়স্থ জীবের স্তুতি যেরূপভাবে বর্ণিত আছে, এস্থলে তাহা বিবৃত করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জীব স্তব করিতে থাকে,—

তস্যোপসন্নমবিতুং জগদিচ্ছয়াত্ত-
নানাতনোর্ভুবি চলচ্চরণারবিন্দং।
সোঽহং ব্রজামি শরণং হ্যকুতোভয়ং মে
যেনেদৃশী গতিরদর্শ্যসতোঽনুরূপা॥

যিনি এই বিশ্বসংসারে রক্ষা বিধানের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন এবং মাদৃশ অসাধুর উপযুক্ত এই যে গর্ভ-দুঃখোদধিবাস-লক্ষণা-গতি দান করিয়াছেন, আমি সেই সর্ব্বাবতারবীজ শ্রীকৃষ্ণের অভয়প্রদচরণ-কমলের শরণ গ্রহণ করি। স্বকৃত কর্ম্মসূত্রের আকর্ষণে আমি এই দুঃসহ দুঃখ-সাগরে পতিত হইয়াছি বটে, কিন্তু আমার এই দুঃখাত্মকাবস্থা নিশ্চয়ই সেই কৃপাময়ের কৃপাদৃষ্টির বিষয়ীভূতা হইয়াছে, নতুবা আমার ন্যায় পাপিষ্ঠের চিত্তে তাঁহার এইরূপ স্মৃতি কখনই সম্ভব হইত না। যাহা হউক—

যস্তত্র বদ্ধ ইব কর্ম্মভিরাবৃতাত্মা
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীমবলম্ব্য মায়াং।
আস্তে বিশুদ্ধ মবিকার মখণ্ডবোধ
মাতপ্যমান হৃদয়েঽবসিতং নমামি॥

তাঁহার লীলা ও কৃপালুতা বড়ই আশ্চর্য্য! যদি বল, তিনি আমাদের মত দুর্জীবের প্রতি এত কৃপালু, তিনি কোথায়? এবং আমাদেরই বা কে? আহা! এই যে তিনি আমার সহিত এই স্থানেই আছেন,—আমার সন্তপ্ত-হৃদয় মধ্যেই প্রকাশ পাইতেছেন। আমি না হয় স্বীয় দুষ্কৃতির ফল ভোগ হেতু কর্ম্মবদ্ধ হইয়া এ স্থানে উচিত শাস্তি ভোগ করিতেছি, তিনি কি প্রকারে এই দুর্গন্ধময় মহা নরকে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করিতেছেন? অতএব তাঁহাতে আমাতে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ আছে। আমি দেহাকারে পরিণত মায়াকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মসমূহ দ্বারা আবৃতাত্মা হইয়া বদ্ধের ন্যায় এই মাতৃগর্ভে বাস করিতেছি, কিন্তু তাঁহাকে কর্ম্মবদ্ধের ন্যায় বোধ হইলেও তিনি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য বিচরণশীল, সুতরাং আমার মত বদ্ধ নহেন। আবার আমি মায়াকে অবলম্বন করিয়া আবৃতাত্মা, তিনিও যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া নিত্য চিন্ময়-দেহ স্বরূপ হওয়াও অনাবৃত অর্থাৎ মায়াতে সংলিপ্ত নহেন। মায়া-সংলিপ্ত হইলে তিনি আমার ন্যায় বিকারী হইতেন, সুতরাং তিনি বিশুদ্ধ নির্ব্বিকার ও অখণ্ড-বোধ অর্থাৎ তিনি আমার ন্যায় জ্ঞান-সম্পন্ন হইলেও মায়া তাঁহার সেই জ্ঞানকে খণ্ডিত করিতে সমর্থ হয় না। যদি বল, তুমি ইহা কিরূপে অবগত হইলে?—যিনি আমার সন্তাপিত হৃদয়ে থাকিয়া এইরূপ জ্ঞান দান করিতেছেন, তাঁহার জ্ঞান খণ্ডিত, কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব তিনিই আমার সেব্য, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

যঃ পঞ্চভূতরচিতে রহিতঃ শরীরে
চ্ছন্নো যথেন্দ্রিয়গুণার্থ চিদাত্মকোঽহং।
তেনা বিকুণ্ঠ মহিমানমৃষিং তমেনং
বন্দে পরং প্রকৃতি পুরুষয়োঃ পুমাংসং॥

শ্রুতি বলেন, "অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষ ইত্যাদি" সুতরাং আমি পাঞ্চভৌতিক দেহ দ্বারা আবৃত হইয়া যেন বাস করিতেছি, এই যে বোধ হইতেছে, ইহা মিথ্যা; কারণ আমি বাস্তবিক পঞ্চভূত-রচিত-শরীরের সহিত মিলিত নহি; শরীরের সহিত এইরূপ সঙ্গ রাহিত্যের নিমিত্তই জীবকে অসঙ্গ বলা হইয়াছে। অতএব

ভ্রম, গুণ ও বিষয় মধ্যে চৈতন্যরূপী-জীবাত্মা-স্বরূপ আমি, অসঙ্গ হইয়াও এই পঞ্চভূত নির্ম্মিত দেহে মিথ্যা আচ্ছন্ন রহিয়াছি কিন্তু আমার আরাধ্যদেব দেহে অবস্থান করিয়াও অস্থিতের ন্যায় সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়াদি স্পর্শ শূন্য। সুতরাং তাঁহার মহিমা এই শরীরের দ্বারা কুণ্ঠিত হয় না। যে হেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ—ব্রহ্মাদিরও গুরু এবং প্রকৃতি ও তৎপ্রতি ঈক্ষণকারী মহাপুরুষেরও নিয়ন্তা,—নরাকার শ্রীকৃষ্ণাখ্য স্বয়ং ভগবান, অতএব আমি তাঁহাকে বন্দনা করি।

যন্মায়য়োরুগুণ কর্ম্ম নিবন্ধনেঽস্মিন্
সাংসারিকে পথি চরণ্ তদভিশ্রমেণ।
নষ্টস্মৃতিঃ পুনরয়ং প্রবৃণীত লোকং
যুক্ত্যা কয়া মহদনুগ্রহ মন্তরেণ॥

মহদনুগ্রহই এইরূপ ভববন্ধন-নাশিনী ভক্তি-প্রাপ্তির কারণ। নতুবা, যে জীব ঐশী মায়াবশতঃ গুরুতর গুণ-কর্ম্মবন্ধনাবৃত সংসারপথে বিচরণ করিতে করিতে অতিমাত্র শ্রান্ত হইয়া নষ্টস্মৃতি হইয়াছে, মহান্ পুরুষের অর্থাৎ সেই অন্তর্যামী পরম পিতার অনুগ্রহ ভিন্ন কি উপায়ে সে জীব নিজ স্বরূপ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে? আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার এই অনুরাগ প্রকাশ. পূর্ব্বজন্মে কোন এক সাধু-গুরুর প্রসাদ বিলসিত হওয়াও বিচিত্র নহে। ফলতঃ যাঁহার কৃপায় আমি এই ভগবদ্ভক্ত্যাত্মক আত্মজ্ঞান লাভ করিলাম, সেই মহৎ পুরুষই আমার সেব্য।

জ্ঞানং যদেতদদধাৎ কতমঃ স দেব
স্ত্রৈকালিকং স্থিরচরেষ্বনুবর্ত্তিতাংশঃ।
তং জীব কর্ম্মপদবী মনুবর্ত্তমানা
স্তাপত্রয়োপশমনায় বয়ং ভজেম॥

অপিচ, তিনি ব্যতীত অন্য আর কে আমাতে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রৈকালিক জ্ঞান বিধান করিতে সমর্থ হইবেন? অন্য কাহারও ত সাধ্য নাই! তাঁহারই অংশ সকল নিত্য-চৈতন্য অন্তর্যামীরূপে চরাচরে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব জীব সম্বন্ধিনী কর্ম্মপদবীর অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা তাপত্রয়ের বিনাশ বাসনায় সেই পরমেশ্বরকেই ভজনা করি।

দেহন্যদেহবিবরে জঠরাগ্নিনাসৃগ্
বিণ্মূত্রকূপপতিতো ভৃশ তপ্তদেহঃ।
ইচ্ছন্নিতো বিবসিতুং গণয়ন্ স্বমাসান্
নির্ব্বাস্যতে কৃপণধী র্ভগবন্ কদা নু॥

জীব এইরূপে উপাস্য নির্ণয় করিয়া আত্মদুঃখ বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক পুনরায় কহিল—"হে ভগবন্! আমি বিষ্ঠা-মূত্র-শোনিতাদির কূপ স্বরূপ মাতৃগর্ভে পতিত হইয়া তাঁহার জঠরাগ্নি দ্বারা অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছি এবং স্বীয় সুখ-দুঃখের প্রতি অভিনিবেশ হেতু কুবুদ্ধি লক্ষণাক্রান্ত হইয়া এই স্থান হইতে বহির্গত হইবার মানসে "এই অষ্টম, এই নবম, এই দশম" এইরূপ আপনার মাস গণনা করিতেছি এবং ভাবিতেছি—কবে আমি বহির্গত হইব। আমি এস্থানে কষ্ট সহ্য করিতে অশক্ত হেতু বাহিরে নিক্রান্ত হইয়াই তোমাকে ভজনা করিব, ইহাই তাৎপর্য্য।

যেনেদৃশীং গতিমসৌ দশমাস্য ঈশ
সংগ্রাহিতঃ পুরুদয়েন ভবাদৃশেন।
স্বেনৈব তুষ্যতু কৃতেন স দীননাথঃ
কো নাম তৎপ্রতি বিনাঞ্জলিমস্য কুর্য্যাৎ॥

হে ঈশ! আপনার ন্যায় অনুপম মহাদয়াশীল যে পুরুষ গর্ভাশয়ে আমার দশমাস মাত্র বয়সে এইরূপ দেবদুর্লভ ভগবদ্ভক্তি-লক্ষণা অবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার মত ভক্তবৎসল দীননাথ আর কে আছেন? তৎকৃত উপকারের প্রত্যুপকার করা ব্রহ্মার আয়ুকালেও আমার সাধ্য নাই; অতএব তিনি আপন কৃতকর্ম্মদ্বারাই আপনি সন্তুষ্ট হউন। অঞ্জলি বন্ধন বিনা কোন ব্যক্তি তাঁহার যথোচিত কৃতজ্ঞতা স্বীকারে সমর্থ হন না।

পশ্যত্যয়ং ধিষণয়া ননু সপ্তবধ্রিঃ
শারীরকে দমশরীর্য্যপরঃ স্বদেহে।
যৎ সৃষ্টয়া স তমহং পুরুষং পুরাণং
পশ্যে বহির্হৃদি চ চৈত্ত্যমিব প্রতীতং॥
সোহহং বসন্নপি বিভো বহুদুঃখবাসং
গর্ভান্ন নির্জ্জিগমিষে বহিরন্ধকূপে।
যত্রোপযাতমুপসর্পতি দেবমায়া
মিথ্যামতির্যদনু সংসৃতিচক্রমেতৎ॥

সপ্তধাতুরূপ রজ্জুবদ্ধ পশ্বাদি অপর জীব, কেবল স্ব স্ব দেহোৎপন্ন সুখদুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা বিবেকসম্পন্ন, তাঁহারা কদাচ স্বীয় দেহে সুখদুঃখাদি দর্শন করেন না, পরন্তু "মৃতশ্চাহং পুনর্জ্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃত" ইত্যাদি ভাবনা পূর্ব্বক সাংখ্যযোগাভ্যাসে রত হন। প্রসিদ্ধ-পাপাত্মা আমি যাঁহার প্রদত্ত বিবেকের বলে সুখদুঃখাদি দমন করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছি বা

শমদমাদি সম্পন্ন-শরীর-বিশিষ্ট হইয়াছি, সেই পুরুষোত্তম, চিত্তাধিষ্ঠাতা বা চিত্ত দ্বারা সেব্য প্রভুকে বাহিরে ও হৃদয়াভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ-প্রাপ্তের ন্যায় দর্শন করিতেছি। সুতরাং এই বহুদুঃখপ্রদ গর্ভবাসে থাকিয়া দুঃখ ভোগ করাকেও ভাল বোধ করি, কিন্তু এস্থান হইতে বাহিরে যাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। কারণ, বহির্গত হইয়া যে স্থানে পতিত হইব, তাহা, ইহা অপেক্ষাও অন্ধকূপ তুল্য। যে প্রাণী সেস্থানে গমন করে, আপনার মায়া তাহার অনুগামিনী হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করে। পরে সেই মায়ারই অনুসরণ করিয়া জীবের মিথ্যামাত অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি উপস্থিত হয় এবং পুত্রকলত্রাদি সম্বন্ধ হেতু সংসারচক্র তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

তস্মাদহং বিগত বিক্লব উদ্ধরিষ্যে
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং
মা মে ভবিষ্যদুপসাদিত বিষ্ণুপাদঃ॥

অতএব আমি এই গর্ভবাসে থাকিয়া দুঃখ-প্রপীড়িত হইয়াও অব্যাকুল চিত্তে সুহৃদ স্বরূপ আত্ম অর্থাৎ আপনার প্রদত্ত সারথিরূপিণী বুদ্ধির সহায়তায় সংসার হইতে আত্মাকে শীঘ্র উদ্ধার করিব, যেন এইরূপ নবদ্বারযুক্ত স্থূলদেহে নানা গর্ভবাসরূপ বিপত্তি আমার না হয়। হে প্রভো! স্মরণকীর্ত্তনাদি দ্বারা তোমার পাদপদ্ম যখন হৃদয়মধ্যে ধারণ করিয়াছি, তখন আমার সাধন সামগ্রীরই বা কি অভাব আছে?

গর্ভবাসে জীবের এইরূপ আক্ষেপ ও স্তুতি বর্ণনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর পুনরায় জননীকে কহিলেন—

"এইমত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাঁহা ভালবসে হরি স্মৃতির কারণ॥
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে পৃথিবীতে আপন ইচ্ছায়॥
শুন শুন মাতা জীব-তত্ত্বের সংস্থান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান॥
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে, ক্ষণে কান্দে হাসে।
কহিতে না পারে দুঃখ সাগরেতে ভাসে॥

হরিসেবক জীব তাঁহার মায়ায়।
হরি না ভজিলে কত মত দুঃখ পায়॥ চৈ ভাঃ॥ ১৫॥

জীব জননীজঠরে অনন্ত দুঃখ-দাবানলে দগ্ধীভূত হইয়াও কেবল হরিস্মৃতির ফলেই সে দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু কালপূর্ণ হইলে—দশমমাস উপস্থিত হইলে, জীব যেমন প্রসব-মারুত কর্তৃক চালিত হইয়া গর্ভবাস হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, অমনি সেই প্রসব জন্য ক্লেশাতিশয্যে তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ ও পূর্ব্বস্মৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়। গর্ভোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"অথ যোনিদ্বারং সম্প্রাপ্তো যন্ত্রেণাপীড্যমানো মহতা দুঃখেন জাতমাত্রস্তু বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃষ্ট স্তদা ন স্মরতি জন্ম মরণানি ন চ কর্ম্ম শুভাশুভং বিন্দতি।"

অর্থাৎ সূতি-মারুত-সংস্পৃষ্ট জীব প্রসবদ্বারে অতিশয় পীড্যমান হইয়া মহান্ দুঃখের সহিত ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আর জন্ম-মরণ বৃত্তান্ত স্মরণ করে না এবং শুভাশুভ কর্ম্মও আর জানিতে পারে না।

তখন এক বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কখন ক্রন্দন করে, কখনও বা হাস্য করিতে থাকে। পূর্ব্ব জ্ঞান নষ্ট হওয়াতেই জীব এইরূপ বিপরীত গতি প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ-সাগরে ভাসমান হয়। অতএব—

গর্ভাৎ কোটিগুণং দুঃখং যোনিযন্ত্রনিপীড়নে।
সংমূর্চ্ছা তস্য জঠরাজ্জায়মানস্য দেহিনঃ॥
প্রাজাপত্যেন বাতেন পীড্যমানাস্থি বন্ধনঃ।
অধোমুখো বৈক্রিয়তে প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ॥
ক্লেশান্নিষ্ক্রান্তি মায়াতি জঠরান্মাতুরাতুরঃ॥

এই দুর্ব্বিবহ গর্ভবাসক্লেশ অপেক্ষা প্রসব জন্য ক্লেশ কোটিগুণাধিক। এই জন্য জননী-জঠর হইতে নির্গমনকালে জীব সেই অসহ্য যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, প্রসব-বেদনায় তাহার সমস্ত অস্থি-বন্ধন জর্জ্জরিত হয়, অনন্তর প্রসব-বায়ু দ্বারা অধোমুখ হইয়া অতি কষ্টে মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

জীব শ্রীহরির নিত্য সেবক—নিত্যদাস। যথা—

"দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।" বেদান্তস্যমন্তক।

অর্থাৎ জীব শ্রীহরির নিত্যদাস, অন্য কাহারও নহে। এই নিত্যকৃষ্ণদাস জীব কৃষ্ণভজন না করিয়াই জ্ঞানের আবরণরূপা অবিদ্যারূপিণী মায়া-পিশাচীর কুহকমন্ত্রে অভিভূত হইয়া বহুবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। যথা,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
"কৃষ্ণদাস মুঞি" জীব তাহা ভুলি গেল।
মায়াপিশাচী তার গলে বান্ধি দিল ॥" শ্রীচৈঃ চঃ ॥

এইরূপে জীব ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মায়া-পিশাচীর ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া শৈশব-জীবনে কিরূপ দুঃখ-দুর্ভোগের মধ্যে পতিত হয়, তাহা ভাবিলে, বাস্তবিকই হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। তৎকালে—

পরচ্ছন্দমবিদুষাপুষ্যমাণো জনেন সঃ।
অনভিপ্রেতমাপন্নঃ প্রত্যাখ্যাতু মনীশ্বরঃ ॥

তাহাকে যাহারা পোষণ করে, রোদন করিলে, তাহারা সে রোদনের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে অনভিমত কোন বস্তু প্রদান করে, তখন সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। যেমন স্তনপানের নিমিত্ত রোদন করিলে, তাহার অভিভাবকগণ উদর-ব্যথা কল্পনা করিয়া নিম্বরস পান করিতে দেয়, কিম্বা উদর ব্যথায় রোদন করিলে স্তনপানার্থ রোদন করিতেছে, অনুমান করিয়া স্তন্যদান করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার এমন সামর্থ্য নাই যে তাহা নিষেধ করে। আবার স্বেদজ-কীট-দূষিত অপবিত্র শয্যায় শায়িত হইয়া কীটাদি দংশন নিমিত্ত আপনার অঙ্গ কণ্ডূয়ন করিতে উপবেশন বা অন্য স্থানে গমন করিতেও সমর্থ হয় না; আরও কৃমি সকল যেমন অন্য কৃমিকে দংশন করে, সেইরূপ দংশ, মশক ও মৎকুণাদি তাহার সেই সুকোমল অঙ্গ দংশন করিতে থাকে। গর্ভ মধ্যেই তাহার অনুভব-শক্তির উদয় হওয়াতে সে দংশনজনিত ক্লেশ বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারে, কিন্তু ক্ষমতা না থাকায় তাহার প্রতিকার করিতে পারে না, কেবলমাত্র রোদন করিতে থাকে। এমন কি,—

কণ্টকৈরিবছিন্নাঙ্গঃ ক্রকচৈরিব দারিতঃ।
পূতিব্রণান্নিপতিতো ধরণ্যাং ক্রিমিকো যথা ॥
তৃড়্‌বুভুক্ষাপরীতাঙ্গঃ ক্বচিৎ তিষ্ঠতি বা রটন্।
বিমূত্রভক্ষণাদ্যঞ্চ গতজ্ঞানঃ সমাচরেৎ ॥
কণ্ডূয়নেঽপি চাশক্তঃ পরিবর্ত্তেঽপ্যনীশ্বরঃ।
স্নানপানাদিকাহারমপ্যাপ্নোতি পরেচ্ছয়া ॥

অশুচিঃ সংস্তরো সূক্ষ্মকীট দংশাদিভিস্তথা।
ভক্ষ্যমাণোঽপি নৈবৈষাং সমর্থো বিনিবারণে ॥
কেন বন্ধনবদ্ধোঽহং কারণং কিমকারণম্।
কিং কার্য্যং কিমকার্য্যং বা কিং বাচ্যং কিঞ্চনোচ্যতে ॥
কোঽধর্ম্মঃ কশ্চ বৈ ধর্ম্মঃ কস্মিন্ বা বর্ত্ততে কথম্।
কিং কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যং কিংবা কিং গুণদোষবৎ ॥

ইত্যাদি। সুখবোধে।

অর্থাৎ কণ্টক দ্বারা ছিন্নাঙ্গ বা করপত্র (করাৎ) দ্বারা বিদারিত হইয়া কোন কৃমি অমেধ্য স্থানে পতিত থাকিলে সে যেমন তাহার কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ হয় না, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে জীবও সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ক্ষুৎপিপাসায় ব্যাকুল হইয়াও তাহাকে নীরবে কোথায় পড়িয়া থাকিতে হয় বা কেবল রোদন করিতে বাধ্য হইতে হয়। এমন কি, অজ্ঞানবশতঃ সে কখনও বা বিষ্ঠামূত্রাদি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহার স্নান, পান, আহারাদি সকলই পরের ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়। সূক্ষ্মকীটাদি দংশন করিলেও তাহা নিবারণে সমর্থ হয় না। অপিচ, কারণ-অকারণ, কার্য্য-অকার্য্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, স্থান-অস্থান, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য এবং গুণ বা দোষ ইত্যাদি কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারে না।

জীব কেবল শৈশবেই এইরূপ সুদারুণ ক্লেশভোগ করিয়া নিস্তার পায় না, এই দুঃখ-দুর্ভোগের স্রোত জীবের বাল্যজীবনেও অপ্রতিহত। যথা—

ইত্যেবং শৈশবং ভুক্ত্বা দুঃখং পৌগণ্ডমেব চ।
অলব্ধাভীপ্সিতোঽজ্ঞানাদিদ্ধমন্যুঃ শুচার্পিতঃ ॥

অর্থাৎ জীব ঐ প্রকারে পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত শৈশব-দুঃখ ভোগ করিয়া যখন বাল্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনও অধ্যয়নাদি জন্য নানাবিধ দুঃখভোগ করে, পরে যৌবনদশা প্রাপ্ত হইলেও বহুবিধ মনোরথ পূর্ণ না হওয়াতে বা আশানুরূপ অর্থলাভ না হওয়াতে অত্যন্ত দুঃখিত হয় এবং অজ্ঞানতা জন্য ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইতে থাকে। অনন্তর কামী, দেহের সহিত বৃদ্ধিশীল সেই অভিমান ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার বিনাশের নিমিত্ত অন্য কামীদের সহিত বিরোধ উপস্থিত করে।

এইরূপে জীব যখন যৌবনের বিলাস-অঙ্ক হইতে ক্রমশঃ প্রৌঢ় জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যতার মধ্যে উপনীত হয়, তখন দেহ, কলত্র, পুত্র, গৃহ, ধন,

ন ও বন্ধুবান্ধবে হৃদয় প্রসক্ত হওয়াতে তাহার বিবিধ মনোরথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাতে সে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেও ঐ সমস্ত পুত্র কলত্রাদির ভরণপোষণ, অনুরঞ্জন ও বিবাহ প্রদানাদির চিন্তায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকে। যদিও প্রিয়জনের মধুর সম্ভাষণে, কলভাষি-শিশুদিগের মধুর আলাপে সময়ে সময়ে প্রাণের মাঝে একটু সুখের ছায়া প্রতিভাত হয় কিন্তু তাহা কতক্ষণ? পরক্ষণেই সেই প্রিয়জনাদির আধিব্যাধি হেতু দুশ্চিন্তায় ও বিষাদে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। কাপট্য-বহুল দুঃখ-প্রধান সংসার-ক্ষেত্রে নিরন্তর দুঃখের প্রতীকার করিতে করিতেই জীবের সারা-জীবন কাটিয়া যায়। এইরূপে জীব যখন আবার বার্দ্ধক্য-সীমায় পদার্পণ করে, তখন—

এবং স্বভরণাকল্যং তৎকলত্রাদয়স্তদা।
নাদ্রিয়ন্তে যথাপূর্ব্বং কীনাশা ইব গোজরং ॥ শ্রীভাঃ ৩।৩০।

আপনার ও আত্মীয়গণের ভরণপোষণে সমর্থ হয় না। কাজেই, বৃদ্ধ বলীবর্দ্দের প্রতি নির্দ্দয় কৃষকেরা যেমন আর তাদৃশ যত্ন করে না, সেইরূপ ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তির পুত্রকলত্রাদিও পূর্ব্বের ন্যায় তাহার প্রতি আর আদর করে না।

কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এই দারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশাভোগ করিয়াও জীবের নির্ব্বেদ জন্মে না।

তবে—

"কতদিনে কালবশে হয় বুদ্ধিজ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে হরি সেই ভাগ্যবান ॥
অন্যথা না ভজে হরি, দুষ্ট কর্ম্ম করে।
পুনঃ সেই মত জন্মতাপে ডুবি মরে ॥" চৈঃ ভাঃ ॥ ১৬ ॥

জন্মচক্রের আবর্ত্তনে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন জীবের হৃদয়ে প্রকৃত অনুতাপ আসে, সেই সময়ে তাহার যথার্থ বিবেক-বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। এই বিবেক-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে যত্ন-পরায়ণ হয়, তাহার সকল দুঃখ-দুর্ভোগ অন্তর্হিত হইয়া যায়; সুতরাং তাহার মত ভাগ্যবান্ কে আছে? আর যে ব্যক্তি হরিভজন না করিয়া কেবল দুষ্টকর্ম্মেই জীবনপাত করে, তাহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ জন্ম-যাতনায় পুনঃপুনঃ জর্জ্জরিত হইতে হয়।

যন্ত্বসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদর কৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তু স্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ॥ শ্রীভাঃ ৩।৩১।

অর্থাৎ জীব সৎপথে থাকিয়াও যদি শিশ্নোদরপরায়ণ অসাধুজনের সহিত সংসর্গ করে, তাহা হইলে তাহাকেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যাতনা-দেহ প্রাপ্ত হইয়া অন্ধকার বা নরকে প্রবেশ করিতে হয়।

জীবের এই পাপগতির বিষয় চিন্তা করিলে বাস্তবিকই হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। জীবের মৃত্যু-মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইবামাত্র—

যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ।
স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি॥
যাতনা দেহ আবৃত্য পাশৈর্বদ্ধা গলে বলাৎ।
নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা যথা॥ শ্রীভাঃ ৩।৩০।

অর্থাৎ সেই সময়ে রোষ-কষায়িত-নয়ন দুইজন যমদূত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদের সেই ভয়াবহ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সে ব্যক্তি কম্পিতহৃদয়ে মলমূত্র পরিত্যাগ করে। পরে যমদূতদ্বয় তাহাকে স্থুল-দেহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করত যেমন রাজপুরুষেরা দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে বন্ধন করে, সেইরূপ তাহার গলদেশে বলপূর্ব্বক পাশবন্ধন করিয়া সুদীর্ঘ যমালয়ের পথে লইয়া যায়। এই সময়ে জীব যে কি নিদারুণ যাতনা প্রাপ্ত হয়, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

মা! এই যে সকল যাতনার কথা কহিলাম, ইহা অসম্ভব মনে করিবেন না। যেহেতু, রাজদণ্ডে কাহারও অঙ্গচ্ছেদ-যাতনা আবার কাহাকে বা মালা-চন্দন-বনিতা-উপভোগ করিতে এই স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব—

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ॥
এবং কুটুম্বং বিভ্রাণ উদরং ভর এব বা।
বিসৃজ্যেহোভয়ং প্রেত্যভুঙ্‌ক্তে তৎফলমীদৃশং॥ শ্রীভাঃ ৩।৩০।

মা! এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ জানিবে। নরক সম্বন্ধীয় যে যে যাতনা ভোগ করিতে হয়, এই স্থানে তৎসমুদয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব সংসারে থাকিয়া জীব কুটুম্বভরণেই ব্যাপৃত হউক কিম্বা স্বীয় উদরপূর্ত্তি

মাত্র কর্ম্মেই নিরত হইয়া জীবন যাপন করুক, মৃত্যুর পর এখানে ধন, জন, গেহ, দেহ সকল পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে কেবল আপনাকেই স্বীয় কৃত কর্ম্মের ঐরূপ ফলভোগ করিতে হইবে। সুতরাং—

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনং।
অনারাধিত-গোবিন্দ-চরণস্য কথং ভবেৎ ॥

যে ব্যক্তি গোবিন্দপদারবিন্দ ভজনা করে নাই, তাহার অনায়াসে মৃত্যু এবং বিনা দৈন্যে জীবন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলে তাহা সহজেই হয়। কেন না, শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা ব্যতিরেকে কেবল ধন, জন বিদ্যায় জীবের দুঃখমোচন হয় না।

"কৃষ্ণ কৃপা বিনা নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যা কুল কোটি কোটি ধন ॥
যার গৃহে আছয়ে সকল উপভোগ।
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন এক রোগ ॥
কিছু বিলসিতে নারে দুঃখে পুড়ি মরে।
যার নাহি, তাহা হৈতে দুঃখী বলি তারে ॥"

কোটিপতি হইয়া বিবিধ ভোগ-বিলাস-সুখের মধ্যে থাকিয়াও হয়ত কেহ দুঃসহ মর্ম্ম-যাতনায় নিরন্তর কাতর হইতেছে, কেহ বা অদ্যান্ন রহিত দীনের দীন হইয়াও পরম সুখে জীবন যাপন করিতেছে। কেহ অতি-বড়-কুলীন হইয়াও সামান্য উদরান্নের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, মহাবিদ্বান হইয়াও কেহ কেহ বুদ্ধি-প্রতিভার অভাবে লোকের নিকট নিতান্ত মূর্খ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সংসারে এইরূপ দৃশ্য প্রতিনিয়ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ফলতঃ ধন, কুল, বিদ্যা থাকিলেই ভোগে আসে না, যাহার প্রতি যেরূপ কৃষ্ণের আজ্ঞা তাহাই সত্য হয়। তবে কৃষ্ণপ্রেম-ধনে যিনি যত বড় ধনী, তিনি তত সুখী, ভক্তি-ধর্ম্মে যিনি যত প্রবীণ, তিনি তত কুলীন এবং শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে যাঁহার যেমন মতি, তাঁহাকে সেইরূপই বিদ্বান বলা যায়। "সা বিদ্যা তন্মতি র্যয়া" এই প্রহ্লাদোক্তিই প্রকৃত বিদ্যার সংজ্ঞা।

ভাব-নিধি শ্রীগৌরাঙ্গ কপিলের ভাবে জননীকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনরায় কহিলেন—

"এতেকে ভজহ কৃষ্ণ, সাধুসঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা! মুখে বল হরি॥
ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন, পরহিংসা যায়॥" চৈঃ ভাঃ॥ ১৭॥

অতএব মা! সাধুসঙ্গ করিয়া কৃষ্ণভজন কর। যদি বল, সে কৃষ্ণভজন কিরূপ?—বলি শুন, শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ গুণলীলাদি সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা কর এবং তাঁহার সেই নাম রূপগুণাদির বিষয় মুখেও সর্ব্বদা কীর্ত্তন কর। ইহারই নাম কৃষ্ণভজন। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয় মনে চিন্তা ও মুখে বলাই যথাক্রমে কৃষ্ণভজনের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিধি। এইরূপ বিধানে কৃষ্ণভজন করিতে করিতেই শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে দৃঢ়া ভক্তির উদয় হয়। নতুবা যাহাতে কৃষ্ণ-ভক্তির স্ফূর্ত্তি না হয়, এমন ভক্তিহীন কর্ম্ম করায় কোন ফলোদয় নাই। এই ভক্তিহীন কর্ম্ম কাহাকে বলে?—যাহাতে পরহিংসা আছে। অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির প্রতি হিংসা প্রদর্শন করে বা যে সকল কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলে ভক্তিলাভ হয় না, সেই সকল স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদিকেই ভক্তিহীন কর্ম্ম বলা যায়। এমন কি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সাংখ্যযোগাভ্যাসকেও ভক্তির প্রতিকূল বলিয়া জানিবে। অতএব মা! ভক্তিবাধক জ্ঞান কর্ম্ম-যোগাদি কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধুসঙ্গকরতঃ অনন্যচিত্তে শ্রীকৃষ্ণভজন কর, তোমার সকল দুঃখ-দুর্ভোগ অমৃত-প্রবাহে ধুইয়া যাইবে।

সাধু সঙ্গ করিবার তাৎপর্য্য এই যে,—

"মার্জ্জন হয় ভজন, সাধু সঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়॥" প্রেঃ ভঃ চঃ।

অনুক্ষণ সাধু সঙ্গে সেই কৃষ্ণভজন সুমার্জ্জিত হয় এবং জীবের অজ্ঞান অবিদ্যা (মায়া) পরাজিত হইয়া যায়। বিষয়াসক্তি প্রভৃতি কারণে সময়ে সময়ে কৃষ্ণভজনে যে মলিনতা প্রবেশ করে, সৎসঙ্গের ফলেই তাহা সংশোধিত ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। জীব অবিদ্যার দাস, অজ্ঞানতার আধার, সুতরাং কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইয়াও তাহার এইরূপ আসক্তি বা ভ্রান্তি কিছু বিচিত্র নহে। পবিত্র সাধুসঙ্গই জীবকে এই অজ্ঞান-অবিদ্যার কুহক-প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ ভজন-পথে চালিত করে। তাই, এই সাধু-সঙ্গকে প্রেমপ্রাদুর্ভাবের শ্রেষ্ঠক্রম বলা হইয়াছে। ইহাই প্রেম-পুরুষার্থ লাভের অমোঘ উপায়। যথা —

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ শ্রীভাঃ ৩।২৫।

কপিলদেব জননীকে কহিলেন,—মা! সাধুজনের প্রসঙ্গলাভ হইলে আমার মাহাত্ম্য প্রকাশিকা যে কথা উপস্থিত হয়, তাহা হৃদয় ও কর্ণের অতীব প্রীতি সম্পাদন করে। এই জন্য তৎসেবন প্রসাদে মোক্ষমার্গ-স্বরূপ আমাতে অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

অতএব সাধুসঙ্গের যে বিশেষ আবশ্যকতা আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যদি বল, সাধুসঙ্গ বিনা স্বয়ং হরিকথা চিন্তনাদি দ্বারা কি ভক্তির উদয় হয় না? হইলেও তাহাতে নানা অন্তরায় আছে। স্বয়ং হরিকথা চিন্তনাদিতে আলস্যাদির দ্বারা রসাবেশের অভাব হওয়ায় এবং ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, শোক ও মোহাদিতে চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ায়, কৃষ্ণভক্তি সম্যক্ স্ফূরিত হইতে পারে না, সুতরাং সৎসঙ্গ অবশ্য বিধেয়। এই সৎসঙ্গের মহিমা অপরিসীম। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে তাহার আভাসমাত্র লিখিত হইল; পরে যথাস্থানে বিস্তারিত বিবৃত করা যাইবে।

দীনদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ জননীকে এইরূপ মধুর উপদেশ দানছলে জগতের জড়বুদ্ধি জীবকে যে শিক্ষা প্রদান করিলেন, এই শিক্ষামৃতই নিখিল জীবের পরামৃত ধন। কিন্তু হায়! আমরা এমনই দুর্ভাগ্য, প্রভুর শ্রীমুখোক্ত এমন সরল সুমধুর শিক্ষা অবহেলা পূর্ব্বক সংসারে অবিদ্যার দাস হইয়া অনিত্য বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই দিন দিন দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইতেছি। কৃষ্ণভজনের অনুকূল এমন দুর্লভ মানব-জীবন লাভ করিয়াও পশুর ন্যায় কেবল আহার-বিহার ও নিদ্রালস্যাদির বশীভূত হইয়া মহামোহে কালযাপন করিতেছি। আমাদিগকে ধিক!! জানি না, কতদিনে আমাদের এই ভ্রান্তিজাল ছিন্ন হইবে, কবে আমরা সেই অপার প্রেম-করুণার সাগর গৌরকিশোরের শ্রীমুখের উপদেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণভজনে তৎপর হইব, কতদিনে আমাদের সেই দুঃসহ জন্ম-যাতনার অবসান হইবে?

তৃতীয় লহরী

"খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ পাষণ্ডীর নাশ।
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ॥"

নিখিল ভুবনের তাপ-তমঃ বিনাশের নিমিত্তই আমাদের শ্রীগৌরকিশোর নবীন শশধররূপে নদীয়াকাশে সমুদিত হইয়াছেন, প্রেমভক্তির প্রফুল্ল-জ্যোৎস্নায় যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমাদিকে নবজীবন দানে প্রমোদিত ও পুরিপুষ্ট করিতে, জড়বুদ্ধি জগজ্জীবকে ভক্তভাব শিখাইতে করুণার-ঠাকুর স্বয়ং ভক্ত-বেশে অবতীর্ণ। এতকাল তিনি আত্মগোপন করিয়া জীবজগতে করুণার অজস্রধারা বিতরণ করিতেছিলেন কিন্তু জীবের দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—বৈষ্ণববেশে আত্ম প্রকাশ করিলেন। তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম শ্রবণ, বদনে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন আর নয়নে সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দর্শন করিতে লাগিলেন। যেমন ধনলুব্ধ ব্যক্তি জগতকে ধনময় ও কামুক-গণ কামিনীময় দর্শন করে, সেইরূপ বৈষ্ণবগণও জগতকে বিষ্ণুময় দর্শন করিয়া থাকেন। ইহাই বৈষ্ণবের স্বভাব। তাই, শ্রীগৌরসুন্দরও জীবকে বৈষ্ণবতার উচ্চ আদর্শ দেখাইবার নিমিত্ত সর্ব্বচরাচরে শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, গমনে, উপবেশনে, অধ্যয়নে, অধ্যাপনে সকল ব্যাপারেই তাঁহার কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই স্ফুরিত হয় না।

একদিন শ্রীগৌরহরি শিষ্যমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া আবিষ্টচিত্তে উপবেশন করিয়া আছেন। শিষ্যগণ তাঁহাকে—"সিদ্ধবর্ণ সমাম্নায়?" বলিয়া কলাপ ব্যাকরণের প্রথম সূত্রের পাঠ জিজ্ঞাসা করিলেন। এই সূত্রের অর্থ—অকারাদি বর্ণমালার পাঠক্রম নিত্য সিদ্ধ।" কিন্তু প্রভু এরূপ ভাবের কোন সেই স্থানে শ্রীভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

বলিলেন—

"সর্ব্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ।"

অর্থাৎ সকলবর্ণেই নারায়ণ সিদ্ধ। যেহেতু, অকারাদি সকল বর্ণই সেই শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমার কথা নির্দ্দেশ করে।

শিষ্যগণ প্রভুর শ্রীমুখে এইরূপ ব্যাখ্যান্তর শ্রবণ করিয়া সূত্রের ব্যাকরণ-যথার্থ ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত বিনীতভাবে কহিলেন,—"পণ্ডিত! এ রূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, আপনি উচিত ব্যাখ্যা করুন।"

প্রভুর সেইরূপই বিবশভাব। তিনি পুলকানন্দে বিভোর হইয়া কহি-লেন,—

"———সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মঙর।
কৃষ্ণের ভজন কহি সম্যক্ আম্নায়।
আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণভজন বুঝায়॥" ১৮ চৈঃ ভাঃ।

ভাই সব! তোমরা সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ কর। এইরূপে কৃষ্ণভজন াকেই সমাম্নায় অর্থাৎ সার উপদেশ বা সম্যক্ প্রকারে অভ্যাসের সামগ্রী হ। অথবা আদি মধ্যে ও অন্তে কৃষ্ণভজনের নামই "সম্যক্ আম্নায়।" যে তু,—আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

প্রভুর এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনিয়া শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রভুর পুন-র সেই বায়ু-বিকার প্রবল হইয়াছে, মনে করিয়া, কিছু দুঃখিত হইলেন। হ বা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পণ্ডিত! আজ এ কিরূপ ব্যাখ্যা?"

প্রভু পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—

"———যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥
·—যদি নাহি বুঝহ এখনে।
বিকালে সকল বুঝাইব ভাল মনে॥
আমিহ বিরলে গিয়া বসি পুঁথি চাই।
বিকালে সকলে যেন হই একঠাঁই॥" ১৯ চৈঃ ভাঃ।

এই কথা শুনিয়া তখন সকলে প্রভুর পদে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে গমন রিলেন।

এইরূপে বিদ্যাভ্যাসের ব্যাঘাত দেখিয়া শিষ্যগণ একদিন গঙ্গাদাস পণ্ডি-তর নিকট গিয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন। গঙ্গাদাস প্রভুকে ডাকা-য়া শাস্ত্রের ব্যতিরিক্ত অর্থ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন—

"ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পঢ়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও।"

প্রভু অধ্যাপকের নিকট নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন, বিনীতভাবে কহিলেন,—

" তোর দুই চরণ-প্রসাদে।
নবদ্বীপে কেহ মোরে না পারে বিবাদে॥
আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে ইহা স্থাপিবেক কোন জন॥
নগরে বসিয়া এই পড়াইব গিয়া।
দেখি কার শক্তি আছে দুষুক আসিয়া॥" ২০ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর এই সদুত্তরে গঙ্গাদাস পণ্ডিত বড় সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর প্রভু তাঁহার চরণে নমস্কার করিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে রত্নগর্ভ আচার্য্যের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রত্নগর্ভ, প্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গী এবং এক গ্রামবাসী লোক। প্রভু তাঁহার বহির্দ্বারে বসিয়া শিষ্যগণকে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্রোপদেশ দান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ভক্তি-লেশশূন্য পণ্ডিতম্মন্য অধ্যাপকগণকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

"———সন্ধিকার্য্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥
শব্দজ্ঞান নাহি যার সে তর্ক বাখানে।
আমারে ত প্রবোধিতে নারে কোন জনে॥
যে আমি খণ্ডন করি, করিয়ে স্থাপন।
দেখি তাহা অন্যথা করুক কোন জন॥" ২১ চৈঃ ভাঃ।

হায়! যাঁহার সন্ধিকার্য্যে জ্ঞান নাই, কলিযুগে তিনিই 'ভট্টাচার্য্য' উপাধিধারী, যিনি শব্দজ্ঞানশূন্য, তিনিও একজন মহাতার্কিক। আমি যে ব্যাখ্যা খণ্ডন ও স্থাপন করিতেছি, তাহা অন্যথা করিয়া দোষ দরুক দেখি, তবে ত বুঝিব শক্তি?"

অধ্যাপকগণের বিদ্যার অভিমান নাশ করিয়া হৃদয় শোধিত করিবার নিমিত্তই দয়াল প্রভু এইরূপ সগর্ব্ব উক্তি করিলেন।—কেবল বিদ্যাশিক্ষাই যে জীবের চরম উদ্দেশ্য নহে, তাহা বুঝাইলেন। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ভগবানের শ্রীচরণপ্রাপ্তির উপায় অন্বেষণই জীব-জীবনের চরম লক্ষ্য। পরমার্থ

তত্ত্বৈষণার নিমিত্তই বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, তাই শ্রীভগবান্, উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

শব্দ ব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥ শ্রীভাঃ।

যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রে ও তৎপ্রতিপাদ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ে বিশিষ্ট-জ্ঞান-কুশল, অথচ একমাত্র পরমাশ্রয়নীয় শ্রীভগবানকে সচ্চিদানন্দরূপে ধ্যানাদি না করে অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি কৌশলবান্ না হয়, তাহার সে শাস্ত্রাভ্যাস শ্রম বা সাধন শ্রম, দুগ্ধকামনা করিয়া বন্ধ্যাগাভী পালনের ন্যায় পণ্ডশ্রমমাত্র। কারণ তাহার সে শ্রম-ফল পুরুষার্থ-প্রাপক হয় না। নতুবা আমি একজন মহাপণ্ডিত মহাতার্কিক" এইরূপ 'বিদ্যার বড়াই' করিয়া হৃদয়ে অভিমানের আবর্জ্জনা পোষণ করিলে কদাচ ভগবচ্চরণে ভক্তি-লাভ হয় না।

প্রভু শিষ্যগণকে এইরূপে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতেছেন, এমন সময়ে রত্নগর্ভ পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার সেই শ্লোক শুনিবামাত্র প্রভু প্রেমে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

শ্লোকটী এই—

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ
ধাতু প্রবাল নটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালক কপোল মুখাব্জহাসম্॥ শ্রীভাঃ ১০।২৩।১২

যমুনা-পুলিন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ সহসা যজ্ঞপত্নীগণের দৃষ্টিগোচর হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, তিনি শ্যামসুন্দরকান্তি, তাঁহার পরিধানে পীতাম্বর, বন-মালা, শিখিপুচ্ছ গৈরিকাদি ধাতু ও প্রবাল সমূহে তাঁহার নটবরবেশ। তিনি সখার স্কন্ধদেশে একহস্ত অর্পণ করিয়া অপর হস্তে একটী লীলাকমল সঞ্চালিত করিতেছেন, তাঁহার দুই কর্ণে দুইটী উৎপল, কপোলে অলকাবলী এবং শ্রীমুখকমলে মধুর হাস্য শোভা পাইতেছে।

তাই, এই শ্লোকপাঠধ্বনি যেমন প্রভুর কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনিই তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। কমনীয় কলেবরে অপূর্ব্ব পুলক-কদম্ব বিকসিত হইয়া উঠিল, নয়নে সুরধুনী-ধারায়

প্রেমাশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তাঁহার এইরূপ অলোকসামান্য ভাব-তরঙ্গ দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়বিমুগ্ধ হইলেন। সেই দিন হইতে রত্নগর্ভ প্রভুর প্রেমের ফাঁদে বন্দী হইলেন। কিছুক্ষণ পরে গদাধরের চেষ্টায় প্রভুর বাহ্য দৃষ্টি হইল। তখন তিনি যেন কিছু লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—"ভাই সব! আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম বল দেখি?" ছাত্রগণ বলিলেন,—"আপনি কৃতকৃতা; আমাদের শক্তি কি, সে কথা বলিতে পারি।" অনন্তর প্রভু গঙ্গাস্নান করতঃ গৃহে গমন করিলেন।

পরদিন আবার ছাত্রগণের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। ছাত্রগণ ভক্তি-সহকারে প্রভুকে প্রণাম করিয়া পাঠ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পণ্ডিত! ধাতু-সংজ্ঞা কার?" প্রভু কহিলেন,—

"কৃষ্ণের শক্তি নাম যার॥
ধাতুসূত্র বাখানি শুনহ ভাইগণ।
দেখি কার শক্তি আছে করুক খণ্ডন॥
যত দেখ রাজা দিব্য দিব্য কলেবর
কণক-ভূষিত গন্ধ চন্দনে সুন্দর॥
যম লক্ষ্মী যাহার বচনে লোকে কহে।
ধাতু বিনা শুন তার কি অবস্থা হয়ে॥
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া।
কহো ভস্মাকার, কারে এড়েন পুঁতিয়া॥
সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।
তাহা সনে করে স্নেহ তাহানে সে ভক্তি॥
ভ্রমবশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
'হয় নয়' ভাই সব বুঝ মন দিয়া॥ ২২॥ চৈঃ ভাঃ।

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ত্রিবিধ। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীব-শক্তি। এই জীবশক্তি বা চৈতন্য-শক্তিকেই ধাতু বলা যায়। যাহা শরীরকে ধারণ করে, তাহার নামই ধাতু। এই চৈতন্যময় পদার্থ যতক্ষণ দেহের মধ্যে অবস্থিতি করে, ততক্ষণই দেহ জীবিত বা সচেতন বলিয়া অনুভূত হয়, ততক্ষণই জীব-দেহের আদর। কিন্তু এই জীবনীশক্তি একবার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া

পড়িলে জীবের সেই স্থূলদেহ জড়পিণ্ডবৎ "মৃত" নামে অভিহিত হয়। চৈতন্য-শক্তির অবস্থানকালে যে দেহ প্রাসাদ-কক্ষে সুবর্ণপর্য্যঙ্কে সুখদ শিরিষ পেলব শয্যায় সযত্নে রক্ষিত হইত, সামান্য মাত্র ধূলিস্পর্শ করিলে যাহাকে সুগন্ধি-সলিলে শতবার ধৌত করা হইত, শত শত দাস দাসী যে অঙ্গ সংস্কারে নিয়োজিত থাকিত, চৈতন্যশক্তির অভাবে সেই দেহ তখন অন্যের অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তখন সেই চৈতন্য শক্তি-শূন্য দেহের নিকট হইতে লোকে ঘৃণায় ও অপবিত্রতার ভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। তখন এই দেহের পরিণাম হয় মৃত্তিকা—নয় ভস্মে পরিণতি। অতএব এই দেহের অতিরিক্ত যে চৈতন্যশক্তি দেহকে আশ্রয় করিয়া দেহে সুখ-দুঃখের অনুভব করায়, দেহিকে জীবপদবাচ্য করায়, সেই দেহাতিরিক্ত চৈতন্যশক্তির নামই ধাতু। ইহা জীবের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অবস্থান করে; এজন্য জীব তাহার বলে দেহ সঞ্চালন করিতে সমর্থ হয়। এই চৈতন্য-শক্তির প্রভাবেই দেহের যে কিছু সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য বা গৌরব নতুবা চৈতন্যশক্তি-শূন্য দেহ 'শব'। এই শ্রীকৃষ্ণ-শক্তি ধাতুরূপে সকল জীব-দেহেই বর্ত্তমান। তাই ভগবান্ স্বয়ং মুখে বলিয়াছেন,—"সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ।" সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে আমি ব অর্থাৎ জীব আমার সূক্ষ্ম বিভূতি, শ্রীকৃষ্ণ চিৎসূর্য্য, জীব তাঁহার কিরণ কণা। ফলতঃ চিচ্ছক্তির অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশই জীব;—ইহাকেই তটস্থা-শক্তি কহে। ইহার অপর নাম অপরা বা ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি। যথা বিষ্ণু-পুরাণে—

বিষ্ণুশক্তি পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

শ্রীভগবানের তিন শক্তি। প্রথম, স্বরূপভূতা চিৎস্বরূপা অন্তরঙ্গানাম্নী পরাশক্তি; দ্বিতীয়, স্বরূপশক্তি হইতে বিভিন্ন চিদংশরূপা তটস্থা ও ক্ষেত্রজ্ঞা-নাম্নী জীবশক্তি অপরা এবং তৃতীয় বহিরঙ্গানাম্নী ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি। এই জীবের স্বরূপ কৃষ্ণশক্তির কথা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—

"হরেরেবেয়ং শক্তিদ্বয়ীত্যাহ প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুর্ণেশঃ।"

অর্থাৎ প্রধান ও জীব, হরির এই দুইটী শক্তি।

এই জীবশক্তি, চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্ত্তিনী। তাহাতে মায়াশক্তির কোন সত্ত্বা না থাকিলেও স্বীয় ক্ষুদ্রতাবশতঃ সময়ে সময়ে সেই জীবশক্তি মায়ার বশীভূত হইয়া পড়ে এবং মায়া কর্ত্তৃক আবরণ নিমিত্তই অখিল সংসা-

য়ের তাপ প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যাবরণই জীবশক্তির সর্ব্বভূতে তারতম্যরূপে অবস্থানের কারণ। নতুবা অনুচৈতন্যত্ব হেতু জীবশক্তির তারতম্য নাই।

জীবের স্বরূপই যে শ্রীকৃষ্ণশক্তি তাহা শ্রীগীতাতেও উক্ত হইয়াছে। যথা—

অপরেয় মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত আটপ্রকার অচেতনরূপা নিকৃষ্টা অপরা-নাম্নী প্রকৃতি হইতে ভিন্না আর একটি চৈতন্যরূপিণী উৎকৃষ্টা জীবভূতা পরা-নাম্নী প্রকৃতি আছে জানিবে। সেই পরা প্রকৃতিই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া থাকে।

অতএব চিৎকণাস্বরূপ জীবশক্তি বা চৈতন্য-শক্তিকেই ধাতু বলিয়া জানিবে। জড়দেহের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। তবে যখন এই শক্তি জড়দেহকে আশ্রয় করে, তখনই দেহের প্রতি স্নেহ, মমতা, ভক্তি লক্ষিত হয়। ফলতঃ, সেই শ্রীকৃষ্ণ-শক্তির প্রতিই স্নেহ ভক্তি সূচিত হইয়া থাকে; নশ্বর জড়দেহের প্রতি নয়। কিন্তু আমরা অবিদ্যা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াই এই নশ্বর জড়দেহকে 'আমি' (চৈতন্যশক্তি) জ্ঞান করিয়া ইহারই পোষণ প্রসাধনে প্রতিনিয়ত যত্নপর হইয়া থাকি।

ভাই সব! অধ্যাপকগণ ভ্রমের বশীভূত হইয়াই এই ধাতুতত্ত্ব বুঝিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহারা ধাতুতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া 'ভূ, স্থা, গম প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক প্রকৃতিরই পরিচয় দিয়া থাকেন। হয়, নয় তোমরাই মনোযোগ পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখ।"

পরম দয়াল শ্রীগৌরহরি এই ধাতুতত্ত্ব ব্যাখ্যায় দেহাত্মবাদ খণ্ডন করিয়া জীবের স্বরূপতত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি তাহা জগজ্জীবকে আভাসে শিক্ষাদান করিলেন। কিন্তু যাহারা প্রভুর এই মধুর শিক্ষা অবহেলা করিয়া এক বিরুদ্ধভাবময় দূষিত ব্যাখ্যা কল্পনা করে, যাহারা "ধাতু" শব্দের শুক্র বা বীর্য্য অর্থ করিয়া সাধনার নামে ইন্দ্রিয়-চারণারই প্রশ্রয় দিয়া থাকে, তাহারা আমাদের প্রাণ কোটিপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গের চরণানুচর কি না? ভক্ত পাঠকগণ তাহার বিচার করুন। তাহারা বলে, ধাতু বা শুক্রই শ্রীকৃষ্ণশক্তি-রূপে সকল জীবদেহে অবস্থান করে, সেই ধাতুসেবাই শ্রীকৃষ্ণ-সেবা!! ছি ছি! এরূপ কুব্যাখ্যা শুনিলে যে ক্ষোভে ঘৃণায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হয়! ধর্ম্মের নাম করিয়া ব্যভিচার কি অত্যাচার!!

পূর্ব্বোক্ত ধাতু সত্বার অভাবে জড়দেহের কিরূপ শোচনীয় পরিণাম হয়, তাহা আরও একটু বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য দয়াল প্রভু পুনরায় কহিলেন,—

"এবে যারে নমস্করি, করি মান্যজ্ঞান।
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান ॥
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহাসুখে।
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেয় মুখে ॥
ধাতু সংজ্ঞা কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সবার।
দেখি ইহা বুঝুক আছয়ে শক্তি কার ॥"

অতএব এই শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির নামই ধাতু। শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই ইহার মূল। সুতরাং ইহা সকলেরই প্রিয়।

এইমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।
হেন কৃষ্ণে ভাই সব ! কর দৃঢ় ভক্তি ॥
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশি কৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান ॥
যাঁহার চরণে দুর্ব্বা জল দিলে মাত্র।
কভু যম তান অধিকারে নহে পাত্র ॥
অঘ-বক-পূতনারে যে কৈল মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দ-নন্দন-চরণ ॥
পুত্রবুদ্ধ্যে অজামিল যাঁহার স্মরণে।
চলিল বৈকুণ্ঠপুরী কৃষ্ণের চরণে ॥
যাঁহার চরণ-রসে শিব দিগম্বর।
যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর ॥
যে চরণ-মহিমা অনন্ত গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি ভজ সে কৃষ্ণের পায় ॥
যাবত আছয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি
তাবত কৃষ্ণের পাদপদ্মে কর ভক্তি ॥

কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণধন।
চরণে ধরিয়া বলোঁ 'কৃষ্ণে দেহ মন' ॥ ২৩ ॥ চৈঃ ভাঃ।

আহা! যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এমন পবিত্র, এমন পূজ্য, যাঁহার সেই শক্তি লব লাভ করিয়া আমরা জীবপদবাচ্য হইয়াছি, ভাই সব! সেই সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের চরণে দৃঢ়াভক্তি স্থাপন কর। তিনি আশ্রয়তত্ব কল্পপাদপ, আমরা তাঁহার আশ্রিততত্ত্ব ক্ষুদ্র লতিকা, তিনি অনন্ত চিৎসমুদ্র আর আমরা তাঁহার ক্ষুদ্র বিন্দু বিশেষ। সুতরাং বস্তুতঃ অভেদ হইয়াও আমাদের স্বরূপতঃ চির ভেদ। বিন্দু যেমন সিন্ধু হইতে পারে না, রেণু যেমন গিরিরাজ হইতে পারে না, কিরণকণার সহিত যেমন সূর্য্যের তুলনা হয় না, ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিরাশির সমতুল নহে, সেইরূপ জীব, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপ চিৎকণ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের সহিত কদাচ তুলিত হইতে পারে না, নিত্য কৃষ্ণদাসরূপে চির ভিন্ন, সুতরাং তিনি উপাস্যতত্ব, আমরা তাঁহার উপাসক। অতএব ভাই সব! কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ নাম শ্রবণ কর এবং দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম হৃদয়ে ধ্যান কর। তিনি বড় করুণাময়, বেশী কিছু করিতে না পার, সর্ব্বত্র সুলভ দূর্ব্বাদল আর গণ্ডূষমাত্র জলও যদি তাঁহার শ্রীচরণ-কমল উদ্দেশে অর্পণ কর, তাহা হইলে আর তোমাদিগকে যমের অধিকারে যাইতে হইবে না। তাই, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত আছে—

পুষ্পৈর্ব্বা যদিবা পত্রৈঃ ফলৈর্ব্বা যা বাম্বুভিঃ।
যষ্টব্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষস্ত্যক্ত্বা কার্য্য শতানিচ ॥

শতকার্য্য থাকিলে পুষ্প, পত্র ও ফলের অভাবে কেবল জলদ্বারাও পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা কর্ত্তব্য। যে হেতু,—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীনীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥
শ্রীহ, ভ, বি, ধৃত গৌতমীয়বচনং।

তুলসীর একটীমাত্র পত্র ও জলগণ্ডূষমাত্র সমর্পণ করিলেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ ভক্তের বশীভূত হন।

অতএব, যম তাঁহাকে স্বীয় শাসনাধিকারে লইয়া যাইতে কি আর সক্ষম হন? যিনি কৃপা করিয়া অঘাসুর, বকাসুর ও পুতনানাম্নী রাক্ষসীকেও

উত্তমাগতি দান করিলেন, ভাই সব! সেই অচিন্ত্য করুণা-সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের শ্রীচরণ ভজনা কর। মহাপাপী অজামিলও মৃত্যুকালে 'নারায়ণ' নামক পুত্রকে ডাকিয়া নামাভ্যাসে যাঁহার নাম স্মরণ করতঃ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন, ভক্তিপুতচিত্তে ভাই সব! তাঁহারই ভজনা কর।

যেহেতু –

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়াগৃণন্॥ শ্রীভাঃ ৬।

ঘোরপাপী অজামিলও যখন পুত্রচ্ছলে নারায়ণকে ডাকিয়া সর্ব্ববন্ধন বিমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিলেন, তখন যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের বৈকুণ্ঠধাম লাভ হইবে, ইহার বিচিত্রতা কি?

উমাকান্ত মহেশ্বরও যাঁহার পদারবিন্দের মকরন্দ পান করিয়া দিগম্বর সাজিয়াছেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও যাঁহার পদ-কমলের রেণুকণা লাভের অভি-লাষ প্রকাশ করেন,—

শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টং।

অর্থাৎ সুর-পূজিতা কমলা যাঁহার বক্ষঃস্থলে বাস করিয়াও সপত্নী তুলসীর সহিত সেবকগণ সেবিত চরণ-সরোজের রজোরাশি কামনা করেন, অনন্ত-দেব যাঁহার শ্রীচরণের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করেন, দন্তে তৃণ করিয়া অর্থাৎ দৈন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ ভজনা কর। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ আছে—শক্তি আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি কর। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণই পিতা, কৃষ্ণই আমাদের জীবন-সর্ব্বস্ব, অতএব তাঁহারই চরণ ধারণ করিয়া বল,—"কৃষ্ণেই এই দেহ-মন সমর্পণ করিলাম।" ইহারই নাম আত্ম-সমর্পণ। ইহা কিরূপে সম্পাদিত হয়, তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির মার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দ লিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গ সঙ্গমম্।

ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশ পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কাম কাম্যয়া
যথোত্তম শ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ শ্রীভাঃ।

অর্থাৎ তিনি (অম্বরীষ) শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মন, শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবর্ণনে বাগিন্দ্রিয়, হরিমন্দির মার্জ্জনাদিতে করদ্বয় এবং পবিত্র হরিকথায় শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আরও শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ও তদালয় দর্শনে নয়নদ্বয়, তদ্ভক্তজনের অঙ্গস্পর্শে অঙ্গ-সঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণচরণ-সরোজার্পিত তুলসীর সৌরভ গ্রহণে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, তন্নিবেদিত অন্নাদির আস্বাদগ্রহণে রসনা, মথুরাদি ভগবৎ-ক্ষেত্রগমনে পাদদ্বয় এবং শ্রীকৃষ্ণের পদাভিবন্দনে মস্তক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আর কাম অর্থাৎ মাল্যচন্দনাদি বিষয়-সেবাকে, ভগবজ্জনাশ্রয়া রতি যেরূপে হয়, সেইরূপ ভাবে ভগবদ্দাস্যে তৎপর করিয়াছিলেন। তাহাও ভগবৎ প্রসাদ স্বীকারের নিমিত্ত, বিষয়েচ্ছায় হয় নাই।

যাঁহারা ভগবানের পাদপদ্মে—আপনার বলিতে যা কিছু অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন গৃহাদি, এমন কি, নিজ দেহ, মন, আত্মা পর্য্যন্ত সমস্তই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বলিয়া নিবেদন করেন, এবং আপনাকে তাঁহার নিত্যদাস মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত আবশ্যক বোধে যাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা কদাচ স্বকীয় বিষয়-ভোগেচ্ছায় নহে,—ভগবৎ-সেবার উপযুক্ততা লাভের জন্য ভগবৎ-প্রসাদ স্বরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তদতিরিক্ত আর কোন দ্রব্যই তাহারা গ্রহণ করেন না। প্রহ্লাদাদি ভগবজ্জনের আশ্রয়ভূতা ভগবদ্বিষয়িণী নিষ্কাম রতি যেরূপে উদিত হয়, ভগবদ্দাস্যে এই কামনার উদয়ও সেই প্রকারে হইয়া থাকে।

অতএব ভাই সব ! শ্রীকৃষ্ণচরণে এইরূপে দেহ মন সমর্পণ করিয়া একবার—"কৃষ্ণ হে ! আমি তোমার দাস হইলাম" বল—সঙ্গে সঙ্গে ভব-যাতনার অবসান হইয়া যাউক।

দয়াল প্রভু এইরূপ দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের মধুর উপদেশ দান করিতে করিতে সহসা বাহ্যভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"বল দেখি, আমি

শিষ্যগণ একটু বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন,—"আপনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সকলই সত্য এবং তাহা খণ্ডন করিবার কাহারও সাধ্য নাই ; কিন্তু আমরা যে উদ্দেশ্যে পাঠ করিতেছি, আপনার অর্থ সে উদ্দেশ্যব্যঞ্জক হয় নাই।"

এই কথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন,—"তোমরা ঠিক করিয়া বল, আমার কি তবে পুনরায় বায়ুবিকার উপস্থিত হইয়াছে ? আমি সূত্র-বৃত্তির কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি ?

শিষ্যগণ বিনীতভাবে বলিলেন,—"পণ্ডিত ! আপনি সূত্র, বৃত্তি, টীকায় সর্ব্বত্রই এক কৃষ্ণতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছুই ব্যাখ্যা করেন নাই। আবার সেদিন রত্নগর্ভ আচার্য্যের বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার শ্লোক শ্রবণে আপনার যে এক অলৌকিক ভাবোদয় হইয়াছিল, তদ্দর্শনে আপনাকে সামান্য মনুষ্য বোধ হয় না। দশদিন হইল, আপনার এইরূপ আবিষ্টভাব দর্শন করিতেছি।"

প্রভু যেন একটু লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—"দশদিন তোমাদের পাঠ বাদ যাইতেছে, একথা আমাকে জানাও নাই কেন ?"

শিষ্যগণ তখন করযোড়ে কহিলেন,—"পণ্ডিত ! জানাইতে সাহস করি নাই। আপনি যে ব্যাখ্যা করেন, তাহা শাস্ত্রের সার—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। কর্ম্মদোষে আমরা সে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। আমাদের এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।" ঠাকুর ছাত্রগণের বিনয়-মধুরবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—

"———ভাই সব ! কহিলা সুসত্য।
আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য ॥
কৃষ্ণবর্ণ একশিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখোঁ তাই ভাই ! বোলোঁ সর্ব্বথায় ॥
কত শুনি শ্রবণে সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখোঁ গোবিন্দের ধাম ॥
তোমা সভা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥
তোমা সভাকার যার স্থানে চিত্ত লয়।
তার ঠাঞি পড় আমি দিলাম নির্ভয় ॥

কৃষ্ণ বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাম চিত্ত আপনার ॥ ২৪ ॥ চৈঃ ভাঃ।

ভাই সকল! আমি যাহা বলিতেছি, ইহা অন্যত্র অকথ্য। নিজজন বলিয়াই তোমাদিগকে একথা বলিতেছি। আমি যেই তোমাদিগকে পড়াইতে বসি, অমনই দেখি, একটী কৃষ্ণবর্ণ শিশু মুরলী বাজাইতে থাকেন; তাঁহার সেই মুরলীর মধুর ধ্বনি যতই আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে থাকে, আমি বিবশ হইয়া কেবল কৃষ্ণনামই ব্যাখ্যা করিতে থাকি। তখন সকল ভুবন সেই গোবিন্দের ধামরূপেই নয়ন-গোচর হয়। অতএব তোমাদের নিকট এই ভিক্ষা, আজ হইতে আমি আর তোমাদিগকে পাঠ দিতে পারিব না; তোমরা যাঁহার নিকট ইচ্ছা গিয়া পাঠ অভ্যাস করিবে। আমি সত্যই আপনার মনের কথা প্রকাশ করিতেছি,—কৃষ্ণ কথা ভিন্ন আমার মুখে অন্য কথা স্ফুরিত হয় না।"

এই বলিয়া প্রভু অশ্রু-সিক্তবদনে পুস্তক বাঁধিতে লাগিলেন। তখন শিষ্যগণও রোদন করিতে করিতে করযোড়ে কহিলেন,—"গুরুদেব! আপনাকে ত্যাগ করিয়া অন্য অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিতে আমাদের আর প্রবৃত্তি হইতেছে না ? আপনার শ্রীচরণ-প্রসাদে যাহা শিক্ষা করিলাম, ইহাই আমাদের যথেষ্ট! আপনার মুখে যে মধুর ব্যাখ্যা শ্রবণ তাহাই আমাদের হৃদয়ে জন্ম জন্ম জাগরুক থাক্। আজ হইতে আমরাও সঙ্কল্প করিলাম, আপনি ব্যতীত অন্য অধ্যাপকের নিকট কখনও পড়িব না।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীশচীনন্দন আনন্দে পুলকিত হইয়া সেই মহাভাগ্যবান্ শিষ্যগণকে স্নেহালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করতঃ আশীর্ব্বাদ করিলেন,—

"দিবসেকো আমি যদি হই কৃষ্ণদাস।
তবে সিদ্ধ হউ তোমা সভার অভিলাষ ॥
তোমরা সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সবার বদন ॥
নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ তোমা সভাকার ধন প্রাণ ॥
যে পড়িল সেই ভাল আর কার্য্য নাই।
সবে মিলি কৃষ্ণ বলিবাও একঠাঁই ॥

কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার।
তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার॥ ২৫॥ চৈঃ ভাঃ।

এই অমৃত-মধুর আশীর্ব্বাদ বাক্য শুনিয়া শিষ্যগণ পরমানন্দে প্রভুর পাদ-পদ্মে প্রণাম করিলেন,—এই যে লুঠাইলেন, এই হইতেই তাঁহারা প্রভুর চির দাস হইলেন। তাঁহারা তো চিরকালই শ্রীকৃষ্ণের দাস, কেবল জীব-শিক্ষার জন্যই এইরূপ লোক-ব্যবহার !!

অনন্তর পতিতপাবন প্রভু ভুবনে মঙ্গল-মধুর নাম সংকীর্ত্তনের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবার উদ্দেশ্যে শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,— "ভাই সব! আমরা এতদিন ধরিয়া একত্র পড়িলাম, শুনিলাম। এক্ষণে একবার কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া আমার প্রাণের সাধপূর্ণ কর।"

শিষ্যগণ কহিলেন,—"সে সংকীর্ত্তন কেমন আমরা জানি না ত!"

তখন শ্রীশচীনন্দন আপনি হাত তালি দিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তন শিখাইতে লাগিলেন। জীবের পরিত্রাণের মূলমন্ত্র সে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন এই,—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

শুভ নাম সংকীর্ত্তনের এই প্রথম সৃষ্টি। করুণানিধি শ্রীগৌরাঙ্গ কঠোর সাধনার আবরণ মোচন করিয়া কলির দুর্ব্বল জীবকে এই এক আনন্দময় নূতন পথ প্রদর্শন করিলেন। পূর্ব্বে যাগ, যজ্ঞ, তপ, অর্চ্চনাদিই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু ভগবানের নাম লইয়া নাচিলে গাহিলেও যে তাঁহার শ্রীচরণ-কমল অনায়াসে লাভ করা যায়, সেই কথা প্রভু আপনি যজিয়া জীবকে এই প্রথম শিখাইলেন।

চতুর্থ লহরী।

"আপনে কীর্ত্তন-নাথ করেন কীর্ত্তন।"

কীর্ত্তন-রস-বিনোদ শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীনবদ্বীপে যে প্রথম শ্রীনাম কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইলেন, সে অমিয় তরঙ্গের কথা ক্রমে নদীয়ার ঘরে ঘরে প্রচার হইয়া পড়িল। পরে শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তি-সভাতেও সে কথা আলো-

চিত হইতে লাগিল। নদিয়ার দিগ্বিজয়ী নিমাই পণ্ডিত একজন পরম ভগবদ্ভক্ত হইয়াছেন শুনিয়া, ভক্তমাত্রেই মহা আনন্দিত হইলেন। ঠাকুর এখন শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দর্শন করিয়া নমস্কার করেন, নানামতে দৈন্য জ্ঞাপন করেন। ভক্তগণও তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। প্রভু তাঁহাদের সেই আশীর্ব্বাদ বাক্য শুনিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমুখে বলেন,—

"তোমরা সে কর সত্য মোরে আশীর্ব্বাদ।
তোমরা বা কেনে অন্য করিবা প্রসাদ॥
তোমরা সে পার কৃষ্ণভজন দিবারে।
দাসে সেবিলে সে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
তোমরা যে আমার শিখাও বিষ্ণুধর্ম্ম।
তেঁই বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম্ম॥
তোমা সভা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥ ২৬॥ চৈঃ ভাঃ

আপনারা "কৃষ্ণপদে তোমার ভক্তি হউক" বলিয়া যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ইহা অতি সত্য। অন্য অনুগ্রহই বা করিবেন কেন? আপনারা যে ভগবদ্ভক্ত! আপনারাই ত কৃপা করিয়া জীবকে কৃষ্ণ-ভজন শিক্ষা-দান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণভক্তের চরণসেবা করিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও অনুগ্রহ করেন। কৃষ্ণ নিজমুখেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন,—

বৈষ্ণবান্ ভজকৌন্তেয় মা ভজস্বান্য দেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবমিদং জগৎ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত আদিপুরাণ বচন।

হে অর্জ্জুন! কেবল বৈষ্ণবগণের আরাধনা কর, অন্য দেবতার ভজনায় প্রয়োজন নাই; কারণ বৈষ্ণবগণ সমস্ত দেবতা ও জগতকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

হে ধনঞ্জয়! যাহারা আমার ভক্ত তাহাদিগকে প্রকৃত ভক্ত বলা যায় না। যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাহারাই সর্ব্বোত্তম ভক্ত বলিয়া

অতএব আপনারা আমাকে যে "কৃষ্ণভক্তি হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ

করিতেছেন বা কৃষ্ণ-ভজন করিতে শিক্ষাদান করিতেছেন, ইহাতে আমি বুঝিতেছি, নিশ্চয় পূর্ব্বজন্মে আমার কোন সুকৃতি থাকিবে। যাহা হউক আপনাদের সেবা করিলেই আমার কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে।"

এই বলিয়া ঠাকুর জীবকে বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ দেখাইবার জন্য দীন ভাবে কাহার বস্ত্র, কাহার ফুলের সাজি, কাহারও বা কুশ-গঙ্গামৃত্তিকা প্রভৃতি স্নানের সময় বহিয়া লইয়া যান, কাহারও বা নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন; তখন বৈষ্ণবগণ সম্ভ্রম সহকারে "কর কি? কর কি?" বলিয়া তাঁহার হস্তধারণ করেন এবং কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলেন,—"বাপ! নবদ্বীপে যে সকল অধ্যাপক আছেন, তাঁহারা কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করা দূরে থাক্, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের নিন্দাই করিয়া থাকেন। পাপীষ্ঠ শ্রোতাগণও সেই বাক্য ধরিয়া আমাদিগকে তৃণ-তুচ্ছজ্ঞান করে। এইরূপে কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচারের কোথাও সম্ভাবনা না দেখিয়া সন্তাপে আমাদের হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। বাপ! এক্ষণে দেখিতেছি, শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। যেহেতু, তুমি এই পথে প্রবেশ করিয়াছ, তোমা হইতে পাষণ্ডীগণের দর্প চূর্ণ হইবার আশা করি। তোমার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা যেমন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে, বৎস! চিরজীবী হও, সেইরূপ তোমা হইতে কৃষ্ণ-গুণ-গ্রামও সর্ব্বত্র সুব্যক্ত হউক।"

ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তগণের দুঃখে কাতর হইয়া সত্বর আত্ম প্রকাশ করিবার মনস্থ করিয়া কহিলেন,—

"———তুমি সব কৃষ্ণের দয়িত।
তোমরা যে বোল, সেই হইবে নিশ্চিত॥
ধন্য মোর জীবন তোমরা বল ভাল।
তোমরা রাখিলে গ্রাসিবারে নারে কাল॥
কোন ছার হয় পাপ পাষণ্ডীরগণ।
সুখে গিয়া কর কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তন॥
ভক্ত দুঃখ প্রভু কভু সহিতে না পারে।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সর্ব্বত্র অবতারে॥
এত বুঝি তোমরা আনাইবা কৃষ্ণচন্দ্র।
নবদ্বীপে করাইবা বৈকুণ্ঠ আনন্দ॥

তোমা সভা হৈতে হবে জগৎ উদ্ধার।
করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার"॥
সেবক করিয়া মোরে সভেই জানিবা।
এই বর, মোরে কভু না পরিহরিবা॥ ২৭॥ চৈঃ ভাঃ।

আপনারা শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়জন। আপনারা যে কথা বলিতেছেন, তাহা যে ধ্রুব সত্য হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? অতএব আমার জীবন ধন্য,—যে আমার দ্বারা কৃষ্ণ-ভক্তির প্রচার হইবে। আর আপনারা আমাকে "চিরজীবী হও" বলিয়া যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা সত্য হইয়াও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ, আপনারা যাহাকে রক্ষা করেন, কালও তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না।

নূনং ভাগবতা লোকে লোকরক্ষা বিশারদাঃ।
ব্রজন্তি বিষ্ণুনাদিষ্টা হৃদিস্থেন মহামুনে॥
ভগবানেব সর্ব্বত্র ভূতানাং কৃপয়া হরিঃ।
রক্ষণায় চরল্লোকান্ ভক্তরূপেণ নারদ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কান্দবচন।

হে মহামুনি নারদ! লোকরক্ষাবিশারদ ভগবদ্ভক্তগণ হৃদয়স্থিত শ্রীহরির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সংসারে বিচরণ করেন। ফলতঃ, ভগবান শ্রীহরিই কৃপা পূর্ব্বক জীবগণের রক্ষা বিধানের জন্য ভক্তরূপে অখিল লোকে পরিভ্রমণ করেন।

আবার বৃহন্নারদীয় পুরাণে ভগবান স্বয়ংই শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন,—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

হে দ্বিজবর! আমি নিত্য প্রচ্ছন্ন দেহে ভগবদ্ভক্তরূপে সর্ব্বদা অখিল লোক রক্ষা করিয়া থাকি।

অতএব আপনারা যাহাকে কৃপা করিয়া রক্ষা করেন, তাহার আধি ব্যাধি বা অকালমৃত্যু কখন সম্ভব হইতে পারে না। বিশেষতঃ আপনাদের কৃপা দুর্গের মধ্যে থাকিলে যখন সর্ব্বগ্রাসী কালেরও ভয় থাকে না, তখন পাপী পাষণ্ডীগণ ত অতি তুচ্ছ। আপনারা স্বচ্ছন্দে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে

আপনাদের মধ্যে আসিয়া উদিত হইবেন। ভক্তগণের জন্যই যে ভগবানের অবতার তাহা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। "পরিত্রাণায় সাধুনাং" ইত্যাদি গীতায় শ্রীভগবদুক্তিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব আপনাদের যেরূপ অকৈতব আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা ও প্রাণের আবেগ দর্শন করিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে,—আপনারা সেই সর্ব্বানন্দ-কন্দ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নিশ্চয়ই অবতার করাইবেন এবং এই নবদ্বীপে শ্রীবৈকুণ্ঠের আনন্দ-তরঙ্গ উঠাইবেন। সুতরাং আপনাদের হইতেই জগতের উদ্ধার সাধন হইবে—মূঢ়াত্মা জীব সকল কলির করাল-কবল হইতে নিস্তার লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব আপনারা আমাকে সেবক জ্ঞানে, এই বর দিন্—যেন আপনাদের কৃপা সঙ্গে বঞ্চিত না হই।"

প্রভুর এইরূপ দৈন্যবিনয়ে ভক্তগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নানা মতে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত-দুঃখ-বিমোচন মানসে সহসা বৈষ্ণবাবেশ প্রকাশ করিলেন। মহা সাত্ত্বিক-ভাব-নিচয় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পূর্ণ-পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি উন্মাদের ন্যায় কখন হাস্য করেন, কখন রোদন করেন, কখন বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। শ্রীশচীমাতা তাঁহার সেই অদ্ভুত ভাবান্তর দর্শন করিয়া যারপর নাই চিন্তান্বিত হইলেন। নানাজনে নানা কথার আন্দোলন করিয়া শেষে স্থির করিলেন,—প্রভুর বায়ু-বিকার পুনঃপ্রবল হইয়াছে। উদার-প্রকৃতি শচী কোন কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া লোক দ্বারা শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শ্রীবাস যথা সময়ে প্রভুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। প্রভু শ্রীতুলসী প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ভক্ত শ্রীবাসকে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর সেই অপূর্ব্ব ভাবোদ্গম সন্দর্শনে শ্রীবাসের হৃদয় তখন হর্ষ-বিস্ময়ে প্লুত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে নিশ্চয় করিলেন—ইহা তো মহা ভক্তিযোগ, কে ইহাকে বায়ুবিকার বলে?

কিছুক্ষণ পরে প্রভু প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীবাসকে কহিলেন—

"কি বুঝ পণ্ডিত! তুমি মোহর বিধানে।
কেহ বলে মহাবায়ু, বান্ধিবার তরে।
পণ্ডিত! তোমার চিত্তে কিলয় আমারে?" ॥২৮॥ চৈঃ ভাঃ ॥

পণ্ডিত! তুমি আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতেছ? কেহ কেহ আমার

মহাবায়ু-বিকার উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমাকে বন্ধন করিতে উপদেশ দেয়। পণ্ডিত! তুমি কি বুঝিতেছ?"

তখন শ্রীবাস পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার এ বায়ু-বিকার ব্রহ্মা-শিব শুকাদিরও বাঞ্ছনীয়। আমি এরূপ বায়ু বিকারের কিছুমাত্র পাইলেও কৃতার্থ হইয়া যাই। কে বলে ইহা বায়ু,—ইহা মহাভক্তি-যোগ! নিশ্চয়ই তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া প্রভু পরমানন্দে শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিলেন—

"সবে বলে বায়ু, সবে আশংসিলে তুমি।
আজি বড় কৃত কৃত্য হইলাঙ আমি।
যদি তুমি বায়ু হেন বলিতে আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি আমি গঙ্গার ভিতরে॥" চৈঃ ভাঃ ॥২৯॥

পণ্ডিত! তুমি যে আমার বায়ু-বিকার নহে বলিয়া সকলকে আশ্বাসিত করিলে, ইহাতে আমি ধন্য হইলাম। তুমিও যদি বায়ু-বিকার বলিতে তাহা হইলে আমি আজ নিশ্চয়ই গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করিতাম।" কৃষ্ণ-ভক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তির লক্ষণ না বুঝিতে পারিলে তাহার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে—এই তাৎপর্য্যেই যেন প্রভু গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জ্জনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর শ্রীবাস শ্রীশচীদেবীকে কহিলেন—"আপনি দুঃখিত হইবেন না। ইহা নহে—কৃষ্ণ-ভক্তি। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের অনেক রহস্য দেখিতে পাইবেন।"

এইরূপে শ্রীশচীদেবীকে শান্ত করিয়া শ্রীবাস বাটী চলিয়া গেলেন; কিন্তু শচীর হৃদয়াকাশে আবার এক নূতন চিন্তা-মেঘের উদয় হইল।—বিশ্বরূপের ন্যায় নিমাইও বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহ-ত্যাগ করেন।

একদিন দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ, গদাধরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তখন আচার্য্য শ্রীতুলসী অর্চনা করিতেছিলেন। ভক্তাধীন ভাবময় প্রভু, তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীঅদ্বৈত তাহার অপূর্ব্ব ভাব-তরঙ্গ দেখিয়া ভক্তিযোগ আরাধ্য দেবতা।—যাঁহাকে তিনি এতকাল গঙ্গাজল তুলসীদল দিয়া আকর্ষণ করিতেছিলেন সেই ভক্তের ভগবান সম্মুখে ধূলায় লুণ্ঠিত। শ্রীঅদ্বৈত আনন্দে বিহ্বল হইয়া সমস্ত পূজার

কিছুক্ষণ পরে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া এবং স্বীয় চরণপ্রান্তে শ্রীঅদ্বৈতকে তাদৃশ আবিষ্টভাবে উপবেশন করিয়া থাকিতে দেখিয়া অতিশয় দৈন্য বিস্ময়ের সহিত কহিতে লাগিলেন—

"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
তোমার আমি সে হেন জানিবে নিশ্চয়॥
ধন্য হইলাঙ আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥
তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বথা প্রকাশ॥" চৈঃ ভাঃ ॥৩০॥

জীবকে ভক্ত-ভাব শিখাইবার জন্য এবং ভক্তের মহিমা বাড়াইবার শ্রীগৌরহরি, কহিলেন—আচার্য্য আমি আপনার একান্ত অনুগত, আপনি আমাকে কৃপা করুন। আজ, আপনার দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। আপনার ন্যায় সাধুজনের কৃপা হইলেই মঙ্গল-মধুর কৃষ্ণনামও স্ফুরিত হইবে। ফলতঃ সাধু-সঙ্গই কৃষ্ণকথামৃতপানের একমাত্র কারণ। যথা—

প্রসঙ্গেন সতামাত্ম মনঃ শ্রুতি রসায়নাঃ।
ভ কীর্ত্তনীয়স্য কথাঃকৃষ্ণস্য কোমলাঃ॥
শ্রীহ, ভ, বি, ধৃত পদ্মপুরাণ বচন।

অর্থাৎ সৎ-প্রসঙ্গ নিবন্ধন কীর্ত্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের কথা জীবগণের চিত্ত-সন্তোষ-দায়িনী, শ্রুতি সুখকরী ও কোমলা হইয়া থাকে। তাই, শ্রীভগবান্ ভক্তবর উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হিতা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘং॥ শ্রীভাঃ ১১॥

হে মহাভাগ! শিষ্টজনহিতকরী আমার সম্বন্ধীয় কথা সাধুগণ সকাশেই স্ফুরিত হইয়া থাকে, যাঁহারা উহা শ্রবণ করেন, ঐসকল কথা হিতজনক হইয়া তাঁহাদের পাতক বিনাশ করিয়া দেয় অর্থাৎ বাসনার মূলোৎপাটন করিয়া সংসার দুঃখ বিনাশ করিয়া থাকে।

অতএব হে আচার্য্য! আপনি অনায়াসে ভব-বন্ধন নাশ করিতে সমর্থ; আপনার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বিরাজ করেন।

"ভক্তের হৃদয়ে যে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম" তাহা "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং" ইত্যাদি বচনই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সাধুসঙ্গের ফলে যে জীবের

ভব-বন্ধ নাশ হয়, তাহা শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে মুচুকুন্দের স্তুতি ; বর্ণিত আছে। তদ্ যথা—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে—
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎ সমাগমঃ।
সৎ সঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥

অর্থাৎ অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে সংস্কার-মগ্ন জীবের ভববন্ধন বিনাশ হইলেই তাহার সাধুসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে! ফলতঃ সৎসঙ্গের আভাসেই ভববন্ধ বিনাশ হয়, এবং সৎসঙ্গ লাভ হইলে সর্ব্বসঙ্গ-নিবৃত্তি দ্বারা কার্য্য-কারণের নিয়ন্তা, সাধুগণের ও মুক্তগণের উত্তমা গতি স্বরূপ এবং শ্রীগোপীগণের ও শ্রীরুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের স্বামী স্বরূপ যে তুমি, তোমাতে বুদ্ধির উদয় হয়। সুতরাং তোমাতে ভক্তি জন্মিলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। অতএব ভক্ত-সঙ্গের যে কি অপার মহিমা তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

শ্রীগৌরাঙ্গের এইরূপ ভক্তজন-সুলভ অতি দৈন্ত বিনয় দর্শনে শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয়ে একটু সন্দেহের ছায়া প্রতিভাত হইল। তিনি প্রভুকে পরীক্ষা করিবার জন্ত মনেমনে স্থির করিলেন—

"সত্য যদি প্রভু হয়ে, মুঞি হও দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবা নিজপাশ॥"

অনন্তর শ্রীঅদ্বৈত নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুর নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার পর হইতেই শ্রীবাসের ভবনে প্রতিদিন নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। একদা মুরারি, সদাশিব, গদাধর প্রভৃতি ভক্তমণ্ডলী শ্রীগৌরাঙ্গকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্ভুত প্রেমাবিষ্ট হইয়া কখন রোদন করিতেছেন—সে রোদনে পাষাণবক্ষও বিগলিত হয়, আবার কখন কাহারও কণ্ঠধারণ করিয়া কাতর ভাবে নিবেদন করিতেছেন—ভাই, কৃষ্ণ কোথা যদি জান, তাঁহাকে আনিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও। ভাই সব! আমার দুঃখের কথা শুন, আমি প্রাণ-কানাইকে পাইয়াও হারাইয়াছি—

"কানাঞির নাটশালা নামে এক গ্রাম।

তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুন্তল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি॥
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীল স্তম্ভ জিনি ভুজে রত্ন অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীত ধটীর পরিধান।
মকর কুণ্ডল শোভে কমল নয়ান॥
অমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা, আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন ভিতে॥" চৈঃ ভাঃ ॥৩১॥

প্রভু এমন ভাবে এই কথাগুলি বলিলেন, শুনিয়া ভক্তগণ কি এক অচিন্ত্য ভাবের আবেশে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। তখন তাঁহারা শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও প্রভুর সঙ্গে অধিক আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"নিমাই! তোমাকে পাইয়া আমরা ধন্য হইলাম। তুমি আমাদের মধ্যে সকলের নায়ক হইয়া কীর্ত্তন প্রচার কর। পাষণ্ডগণের বাক্যবাণে আমাদের হৃদয় দগ্ধ হইতেছে তুমি প্রেম-জলে তাহা শীতল কর।"

ভক্ত-ব্যথাহারী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর প্রসন্নমুখে সকলকে আশ্বাস প্রদান করিয়া গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু গৃহে গিয়াও সেই আবিষ্ট ভাব—সেই আর্ত্তি, সেই রোদন—সেই উদ্দাম প্রেমের তরঙ্গ! এইরূপ দিবানিশিই তিনি কীর্ত্তন বিলাসে নিমগ্ন হইলেন। অল্পদিন মধ্যেই শতশত ভক্ত-কণ্ঠ সম্মিলনে সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গের আনন্দময় তরঙ্গ নদীয়ায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পাষণ্ড বহির্ম্মুখের প্রাণে তাহা সহ্য হইল না। তাহারা শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দমন করিবার নিমিত্ত রাজদ্বারে অভিযোগ আনয়ন করিল। ভক্তগণ—"গোবিন্দ যাহা করিবেন তাহাই হইবে"—ভাবিয়া বিচলিত হইলেন না।—কেবল মনের দুঃখে নীরবে উষ্ণশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

একদিন জনরব উঠিল, শ্রীনিমাই পণ্ডিত ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে ধরিবার জন্য রাজ-সৈন্য নৌকাযোগে আসিতেছে। এই সংবাদে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ পর্য্যন্ত একটু ভয় পাইলেন। দয়াল প্রভু ভক্তগণের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে

পারিয়া, এবং তিনি যে ভক্তের রক্ষা, জীবের শিক্ষা আর দুষ্টের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা ভক্তগণের মধ্যে একটু পরিস্ফুট করিবার মানসে, মদন-সুন্দর-বেশে নির্ভয়ে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে লাগিলেন। অনন্তর সহসা "মুঞি সেই, মুঞি সেই' বলিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীবাসের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবাস তখন পুজান্তে নৃসিংহদেবের ধ্যান করিতে-ছিলেন—প্রভু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আরে! শ্রীবাসিয়া! কি করিতে-ছিস্—এই দেখ আমি আসিয়াছি—

কাহারে বা পূজিস্, করিস্ কার ধ্যান।
যাহারে পূজিস্, তারে দেখ বিদ্যমান॥" চৈঃ ভাঃ ॥৩২॥

শ্রীবাস ক্রোধে, বিরক্তে, কৌতূহলে সমাধি ভঙ্গ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন—যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি হর্ষ-বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। সত্যই তো, সম্মুখে তাঁহার আরাধ্য বস্তু নিমাইবেশে বিদ্যমান! সেই হুঙ্কার, সেই তেজঃ, সেই মূর্ত্তি দর্শনে শ্রীবাস কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। প্রভু তখন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—

"——আরে শ্রীনিবাস!
এতদিন না জানিস আমার প্রকাশ॥
তোর উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইলু সর্ব্ব পরিবারে॥
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া।
শান্তিপুরে গেলা নাড়া আমারে এড়িয়া॥
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব॥ চৈঃ ভাঃ ॥৩৩॥

শ্রীবাস! তোমার উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ও নাড়ার অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের হুঙ্কারে আমি সপরিকরে শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি। "তোমার " ইহার তাঁৎপর্য্য এই যে, "মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" এই বাক্য সার্থক করিবার জন্যই আমি তোমাদের মধ্যে আসিয়াছি। নাড়া (শ্রীঅদ্বৈত) তো শান্তিপুর চলিয়া গেল, তুমি আমাকে আনিয়া নিশ্চিন্ত আছ কেন? আমি "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" অবতীর্ণ হইয়াছি। তোমার আর আর কাহা হইতেও ভয় নাই। তুমি যেরূপ আমার ধ্যান পূজা ও স্তব করিতে ছিলে, সেইরূপ ভাবেই স্তব কর।"

"ইনিই কি শ্রীভগবান! ইনিই কি সেই যোগীজনের ধ্যান-গম্য ইন্দ্রিয় মনের অগোচর বস্তু! না, না, তা'ও কি সম্ভব হয়?"—এইরূপ সন্দেহ দোলায় শ্রীবাসেরচিত্ত আন্দোলিত হইতেছে, জানিয়াই যেন শ্রীগৌরহরি শ্রীবাসকে স্তব করিকে অনুমতি করিলেন। তিনি আভাসে বুঝাইলেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং'' অর্থাৎ যাহারা যেমন ভাবে ভজনা করে আমিও তাহাদিগকে সেই ভাবে ভজনা করি। শ্রীঅদ্বৈত বা শ্রীবাসাদি ভক্তগণ তাঁহাকে অতি নিজজন স্বরূপে ভজনা করিতেছেন, তাই, শ্রীভগবানও সকল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে অতি নিজ-জন স্বরূপে আসিয়া উদিত হইলেন। তবে যে তিনি এই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন, ইহা কেবল তিনিই যে সেই শ্রীভগবান—অনন্ত করুণার সাগর, জীবের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত আসিয়াছেন তাহা ভক্তগণকে জানাইবার জন্য ভিন্ন অন্য কি উদ্দেশ্য আছে বুঝা যায় না।

প্রভুর মধুময় আশ্বাস বাক্যে শ্রীবাসের হৃদয়খানি শান্তির সুখ-সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিল, প্রাণের মাঝে এক অপূর্ব্ব নবশক্তির সঞ্চার হইল। তিনি বাষ্পবিগলিত-নয়নে ভক্তি-গদ্‌গদ-আবেগকণ্ঠে প্রাণ-প্রিয় আরাধ্যধন শ্রীশচীনন্দনকে নানা প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের সেই প্রীতিমাখা স্তুতি-পুষ্পাঞ্জলি উপহারে ভক্তের ঠাকুর শ্রীগৌরভগবান্ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন—

"স্ত্রীপুত্র আদি যত তোমার বাড়ীর।
দেখুক আমার রূপ করহ বাহির॥
সস্ত্রীক হইয়া পূজ আমার চরণ।
বর মাগি লেহ যেন ইচ্ছা লয় মন॥" চৈঃ ভা ॥৩৪॥

শ্রীবাস! তোমার স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী প্রভৃতি সকল পরিজনকে ডাক, সকলেই আমার এই প্রকাশ-রূপ নয়ন ভরিয়া দর্শন করুক—দেখিয়া কৃত কৃতার্থ হউক। আবার "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই শাস্ত্রের উপদেশ বাক্য সার্থক করিবার জন্য তুমিও সস্ত্রীক হইয়া আমার চরণ পূজা কর এবং অভীপ্সিত বর চাহিয়া লও। আমি তোমার অকপট ভক্তি-পাশে একান্ত বশীভূত হইয়াছি। শ্রীবাস তাহাই করিলেন; বিষ্ণু পূজার যে সকল উপচার ছিল, প্রভুর চরণ কমলে তাহা মন্ত্রপূত করিয়া অর্পণ করিলেন এবং ঠাকুরের শ্রীচরণ-কমলে লুঠাইয়া রোদন ভিন্ন আর কিছুই বলিতে বা যাচ্ঞা করিতে পারিলেন না।

ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের হৃদয়গত ভাব বুঝিয়া সকলের মস্তকে স্বীয় অভয় পদারবিন্দের ছায়া দান করিলেন এবং স্মিত-প্রফুল্ল-বদনে "মোরে চিত্ত হউ সবাকার" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর শ্রীবাসকে ডাকিয়া আশ্বাস বাক্যে কহিলেন—

"অয়ে শ্রীনিবাস কিছু মনে ভয় পাও।
শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজ নাও॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত জীব বৈসে।
সবার প্রেরক আমি আপনার রসে॥
মুঞি যদি বলাও সেই রাজার শরীরে।
তবে সে বলিব সেহ ধরিবার তরে॥" চৈঃ ভাঃ॥ ৩৫॥

শ্রীবাস! তোমাকে ও আমাকে ধরিবার জন্য রাজার নৌকা আসিতেছে, একথা শুনিয়া তুমি ভয় পাইয়াছ নাকি? ভয় কি; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত জীব আছে; আমি একাংশ স্বরূপে সকলেই ব্যষ্টিরূপে প্রেরক হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমার প্রেরণাতেই জীব কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। অতএব আমি যদি রাজার শরীরে তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করি; তবেই তো তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে? নতুবা সাধ্য কি? যদি তাহা না হয়, রাজার স্বতন্ত্র ইচ্ছা বশতঃ রাজ নৌকা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই বা ভয় কি? আমিই আগে নৌকায় উঠিয়া বসিব। এবং যখন রাজার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে ভক্তির মহিমা—ভক্তের প্রভাব ভাল করিয়া দেখাইব। রাজার হস্তী, ঘোড়া, মৃগ, পক্ষী হইতে স্বয়ং রাজা ও তাহার পরিকরগণকে পর্য্যন্ত "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদাইব। ইহাতে তোমার প্রত্যয় না হইলে, আমি সাক্ষাতেই প্রদর্শন করিতেছি।"

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা চারিবৎসর বয়স্কা বালিকা নারায়ণী"কে ডাকিলেন। নারায়ণী নিকটে আসিলে কহিলেন—"নারায়ণি! কৃষ্ণ বলিয়া কান্দ।" আজ্ঞামাত্র বালিকা কৃষ্ণ-প্রেমে অধীরা হইয়া "হা কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। নয়নজল অঙ্গ বাহিয়া ধরণীতল সিক্ত করিল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"কেমন তোমরা এখন নির্ভয় হইলে তো! যদি রাজার কাছে যাই তাহাকেও এমনই ভাবে কাঁদাইব।"

ভক্ত-ভয়-হারী শ্রীগৌরহরি এইরূপ ঐশ্বর্য প্রকাশে শ্রীবাসাদি অন্তরঙ্গ

আশ্বাসিত করিয়া ভাব সাঙ্গোপন করিলেন। তিনি এখন আর ভবারাধ্য ভগবান নহেন—নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত!—বিনয়ের খনি ভক্তমণি। তিনি শ্রীবাসাদি ভক্তগণের নিকট পূর্ব্ববৎ দৈন্য সহকারে বিদায়গ্রহণ করিয়া সেদিনকার মত গৃহে গমন করিলেন।

আর একদিন বরাহ অবতারের স্তুতি-বাচক একটী শ্লোক শ্রবণ করিয়া শ্রগৌরাঙ্গের বরাহ ভাবাবেশ হইল। যদি বল, শ্রীগৌর-ভগবান পূর্ণতম তত্ত্ব, তাঁহাতে অংশের আবেশ কেমন কথা? পূর্ণতত্ত্বে অংশের বিকাশ অসম্ভব নহে। যখন স্বয়ং ভগবান অবতার গ্রহণ করেন তখন অন্য অবতার সকলও তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হয়। তাই, তিনি বরাহ ভাবাবেশে দ্রুতপদে মুরারি গুপ্তের ভবনে গিয়া উপনীত হইলেন; রাজা সৈন্যের আগমন-সংবাদে প্রভুর প্রিয়ভক্ত মুরারিও অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন, তাঁহাকে আশ্বাসিত করিবার জন্যই প্রভুর এই প্রকাশ। দয়াল প্রভু মুরারির বিষ্ণু গৃহে তর্জ্জন করিতে করিতে গিয়া প্রবেশ করিলেন। মুরারি প্রভুর এই অপূর্ব্ব তেজোব্যঞ্জক ভাব কান্তি দর্শন করিয়া যুগপৎ হর্ষ বিস্ময় ও ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু মুরারিকে স্তব করিতে বলিলেন, কিন্তু মুরারি ভয়ে কম্পিতকলেবর, বদনে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। প্রভু পুনরায় মধুর আশ্বাস বাক্যে কহিলেন—

"—বল তোর কিছু ভয় নাঞি।
এতদিন নাহি জান মুঞি এই ঠাঞি॥"

মুরারি ভক্তি বিজড়িত কম্পিত কণ্ঠে প্রভুকে নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন এবং চরণে মস্তক লুটাইয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুজলে প্রভুর চরণ-কমল অভিষিক্ত করিলেন।

মুরারির এই দীনভাব দর্শন করিয়া প্রভু বড় সন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন—"মুরারি! আমি জানি তোমার বেদে বড় ভক্তি—বড় বিশ্বাস; কিন্তু বেদ আমার তত্ত্ব কি জানে?—

হস্ত পাদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
বেদ মোরে এইমত করে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ডখণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ তভু নাহি জানে॥

সর্ব্ব যজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজভব আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্যপবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥বৈঃভাঃ৩৬॥

বেদে যে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্। কিন্তু মায়াবাদীরা বেদের সে মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করেন। শ্রীভগবান যেমন নিত্য, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিও সেইরূপ নিত্য। কিন্তু মায়াবাদীরা এই শ্রীভগবন্মূর্ত্তিকে—এই কমনীয় কান্তমূর্ত্তিকে মায়িক মূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। এবং "অপাণিপাদো যবনোগৃহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। এই শ্রুতি বচনের দ্বারা তাঁহার সাকারত্ব খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে অমূর্ত্তবাদ খণ্ডিত না হইয়া বরং আরও সুদৃঢ় হইয়াছে। যাঁহা দ্বারা গমন, গ্রহণ, দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ নিরাকার কিরূপে বলা যাইতে পারে? সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে আমাদের ন্যায় প্রাকৃত হস্তপদাদি বিশিষ্টতাই খণ্ডিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রাকৃত নহে—অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত আবার কঠোপনিষদে যে উক্ত হইয়াছে—

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতং।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥

তিনি অসরীরী অরূপ ও বিভু। ইহাও তাঁহার প্রাকৃত মূর্ত্তি খণ্ডনের জন্য। কারণ, তিনি যদি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকই হইলেন, তবে সর্ব্বাবয়বশালিত্ব গুণও তাঁহাতে আছে। যাহাতে শত আছে তাহাতে পঞ্চাশও আছে। এই "শতপঞ্চাশাদি" ন্যায়ানুসারে তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন বিরোধই থাকে না।

আবার তাঁহার কোন আকারই নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে, তাঁহার বিভুত্বের সঙ্কোচ করা হয়। বিশেষতঃ তিনি যখন শ্রুতি, স্মৃতি পুঃ ত নির্ব্বিশেষ, সবিশেষ, নিরাকার, সাকার, নির্গুণ সগুণ উভয় স্বরূপেই অভিহিত হইয়াছেন অর্থাৎ তিনি যখন সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়, তখন, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি, শক্তি, গুণ ও কার্য্যাদি সকলই অচিন্ত্যজ্ঞান গোচর বুঝিতে হইবে। সামান্য মণিমন্ত্রাদির শক্তিই তর্কযুক্তিদ্বারা বুঝা যায় না; সুতরাং

সেই অনন্ত গুণ-শক্তিশালী ব্রহ্মের মহিমা আমাদের মায়া-কলুষিত সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র চিত্তে কিরূপে সম্যক্ প্রতিভাত হইতে পারে? হইতে পারে না, কি হয় না বলিয়াই কি সেই অচিন্ত্য বৃহত্তত্ত্বের গুণশক্তিরূপাদি 'নাই' বলিয়া উড়াইয়া দিব? উলুক সূর্য্যমুখ কখনও দর্শন করে নাই বলিয়াই কি উলুকের ভাষায় বলিতে হইবে, সূর্য্য জ্যোতিঃপ্রকাশক নহে, কি সূর্য্য নাই? ফলতঃ উপাসনা ভেদেই সেই অদ্বয় বস্তু, ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান স্বরূপে জীবের হৃদয়ে অনুভূত হন। ভজন সাধনের বলে জীবের চিত্তবৃত্তি যত বিকম্পিত হইতে থাকে—যতই সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ হয় ততই শ্রীভগবানের আনন্দমূর্ত্তির উপলব্ধি হয়। অতএব ভক্তগণের ভাবনানুযায়ী শ্রীমূর্ত্তি প্রকটন করিয়া শ্রীভগবান্ যে তাঁহাদের ভক্তিনেত্রের বিষয়ীভূত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ত্বং ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃৎসরোজে
আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো নমুনাথপুংসাং।
যদ্‌যদ্ধিয়াত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥

অর্থাৎ হে নাথ! তুমি ভক্তদিগের শুদ্ধ ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃদয় সরোজে সর্ব্বদা অবস্থান কর এবং ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়নপথে সর্ব্বদা বিহার কর। অতএব হে কৃষ্ণ! তোমার ভক্তগণ শ্রবণ না করিয়াও স্বইচ্ছায় মনে মনে —যে যে স্বরূপ মূর্ত্তি বিভাবনা করেন, তুমি সেই সাধুগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সেই সেই মূর্ত্তিই প্রকটিত কর।

অতএব সেই অনন্ত-আনন্দ-রসমূর্ত্তি প্রাকৃত দৃষ্টি গ্রাহ্য না হইলেও—আমাদের ন্যায় মূঢ়ধী ব্যক্তির জ্ঞানগম্য না হইলেও শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি যে নিত্য সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাশীতে প্রকাশানন্দ নামক একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রুতির ঐ সকল মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ ব্যাখ্যা করিতেছেন শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ আনন্দময় বিগ্রহ তাঁহাকে নিরাকার বলাও কি একপ্রকার প্রত্যবায় নহে?

এই জন্যই প্রভু বলিলেন—"কাশীর সেই এক বেটা প্রকাশানন্দ বেদান্ত ব্যাখ্যা করে, আমার বিগ্রহ মানে না। এই অপরাধে তাহার সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি হইল, কি আশ্চর্য্য, তথাপি সে বুঝিতে পারিতেছে না। আমার অঙ্গ

সর্ব্ব যজ্ঞময় ও সুপবিত্র। অজভবাদি ও এই শ্রীঅঙ্গের মহিমা গান করিয়া থাকে। ইহার দর্শে জীব অনায়াসে পুণ্য-পবিত্রতা লাভ করিয়া ধন্য হয়। জানি না, সে বেটা কোন্ সাহসে তাহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়!"

এইরূপে দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ বরাহ ভাবাবেশে শ্রীমূর্ত্তির নিত্যত্ব প্রকাশ করিয়া বেদান্তের মায়াবাদের প্রতি ঘোর দোষারোপ করিলেন। ইহার কারণ, এইরূপ অনুমিত হইতে পারে যে, মুরারি মায়াবাদ মানিতেন। প্রভু শৈশবে মুরারিকে এ সম্বন্ধে একবার শিক্ষা দিয়াছিলেন; মুরারি এখন প্রভুর প্রিয় ভক্ত হইয়াছেন, কিন্তু সে মায়াবাদের ঘন-ঘটা বোধ হয় একবারে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই, তখনও তাঁহার হৃদয় আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভক্তির স্নিগ্ধ জ্যোতিকে মাঝে মাঝে আবরিত করিতেছিল। তাই, করুণাময় প্রভু আজ এই বরাহ ভাবাবেশে মুরারিকে কৃপা করিয়া মুগ্ধ-মায়িক জীবকে এক অপূর্ব্ব শিক্ষা দান করিলেন। প্রভু এস্থলে শ্রীবিগ্রহকে সর্ব্বযজ্ঞ বলিয়া প্রকাশ করায় ভগবানের সেই শ্রীবরাহমূর্ত্তিই অভিব্যঞ্জিত হইয়াছেন। যথা

যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ
ক্রৌড়ীং তনুং সকল যজ্ঞময়ীমনন্তঃ
অন্তর্মহার্ণব উপাগত মাদিদৈত্যং
তং দংষ্ট্রয়াদ্রিমিব বজ্রধরো দদার। শ্রীভাঃ

ব্রহ্মা কহিলেন—বৎস! নারদ! ভগবান অনন্ত সকল যজ্ঞময়ী বরাহীতনু পরিগ্রহ করিয়া মহার্ণবমধ্য হইতে পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত উদ্যম করিলে প্রসিদ্ধ আদি-দৈত্য হিরণ্যাক্ষ তথায় উপনীত হয়, তখন বরাহরূপী ভগবান্ বজ্রধর (ইন্দ্র) যেমন গিরিরাজকে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ সেই দৈত্যরাজকে দংষ্ট্রা দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ দুইবার এই শ্রীবরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথম শ্বেত বরাহ কল্পে সায়ম্ভুব মন্বন্তরের আরম্ভে ব্রহ্মের নাশা হইতে শ্বেতবরাহ রূপে আবির্ভূত হইয়া কেবল পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন। অনন্তর ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে পুনর্ব্বার আকস্মিক প্রলয়ে সলিল হইতে নীলবরাহরূপে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষের বধ সাধন করেন। শ্রীভগবানের এই বরাহী-তনু কিরূপ অপ্রাকৃত তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য়, স্কন্ধের ১৩শ অধ্যায় পাঠ করিলে বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। আমরা প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে তাহার আভাস ব্যক্ত করিতেছি।

বরাহরূপী শ্রীভগবানের তমাল-নীল-কান্তি দর্শন করিয়া বিরিঞ্চি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৈদিক সূক্ত সদৃশ বাক্য দ্বারা এইরূপ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন—

জিতং জিতস্তেহ জিত যজ্ঞভাবন
ত্রয়ীং তনুং স্বাং পরিধুন্বতে নমঃ।
যদ্রোম গর্ত্তেষু নিলিল্যু রদ্ধয়
তস্মৈ নমঃ কারণ শূকরায় তে॥ শ্রীভাঃ।

হে অজিত! হে যজ্ঞভাবন! তোমার জয় হইল, তোমার জয় হইল। প্রভো! তুমি আপনার এই বেদময়ী মূর্ত্তিকে কম্পিত করিতেছ, তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! তোমার লোম বিবরে সমুদ্র সকল বিলীনপ্রায় হইতেছে। ফলতঃ তুমি কেবল পৃথিবীর উদ্ধারার্থই এই শৌকরবপু ধারণ করিয়াছ; বস্তুতঃ তুমি পরং ব্রহ্ম স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।

রূপং তবৈতন্নু দুষ্কৃতাত্মনাং
দুর্দ্দর্শনং দেব যদধ্বারাত্মকং।
ছন্দাংসি যস্য ত্বচি বর্হি রোম
স্বাজ্যং দৃশি ত্বঙ্‌ঘ্রিচ্ছ চাতুর্হোত্রং।' শ্রীভাঃ।

হে দেব! তোমার মূর্ত্তি যজ্ঞময়ী; ইহা দুষ্কৃতাত্ম ব্যক্তিগণের প্রাকৃত নয়নের অগোচর। প্রভো! তোমার এই ত্বকে গায়ত্র্যাদি ছন্দ, রোমে বর্হি অর্থাৎ যজ্ঞীয় কুশাদি, চক্ষুদ্বয়ে আজ্য অর্থাৎ হবনীয় ঘৃত এবং চরণ চতুষ্টয়ে হোত্রাদি কর্ম্ম চতুষ্টয় প্রকাশ পাইতেছে ইত্যাদি।

এইরূপ বরাহ ভাবাবেশে প্রভু পুনরায় জলদ গম্ভীর স্বরে কহিলেন— "শুন মুরারি!—

বেদ গুহ্য কহি এই তোমার গোচর॥
আমি যজ্ঞ বরাহ, সকল বেদ সার।
আমি সে করিলু পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার।
ভক্তজন রাখি, দুষ্ট করিমু সংহার॥
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া॥
মিথ্যা নাহি বোলোঁ গুপ্ত! শুন মনদিয়া॥" বৈঃভাঃ

আমি তোমাকে বেদ গূহ্য বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। বেদে যাহার মহিমা ঘোষণা আছে আমিই সেই যজ্ঞ-বরাহ। আমি পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিয়াছি। সম্প্রতি এই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার হইয়াছে জানিবে। অতএব আমার দ্বারা ভক্তের রক্ষা ও দুষ্টের সংহার অবশ্যই হইবে। আমি ভক্তের কষ্ট আদৌ দেখিতে পারি না। আমি ভক্তের রক্ষা নিমিত্তই নিজ-পুত্রকে পর্য্যন্ত সংহার করিয়াছি। গুপ্ত! এ কথা আমি মিথ্যা বলিতেছি না, শ্রবণ কর।

যে সময়ে আমি ধরণীর উদ্ধার সাধন করি, সেই সময়ে ধরণীর গর্ভে আমার স্পর্শপ্রভাবে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহার নাম নরক। নরক আমার শক্তিতে মহাশক্তিমান হইয়া প্রাগ্জ্যোতিষ নগরের অধীশ্বর হয়। প্রথমতঃ দেব, দ্বিজ ও ভক্তগণের প্রতি তাহার অগাধ ভক্তি ছিল; পরে দৈব বশতঃ দুষ্টসঙ্গ দোষে ভক্তগণের প্রতি প্রবল অত্যাচার করিতে লাগিল; ইন্দ্রমাতা অদিতির কুণ্ডল হরণ করিল, ইন্দ্রকে হৃত-ছত্র করিয়া অমরাচল হইতে বিতাড়িত করিল। আমি নরকাসুরের সেই সকল ভক্তদ্রোহ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে স্বহস্তে বধ করিয়াছি। অতএব—

"সেবকের হিংসা মুঞি না পারি সহিতে।
কাটিলুঁ আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥
জন্মে জন্মে তুমি সেবিয়াছ আমারে।
এতেকে সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে॥" বৈঃ ভাঃ॥

মুরারি বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দয়াল প্রভু এইরূপ আত্ম-পরিচয় দান করিয়া সকল ভক্তকেই আশ্বস্ত ও নির্ভয় করিলেন। আর তখন পাষণ্ডীর পরুষ ব্যবহারে কেহই বিচলিত হইলেন না। দিবানিশি প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীগৌরহরি একদিন ভক্তগণকে হর্ষপ্রফুল্ল বদনে কহিলেন—

"আরে ভাই! দিন দুই তিনের ভিতরে।
কোন্ মহাপুরুষ এক আসিবে হেথারে॥" বৈঃ ভাঃ।

সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীগৌরভগবান সেবকগণকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শুভাগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন, এবং স্বপ্নবৃত্তান্ত ছলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই যে মূল সংকর্ষণ বলদেব 'এই স্বরূপ-তত্ত্ব' প্রকাশ করিলেন। যথা সময়ে শ্রীনিত্যানন্দের সহিত প্রভুর মিলন হইল। সে মিলন এক অপার্থিব আনন্দময় ব্যাপার।

শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন—শুনিলাম, নদীয়ায় পতিত উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীনারায়ণ না কি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—আর সেই সঙ্গে বিশ্বপ্লাবী শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনের তুমুল তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাই, আমি জানিতে এখানে ছুটিয়া আসিলাম।"

দয়াল নিতাইচাঁদের এই কথা শুনিয়া প্রভু মৃদু হাসিয়া কহিলেন—

"—আমরা সকল ভাগ্যবান।
তুমি হেন ভক্তের হইল উপস্থান॥
আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ বারিধারা॥" বৈঃ ভাঃ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মিলনে নদীয়ার কীর্ত্তন-প্রবাহে আবার এক নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইল। ভক্তগণ সে শক্তির আবেশে আনন্দে আত্মহারা অবাধে সর্ব্বত্র কৃষ্ণনামকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইচ্ছাময় প্রভু একদিন শ্রীনিত্যানন্দকে ব্যাসপূজার জন্য অনুরোধ করিলেন। বলিলেন—

"শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ্ গোসাঞি।
ব্যাস পূজা তোমার হইবে কোন্ ঠাঞি॥
কালি হৈবে পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বোল, যারে লয় মন॥" বৈঃ ভাঃ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনেই ব্যাসপূজার স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রতি আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেং ব্যাসপূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যাস পূজা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য বিধি। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস ভবনে থাকিয়া, রাত্রিতে শয্যা হইতে উঠিয়াই সন্ন্যাসীর ভূষণ দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। প্রাণের প্রাণ শ্রীভগবানকে পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এই দণ্ড কমণ্ডলু আর কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়াছিলেন, সেই চির-আরাধ্য প্রাণের-ঠাকুরকে যখন সাক্ষাৎলাভ করিলেন, তখন আর সন্ন্যাসেরই বা প্রয়োজন কি? আর বৃথা দণ্ড-কমণ্ডলু বহনেরই বা ফল কি? তাই, দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তার পর, ব্যাসপূজা তাহারই বা আবশ্যকতা কি?—ব্যাস পূজায় ব্যাস তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেমধন প্রদান করেন; কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যখন উপস্থিত তখন তাঁহারই পূজা করা বিধেয়, আর ব্যাস পূজায় ফলোদয় কি? শ্রীনিত্যানন্দ ব্যাস পূজায় বসিয়াছেন;—শ্রীবাস পূজা করাইতেছেন। এমন সময় শ্রীগৌর-সুন্দর ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ভাবে তন্ময় হইয়া ব্যাসপূজার

মালা, শ্রীগৌরাঙ্গের গলায় পরাইলেন। দেখিলেন,—শ্রীনিমাইয়ের আর সে বেশ, সে মূর্ত্তি নাই! ষড়্ভুজমূর্ত্তিতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হল ও মুষল ধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। দেখিয়াই নিত্যানন্দ ভাবাবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পদ্মহস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—

"উঠ উঠ নিত্যানন্দ! স্থির কর চিত।
সঙ্কীর্ত্তন শুন—যে তোমার সমীহিত॥
সে কীর্ত্তন নিমিত্ত করিলা অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল, কিবা চাহ আর॥
তোমার সে প্রেমভক্তি তুমি প্রেমময়।
বিনে তুমি দিলে কারো ভক্তিনাহি হয়॥
আপনি সম্বরি, উঠে নিজজন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা তাহারে বিলাহ॥
তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেহ সে আমার প্রিয় কভু নহে॥" বৈঃ ভাঃ॥

শ্রীগৌর নিত্যানন্দকে অভেদাত্মা স্বরূপে না জানিয়া যাহারা ভেদবুদ্ধি করে। হায়! তাহাদের কোন কালেই উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। ইহাই প্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞা!

শ্রীনিত্যানন্দের আগমন সংবাদ শীঘ্রই শ্রীঅদ্বৈতের নিকট প্রেরিত হইল। শ্রীঅদ্বৈত, প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সস্ত্রীক নদীয়ায় আগমন করিলেন। তিনি প্রভুর ঐশ্বর্য্যভাব দেখিতে চান। প্রভুও তাঁহাকে সেই রূপে দর্শন দিবার জন্য শ্রীবাস মন্দিরে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া বিষ্ণু খট্টায় উঠিয়া বসিলেন। আচার্য্য সস্ত্রীক শ্রীবাস ভবনে উপনীত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি একবারে আনন্দে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। আচার্য্য নানাবিধ স্তবস্তুতি ও শাস্ত্র বিধানে যথোপচারে শ্রীগৌর-ভগবানের পূজা করিয়া—

নমঃ ব্রাহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

এই মন্ত্রে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভু নিজ গলার মালা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে দিয়া হাসিতে হাসিতে বর দিতে চাহিলেন। আচার্য্য কহিলেন—"আর চাহিবার কি আছে প্রভু! আপনার শ্রীচরণ-কমল দর্শন করিয়াই আমার অভীষ্টের অবধি লাভ হইয়াছে।"

ভাবাবেশে শিক্ষা।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু "নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায়" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গকেপ্রণাম করায় বুঝিতে হইবে, তিনি কোন নিগূঢ় অভিপ্রায়েই শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের পূজাপদ্ধতি একই বিধ কল্পনা করিয়াই তিনি এইরূপভাবে পূজা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ ভাবগ্রাহী। তিনি ভক্তের ভক্তি-বিমিশ্রিত ভাবের প্রীতি-উপহারই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ফুলফলাদি বাহ্য-উপচার সেই ভক্তি প্রদর্শনের উপলক্ষ মাত্র। অতএব অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তিবিভাবিত প্রাণে শ্রীগৌরাঙ্গকে পৃথক্ মন্ত্রে পূজা করা কখনই হইতে পারে না। যুগে যুগে শ্রীমূর্ত্তির বিভেদ হেতু ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে শ্রীভগবানের পূজা ও উপাসনা বিহিত আছে। এমন কি একই শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ মন্ত্রভেদ আছে আবার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ উভয় শ্রীমূর্ত্তিই নিত্য! বরং শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তিতে রসরাজ ও মহাভাবের মধুর মিলনে মাধুর্য্যের ষোলকলা পরিস্ফুট। সুতরাং নিত্যসিদ্ধ ঋষিকল্প গৌরভক্তগণ যে পৃথক্‌মন্ত্রে শ্রীগৌর পূজার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই যুগানুরূপ।—তাহাই জীবের মঙ্গলপ্রদ। শ্রুতি বলেন—

"যুগান্তবর্ত্তিনো লোকার্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

তবে কোন ভক্ত যদি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রেই শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করেন কি কোন গৌর-ভক্ত যদি অনুরাগবশতঃ পৃথক্ মন্ত্রেই শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চ্চনা করেন, তাহা হইলে শ্রীগৌরভগবান্ কাঁহার প্রতি কিরূপ পরিতুষ্ট হইবেন সে বিচার-মীমাংসা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। কেননা ভক্তের ভাব-ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞজনের দুর্ব্বোধ।

যাহা হউক, একদা প্রভু শ্রীবাস মন্দিরে ভক্তগণ সঙ্গে কীর্ত্তন-রঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে সহসা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া বিষ্ণু-খট্টার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং মেঘমন্দ্রে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন—

"কলি যুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ।
আমি সেই ভগবান দেবকী-নন্দন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি মাঝে মোর বাস।

যত গাও সেই আমি, তোরা মোর দাস ॥
তোমা সভা লাগিয়া আমার অবতার।
তোরা যেই দেহ, সেই আমার আহার ॥
আমারে সে দিয়া আছ সর্ব্ব উপহার ॥ ৪৪। চৈঃ ভাঃ ॥

তোমরা যে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকীর্ত্তন করিতেছ সেই শ্রীকৃষ্ণ—আমি। তোমরা আমার ভক্ত, তোমাদের জন্যই আমি কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছি। তোমরা ভক্তি-সহকারে আমাকে যে উপহার প্রদান কর, আমি আনন্দের সহিত তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। অতএব আজ তোমরা আমাকে ভোজনোপহার প্রদান কর।"

প্রভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন ভক্তগণ সভয়ে করজোড় করিয়া কহিলেন—"প্রভো! আমরা ক্ষুদ্র জীব, আপনার মহিমার বিষয় কি জানি? যাঁহার উদরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান, অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র উপহারে তাঁহার কি হইবে? প্রভু হাসিয়া বলিলেন—

"——ক্ষুদ্র নহে ভক্ত উপহার।
ঝাট আন ঝাট আন, কি আছয়ে আর ॥" ৪৫ ॥ চৈঃ ভাঃ।

ভক্ত, শ্রীভগবানের উদ্দেশে ভক্তি-বিভাবিত করিয়া যাহা অর্পণ করেন শ্রীভগবান্ তাহা পরিতৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতি সামান্য হইলেও তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন না। শ্রীভগবানের কোন অভাব বা প্রয়োজন নাই তো, যে তিনি অভাবের উপযোগী না হইলে কোন উপহার গ্রহণ করিবেন না? ভাবগ্রাহী ভগবান্ কেবল ভক্তের হৃদয়-নিহিত ভাবের পুষ্পাঞ্জলিই চাহেন—ভক্তিই ভাল বাসেন। ভক্তি দ্বারাই তিনি সন্তুষ্ট হন, কোন গুণের অপেক্ষা করেন না। যথা—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিং নাম রূপ মধিকং কিন্তৎ সুদাম্নোধনং।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতে রুগ্রসেনস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥

অর্থাৎ ব্যাধের আচরণ কি ছিল? ধ্রুবের বয়স কি ছিল? গজেন্দ্রের বিদ্যা কি ছিল? কুব্জারই বা এমন নাম রূপ অধিক কি ছিল? বিদুরের বংশ

মর্য্যাদাই বা কি যদুপতি উগ্রসেনরই বা কি পৌরুষ ছিল? তথাপি শ্রীভগবান্ ইহাদের প্রতি কি না কৃপা করিয়াছেন! অতএব ভক্তি-প্রিয় মাধব কেবল ভক্তি দ্বারাই তুষ্ট হন, গুণের দ্বারা নয়। তবে যে ভক্ত নানাবিধ উপচারে ভগবানের অর্চ্চনা করেন, সে কেবল ভগবানের উদ্দেশে ভাবোপহার দিবার উপলক্ষ বা উপায় বলিয়া। নতুবা, সুদামার ন্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের কদন্নে, বিদুর-পত্নীর কদলী চোপায় ভগবানের এত পরিতৃপ্তি হইবে কেন? ফলতঃ শ্রীভগবানের উদ্দেশে যাহা দান করা যায়, তাহা সামান্য হইলেও অতি শুদ্ধ ও মহান্ এবং তাহার বিনাশও নাই।

যথা কথঞ্চিদ্ যদ্দত্তং দেবদেবে জনার্দ্দনে।
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি পাত্রমেকো জনার্দ্দনঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

দেবদেব জনার্দ্দনের উদ্দেশে যে কোনও রূপে যে কোনও বস্তু দান করা যায় তাহা কখনও নষ্ট হয় না অর্থাৎ বিফল হয় না। জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণই এক মাত্র দানের আস্পদ।

সামান্য ভক্ত্যা যদ্দত্তং তদ্ধি পদ্ভ্যাং প্রতীচ্ছতি।
একান্ত ভাবোপগতৈর্মূর্দ্ধ্না দ্বিজবরোত্তমাঃ॥
অনন্তোভগবান্‌বিষ্ণুস্তস্যাকাম বিবর্জ্জিতৈঃ।
যদেব দীয়তে কিঞ্চিত্তদেবাক্ষয় মুচ্যতে॥

অর্থাৎ সামান্য ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীভগবানের উদ্দেশে যাহা দান করা যায় শ্রীভগবান্ তাহা আপনার পদপ্রান্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন, একান্ত ভক্তির সহিত যাহা দান করা যায়, তাহা তিনি মস্তকে ধারণ করেন। আর নিষ্কাম ভাবে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাই অক্ষয় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

ধন দাও, পুত্র দাও, স্বর্গ-সুখ দাও, রাজ্য দাও এইরূপ কামনা-ব্যঞ্জক ভাবই সকাম এবং যাহাতে স্বার্থপরতা নাই, লৌকিক অনুরোধ নাই, উল্লিখিত ফল-কামনা নাই, তাহাই নিষ্কাম। আমি কার্য্যের নিমিত্ত-মাত্র। শ্রীভগবানই সকল কার্য্যের নিয়ন্তা ও নিযোক্তা। অতএব কর্ম্মের ফলভোগী তিনিই হইবেন। এইরূপ ফল-কামনা-শূন্য হইয়া যিনি যাহা দান করেন, শ্রীভগবান্ তাহা মস্তকে ধারণ করেন, আর কামনা করিয়া যাহা দান করেন, তাহা পাদদেশে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যথা—

শ্রীধর বলিলেন—"আমি কিছুই চাই না প্রভো! আমাকে এই বর দিন, যেন সর্ব্বদা আপনার নাম গান করিতে পারি।"

এত পরীক্ষা করিয়াও যখন ভক্ত শ্রীধরের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইল না দেখিলেন, তখন প্রভু তাঁহাকে বেদগোপ্য ভক্তি-যোগ প্রদান করিয়া কহিলেন—

"—শ্রীধর! আমার তুমি দাস।
এতেকে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ।
এতেকে তোমার মতি ভেদ না হইল।
বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল॥" চৈঃ ভাঃ॥ ৪৭॥

এইরূপে প্রভু, মুরারি, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণকে কৃপা করিয়া মুকুন্দকে কহিলেন "মুকুন্দ! ভক্তি আমার বড়ই প্রিয়করী। ভক্তি ব্যতিরেকে আমাকে দর্শন করিলেও তাহাতে কোন ফলোদয় নাই। ভক্তিই আমার সুখ, ভক্তই আমার জীবন। সুতরাং ভক্ত বা ভক্তিকে না মানিলে আমার মহাদুঃখ উপস্থিত হয়। তাহারই ফলে আমার দর্শনানন্দে বঞ্চিত হইয়া থাকে। এমন কি, আমার ভক্তের কাছে অপরাধ ঘটিলেও ভক্তি তিরোহিত হয় এবং তজ্জন্য আমার দর্শন লাভ করিতে পার না। কোন পুণ্যপুঞ্জফলে আমার দর্শন পাইলেও যদি হৃদয়ে ভক্তি না থাকে, তাহা হইলে সে কদাচ চরমা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। কংসের রজক আমার দর্শন পাইল, আমি তাহার নিকট যাচ্ঞা পর্য্যন্ত করিলাম, কিন্তু তাহার হৃদয়ে প্রেম না থাকায়, সে বঞ্চিত হইল। প্রকৃত সুখলাভ করিতে পারিল না।"

ফলতঃ শ্রীভগবানের প্রতি অকপট অহৈতুকী ভক্তিতে যে সুখ, যে আনন্দ, জগতের সকল প্রকার সুখ একত্র পুঞ্জীকৃত করিলেও তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে না। অতএব সংসারে দুর্ব্বিসহ পাপতাপের জ্বালা হইতে জীবনকে পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্ভক্তির অনাবিল আনন্দে ডুবাইতে হইলে, ভক্তির অনুশীলন সর্ব্বৈব কর্ত্তব্য, ইহাই প্রভুর উপদেশ। প্রভু ভক্তগণের দ্বারা এবং স্বয়ং ভক্ত ভাব আচরণ করিয়া এই সার-তত্ত্ব জগজ্জীবকে সুন্দররূপে শিক্ষা দান করিয়াছেন। যে যত পাপী বা পাষণ্ড, তাহার দ্বারাই [illegible] তাহার মহিমা পরিস্ফুট [illegible]। জগাই মাধাই তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। জীব যতই অসুর-প্রকৃতি [illegible]উক না কেন, ভক্ত ও ভক্তির কৃপালাভ হইলে [illegible] যাইবে।

বৃদ্ধি হয় ততই পবিত্রতা ও দেবত্বের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তখন সেই আনন্দ-স্বরূপকে ক্ষণমাত্র মনের অন্তরাল করিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইহাই ভক্তির স্বভাব। ভক্তির প্রভাবে পাষাণ-কঠিন প্রাণও কুসুম-কোমল হইয়া যায়—অতি উদ্ধত-প্রকৃতিও বিনয়ের খনি রূপে শোভা পায়। তাই জগাই মাধাই প্রভুর কৃপায় ভক্তি ধন লাভ করিয়া নিতান্ত অপরাধী স্বরূপে সকলের চরণে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছেন আর ভক্তগণ প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এইরূপে জগাই মাধাই ভক্তি ও ভক্ত কৃপা লাভ করিয়া যখন কৃতার্থ হইলেন, তখন প্রভু কহিলেন—

"—উঠ উঠ জগাই মাধাই।
হইলা আমার দাস আর চিন্তা নাই॥
তুমি দুই যত কিছু করিলা স্তবন।
পরম সুসত্য কিছু না হয় খণ্ডন॥
সশরীরে কভু কারো হেন নাহি হয়।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয়॥
তো' সভার যত পাপ মুঞি নিল সব।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই! এই অনুভব॥ ৪৮॥ চৈঃ ভাঃ।

ভক্ত ভগবানে একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করিলে, ভগবান ভক্তের সকল ভারই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাই দয়াল প্রভু জগাই মাধাইয়ের ন্যায় মহা-পাতকীর সমস্ত পাপের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া অসীম ভক্ত-বাৎসল্যের পরিচয় দান করিলেন। আর এই উপলক্ষে জগতের পাপী তাপী জীবগণকে জানাইলেন "তোমরা যতই কেন পাপী পাষণ্ডী হও না, আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর আমরাই ভাবে তোমাদের জীবনকে ডুবাইয়া দিয়া প্রাণ ভরিয়া আমার নাম কীর্ত্তন কর, আমি এই জগাই মাধাইয়ের ন্যায় তোমাদেরও পাপের বোঝা নিজে গ্রহণ করিয়া তোমাদেরও সংসারের ভার ঘুচাইয়া দিব।" হায়! এমন দয়ার ঠাকুরকে জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়া না ভজিয়া আমরা নরকের প্রবেশ-দ্বার-স্বরূপ কাঞ্চনের কুহকে মজিয়া সংসারে দিবানিশি ছুটাছুটি করিতেছি! কি মোহান্ধ! কি ভ্রান্ত!

দয়ালপ্রভু—জগাই মাধাইকে ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম ভক্তি দান করিয়া কহিলেন—

"এ দুইরে
এ দুইর পাপ মুঞি লইলুঁ আপনে ॥
সর্ব্বদেহে মুঞি করোঁ বোলোঁ চলোঁ খাও।
তবে দেহ চলোঁ যবে মুঞি চলি যাও ॥
যেই দেহে অল্প দুঃখে জীব ডাক ছাড়ে।
মুঞি বিনে সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে ॥
তবে যে জীবের দুঃখ, করে অহঙ্কার।
'মুঞি করোঁ বলোঁ বলি'—পাব মহামার ॥ ৪৯ ॥ চৈঃ

তোমরা এখন আর এই দুই জনকে পাপী মনে করিতে পার না। যেহেতু আমি উভয়ের পাপের ভার গ্রহণ করিয়াছি। বিশেষতঃ আমিই চৈতন্য শক্তির বলে জীবের দেহে অবস্থান করিয়া, গমন ভোজন কথনাদি সকল কর্ম্মই করিয়া থাকি। আমি যদি চলিবার ইচ্ছা করি তবেই দেহ চলিতে থাকে। আমি যতক্ষণ দেহে অবস্থান করি সে সময় দেহে সামান্য আঘাত লাগিলেই দারুণ ব্যথা উপস্থিত হয়, নতুবা আমা ব্যতিরেকে সে দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও ঈষন্মাত্রও কম্পিত হয় না। তবে যে জীব সংসারে এত দুঃখ ভোগ করে অথবা জাতি, বিদ্যা, ধন, রূপাদি, উপলক্ষ করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া বেড়ায়, সে কেবল দেহে আত্মবুদ্ধির ফল সন্দেহ নাই। "আমি করি, আমি বলি" জীবের এইরূপ অহংবুদ্ধি উপস্থিত হইলেই মায়ার দুশ্চ্ছেদ্য আনারে পতিত হইয়া সংসারে বিবিধ সুখ দুঃখ অনুভব করে। নতুবা জীব স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়া আপনাকে নিত্য কৃষ্ণদাস জানিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিলে কদাপি তাঁহাকে সুখ দুঃখের অধীন হইতে হয় না। পাপ পুণ্যের ভাগী হইতে হয় না। জগৎকার্য্যের অন্তরালে কেঅজ্ঞের শক্তি এই আত্মা স্বরূপ ভুলাইয়া বহিঃ-স্বরূপে অর্থাৎ স্থূলদেহে আত্মাবুদ্ধি ঘটান, তাঁহার নামই মায়াশক্তি। ইহাও শ্রীভগবানের শক্তি। বিশ্বজগৎ এই শক্তি হইতে প্রসূত হইয়াছে, আবার এই শক্তি দ্বারাই জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য সাধিত হইতেছে। চিৎকণ স্বরূপ জীব এজন্য সহজেই মায়াশক্তির অধীন হইয়া পড়ে। জীব এই মায়ার প্রবাহে তৃণের ন্যায় [illegible] একবার ডুবিয়া একবার উঠিয়া যখন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে অথবা দৈবক্রমে কোন সাধুগুরুর কৃপাবলম্বন প্রাপ্ত

আমারে কেন জারে তাপত্রয় ॥" এই তত্ত্বজ্ঞানে

উদয় হয়। তখন জীব অহংবুদ্ধির তামস-গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া আত্ম-স্বরূপের বিমল জ্যোতি দর্শন করে এবং বুঝিতে পারে—আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস, আমার নিজের কর্তৃত্বাভিমান কিছুই নাই। এই যে আত্মজ্ঞান, ইহাই আত্মত্রাণের অমোঘ উপায়।

যাহা হউক, দীনদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ একদা কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার পদধূলি লইয়া স্বীয় মস্তকে ধারণ করিলেন। প্রভু আচার্য্যকে গুরুর সতীর্থ বলিয়া গুরুবুদ্ধি করেন। এজন্য আচার্য্য সাক্ষাৎভাবে প্রভুর শ্রীচরণ সেবা করিতে না পারিয়া সর্ব্বদাই দুঃখিত। তাই, প্রভু প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে আচার্য্য তাঁহার শ্রীচরণ-ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। কিন্তু সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু কৃষ্ণভক্তের সেই আচরণ অবগত হইয়া পুনরায় নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন—"এই নৃত্যরঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় আমার চিত্তে আর উল্লাসের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না; নিশ্চয়ই কেহ আমার পদধূলি লইয়া আমাকে অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন করিয়াছে। সেই অপরাধেই আমি নাচিতে পারিতেছি না। অতএব সকলে সত্য করিয়া বল, কে আমার পদধূলি লইয়াছেন।"

তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য করযোড় করিয়া কহিলেন—"বৎস! চোর যদি তাহার বাঞ্ছিত দ্রব্য সাক্ষাতে না পায়, তবে তাহার অগোচরে চুরি করিয়া থাকে। সুতরাং আমিই চুরি করিয়াছি, আমার দোষ ক্ষমা কর, আমি আর কখনও তোমার অসন্তোষ উৎপাদন করিব না।"

এই কথা শুনিয়া নদীয়া-বিনোদ শ্রীগৌরাঙ্গ বাহিরে মহাক্রোধ প্রকাশ করিয়া শ্রীঅদ্বৈত-মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিলেন—

"সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার।
তথাপিহ চিত্তে নাহি বাস প্রতিকার॥
সংহারের অবশেষ সবে আছি আমি।
আমা সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি॥
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী খ্যাতি যার।
কারে তুমি নাহি কর শূলেতে সংহার॥

কৃতার্থ হইতে যে আইসে তোমা স্থানে।
তাহারে সংহার কর ধরিয়া চরণে॥
মথুরা-নিবাসী এক পরম বৈষ্ণব।
তোমার দেখিতে আইল চরণ-বৈভব॥
তোমা দেখি কোথা সে পাইব বিষ্ণুভক্তি।
আরো সংহারিলে তার চিরন্তন শক্তি॥
লইয়া চরণ-ধূলি তারে কৈলা ক্ষয়।
সংহার করিতে তুমি পরম নির্দ্দয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তিযোগ।
সকল তোমারে কৃষ্ণ দিলা উপভোগ॥
তথাপিহ তুমি চুরি কর ক্ষুদ্রস্থানে।
ক্ষুদ্র সংহারিতে কৃপা নাহি বাস মনে॥
মহা ডাকাইত তুমি চোরে মহাচোর।
তুমি সে করিলা চুরি প্রেমসুখ মোর॥ ৫০॥ চৈঃ ভাঃ॥

যে জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু মায়া দ্বারা এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করেন, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই সাক্ষাৎ অবতার। জীবকে জগদ্দুর্ল্লভ ভক্তিভাব শিখাইবার জন্যই ভক্তাবতার স্বরূপে অবতীর্ণ। ইনিই সাক্ষাৎ শ্রীসদাশিব। যথা গণোদ্দেশে—

"ভক্তাবতার আচার্য্যাদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ।"

তাই, নিখিল রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীগৌরভগবান্ শ্রীঅদ্বৈতের রুদ্র স্বরূপ শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে পরিব্যক্ত করিতেছেন—"হে আচার্য্য! তুমিই না জগতের সংহার-কর্ত্তা? তপস্বী, সন্ন্যাসী, যোগী, জ্ঞানী প্রভৃতি কাহাকে না তুমি শূলে সংহার করিয়াছ? এইরূপে সমস্ত সংসার সংহার করিয়াও কি তোমার সাধ মিটিতেছে না? মহাপ্রলয়কালে তোমার বিশ্বসংহারিণী শক্তিতে জগৎ ধ্বংস হইয়া গেলে, আমিই কেবল অবশেষ আছি, আমাকেও সংহার করিলে কি তুমি সুখী হও?"

"প্রলয়ান্তে আমিই অবশেষ আছি" এই বাক্যে প্রভু নিজ স্বরূপতত্ত্ব

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ২।৯।৩২

অর্থাৎ রসরাজমূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ আমিই মহাপ্রলয়ে ছিলাম; কার্য্যকারণের অতীত যে ব্রহ্ম তাহাও আমা হইতে ভিন্ন নহে। আমার স্বরূপ-বিগ্রহ বোধে অসমর্থ যে সকল ব্রহ্মবাদী, তাঁহাদের নিকট আমিই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকি। আবার শ্রীবৈকুণ্ঠে সবিশেষ ভগবদ্বিগ্রহ রূপে অর্থাৎ ভক্তের ভগবান স্বরূপে স্বীয় পার্ষদাদি দ্বারা পরিবৃত হইয়া অবস্থান করি। সৃষ্টির পরও বৈকুণ্ঠে ভগবদাকারে ও প্রপঞ্চে অন্তর্য্যামিরূপে আমিই অবস্থান করি। ঘটপটাদি আকার রহিত বিশ্বও আমি এবং প্রলয় সময়ে যাহা অবশেষ থাকে তাহাও আমি।

অতএব হে আচার্য্য! আমাকে সংহার করিয়াও কি তুমি সুখী হইবে? কোথায় আমি তোমার স্থানে কৃতার্থ হইবার জন্য আসিলাম, তুমি কি না আমারই চরণ ধরিয়া আমাকেই সংহার করিতেছ। মথুরানিবাসী এক পরম বৈষ্ণব তোমার চরণ-বৈভব দেখিতে আসিল। তোমাকে দেখিয়া কোথায় সে বিষ্ণুভক্তি লাভ করিবে, তুমি কি না তাহার চিরন্তনীশক্তি পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিলে?—চরণ-ধূলি লইয়া তাহার শক্তি ক্ষয় করিলে। সুতরাং তোমার ন্যায় পরম নির্দ্দয় আর কাহাকেও দেখিতেছি না।"

"মথুরাবাসী বৈষ্ণব" এই বাক্যে প্রভু নিজ স্বরূপ তত্ত্ব অর্থাৎ তিনিই যে শ্রীবৃন্দাবনের রসরাজবিগ্রহ তাহা শ্লেষে পরিব্যক্ত করিলেন এবং শ্রীচরণ-ধূলি গ্রহণ ব্যাপারে ভক্ত-সংসর্গের অপূর্ব্ব মহিমা প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীরাধার প্রেম-ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত এবং জগজ্জীবকে সেই "চিরাদদত্তং নিজগুপ্ত বিত্তং" প্রদানের নিমিত্ত স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভাবময় শ্রীগৌরাঙ্গ আভাসে তাহা প্রকটিত করিয়াছেন। ভক্ত-সংসর্গে পরমাভক্তি লাভ হয়। শ্রীঅদ্বৈত শিবাবতার। সুতরাং সর্ব্ব-ভক্তোত্তম। যথা—

নিম্নগানাং যথাগঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥—শ্রীভাঃ।

অর্থাৎ নদী সকলের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবগণের মধ্যে মহাদেবই শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পুরাণসমূহের মধ্যে এই ভাগবতই শ্রেষ্ঠ।

এই জন্যই প্রভু ভক্তজনোচিতবাক্যে বলিলেন,—"আমি তোমার সঙ্গ লাভে কৃতার্থ হইবার জন্য মথুরা হইতে আসিলাম।" ভক্ত-সঙ্গেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। যথা—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ ॥
শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বৃহন্নারদীয় বচন।

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ লাভ হইলে ভগবদ্ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। জন্মান্তরীণ পুণ্য-প্রভাবেই সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে।

অতএব কোথায় তোমার সঙ্গ লাভে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিব! তুমি কি না, আমার পূর্ব্ব-সঞ্চিত ভক্তিটুকু পর্য্যন্ত সংহরণ করিলে? বাস্তবিক শিব সংহারক নহেন। যিনি কালাগ্নি রুদ্র বিষ্ণুর ললাটদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, তিনিই সংহার-কর্ত্তা। সংহার করা তামসগুণের কার্য্য; কিন্তু সাক্ষাৎ শিব তামস-প্রকৃতি নহেন। তিনি সত্ত্বগুণালম্বী পরমভাগবত। যথা—

পরমাজ্ঞানিনো মূর্খা বদন্তি তামসং শিবং।
শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপঞ্চ নির্ম্মলং বৈষ্ণবোত্তমং ॥ ব্রঃ বৈঃ।

অত্যন্ত অজ্ঞানী মুর্খ লোকেই শিবকে তামস-স্বভাব বলিয়া থাকে। ফলতঃ তিনি শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ নির্ম্মল ও বৈষ্ণবোত্তম। যেহেতু, এক বিষ্ণুই, বিষ্ণুরূপে পালন, ব্রহ্মারূপে সৃজন ও শিবরূপে নিধন করেন। এই জন্যই হরি-হর একাত্মক শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন।

আবার ভগবান্ স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ; তাই ভক্তোত্তম সাক্ষাৎ শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতের স্থানে ভক্তি-কাঙ্গাল ভাবে ভক্তির প্রার্থনা করিতেছেন। ইহা জীবশিক্ষা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অনন্তর ভক্ত সংসর্গের গুণ কি, তাহা প্রকাশ করিতেছেন—"নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত ভক্তিযোগ আছে, শ্রীকৃষ্ণ সে সমস্তই তোমাকে প্রদান করিয়াছেন। তথাপি তুমি ক্ষুদ্র স্থানে চুরি করিতেছ। ক্ষুদ্রজনকে সংহার করিতে কি তোমার হৃদয়ে করুণার উদয় হয় না?"

লৌহ, চুম্বকের সংস্পর্শে যেমন চুম্বকের শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তের সংসর্গে জীবের ভক্তি লাভ হয়। ভক্তের অঙ্গস্পর্শে, ভক্তের উচ্ছিষ্ট ভোজনে, ভক্ত সম্ভাষণে, কি ভক্তের পদধূলি গ্রহণে ভক্তের গুণ, ধর্ম্ম বা

তাঁহার ভগবদ্ভক্তি অপরের দেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে। ইহা শাস্ত্র ও বিজ্ঞানসম্মত। যেমন—

আলাপাৎ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাধ্যায়াৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্॥

অর্থাৎ পাপী ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে, তাহার অঙ্গস্পর্শ করিলে, তাহার নিশ্বাস গ্রহণ করিলে, তৎসহ একত্র ভোজন করিলে, একশয্যায় শয়ন করিলে, তাহার যাজন, অধ্যাপন করিলে তাহার পাপ তৎসংসর্গকারীর শরীরে সংক্রমিত হয়, সেইরূপ সাধুসঙ্গের ফলেও তাঁহাদের শক্তি সংক্রমিত হইয়া থাকে। তাই, শাস্ত্রে সাধুসঙ্গের মহিমা ভূরিভূরি কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

দর্শনাস্পর্শনালাপ সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশং॥

কৃষ্ণভক্তগণের দর্শন, স্পর্শন আলাপ ও সহবাসাদি দ্বারা চণ্ডালও সদ্য পবিত্র হইয়া থাকে। বৈষ্ণবের পদরজ স্পর্শে বসুন্ধরাও পবিত্রা হইয়া থাকে। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকানাং রজসা পাদপদ্মযোঃ।
সদ্যো মুক্তা পাতকেভ্যো হৃষ্টা পূতাবসুন্ধরা॥

কৃষ্ণভক্তগণের চরণ-কমলের রেণুস্পর্শে বসুন্ধরাও সদ্য পাতকসমূহ পরিমুক্ত হইয়া প্রফুল্ল ও পবিত্র হইয়া থাকে।

তাই, ভক্তচূড়ামণি ঠাকুর নরোত্তম বৈষ্ণবপদ-রজের মহিমা ঘোষণা করিয়া গাহিয়াছেন—

"বৈষ্ণবচরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধু সঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়॥"

এই জন্যই প্রভু ভক্তবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে কহিলেন,—"আচার্য্য! তুমি ভক্তির মহাসাগর হইয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ভক্তের সামান্য ভক্তিটুকু এইরূপে চরণ-ধূলি গ্রহণচ্ছলে অপহরণ করিবার প্রয়াস কেন? ক্ষুদ্রজনকে সংহার করিয়া তোমার মহত্ত্ব আছে কি? বিশেষতঃ আমি এক প্রকার

তুমি আমার উপরেও মহাচোর, সুতরাং মহা ডাকাইত। তুমি আমার প্রেমসুখ অনায়াসে চুরি করিয়া লইলে?"

শ্রীবৃন্দাবনলীলায় প্রভুর চৌর্য্যবৃত্তির বিষয় ভক্তমাত্রেই অবগত আছেন। তাই, ভক্তকবি শ্রীযুক্ত তারাকুমার লিখিয়াছেন,—

"ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং
গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকূলং চৌরম্।
অনেক জন্মার্জ্জিত পাপ চৌরং,
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥ ১ ॥

অর্থাৎ যিনি ব্রজপুরে প্রসিদ্ধ ননী-চোর, গোপাঙ্গনাদের বসন-চোর এবং যিনি পাপিগণের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপরাশি চুরি করেন, সেই চৌরাগ্রগণ্য পুরুষকে নমস্কার করি।

শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং
নবাম্বুদ শ্যামল কান্তি চৌরম্।
পদাশ্রিতানাং চ সমস্ত চৌরং
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥ ২ ॥

অর্থাৎ যিনি শ্রীরাধিকার হৃদয়চোর, নবজলধরের শ্যামলকান্তি চোর এবং যিনি পদাশ্রিতজনের সমস্ত চুরি করেন, সেই চৌরাগ্রগণ্য পুরুষকে নমস্কার করি।"

আবার এই শ্রীগৌরাঙ্গলীলাতেও তিনি সেই চুরির স্বভাব ভুলিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীরাধার ভাব, কান্তি ও প্রেম চুরি করিয়া তাহাতে ব্রজের নবাম্বুদ কান্তি আবৃত করিয়াছেন এবং দিব্য শ্রীগৌর-মূর্ত্তিতে জগতের জীবকে ব্রজের সেই বিশুদ্ধ প্রেমরত্ন বিতরণ করিতেছেন। তাই, শ্রীপাদ্ রূপ-গোস্বামী বলিয়াছেন,—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহতদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেব শ্চৈতন্যাকৃতি রতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥

স্তবমালায়াং।

অর্থাৎ যিনি ভাবাস্বাদনে কৌতূহলী হইয়া প্রণয়িজন ব্রজ-বনিতাগণের উজ্জ্বল রস সমূহ অপহরণ পূর্ব্বক উপভোগ করিবার নিমিত্ত তদীয় কান্তি

প্রকাশ করিয়া স্বীয় শ্যাম-কান্তিকে আবৃত করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যাকৃতি শ্রীভগবান আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন।

তাই প্রভু বলিলেন—"আমি এরূপ চৌরাগ্রগণ্য, তুমি অনায়াসে আমার প্রেমসুখ চুরি করিলে; সুতরাং তুমি আমা অপেক্ষাও মহাচোর।" এই ঘটনায় প্রভু নিজের স্বরূপ তত্ত্ব ও শ্রীঅদ্বৈতের স্বরূপ ও মহিমা শ্লেষে সুন্দর-রূপে প্রকাশ করিলেন। অনন্তর—

"তুমি সে করিলা চুরি আমি কি না পারি।
হের দেখ চোরের উপরে করো চুরি ॥"

এই বলিয়া ভক্ত-প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতের চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া পুনঃপুনঃ চরণধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহাস্যবদনে কহিলেন,—

"হের দেখ চোর বান্ধিলাও নিজকোলে ॥
করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার।
বারেকে গৃহস্থ সর্ব্ব করয়ে উদ্ধার ॥" ৫১ ॥ চৈঃ ভাঃ ॥

চোর, গৃহস্থের বাড়ীতে শতবার চুরি করে, কিন্তু সে চোর যদি একবার ধরা পড়ে, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে যেমন সমস্ত অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধার হয়, সেইরূপ যখন আমার প্রেমসুখ-চোরকে নিজক্রোড়ে বন্ধন করিয়াছি, তখন আমি সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইব।"

তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন—প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ সকলই তোমার; হে প্রভো! তুমি সংহার করিলে, কে রক্ষা করিতে পারে? সুতরাং তোমার দেহ, তুমি রক্ষা কর বা ধ্বংস কর, সে তোমারই ইচ্ছা।"

এই কথা শুনিয়া প্রভু অতিশয় প্রীত হইলেন। কহিলেন,—

"—তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী।
এতেকে তোমার চরণের সেবা করি ॥
তোমার চরণ-ধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে।
ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণপ্রেমরস জলে ॥
বিনে তুমি দিলে ভক্তি কেহ নাহি পায়।
তোমার সে আমি হেন জান সর্ব্বথায় ॥

তুমি আমা যথা বেচ তথাই বিকাই।
এই সত্য কহিলাঙ্ তোমার সে ঠাঞি॥ চৈঃ ভাঃ ॥৫২॥

"অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ" অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর সহিত অভেদত্ব হেতুই অদ্বৈত এবং "আচার্য্যং ভক্তি শংসনাৎ" অর্থাৎ জগতে ভক্তি প্রবর্ত্তনের নিমিত্তই আচার্য্য। এই দুই নামের মিলনেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নামের সার্থকতা। এই জন্যই প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতকে বলিলেন,—তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী—তোমা হইতেই জীব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া সম্যক্ কৃতার্থ হইয়া থাকে। যেহেতু, তুমিই জীবকে দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি দান করিবার নিমিত্ত ভক্তাবতার রূপে অবতীর্ণ। তোমার শ্রীচরণ-ধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে জীব নিঃসন্দেহরূপে কৃষ্ণপ্রেমরসনীরে ভাসিতে থাকে। সুতরাং তুমি ভক্তিদান না করিলে কেহ পাইতে পারে না। "আমি, তোমারই"—ইহা সর্ব্ব প্রকারে অবগত হইবে। অতএব তুমি আমাকে যথায় বিক্রয় কর, আমি সেইখানেই বিক্রীত হইয়া থাকি। আমি এই কথা তোমার স্থানে সত্যই কহিলাম।"

নিজগুরুর সতীর্থ বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ, অদ্বৈতাচার্য্যকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করেন, কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্য, তাঁহাকে প্রভু জানিয়া নিজেকে তাঁহার দাস মনে করেন। সেব্য সেবকের মধ্যে এ ভাব বড় বিচিত্র, বড়ই মধুময়। ভক্ত শ্রীভগবানের, আবার শ্রীভগবানও ভক্তের। ভক্তের নিকট শ্রীভগবানের স্বাতন্ত্র কদাচ রক্ষিত হয় না। শ্রীভগবান ভক্তের অহেতুকী ভক্তির প্রভাবে এমনই বশীভূত হইয়া পড়েন যে, ভক্ত যাহা বলেন বা করেন, শ্রীভগবান তাহাই অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হন। বাস্তবিক, তিনি তখন ভক্তের 'কেনা-বেচার' সামগ্রী হইয়া পড়েন। এই জন্যই প্রভু বলিলেন,—"তুমি আমাকে যেখানে বিক্রয় কর, সেইখানেই আমি বিক্রীত হই।" আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে লিখিত আছে—

যে কেচিৎ প্রাণিনো ভক্তা মদর্থে ত্যক্তবান্ধবাঃ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো ধনঞ্জয়॥

অর্থাৎ হে পার্থ! যাহারা আমার প্রতি ভক্তিমান হইয়া আমার নিমিত্ত বন্ধু বান্ধবকেও বিসর্জ্জন দিয়াছে, আমি তাহাদেরই পরিক্রীত আছি; আমাকে ক্রয় করিতে অপর কাহারও সাধ্য নাই।

এইরূপ নিজ লীলারঙ্গী শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে মধুর ভক্তিতত্ত্ব ও ভক্তভাব শিখাইবার জন্য অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সঙ্গে নিত্য কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে বিভোর।

প্রভু একদিন ঈশ্বর-আবেশে উপলক্ষণ করিয়া আছেন; এমন সময়ে শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী তথায় উপনীত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরম সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন এবং সদয়বাক্যে কহিলেন,—

"দরিদ্র-সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষুধর্ম্ম॥
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই॥
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি খাইলু তোর।
পাশরিলা, কমলা ধরিলা হস্ত মোর॥" ৫৩॥ চৈঃ ভাঃ।

কৃষ্ণের দ্বারকালীলায় নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত সুদামা ব্রাহ্মণই এই পতিত-পাবন-শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীরূপে অবতীর্ণ। তাই প্রভু, তাঁহাকে কহিলেন,—"ব্রহ্মচারি! তুমি জন্মে জন্মে আমার সেবক! তুমি আমার চরণে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ।"—আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে চতুর্থ আশ্রম ভিক্ষু। ভিক্ষুধর্ম্ম; যথা—

পুত্রদ্রব্য কলত্রেষু ত্যক্তস্নেহো নরাধিপ।
চতুর্থমাশ্রমং স্থানং গচ্ছেন্নির্দ্ধূতমৎসরঃ॥
ত্রৈবর্ণিকাং স্ত্যজেৎ সর্ব্বানারম্ভানবনীপতে।
মিত্রাদিষু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষেব জন্তুষু॥
জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং বাঙ্মনঃ কর্ম্মভিঃ কচিৎ।
যুক্তঃ কুর্ব্বীত ন দ্রোহং সর্ব্বসঙ্গাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
একরাত্রং স্থিতিগ্রামে পঞ্চরাত্রং স্থিতিঃ পুরে।
তথা তিষ্ঠেদ্ তথাপ্রীতি র্দ্বেষো বা নাস্য জায়তে॥
কালে প্রশস্তবর্ণানাং ভিক্ষার্থে পর্য্যটেদ্ গৃহান্।
কামঃ ক্রোধস্তথাদর্প মোহলোভাদয়শ্চ যে।
তাং স্তু দোষান্ পরিত্যজ্য পরিব্রাড়্ নির্ম্মমো ভবেৎ॥
অভয়ং সর্ব্ব সত্ত্বেভ্যো দত্বা যশ্চরতে মুনিঃ।
নতস্য সর্ব্বভূতেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে কচিৎ॥ ইতি।

বিষ্ণুপুরাণ ৩।৯।

হে রাজন্! পুত্র কলত্র ও সংসারের সমুদয় দ্রব্যের মমতা ত্যাগ করিয়া ও নির্ম্মৎসর হইয়া এই চতুর্থ আশ্রম বা ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। দ্বিজাতি বর্ণত্রয় স্বীয় বর্ণধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। প্রাণী সকলের প্রতি মৈত্রী প্রকাশ করিবেন। কায়মনোবাক্যে কদাচ কোন প্রাণীরই অনিষ্ট করিবেন না এবং সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। গ্রামে একরাত্রি ও নগরে পঞ্চরাত্রি পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবেন। যেখানে প্রীতি হইবে, সেইখানে অবস্থান করিবেন কিন্তু কোন স্থানের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিবেন না। প্রাণধারণের নিমিত্ত যথাসময়ে উত্তমবর্ণ গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিবেন। কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, মোহ ও লোভাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক নির্ম্মম হইবেন। এইরূপে যে ব্যক্তি সর্ব্বজীবে অভয়দান করিয়া ও মৌনশীল হইয়া বিচরণ করেন, তিনি কোন ভূত হইতে আর ভয় প্রাপ্ত হন না।

ইহাই ভিক্ষুধর্ম্ম—ইহাই পরিব্রাজকের ধর্ম্ম। পরম ভাগবত শ্রীশুক্লাম্বর শ্রীভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া এইরূপ ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাই, ভক্তবৎসল প্রভু বলিলেন,—"তুমি আমার দরিদ্রসেবক, তোমার দারিদ্র্য-সুলভ অতি সামান্য দ্রব্যে আমার যেমন প্রীতি হয়, অভক্তের প্রদত্ত রাজ-ভোগেও তেমন হয় না। তুমি সামান্য বোধে দিতে না চাহিলেও আমি বলপূর্ব্বক লইয়া ভোজন করিব। দ্বারকায় সেই তণ্ডুলকণা (খুদ) ভোজনের কথা বিস্মৃত হইলে না কি ?"

দ্বাপরে দ্বারকালীলায় দরিদ্র সুদামা ব্রাহ্মণই এই শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। কিন্তু "গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা"র মতে তিনি বৃন্দাবন লীলার যজ্ঞপত্নিকা। সুতরাং শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীতে সুদামা ও যজ্ঞপত্নিকা এই উভয় ভাবাবেশই পরিস্ফুট বুঝিতে হইবে। যেমন শ্রীল রায় রামা-নন্দে অর্জ্জুনসখা ও বিশাখাসখীর ভাব-সঙ্গতি লক্ষিত হয়।

দুঃখদারিদ্র্য-কাতরা নিষ্কিঞ্চন সাধু সুদামার পত্নী একদিন স্বামীকে কহি-লেন,—"ঠাকুর! আর তো যন্ত্রণা সহ্য হয় না? আপনার না একজন ঐশ্বর্য্যশালী সখা আছেন, আপনি তাঁহার নিকট হইতে কিছু অর্থ চাহিয়া লইয়া আসুন না কেন ?"

পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ভক্তপ্রবর সুদামা সখার নিকট যাওয়াই স্থির করিলেন। কিন্তু সখার জন্য কি উপঢৌকন লইয়া যাইব, এই চিন্তাতেই কিছু বেশী ব্যাকুল হইলেন। কোথায় কিছু না পাইয়া ব্রাহ্মণ কতকগুলি

তণ্ডুলকণা (খুদ) বস্ত্রে পুঁটলী বাঁধিয়া লইয়া দ্বারকার অভিমুখে শুভযাত্রা করিলেন। অতিকষ্টে দ্বারকায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণের বাড়ী, তদীয় জীর্ণপত্রকুটীরের ন্যায় নহে, নানাকারুকার্য্য-খচিত বিচিত্র রাজপ্রাসাদ; দেখিয়া ব্রাহ্মণ অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। অনন্তর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তথায় বিবিধ মণি-মাণিক্য-বিমণ্ডিত হর্ম্মাবলী দর্শন করিয়া আরও বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি লজ্জায় সেই খুদের পুঁটুলী কক্ষতলে ক্রমশঃই ভাল করিয়া লুকাইতে লাগিলেন। অতঃপর স্বর্ণপর্য্যঙ্কে প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রুতপদে আসিয়া সখাকে বক্ষে তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সুদামা কৃতার্থ হইলেন! সুদামা সখাকে দেখিয়া সেই পুঁটুলীটী আরও সাবধানে লুকাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কুতুহলী হইয়া কহিলেন,—"সখে! তুমি ও কি লুকাইতেছ দেখি! দেখি!"

"সখে! ও কিছু নয়" বলিয়া সুদামা পুঁটুলীটী কক্ষতলে চাপিয়া ধরিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক তাহা কাড়িয়া লইয়া সেই তণ্ডুলকণা একমুষ্টি ভক্ষণ করিলেন। দ্বিতীয় মুষ্টি তুলিবার উপক্রম করিয়াছেন, লক্ষ্মীদেবী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণ করিলেন।

সেই ভাবাবেশে শ্রীগৌরসুন্দরও আজ শুক্লাম্বরের ঝুলির মধ্য হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শুক্লাম্বর কহিলেন— "প্রভু! সর্ব্বনাশ! উহাতে যে বহুতর খুদকণা রহিয়াছে।" তখন প্রভু কহিলেন,—

"—তোর খুদকণ মুঞি খাও।
অভক্তের অমৃতে উলটি না চাও॥ * *" ৫৪॥ চৈঃ ভাঃ।
"—শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি!
তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বথা বিহরি॥
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষা চলিলে আমার পর্য্যটন॥
প্রেমভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সেবক আমার॥

তোমারে দিলাঙ আমি প্রেমভক্তি দান।

নিশ্চয় জানিহ প্রেমভক্তি মোর প্রাণ ॥"৫৫॥ চৈঃ ভাঃ।

শ্রীভগবান ভক্তির বাধ্য। তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক যাহা প্রদান করা হয়, তাহা তুচ্ছ হইলেও উপাদেয়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আবার শ্রীভগবানকে কোন ভক্ষ্যদ্রব্য নিবেদন করিতে হইলে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দিতে হয়, ইহাই বেদের বিধান। অতুবা তাহা শ্রীভগবান তাহা অঙ্গীকার করেন না। এ বিধি সাধারণ ব্যক্তিদের জন্যই বিহিত। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহাদের নিকট এ বিধির ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। শুক্লাম্বরের তণ্ডুলভোজনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং ভক্তিই সকল বিধির প্রাণ, বিধি বা নিষেধ সকলই ভক্তির অধীন।

"বিষয়মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুতধন কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥
দেখি মূর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে।
তার পূজা বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে ॥"

অতএব জাতি, বিদ্যা মহত্বাদির ব্যর্থ অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগুরু বৈষ্ণবের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া ভক্তিধর্ম্মের অনুশীলন, মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহাই সর্ব্বোত্তম শ্রেয়লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড।